মাসুদ রানা

আবার উ সেন

কাজী আনোয়ার হোসেন

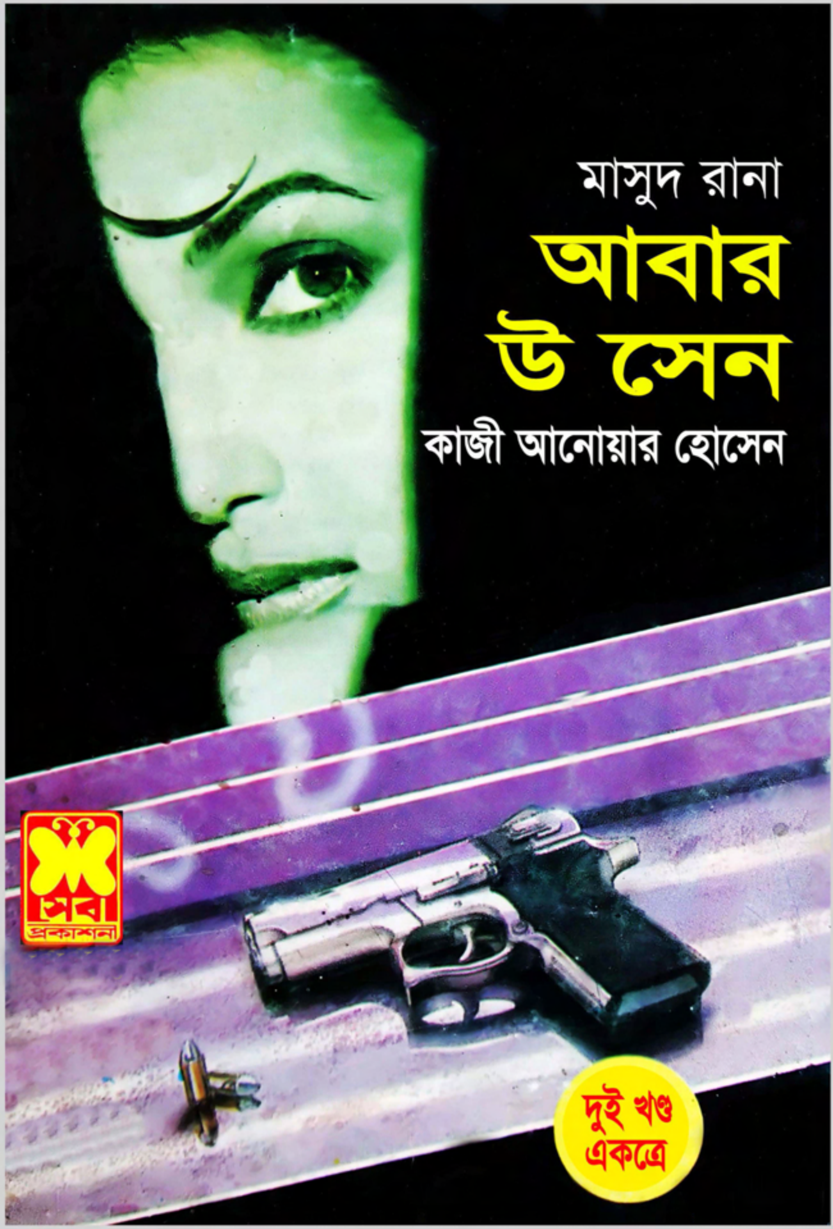

সেবা প্রকাশনী

দুই খণ্ড একত্রে

মাসুদ রানা

আবার উ সেন

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে কখনও লোকটিকে ছোট করে দেখেনি রানা। ওর জীবনে একটা অভিশাপ ছিল সে। আর কাউকে হত্যার জন্যে এতটা পরিশ্রম, মেধা, অর্থ ও সময় ব্যয় করতে হয়নি। সেই উ সেন কি সত্যিই মারা গেছে? যদি মারাই গিয়ে থাকে, তাহলে প্লেনগুলো হাইজ্যাক করছে কে? বিশাল জলাভূমির মাঝখানে চল্লিশ ফুট লম্বা প্রহরী কেন? কেনই বা সি.আই.এ.-র নতুন চীফ ধর্না দেন রানার কাছে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা

আবার উ সেন

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

Sohag Paul
04-05-05

সেবা প্রকাশনী

সাঁইত্রিশ টাকা

ISBN 984-16-7159-X

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: টিপু কিবরিয়া

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
ABAR U SEIN
Part I & II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

আবার উ সেন–১ : ৫–১১১
আবার উ সেন–২ : ১১২–২১৬

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়★ভারতনাট্যম ★স্বর্ণমৃগ ★দুঃসাহসিক★মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা★দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর★সাগরসঙ্গম★রানা! সাবধান!!★বিস্মরণ★রত্নদ্বীপ★নীল আতঙ্ক ★কায়রো মৃত্যুপ্রহর★গুপ্তচক্র★মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র ★রাত্রি অন্ধকার★জাল★অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা ★ক্ষ্যাপা নর্তক★শয়তানের দূত ★এখনও ষড়যন্ত্র ★প্রমাণ কই? বিপদজনক★রক্তের রঙ★অদৃশ্য শত্রু★পিশাচ দ্বীপ★বিদেশী গুপ্তচর★ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা★ তিনশত্রু ★অকস্মাৎ সীমান্ত ★সতর্ক শয়তান★নীলছবি ★প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক★এসপিওনাজ★লাল পাহাড় ★হৃৎকম্পন★প্রতিহিংসা★হংকং সম্রাট কুউউ★বিদায় রানা★প্রতিদ্বন্দ্বী★আক্রমণ★গ্রাস★স্বর্ণতরী★পপি★জিপসী★আমিই রানা সেই উ সেন★হ্যালো, সোহানা ★হাইজ্যাক ★ আই লাভ ইউ, ম্যান ★ সাগর কন্যা পালাবে কোথায়★টার্গেট নাইন★ বিষ নিঃশ্বাস★প্রেতাত্মা ★বন্দী গগল ★জিম্মি তুষার যাত্রা★স্বর্ণ সংকট★সন্ন্যাসিনী★পাশের কামরা★নিরাপদ কারাগার ★স্বর্গরাজ্য উদ্ধার ★হামলা★ প্রতিশোধ★মেজর রাহাত★লেনিনগ্রাদ★অ্যামবুশ★আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর★নকল রানা★রিপোর্টার★মরুযাত্রা★বন্ধু★সংকেত★স্পর্ধা★চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ★চারিদিকে শত্রু★অগ্নিপুরুষ★অন্ধকারে চিতা★মরণ কামড়★মরণ খেলা অপহরণ★আবার সেই দুঃস্বপ্ন★বিপর্যয়★শান্তিদূত★শ্বেত সন্ত্রাস★ছদ্মবেশী★কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন ★সময়সীমা মধ্যরাত★আবার উ সেন ★বুমেরাং★কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ★কুচক্র★চাই সাম্রাজ্য★অনুপ্রবেশ★যাত্রা অশুভ★জুয়াড়ী★কালো টাকা কোকেন সম্রাট ★বিষকন্যা ★সত্যবাবা ★যাত্রীরা হুঁশিয়ার ★অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯★অশান্ত সাগর ★শ্বাপদ সংকুল★দংশন ★প্রলয় সঙ্কেত★ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ ★ডাবল এজেন্ট★আমি সোহানা ★অগ্নিশপথ ★জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান★গুপ্তঘাতক ★নরপিশাচ ★শত্রুবিভীষণ★অন্ধ শিকারী ★দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ★কালো ছায়া★নকল বিজ্ঞানী★বড় ক্ষুধা★স্বর্ণদ্বীপ★রক্তপিপাসা ★অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন★নীল দংশন★সাউদিয়া ১০৩★কালপুরুষ★নীল বজ্র★মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট★অমানিশা★সবাই চলে গেছে★অনন্ত যাত্রা ★রক্তচোষা ★কালো ফাইল মাফিয়া★হীরকসম্রাট★সাত রাজার ধন★শেষ চাল★বিগব্যাঙ★অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ★মহাপ্রলয়★যুদ্ধবাজ★প্রিন্সেস হিয়া★মৃত্যুফাঁদ★শয়তানের ঘাঁটি ধ্বংসের নকশা ★মায়ান ট্রেজার ★ঝড়ের পূর্বাভাস★আক্রান্ত দূতাবাস★জন্মভূমি দুর্গম গিরি ★মরণযাত্রা ★মাদকচক্র ★শকুনের ছায়া★তুরুপের তাস★কালসাপ গুডবাই, রানা ★সীমা লঙ্ঘন★রুদ্রঝড়★ কান্তার মরু ★ কর্কটের বিষ★বোস্টন জ্বলছে শয়তানের দোসর★নরকের ঠিকানা★অগ্নিবাণ★কুহেলি রাত★বিষাক্ত থাবা★জন্মশত্রু মৃত্যুর হাতছানি★সেই পাগল বৈজ্ঞানিক★সার্বিয়া চক্রান্ত★দুরভিসন্ধি★কিলার কোবরা মৃত্যুপথের যাত্রী ★ পালাও, রানা! ★ দেশপ্রেম★ রক্তলালসা ★ বাঘের খাঁচা সিক্রেট এজেন্ট★ ভাইরাস X-99।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

আবার উ সেন-১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৯

এক

বেলজিয়ামের ওপর দিয়ে উড়ে গেল প্লেনটা। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ফ্লাইট টুয়েলভ।

বেলজিয়াম-ডাচ সীমান্তের কাছাকাছি ইউরো এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল সেন্টার এতক্ষণ নজর রাখছিল ওটার ওপর, অসটেন্ড থেকে উপকূল ছাড়িয়ে কয়েক মাইল এগোবার পরই নজর রাখার দায়িত্ব চাপল লন্ডন কন্ট্রোলের ওপর। এয়ার ট্রাফিক লন্ডন কন্ট্রোল সেন্টারটা ওয়েস্ট ড্রেটনের কাছে।

ডিউটিতে আসার মাত্র পাঁচ-সাত মিনিট পর ফ্লাইট টুয়েলভের দায়িত্ব নিল বিল হ্যারিংটন, বোয়িং সেভেন-ফোর-সেভেন জ্যাম্বোকে নির্দেশ দিল উনত্রিশ হাজার ফুট থেকে বিশ হাজার ফুটে নেমে আসতে। তার রাডার স্কোপে অনেকগুলো প্লেনের একটা ওটা–সবুজ আলোক বিন্দু, সাথে করেসপন্ডিং নাম্বার টুয়েলভ, প্লেনের অলটিচ্যুড আর হেডিংসহ।

সব কিছুই স্বাভাবিক দেখা গেল। সিঙ্গাপুর থেকে বাহরাইন হয়ে দীর্ঘ যাত্রাপথের শেষ ধাপে প্রবেশ করছে প্লেনটা। বিল হ্যারিংটন হিথরো অ্যাপ্রোচ কন্ট্রোলকে জানিয়ে দিল, তৈরি হও, স্পীডবার্ড টুয়েলভ তোমাদের আকাশসীমায় পৌঁচুচ্ছে।

বড়সড় রাডারস্কোপে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল বিল হ্যারিংটন। স্পীডবার্ড টুয়েলভ নিচে নামছে, স্ক্রীনে দ্রুত নেমে আসছে অলটিচ্যুড নাম্বার। 'স্পীডবার্ড ওয়ান-টু-ক্লিয়ারড্ টু টু-ও; ভেক্টর...।' মাঝপথে থেমে গেল সে, অস্পষ্টভাবে কানে বাজছে হিথরো কন্ট্রোলের তাগাদা–আরও তথ্য দাও। কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই তার। রাডারস্কোপের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। নাটকীয় দ্রুততার সাথে, অনেকটা যেন ভোজবাজীর মত, স্ক্রীন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে ফ্লাইট টুয়েলভের ইন্ডিকেটর নাম্বার। পরমুহূর্তে সেটার বদলে স্ক্রীনে ফুটে উঠল তিনটে লাল শূন্য। ঘন ঘন জ্বলছে আর নিভছে।

তিনটে লাল শূন্য–প্লেন হাইজ্যাক হওয়ার আন্তর্জাতিক সঙ্কেত।

কণ্ঠস্বর শান্ত, বিল হ্যারিংটন প্লেনের সাথে কথা বলার চেষ্টা করল, 'স্পীডবার্ড ওয়ান-টু ইউ আর ক্লিয়ারড্ টু টু-ও। তুমি সত্যিই কি "হ্যাঁ" বলছ?'

প্লেনে যদি কোন বিপদ দেখা দিয়ে থাকে, এ-ধরনের সংলাপ নিয়মিত বিনিময়ের অংশ বলে মনে হবে। কিন্তু না, ফ্লাইট টুয়েলভ কোন সাড়া দিল না।

ত্রিশ সেকেন্ড পর প্রশ্নটা আবার করল বিল হ্যারিংটন।

তবু কোন সাড়া নেই।

ষাট সেকেন্ড পর আবার করা হলো প্রশ্ন।

সাড়া নেই।

তারপর, প্রথমবার হাইজ্যাক হওয়ার সংকেত প্রচারের পঁচানব্বুই সেকেন্ড পর, স্ক্রীন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল লাল শূন্য তিনটে, সেগুলোর বদলে ফুটে উঠল পরিচিত ইন্ডিকেটর নাম্বার–টুয়েলভ। হেডসেটে ক্যাপটেনের গলা পেল বিল হ্যারিংটন, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে।

ক্যাপটেন বললেন, 'স্পীডবার্ড ওয়ান-টু। হ্যাঁ, আমরা "হ্যাঁ" বলেছিলাম। বিপদ কেটে গেছে। প্লীজ হিথরোকে সতর্ক করুন। অ্যাম্বুলেন্স আর ডাক্তার দরকার আমাদের। কয়েকজন মারা গেছে, অন্তত একজন গুরুতর আহত। আবার বলছি, বিপদ কেটে গেছে। ইনস্ট্রাকশন অনুসারে আমরা এগোতে পারি তো? স্পীডবার্ড ওয়ান-টু।'

ক্যাপটেন আরও বলতে পারতেন, 'বিপদ কেটে গেছে, মেজর মাসুদ রানাকে সেজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

দুই

খানিক আগের ঘটনা।

ফ্লাইট বি টুয়েলভের স্টারবোর্ড সাইড, প্যাসেজের ধারে একটা সীট, একজিকিউটিভ ক্লাস। খানিকটা সামনের দিকে ঝুঁকে, একদিকে একটু কাত হয়ে বসে আছে মাসুদ রানা, দেখে মনে হবে উদ্বেগ বা উত্তেজনার লেশমাত্র নেই ওর মধ্যে। আধবোজা চোখ আর শিথিল পেশীর আড়ালে টপ গিয়ারে রয়েছে ওর মাথা, শরীর নিয়ে রয়েছে বিপজ্জনক একটা ভঙ্গি, পেঁচানো স্প্রিঙের মত, ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি।

কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখলে মায়াভরা কালো চোখেও ধরা পড়বে উদ্বেগ। সিঙ্গাপুর থেকে প্লেনে ওঠার পরপরই বিপদের গন্ধ পেয়েছে রানা, তারপর বাহরাইন থেকে প্লেন টেক-অফ করার পর সন্দেহ প্রবল হয়েছে। সতর্কতা বিফলে যায়নি, আজ কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

বাহরাইন থেকেই বিপুল পরিমাণে সোনা তোলা হয়েছে প্লেনে।

বোয়িঙে রানার সাথে ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-টেরোরিজম অর্গানাইজেশনের চারজন আন্ডারকাভার এজেন্টও রয়েছে। শার্ক আর কোবরা কমান্ড থেকে বাছাই করা এজেন্ট ওরা, সাধারণ আরোহীদের সাথে ফার্স্ট, একজিকিউটিভ আর ট্যুরিস্ট ক্লাসে বসে আছে।

রানার ক্লান্তি আর উত্তেজনা শুধু এই বিমান যাত্রার ফল নয়, সিঙ্গাপুর থেকে লন্ডনের দীর্ঘ যাত্রায় এবার নিয়ে পরপর তিনবার থাকছে ও। সন্ত্রাসবিরোধী সতর্কতার অংশ হিসেবে কয়েক হপ্তা হলো এই ভূমিকায় দায়িত্ব পালন করছে। শুধু সিঙ্গাপুর টু লন্ডন রুটে নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে এরকম আরও অনেক রুটে সন্ত্রাস আর হাইজ্যাক বিরোধী সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। সম্প্রতি প্রায় পনেরোটা দেশে বিমান হাইজ্যাক হওয়ায় জাতিসংঘের বিশেষ অনুরোধে ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-টেরোরিজম অর্গানাইজেশন এই সতর্ক প্রহরার আয়োজন করেছে।

অথচ আশ্চর্য, আজ পর্যন্ত কোন টেরোরিস্ট গ্রুপ এই সব হাইজ্যাকিং ঘটনার দায়িত্ব স্বীকার করেনি। এদিকে মাঝারি আর বড় মাপের এয়ারলাইন্স কোম্পানীগুলো ব্যাপক হারে প্যাসেঞ্জার হারাতে শুরু করেছে। প্রচার মাধ্যম আর সরকারগুলো যতই অভয়বাণী শোনাক, সাধারণ বিমান আরোহীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে আতঙ্ক।

অতি সম্প্রতি ঘটে যাওয়া প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে হাইজ্যাকাররা ছিল চরম নিষ্ঠুর। আরোহী আর ক্রুরা পাইকারীহারে মারা গেছে। হাইজ্যাক করা কোন কোন প্লেনকে বিপজ্জনক আর দুর্গম পাহাড়ী এলাকার কোন গোপন এয়ারফিল্ডে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সর্বশেষ ঘটনাটাই ধরা যাক–ওটা ছিল সেভেন-ফোর-সেভেন জাম্বো, ক্যাপটেনকে হাইজ্যাকাররা সুইস আল্পস-এ নিয়ে যেতে বলে জাহাজ। সমুদ্রপিঠ থেকে কয়েক হাজার ফুট উঁচুতে সমতল একটা জায়গা তৈরি করা হয়েছিল আগেই, কিন্তু জায়গাটা দুই উপত্যকার মাঝখানে ঢাকা ছিল। ল্যান্ড করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন ক্যাপটেন, বিধ্বস্ত হয় প্লেনটা। আরোহী বা হাইজ্যাকার, কারও লাশই চেনার উপায় ছিল না।

কোন কোন ক্ষেত্রে নিরাপদেই নেমেছে প্লেন। লুঠ করা সোনা, টাকা, অলঙ্কার ইত্যাদি নিয়ে ছোট একটা প্লেনে উঠে গেছে হাইজ্যাকাররা, যাবার সময় হাইজ্যাক করা প্লেনটা বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়ে গেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে মুহূর্তের দ্বিধা বা হস্তক্ষেপ বয়ে নিয়ে এসেছে অকস্মাৎ মৃত্যু–ক্রুদের, আরোহীদের, এমনকি শিশুদেরও।

এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল বাংলাদেশ বিমানের বোয়িং হাইজ্যাক হওয়ার ঘটনাটা। বোয়িঙে পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অলঙ্কার আর অ্যান্টিকস তোলা হয় আবুধাবী থেকে, সবই সহজে বহনযোগ্য। হাইজ্যাকাররা সে-সব হাতিয়ে নিয়ে প্লেনটাকে নিচে নামাতে বলে, তারপর প্যারাসুট নিয়ে বেরিয়ে যায় প্লেন থেকে। এ-যাত্রায় প্রাণ বেঁচে যাওয়ায় আরোহীরা যখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে, রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে বোমা ফাটিয়ে আকাশ থেকে গায়েব করে দেয়া হয় বোয়িংটাকে।

ছয় হপ্তা হলো হাইজ্যাকিং বিরোধী সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। গত দুটো ফ্লাইটে রানার অংশগ্রহণ ছিল ঘটনাবিহীন। কিন্তু এবার ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে, কিছু একটা ঘটবেই ঘটবে।

সিঙ্গাপুর থেকে প্লেনে ওঠার পর আরোহীদের মধ্যে চারজন লোককে দেখে সন্দেহ হয় ওর। চারজনই শক্ত-সমর্থ, কারও বয়সই ত্রিশের বেশি নয়। প্রত্যেকে দামী সুট পরে আছে, সাথে একটা করে ব্রীফকেস, যেন ব্যবসায়ী। চারজনই তারা একজিকিউটিভ ক্লাসে বসেছে, দু'জন সেন্ট্রাল সেকশনের পোর্ট সাইডে, রানার বাঁ দিকে। বাকি দু'জন সামনের দিকে, রানার কাছ থেকে পাঁচ সারি দূরে। চেহারায় ট্রেনিং পাওয়া সৈনিকের ভাব থাকলেও চারজনই তারা চুপচাপ এবং শান্ত।

তারপর, বাহরাইনে যাত্রাবিরতির সময় প্লেনে উঠে এল মূর্তিমান বিপদ। প্রায় দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সোনা, কারেন্সি আর ডায়মণ্ড তোলা হলো প্লেনে, ওগুলোর পিছু পিছু আরও উঠল তিনজন যুবক আর একটা মেয়ে। মেয়েটা

সুন্দরী, চুল কালো, কিন্তু চেহারা এমন থমথমে, যেন শক্ত পাথর। তার পুরুষ সঙ্গীরা মেদহীন, স্মার্ট, হাবভাব দেখে মনে হয় ট্রেনিং পাওয়া গেরিলা।

উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াবার ছলে সীট ছেড়ে একবার উঠেছিল রানা, নবাগত আরোহীরা কে কোথায় বসেছে দেখে এসেছে। সন্দেহজনক ব্যবসায়ীদের মত এই চারজনও জোড়ায় জোড়ায় বসেছে, তবে সবাই রানার পিছনে, ট্যুরিস্ট ক্লাসে।

শার্ক আর কোবরা কমান্ডোদের মত রানাও সশস্ত্র। ওর সাথে নতুন একজোড়া থ্রোয়িং নাইফ রয়েছে। একটা ওর প্রিয় পজিশনে, বাম বাহুর ভেতর দিকে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো। আরেকটা পিঠে, শিরদাঁড়ার পাশে। আন্তর্জাতিকভাবে সুখ্যাত এবং নির্ভরযোগ্য একটা রিভলভারও রয়েছে ওর সাথে, যেটা উড়ন্ত অবস্থায় প্লেনের ভেতর ব্যবহার করা যাবে নির্ভয়ে।

রিভলভারটা ছোট, পয়েন্ট থ্রী-এইট বোর, কার্ট্রিজে চার্জের পরিমাণ খুবই সামান্য। ফ্র্যাগমেনটেশন বুলেট–মারাত্মক শুধুমাত্র কয়েক ফুট দূর থেকে, কারণ ওটার গতি দ্রুত কমে যায়, আর বুলেট ফেটে যাওয়ায় এয়ারফ্রেম বা প্লেনের ধাতব আবরণ ভেদ করতে পারে না।

কমান্ডোরাও সবাই রানার মত সশস্ত্র, তাদের ট্রেনিঙেও কোন খুঁত নেই, তবু প্লেনে রিভলভার থাকায় খুশি নয় রানা, যতই না কেন বলা হোক নিরাপদ। প্লেনের গা বা জানালার খুব কাছাকাছি থেকে গুলি করা হলে, বুলেটটা যদি সরাসরি ঢোকে, মারাত্মক ডিপ্রেশারাইজেশন সমস্যা দেখা দেবে। নিজেকে নিয়ে ওর তেমন কোন ভাবনা নেই, যাই ঘটুক ছুরি দিয়েই সামলাতে পারবে। তবে টার্গেট কাছাকাছি চলে এলে আলাদা কথা, তখন অবশ্যই রিভলভারটা ব্যবহার করবে ও। কাছাকাছি বলতে এক্ষেত্রে ওর হিসেবে দু'ফুট।

দৈত্যাকার সেভেন-ফোর-সেভেন মৃদু ঝাঁকি খেলো, সেই সাথে এঞ্জিনের আওয়াজে ক্ষীণ পরিবর্তন লক্ষ করল রানা, ওরা নিচে নামতে শুরু করেছে এ তারই লক্ষণ। সম্ভবত এই মাত্র বেলজিয়ান উপকূল ছাড়িয়ে এসেছে বোয়িং, আন্দাজ করল ও, চোখ জোড়া কেবিনের চারদিকে ঘুরছে, সতর্কতার সাথে অপেক্ষায় আছে।

নিরেট দর্শন স্বর্ণকেশী স্টুয়ার্ডেস রানার কয়েক সারি সামনে ব্যবসায়ী দু'জনকে সফট্-ড্রিঙ্কের ক্যান দিল। মেয়েটাকে প্যাসেজ ধরে আসা-যাওয়া করতে বেশ অনেকবার দেখেছে রানা। তার মুখের দিকে চোখ পড়তেই পলকের মধ্যে বুঝে নিল রানা কোথাও কোন ঘাপলা আছে। মুখে ধরে রাখা স্থির হাসি অদৃশ্য হয়েছে, আরোহী দু'জনের দিকে খুব বেশি ঝুঁকে রয়েছে সে, ফিসফিস করে কি যেন বলছে তাদেরকে।

চট করে একবার বাঁ দিকে তাকাল রানা, সুটেডবুটেড ব্যবসায়ীদের দ্বিতীয় জোড়া যেখানে বসে আছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে স্টুয়ার্ডেসের দিকে তাকিয়েছিল ও, সেই ফাঁকে অদৃশ্য হয়েছে লোক দু'জন।

মাথা ঘুরিয়ে তাদের একজনকে দেখতে পেল রানা। হাতের জিনিসটাকে মনে হলো বিয়ারের ক্যান, ওর পিছনের প্যাসেজে ছোট গ্যালির কাছে, একজিকিউটিভ ক্লাসের পিছনের দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। ইতিমধ্যে সামনের গ্যালিতে অদৃশ্য

হয়ে গেছে স্টুয়ার্ডেস।

রানা নড়তে যাবে, চোখের পলকে সব কিছু একসাথে ঘটতে শুরু করল।

ওর পিছনের লোকটা বিয়ার ক্যানের রিঙ ধরে টান দিল, তারপর প্যাসেজের ওপর গড়িয়ে দিল ক্যানটা। ঘন ধোঁয়া বেরিয়ে এল ওটা থেকে, মুহূর্তের মধ্যে ভরে উঠল কেবিন।

ইতিমধ্যে সামনের লোক দুজনও সীট ছেড়েছে, দেখা গেল স্টুয়ার্ডেসও আবার ফিরে এসেছে প্যাসেজে। এবার কি যেন একটা রয়েছে মেয়েটার হাতে। আরও দূর প্রান্তে চার নম্বর ব্যবসায়ীকে দেখা গেল, সামনের দিকে ছুটতে শুরু করে সে-ও একটা স্মোক ক্যান ছুঁড়ে দিল প্যাসেজে।

দাঁড়িয়ে ঘুরতে যাচ্ছে রানা। সবচেয়ে কাছের লোকটা, ওর পিছনের প্যাসেজে, এক সেকেন্ডের জন্যে ইতস্তত করল। ভোজবাজীর মত রানার হাতে বেরিয়ে এল ছুরিটা। ছুরি ধরা হাতটা কাঁধের কাছে কখন উঠল, কখন ছুঁড়ে দিল, কি আঘাত করল, এ-সব কিছুই টের পেল না লোকটা। ছুরিটা তার হার্টের ঠিক নিচে ঢোকার সময় অকস্মাৎ ব্যথা আর বিস্ময়ের ধাক্কা অনুভব করল শুধু।

গোটা কেবিনে ধোঁয়া আর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। চিৎকার করে আরোহীদের শান্ত থাকতে বলল রানা, কেউ যেন সীট ছেড়ে না ওঠে। ট্যুরিস্ট ক্লাস আর সামনের পেন্ট হাউস স্যুইট থেকে কমান্ডোদেরও গলা পেল রানা। হঠাৎ শোনা গেল পরপর দুটো বিস্ফোরণের আওয়াজ, এয়ারগার্ড রিভলভারের বলে চেনা গেল ওগুলোকে। পরমুহূর্তে আরও জোরাল বিস্ফোরণ ঘটল, ভারী কোন আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে।

দম আটকে রেখে ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে একজিকিউটিভ ক্লাস গ্যালির দিকে ছুটল রানা। ওখান থেকে পোর্ট সাইডে যাওয়া যাবে, তারপর ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ওঠা যাবে পেন্ট হাউস আর ফ্লাইট ডেকে। এখনও অন্তত তিনজন হাইজ্যাকার বেঁচে আছে, চারজনও হতে পারে।

গ্যালিতে ঢুকেই বুঝল, আর মাত্র তিনজন। ইনগ্রাম সাবমেশিনগানটা এখনও আঁকড়ে ধরে আছে স্টুয়ার্ডেস, ধোঁয়ার ভেতর চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে সে, কাছ থেকে ছোঁড়া এয়ারগার্ড রিভলভারের গুলিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে তার বুক, বিস্ফারিত নীল চোখে বিস্ময় আর আতঙ্ক।

ছুরি ধরা হাতটা শরীরের পাশে, এখনও দম আটকে রেখেছে রানা, আতঙ্কিত আরোহীদের চেঁচামেচি আর কাশির আওয়াজ কানে তুলে লাশটা টপকাল। এত হৈচৈ সত্ত্বেও কমান্ডোদের একজনের গর্জন পরিষ্কার ভেসে এল নিচে, 'রেড ওয়ান। রেড ওয়ান!' এটা একটা সঙ্কেত, মানে হলো মূল আক্রমণটা করা হয়েছে ফ্লাইট ডেকে বা তার আশপাশে।

ঘোরানো সিঁড়ির গোড়ায় আরেকজনকে টপকাল রানা। কমান্ডোদের একজন, জ্ঞান নেই, এদিকের কাঁধ অর্ধেক উড়ে গেছে।

ছোট সিঁড়ি, বাঁক ঘুরতেই আরেক ব্যবসায়ীকে দেখতে পেল রানা, কয়েক ধাপ সামনে ওর দিকে পিছন ফিরে হাঁটু মুড়ে বসে রয়েছে, হাতের ইনগ্রামটা তুলছে সে। ঝাঁকি খেলো রানার শরীর, বাতাসে শিস কেটে ছুটে গেল ছুরিটা।

ফলাটা এতই ধারাল, লোকটার ঘাড়ে প্রায় সবটুকু গেঁথে গেল, ঠিক যেন মস্ত একটা হাইপডারমিক সিরিঞ্জ। কাটা ক্যারটিড শিরা থেকে ঝর্নার একটা ধারার মত সবেগে বেরিয়ে এল তাজা রক্ত। লোকটা এমনকি চিৎকার পর্যন্ত করল না। বিড়ালের মত নিঃশব্দে সামনের ধাপ ক'টা টপকে তার ঠিক পিছনে চলে এল রানা, লোকটার পতন শুরু হবার আগেই ধরে ফেলল তাকে, নিজেকে আড়ালে রেখে উঁকি দিয়ে তাকাল প্লেনের ওপরের অংশে।

ফ্লাইট ডেকের দরজা খোলা। দোরগোড়ার কাছে ব্যবসায়ীদের আরেকজনকে দেখা গেল, হাতে সাবমেশিনগান, নির্দেশ দিচ্ছে ক্রুদের। দরজার বাইরে, তার দিকে পিছন ফিরে রয়েছে সঙ্গীটি, এর হাতেও একটা ইনগ্রাম। সে যে তৈরি হয়ে আছে বোঝাবার জন্যে অস্ত্রটা একদিক থেকে আরেক দিকে অর্ধবৃত্ত আকারে ঘোরাচ্ছে ঘন ঘন। ইনগ্রাম সাবমেশিন গান সম্পর্কে জানা আছে রানার, মিনিটে বারোশো বুলেট ছোঁড়ে।

কমান্ডোদের একজনকে দেখতে পেল রানা, পরস্পরের সাথে সঙ্কেত বিনিময় করল ওরা। দু'জনেই জানে এরপর কি করতে হবে। সুযোগ না থাকায় এতক্ষণ নিজের সীটে গোবেচারার ভঙ্গিতে বসে ছিল কমান্ডো যুবক, কমান্ডারের নির্দেশ পেয়ে তৈরি হলো সে।

লাশটাকে ধাপের একপাশে সরিয়ে দিল রানা, লাশের ঘাড় থেকে এরই মধ্যে ছুরিটা ফিরে এসেছে ডান হাতে। বড় করে শ্বাস টেনে মাথা ঝাঁকাল ও। লাফ দিয়ে সীট ছাড়ল কমান্ডো, এয়ারগার্ড রিভলভার আগেই গর্জে উঠেছে তার হাতে।

হাইজ্যাকারদের গার্ড রানার নড়াচড়া টের পেয়ে সিঁড়ির দিকে ইনগ্রাম ঘোরাল। কিন্তু ট্রিগার টানার সুযোগ পেল না, তার আগেই এয়ারগার্ড রিভলভারের দুটো বুলেট খেলো সে গলায়। ডেক থেকে পা উঠল না তার, শরীরটা ঘুরলও না, দাঁড়ানো অবস্থা থেকে সটান সামনের দিকে আছাড় খেলো। ডেকে পড়ার আগেই মারা গেছে।

ফ্লাইট ডেকের দোরগোড়ায় দাঁড়ানো হইজ্যাকার দ্রুত ঘুরল। এক ঝলক আলোর মত ছুটে গেল ছুরিটা, ঘ্যাঁচ করে বিঁধল তার বুকে। হাত থেকে পড়ে গেল ইনগ্রাম। তার পাশে রানা আর কমান্ডো একসাথে পৌঁছুল। লোকটার হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল, পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাকে পড়তে না দিয়ে ধরে রাখা হলো—পকেটগুলো দ্রুত সার্চ করছে রানা, গ্রেনেড বা অন্য কোন অস্ত্র থাকতে পারে।

লোকটাকে ছেড়ে দিতেই ডেকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে, বুকে গাঁথা ছুরির হাতলটা দু'হাতে ধরে বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস করছে। বিস্ফারিত চোখের ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে মণি জোড়া, রক্তাক্ত ঠোঁট থেকে বেরিয়ে আসছে ঘড় ঘড় আওয়াজ।

'অল ওভার!' চিৎকার করে বলল রানা, ক্যাপটেন সহ সবাই যাতে শুনতে পায়। যদিও পুরোপুরি সন্দেহমুক্ত নয় ও। বিপদ কি সত্যিই কেটে গেছে?

'নিচেটা চেক করে দেখি,' কমান্ডোকে বলল ও, আহত হাইজ্যাকারের ওপর ঝুঁকে রয়েছে সে।

নিচের কেবিনে ধোঁয়া এখন আর নেই বললেই চলে, সামনে একজন কালো চুল স্টুয়ার্ডেসকে দেখতে পেয়ে হাসল রানা। 'তুমি ওদেরকে শান্ত করো,' তাকে বলল ও। 'বিপদ কেটে গেছে।' মেয়েটার বাহু চাপড়ে দিল ও, তারপর তাকে একজিকিউটিভ ক্লাসের সামনের গ্যালিতে যেতে নিষেধ করল।

ওখানে নিজে গেল রানা। আরোহীদের অনেকেই সীট ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে প্যাসেজে, ভিড় ঠেলে এগোতে হলো। এক বুড়ি রানাকে ধরে ঝুলে পড়ল, ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আরেকজন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। কাউকে অভয় দিয়ে কাজ হলো, আবার কেউ ধমক খেয়ে চুপ করল। স্টুয়ার্ডেসের লাশে একটা কোট চাপা দিল ও। যে-কোন লাশ, তা সে যারই হোক, চোখে বড় অসুন্দর লাগে।

বাকি দু'জন কমান্ডো, যুক্তিসঙ্গতভাবেই, প্লেনের পিছন দিকে রয়েছে। হাইজ্যাকারদের যদি ব্যাক-আপ টীম থাকে, তাদের সামলাবার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি ওরা। হাঁটতে হাঁটতে আপনমনে হাসল রানা। নিষ্ঠুর চেহারার তিনজন যুবক আর তাদের সঙ্গিনী মেয়েটা, যারা বাহরাইন থেকে প্লেনে ওঠার সময় ওর মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছিল, এই মুহূর্তে অন্যান্য সাধারণ আরোহীদের চেয়েও বেশি ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়বার যখন ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠছে রানা, ইন্টারফোন সিস্টেম থেকে পার্সারের শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, আরোহীদের জানাল খানিক পরই লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে নামতে যাচ্ছে প্লেন। তারপর 'অনির্ধারিত অপ্রীতিকর ঘটনার' জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করল সে।

পেন্টহাউস স্যুইটে রানা ঢুকতেই কমান্ডো যুবক ম্লান মুখে মাথা নাড়ল। হাইজ্যাকার লোকটা, রানার দ্বিতীয় ছুরির শিকার, দুটো খালি সীটের ওপর পড়ে আছে, শরীরটা প্লাস্টিক দিয়ে ঢাকা। 'কোন লাভ হলো না,' রানাকে বলল কমান্ডো; 'মাত্র কয়েক মিনিট বেঁচে ছিল।'

রানা জানতে চাইল লোকটার জ্ঞান ফিরেছিল কিনা।

'একেবারে শেষ মুহূর্তে। কথা বলার চেষ্টা করছিল।'

'আচ্ছা!'

'মাথামুণ্ডু কিছুই অবশ্য আমি বুঝতে পারিনি।'

কথাগুলো কি ছিল মনে করার জন্যে তাগাদা দিল রানা।

'বলল...মানে, কিছু একটা বলার চেষ্টা করছিল আর কি। দু'একটা শব্দ...কিন্তু ভারী অস্পষ্ট, কমান্ডার। মনে হলো যেন...সও মং। দম বন্ধ হবার আগে থরথর করে কাঁপছিল লোকটা, কাশির সাথে গল গল করে রক্ত বেরিয়ে আসছিল, কিন্তু শেষ শব্দ দুটো, কোন সন্দেহ নেই, ওরকমই শোনাল...সও মং।'

চুপ হয়ে গেছে রানা। ল্যান্ড করতে যাচ্ছে প্লেন, কাছাকাছি একটা সীটে বসে পড়ল ও।

আরও খানিক পর প্লেনের চাকা রানওয়ে স্পর্শ করল, তখনও রানা মাথা নিচু করে হাইজ্যাকারের শেষ শব্দ দুটো নিয়ে ভাবছে। না, তা কি করে হয়! এত বছর পর সও মং কোথেকে আসবে!

উ সেন। ছদ্মনাম সও মং। রানার পরম শত্রু ছিল লোকটা। প্যারিসে রানা যাকে নিজের হাতে খুন করেছে।

এক মুহূর্তের মধ্যে চোখ বুজল রানা। দীর্ঘ যাত্রা আর খণ্ডযুদ্ধ ক্লান্ত করে তুলেছে ওকে। কোন সন্দেহ নেই উ সেন মারা গেছে। কাজেই সও মঙের আবির্ভাবও আর সম্ভব নয়। কিন্তু কে বলতে পারে? সও মং তো উ সেনের আসল নাম ছিল না, ছদ্মনামটা কেউ যদি ধার করে উ সেনের উত্তরাধিকারী হিসেবে উদয় হয়ে থাকে আশ্চর্য হবার কি আছে! কিন্তু কে হতে পারে? উ সেনের কোন শিষ্য? তার কোন ছেলে? কিন্তু না, ওর জানামতে উ সেন কখনও বিয়ে করেনি। কিংবা হয়তো করেছিল, কাউকে জানতে দেয়নি। ছেলে না-ও হতে পারে, ইউনিয়ন কর্সের কোন নেতা হবার সম্ভাবনাই বেশি। ইউনিয়ন কর্সের ইতিহাসে উ সেনের মত দুর্ধর্ষ নেতা দ্বিতীয়টি নেই। ইউরোপ, এশিয়া আর আফ্রিকা জুড়ে সন্ত্রাস আর আতঙ্ক ছড়ানোর ব্যাপারে তার মত সাফল্যও আর কেউ অর্জন করেনি–তবে কি তারই ছদ্মনাম গ্রহণ করে খোদ ইউনিয়ন কর্স-ই নতুন কোন কূট-পরিকল্পনা করেছে?

সও মং, নতুন আরেক অপদেবতা?

সেভেন-ফোর-সেভেনের এঞ্জিন থামল। বেল বাজিয়ে আরোহীদের জানিয়ে দেয়া হলো, এখন তারা নেমে যেতে পারে।

হ্যাঁ, মনে মনে স্বীকার করল রানা, সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

তিন

দূষিত, পচা বিশাল বিলের মাঝখানে বাড়িটাই একমাত্র উঁচু জায়গা। বিলটা কোথাও বেশি গভীর, কোথাও কম, জলজ গাছ এত বেশি যে গোটা জলাভূমি ঢাকা পড়ে আছে।

সবচেয়ে কাছের শহরটা ছয় মাইল দূরে। মিসিসিপি নদীর ধারে, জলমগ্ন জলাভূমির কিনারায় ওখানে খুব কম লোকই বসবাস করে। তারা শুধু যে বিলটাকে ভয় পায় তাই নয়, বাড়িটাও তাদের মনে আতঙ্কের একটা উৎস। জলা আর বাড়ি, দুটোকেই এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে তারা।

খুব যারা বুড়ো তাদের মুখ থেকে শোনা যায় কোথাকার কোন এক ইংরেজ নাকি বাড়িটা তৈরি করেছিল, সেই আঠারোশো বিশ কি বাইশ সালের দিকে। লোকটার নাকি খুব ইচ্ছে ছিল জলাটাকে পোষ মানাবে, বাসযোগ্য আর সুগম্য করে তুলবে মানুষের জন্যে। কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারেনি। এক মেয়েলোককে নিয়ে অশান্তি দেখা দেয়–কারও কারও গল্পে একাধিক মেয়ের কথা বলা হয়–তারপর দেখা দেয় মৃত্যু। বাড়িটা যে ভূতুড়ে এ-ব্যাপারে কারও মনে কোন সন্দেহ নেই। ব্যাখ্যাহীন শব্দ অনেকেই শুনেছে। অশুভ বাড়িটাকে পাহারাও দেয়

সেই উ সেন ১ এবং ২ দেখুন।

অশুভ শক্তি—একদল সাপ। একেকটা সাপ নাকি ত্রিশ থেকে চল্লিশ ফুট লম্বা, জলাভূমির অন্য কোন অংশে ওগুলোকে দেখা যায় না, শুধু বাড়িটার চারপাশেই ওগুলোর আড্ডা। সবচেয়ে কাছের মুদি দোকানদার ব্যাট জনসন। তার ধারণা, 'সাপগুলো ডেলাভাইলকে মোটেও বিরক্ত করে না।'

ডেলাভাইল বোবা আর কালা। ছেলেপিলেরা তাকে দেখলে ছুটে পালায়, বড়রাও কেউ তাকে পছন্দ করে না। তার সাথে যোগাযোগ একমাত্র ব্যাট জনসনেরই আছে, তবে সাপগুলো যেহেতু ডেলাভাইলকে বিরক্ত করে না, কাজেই ব্যাট জনসনও ডেলাভাইলকে বিরক্ত করে না।

সাত কি আট দিন পর একবার করে মার্শ্ হপার নিয়ে বিল পেরোয় বোবাটা, তারপর পাঁচ মাইল জলা পায়ে হেঁটে ব্যাটা জনসনের দোকানে পৌছায়, হাতে থাকে জিনিস-পত্রের একটা তালিকা। জিনিসগুলো নিয়ে আবার পাঁচ মাইল হাঁটে সে, মার্শ্ হপারে উঠে বিলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বাড়িটায় একটা মেয়েলোকও থাকে। অনেক লোকই মাঝে মধ্যে দেখেছে তাকে, কোন সন্দেহ নেই জিনিস-পত্রের নাম লেখা তালিকাটা সে-ই বোবার হাত দিয়ে ব্যাট জনসনের দোকানে পাঠায়। মেয়েলোকটা যে এক ধরনের ডাইনী তাতে আর সন্দেহ কি, তা না হলে কি অমন ভূতুড়ে একটা বাড়িতে এতদিন ধরে বাস করতে পারে?

বিশেষ করে ভিড় আর গ্যাঞ্জামের সময়টায় বাড়িটার কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে লোকজন। গ্যাঞ্জামটা কখন শুরু হবে সবাই তারা জানতে পারে। ব্যাট জনসনই তাদেরকে জানায়। সে জানতে পারে জিনিস-পত্রের তালিকা দেখে। গ্যাঞ্জামের দিনটায় দু'বার আসা-যাওয়া করতে হয় ডেলাভাইলকে, কারণ বাড়িতে সেদিন অতিরিক্ত অনেক জিনিস দরকার হয়। তারপর, সন্ধ্যার দিকে, সত্যি সবার দূরে সরে থাকা উচিত। চেনা অচেনা কত রকম শব্দ হবে, গাড়ি আসা যাওয়া করবে, অতিরিক্ত মার্শ্ হপার দেখা যাবে, আর বাড়িটা হঠাৎ করে ঝলমলে হয়ে উঠবে উজ্জ্বল আলোয়। কখনও কখনও সঙ্গীতও শুনতে পাওয়া যায়। ক্ষীণ আর্তচিৎকারও নাকি কেউ কেউ শুনেছে বলে দাবি করে। একদিনের ঘটনা, তা প্রায় বছরখানেক হয়ে এল, প্রাণ চঞ্চল জন লিবি—যে ভয় কাকে বলে জানত না—তার নিজের মার্শ্ হপার নিয়ে দু'মাইল উজানে গিয়ে পৌছায়; ইচ্ছে, গোপনে কিছু ছবি তুলবে।

তারপর আর জন লিবিকে কেউ কখনও দেখেনি। তবে তার মার্শ্ হপারটা পাওয়া গিয়েছিল, ভাঙাচোরা টুকরো অবস্থায়, যেন কোন বিরাট জানোয়ার—বা সাপ—ওটার ওপর মনের ঝাল মিটিয়েছে।

এই হপ্তায় আবার বাড়িটায় ভিড় আর গ্যাঞ্জাম হবে।

বাড়িটার দরজা-জানালা আর বেশিরভাগ দেয়াল জাল দিয়ে ঘেরা থাকে, সে লোহার জালেও মরচে ধরেছে। কিন্তু খুব কম লোকই জানে যে বাড়িটা পাথরের তৈরি। প্রাচীন বাড়িটার ভেতরের অংশ ভেঙে নতুন করে পাথর আর ইস্পাত দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

প্রতি মাসেই এ-ধরনের ভিড় হয় বাড়িটায়। এ-মাসে লোক এসেছে

এগারোজন। দু'জন লন্ডন থেকে, তিনজন নিউ ইয়র্ক থেকে, একজন জার্মান, একজন ফরাসী, একজন সুইডিস, একজন ল্যাটিন আমেরিকান, বিশাল বপু যে লোকটা প্রতি মাসেই আসে সে বাস করে তেল আবিবে, আর এসেছে ওদের লীডার। লীডারের নাম সও মং, যদিও বাইরের দুনিয়ায় সম্পূর্ণ অন্য এক নামে পরিচিত সে।

সময় নিয়ে এবং আয়েশ করে ডিনার সারল তারা। মদ আর কফি পানের পর সবাই গিয়ে বসল কনফারেন্স রুমে, সেটা বাড়ির পিছন দিকে।

লম্বা কামরাটা সাদা রঙ করা, ফ্রেঞ্চ উইন্ডোগুলোয় একই রঙের ভারী পর্দা ঝুলছে, ওগুলোর সামনে দাঁড়ালে বিল আর জলার দূর প্রান্ত পর্যন্ত দেখা যায়। কামরার চার দেয়ালে চারটে পেইন্টিং, প্রতিটির নিচে পিতলের শেডের ভেতর আলো জ্বলছে। পেইন্টিংগুলোর মধ্যে দুটো পোলক্স্, একটা মিরো, অপরটা ক্লাইন। ক্লাইনের শিল্পকর্মটি সম্প্রতি হাইজ্যাক করা আরও অনেক মূল্যবান জিনিস-পত্রের সাথে পাওয়া গেছে। পেইন্টিংটি সও মঙের এতই ভাল লেগে গেছে যে আর সব জিনিসের সাথে ওটা বিক্রি করা হয়নি।

পালিশ করা একটা ওক টেবিল কামরার মাঝামাঝি জায়গা প্রায় সবটুকু দখল করে রেখেছে। এগারোজন মানুষের জন্যে এগারোটা চেয়ার, প্রত্যেকটা চেয়ারের সাথে ঝুলছে নাম লেখা কার্ড। টেবিলে সবার সামনে রয়েছে ব্লটার, পানীয়, কাগজ, অ্যাশট্রে আর এজেন্ডা।

টেবিলের মাথার চেয়ারটা দখল করল সও মং, তাকে বসতে দেখে তারপর সবাই বসল।

'চলতি মাসে এজেন্ডায় মাত্র তিনটে বিষয় রয়েছে,' শুরু করল সও মং। 'বাজেট, ফ্লাইট বি টুয়েলভ ব্যর্থতা, আর অপারেশন বুলডগ সম্পর্কে আলোচনা। বেশ, তাহলে কাজ শুরু করা যাক। মি. আকিভা নোভিক, বাজেট প্রসঙ্গে, প্লীজ।'

তেল আবিবের অধিবাসী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। দীর্ঘদেহী পুরুষ, গায়ের রঙ তামাটে, খাড়া নাক। সুদর্শন ইহুদি লোকটার চেহারাই শুধু নয়, তার কণ্ঠস্বরও বহু যুবতীর হৃদয়ে আলোড়ন তোলে। 'এ-কথা বলতে পেরে আমি আনন্দিত যে,' শুরু করল সে, 'ফ্লাইট বি টুয়েলভ থেকে যা আশা করা হয়েছিল তা না পেলেও, আমাদের সুইটজারল্যান্ড, লন্ডন আর নিউ ইয়র্কের অ্যাকাউন্টে মোটা অঙ্কের টাকা জমা আছে—মোটা অঙ্ক বলতে, যথাক্রমে, চারশো মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক, পঞ্চাশ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং, আর একশো পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার। সব মিলিয়ে এই টাকায় আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব। তাছাড়া, আমাদের পরবর্তী অপারেশনগুলো যদি সফল হয়, মহামান্য লীডারের সাথে একমত হয়ে আমিও বলতে পারি সফল না হবার কোন কারণ নেই, তাহলে আমাদের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ এক বছরে দ্বিগুণ হয়ে যাবে।' পরিচিত মন-ভোলান হাসি দেখা গেল তার মুখে, উপস্থিত শ্রোতারা সবাই হেলান দিল যে যার চেয়ারে, ঢিল পড়ল সবার পেশীতে।

টেবিলের ওপর শক্ত একটা ঘুসি মারল সও মং। 'ভেরি গুড।' তার কণ্ঠস্বরে কাঠিন্য। 'কিন্তু ফ্লাইট বি টুয়েলভে আমাদের ব্যর্থতা ক্ষমার অযোগ্য। বিশেষ করে

এই অপারেশনটার জন্যে আপনার এতদিন ধরে প্রস্তুতি নেয়ার পর, হের এফেন।' চেহারায় আক্রোশ ফুটে উঠল, হিংস্রদৃষ্টিতে জার্মান প্রতিনিধি ফন এফেনের দিকে তাকাল সে। 'আর সবার মত আপনিও জানেন, হের এফেন, এ-ধরনের পরিস্থিতিতে হার্মিসের একজিকিউটিভ কমিটির অন্যান্য সদস্যদের চরম মূল্য দিয়ে ব্যর্থতার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে।'

ফন এফেন মোটাসোটা, চামড়া ছাড়ানো লালচে মাংসের মত মুখের রঙ, পশ্চিম জার্মানীর আন্ডারওয়ার্ল্ডে তার রয়েছে দোর্দণ্ড প্রতাপ। সও মঙের কথা শুনে তার লালচে মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

'তবে, এখানে একটা ব্যতিক্রম ঘটেছে,' আবার বলল সও মং। 'আপনি যাদের কাজ দিয়েছিলেন, তাদের একজন দায়িত্বে অবহেলা করেছে। হের এফেন, অবশেষে আমরা আপনার আর্থার মার্টিনসনকে খুঁজে পেয়েছি।'

'অ্যাঁ, তাই নাকি?' ফন এফেন হাত কচলাতে শুরু করে জানাল, সে-ও আর্থার মার্টিনসনকে খুঁজছিল। তার সেরা লোকদের দিয়ে খোঁজ করিয়েও লোকটাকে পায়নি সে।

'হ্যাঁ, তাকে আমরা পেয়েছি, গম্ভীর সুরে বলল সও মং, তারপর পর পর দু'বার হাততালি দিল, হাততালি নয় যেন পিস্তলের আওয়াজ। 'পাওয়া যখন গেছে, দেরি না করে তাকে তার বন্ধুদের কাছে পাঠিয়ে দেয়াই উত্তম বলে মনে করি আমি। যাকে যেখানে পাঠানোর কথা তাকে সেখানে পাঠাতে দ্বিধা করা আমাদের সাজে না। আইন-শৃংখলা আর নীতিমালা মেনে চলার ওপরই নির্ভর করছে হার্মিস-এর সাফল্য।' বড়সড় একটা জানালার পর্দা নিঃশব্দে সরে গেল এক পাশে, সেই সাথে ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে এল কামরার ভেতরে আলোগুলো। জানালার বাইরে, কাছাকাছি চারদিকের পরিবেশ দিনের মত উজ্জ্বল দেখাল। 'ইনফ্রা-রেড ডিভাইস,' ব্যাখ্যা করল সও মং। 'সাধারণ আলোয় এ-বাড়ির প্রহরীরা যাতে ভয় না পায়। ওই যে, আপনার মি. মার্টিনসন আসছে।'

টেকো, ভীত-সন্ত্রস্ত এক লোক, পরনে নোংরা সুট, ভাঁজ নষ্ট হয়ে গেছে। জানালার ঠিক সামনে ছোট্ট সমতল মাটিতে পথ দেখিয়ে আনা হলো তাকে। হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা, পায়ে লোহার শিকল জড়ানো, কাজেই তাকে টেনে নিয়ে আসতে কোন অসুবিধেই হলো না ডেলাভাইলের। লোকটার বিস্ফারিত চোখ জোড়া দিশেহারা ভঙ্গিতে এদিক ওদিক ঘুরছে, যেন গাঢ় অন্ধকারের ভেতর অচেনা কি যেন একটা বিপদ থেকে পালাবার পথ খুঁজছে সে।

ডেলাভাইল তাকে সমতল, পরিষ্কার জায়গার মাঝখানে এনে দাঁড় করাল, ওখানে একটা ধাতব পোল রয়েছে খাড়াভাবে, জানালার কাঁচ থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে। কামরার ভেতর থেকে দর্শকরা এখন দেখতে পাচ্ছে মার্টিনসনের বাঁধা হাত থেকে রশির একটা লম্বা প্রান্ত দু'ফুটের মত নিচের দিকে ঝুলে রয়েছে। পোলটার সাথে রশিটা বাঁধল ডেলাভাইল, ঘুরল, জানালার দিকে ফিরে হাসল একটু, তারপর পায়ের শিকল খুলে দিয়ে বেরিয়ে গেল দৃষ্টিসীমা থেকে।

ডেলাভাইল সরে যাবার সাথে সাথে মার্টিনসনের মাথার ওপর থেকে ঝপ্ করে কি যেন একটা পড়ল। পরমুহূর্তে চেনা গেল জিনিসটা–লোহার একটা খাঁচা।

খাঁচার ফ্রেমটা ভারী মজবুত ইস্পাতের রড দিয়ে তৈরি। গ্রিলগুলো এত শক্ত যে কোন মানুষের সাধ্য নেই খালি হাতে ভাঙে। গ্রিল শুধু খাঁচার তিন দিকে, বাকি একটা দিক খোলা। খাঁচার ছাদ লোহার রড দিয়ে তৈরি। খোলা মুখটা শেষ হয়েছে পানির একেবারে কিনারার কাছে, জানালা থেকে পানির কিনারা নয় ফুটের মত দূরে। খাঁচার ভেতর ছটফট করছে মার্টিনসন, পোল থেকে হাতের বাঁধন খোলার ব্যর্থ চেষ্টা করছে সে।

'কি করেছে সে?' আমেরিকানদের একজন জিজ্ঞেস করল। তার নাম জেফরি অ্যাডামস্, লস অ্যাঞ্জেলসের ইউনিয়ন কর্স প্রধান। তার সব চুল সাদা, কিন্তু গোঁফ জোড়া লালচে।

'বি.এ. টুয়েলভের ব্যাক-আপ টীমের লীডার ছিল সে,' জবাব দিল ফন এফেন। 'কিন্তু কমরেডদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসেনি।'

'মি. অ্যাডামস্,' হাত তুলে বলল সও মং, 'ঠিক কি ঘটেছিল, সব আমাদেরকে বলেছে মার্টিনসন। আর সবাই কিভাবে মারা গেল, কে মারল ইত্যাদি। ওই যে, প্রহরীদের একজন মি. মার্টিনসনকে দেখতে পেয়েছে। আমার অনেক দিনের শখ, বড়-একটা পাইথন জ্যান্ত একটা মানুষকে গিলে খেয়ে ফেলছে নিজের চোখে দেখব।'

ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে হার্মিসের একজিকিউটিভ কমিটি চেহারায় আতঙ্ক আর স্তম্ভিত বিস্ময় নিয়ে দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে থাকল। ইনফ্রা-রের কল্যাণে জলাভূমির কিনারা পর্যন্ত দিনের আলোর মত উজ্জ্বল দেখছে তারা। দুর্ভাগ্যের শিকার অসহায় লোকটার চিৎকারও তারা শুনতে পাচ্ছে পরিষ্কার। ঝোপ-ঝাড় আর বুনো ঘাসের ভেতর দিয়ে বিরাটাকার সরীসৃপটাকে এগিয়ে আসতে দেখতে পাচ্ছে সে। পানির কিনারায় ঘাস আর ঝোপ মাথা নোয়াচ্ছে।

পাইথনটা বিশাল। কম করেও ত্রিশ ফুট লম্বা। মোটা, নিরেট শরীর। চওড়া তেকোনা মাথা। আর্থার মার্টিনসন, থরথর করে কাঁপছে, ঠকঠক করে বাড়ি খাচ্ছে দাঁত, পোলটার সাথে ধস্তাধস্তি শুরু করল, খাঁচার দূর প্রান্তে সরে যেতে চাইছে, যেন ওখানে যেতে পারলে রক্ষা পাবে।

পাইথনটা হঠাৎ করে দ্রুত সামনে বাড়ল। প্রাচীন শিকড়ের মত মার্টিনসনকে পেঁচিয়ে ফেলল ওটা। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে শিকার আর শিকারীর মুখ একই লেভেলে পৌঁছুল—মানুষ এবং সাপ পরস্পরের সাথে জড়িয়ে আছে, এদিক ওদিক দুলছে, যেন অশ্লীল মৃত্যু-নাচে বিভোর। সাপের চওড়া ফণা চোখের সামনে দেখতে পেয়ে একটানা চিৎকার করছে মার্টিনসন, হিংস্র আক্রোশে সাপটার খোলা চোয়াল বিস্তৃত হচ্ছে ঘন ঘন। বিস্ফারিত দু'জোড়া চোখের দৃষ্টি কয়েক সেকেন্ড এক হয়ে থাকল, দর্শকরা পরিষ্কার দেখতে পেল লোকটার শরীরে আরও এঁটে বসছে, সাপের প্যাঁচ। মনে হলো মার্টিনসনের হাড়গুলো মট মট করে ভেঙে যাবে সব।

তারপর অসাড় হয়ে গেল মার্টিনসন, জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। সাপ এবং মানুষ মাটিতে লম্বা হলো। দর্শকদের একজন, জানালার পিছনে সম্পূর্ণ নিরাপদ, গুঙিয়ে উঠল। তিনটে ক্ষিপ্র ঝাঁকির সাথে মার্টিনসনের দেহ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল

পাইথন, এখন গভীর আগ্রহের সাথে ভোজ্যবস্তুটা পরীক্ষা করছে। ছোবল দিয়ে প্রথমে রশির বাঁধন ছিঁড়ল পাইথন, চোয়াল দিয়ে ধরে সরিয়ে দিল দূরে, তারপর মাথা ঘুরিয়ে এগোল মার্টিনসনের পায়ের দিকে।

'আরে, আরে! এ যে একেবারেই অবিশ্বাস্য ব্যাপার!' সও মং জানালার কাঁচে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। 'চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। ওহ্ গড, সাপটা মার্টিনসনের জুতো খুলছে!'

দেহটা পিছিয়ে এনে মোচড় খেলো সাপ, মার্টিনসনের পায়ের সাথে একই সরলরেখায় চলে এল ওটার মাথা। পা দুটোকে ঠেলে এক করল। তারপর হাঁ করল মুখ। অবিশ্বাস্য চওড়া চোয়ালের ভেতর ঢুকে গেল মার্টিনসনের গোড়ালি।

গোটা ব্যাপারটা শেষ হতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগল, তবু কামরার ভেতর ভিড়টা একবারও নড়ল না, সবাই যেন সম্মোহিত হয়ে পড়েছে। কয়েকবার করে ঢোক গিলল পাইথন, প্রতিবার ঢোক গেলার সময় ঝাঁকি খেলো তার শরীর, তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল। বিশ্রামের সময়টায় এক চুল নড়ল না। যতক্ষণ না মার্টিনসন সম্পূর্ণ উদরস্থ হলো ততক্ষণ চলল এই রোমহর্ষক কাণ্ড। সাপটা তারপর চুপচাপ শুয়ে থাকল, ভূরিভোজনের পর ক্লান্ত। ওটার লম্বা শরীর বেঢপ আকৃতি নিয়ে ফুলে আছে, পুরোটা দৈর্ঘ্যের মাঝামাঝি জায়গায়। ফোলার আকৃতি দেখে দর্শকদের বুঝতে অসুবিধে হলো না চাপ খেয়ে ছোট হয়ে যাওয়া ওটা একটা মনুষ্য দেহ।

'আমাদের সবার জন্যে একটা ইন্টারেস্টিং শিক্ষা।' আবার হাত দিয়ে পিস্তলের মত আওয়াজ করল সও মং। পর্দায় ঢাকা পড়ে গেল জানালা, আলোকিত হয়ে উঠল কামরা। কেউ কারও দিকে না তাকিয়ে, কোন শব্দ না করে টেবিলের সামনে ফিরে এল সবাই—অনেকেই কাঁপছে।

জার্মান প্রতিনিধি ফন এফেন, ব্যক্তিগতভাবে জীবিত আর্থার মার্টিনসনকে যে চিনত, কাঁপা কাঁপা গলায় সে-ই প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙল, 'আপনি বললেন,' আবার শুরু করার আগে দু'বার ঢোক গিলতে হলো তাকে, একবার ঘাম মুছতে হলো কপালের, 'আপনি বললেন, মার্টিনসন সব কথা বলেছে...'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল সও মং। 'কথা বলেছে। বলা চলে প্রাণ খুলে গান গেয়ে গেছে। তার মুখ থেকেই তো জানতে পারলাম, বি.এ. ফ্লাইট টুয়েলভে আমাদের অপেক্ষায় কমান্ডো ছিল। কেউ বেঈমানী করেছে কিনা সেটা জানার চেষ্টা চলছে। তবে এমনও হতে পারে যে দুর্লভ বা খুব বেশি মূল্যবান কার্গো পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে, কমান্ডোরা ছিল সেই ব্যবস্থারই অংশবিশেষ।

'প্রথম থেকেই শুরু করি। অপারেশনটা শুরু হয় প্ল্যান অনুসারেই, ঘড়ির কাঁটা ধরে। প্রশংসা করি মেয়েটার, ওই বিশেষ ফ্লাইটে নিজের থাকার ব্যবস্থা করে সে, শরীরে লুকিয়ে স্মোক ক্যান আর অস্ত্রগুলো প্লেনে তোলে। কোন সন্দেহ নেই হামলাটা শুরুও করা হয়েছিল যথাসময়ে, একেবারে নির্দিষ্ট সেকেন্ডে। কিন্তু আর্থার মার্টিনসন অংশ গ্রহণ করেনি। তার অজুহাত ছিল, প্লেনের পিছনে আটকা পড়ে সে। যতদূর জানা গেছে, বি. এ. টুয়েলভে পাঁচজন কমান্ডো ছিল। মার্টিনসনের বিবরণ অনুসারে, তারা সবাই ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টিটেরোরিজম অর্গানাইজেশনের সদস্য। এবং তাদের কমান্ডার বা লীডার ছিল...,' থামল সও মং, সবার দিকে

পালা করে তাকাল একবার, '…আমাদের, আই মীন, হার্মিসের পরম শত্রু।'

টেবিল ঘিরে বসা লোকগুলো অপেক্ষায় থাকল, কি না কি শুনতে হবে এই আশঙ্কায় টান টান হয়ে উঠল সবার পেশী।

'দুনিয়াটা ভাল জায়গা নয়, এতদিন এই মিথ্যে বুলি-বচন শুনে এসেছি আমরা। প্রচলিত সিস্টেমের অধীনে সত্যি দুনিয়াটা ভাল জায়গা হয়ে উঠতে পারেনি। কাজেই দোষ দুনিয়ার নয়, দোষ তাদের যারা দুনিয়াটা চালাচ্ছে। অনেক ধৈর্য ধরা হয়েছে, অনেক অত্যাচার আর নিষ্পেষণ সহ্য করা হয়েছে, কিন্তু আর নয়। এবার আমাদের ঘুম ভেঙেছে। আমরা জেগেছি। বহু বছরের সাধনায় ইউনিয়ন কর্স-এর গর্ভে জন্ম নিয়েছে একটা আদর্শ বা নীতি। আমরা যারা সেই নীতি বা আদর্শের অনুসারী তাদেরকে অবশ্যই সুন্দর আর অসুন্দরের পার্থক্য নির্ণয় করতে শিখতে হবে। একটা আধুনিক অট্টালিকার সামনে যদি বেঢপভাবে বেড়ে ওঠা ঝোপ-ঝাড় থাকে, সেটা অসুন্দর দেখায়–উচিত হবে ঝোপ-ঝাড় অর্থাৎ অসুন্দরকে কেটে সাফ করে ফেলা। মানব সমাজেও সুন্দর আর অসুন্দর সহাবস্থান করছে। এটা মেনে নেয়া যায় না। সুশ্রী, রুচিসম্পন্ন, ক্ষমতাধর, মেধাবী আর বুদ্ধিমান যারা তারাই সুন্দর। আর যারা নিজেদেরকে অসহায় মনে করে, যারা কুশ্রী, দুর্বল আর ভোঁতা, তাদের এ-দুনিয়ায় বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। দুনিয়াকে বাসযোগ্য করতে হলে অবশ্যই লোকসংখ্যা কমিয়ে আনতে হবে। এ-সবই আমাদের আদর্শ বা নীতির অন্তর্ভুক্ত।

'কিন্তু প্রথমে আমাদেরকে ক্ষমতা দখল করতে হবে। তারপর নীতির বাস্তবায়ন। আর ক্ষমতা দখল করতে হলে অনেক বাধা পেরোতে হবে আমাদেরকে। আপনারা জানেন, সও মং নামটা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। সও মং ছিলেন আমাদের নমস্য গুরু। ইউনিয়ন কর্সের ছদ্মনাম হার্মিস-ও তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি আমরা। সও মং আজ আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু তাঁর আদর্শ তিনি আমাদের মধ্যে রেখে গেছেন, রেখে গেছেন হার্মিসের মত অক্ষয় একটা প্রতিষ্ঠান।

'আপনারা জানেন, হার্মিসের গঠনতন্ত্র খানিকটা রদবদল করা হয়েছে। হার্মিসকে নতুন করে পুনরুজ্জীবিত করার সময় একটা ব্যাপারে আমরা সবাই একমত হয়েছিলাম। এর আগে বহুবার দেখা গেছে, কোন প্রতিষ্ঠান যদি বৈপ্লবিক কোন আদর্শ নিয়ে কাজ শুরু করতে চায়, প্রথম আঘাতটা আসে তার নেতার ওপর। নেতা না থাকলে কোন সংগঠন টিকে থাকতে পারে না। তাই আমরা একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমাদের নেতাকে আমরা সও মং বলে সম্বোধন করব না, তাকে এমনকি একজন বাদে আমরাও কেউ চিনব না। সেই একজন হলাম আমি। সও মং নই, তাঁর প্রতিনিধি মাত্র। যদি কোন আক্রমণ আসে, নেতা মনে করে আমার ওপরই আসবে। আপনারা সবাই আমার নির্দেশে চলবেন, কারণ আমার কাছ থেকে নির্দেশগুলো আসলে আপনারা আমাদের নেতার কাছ থেকেই পাচ্ছেন। এখানে মোট আমরা এগারোজন রয়েছি, একজন বাদে কেউ আমরা তাঁকে চিনি না, কিন্তু তিনি আমাদের সবাইকে চেনেন, এবং কে জানে এই মুহূর্তে তিনি হয়তো আমাদের মাঝে উপস্থিতও রয়েছেন।'

প্রতিনিধিরা সবাই পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

সও মং তাড়াতাড়ি শুরু করল আবার, 'আমাদের নমস্য গুরু, আদি সও মঙের একজন পরম শত্রু ছিল, আজও বেঁচে আছে সে। মার্টিনসন তাকে পরিষ্কার চিনতে পেরেছে বি.এ. ফ্লাইট টুয়েলভে। আমাদের আদর্শ বাস্তবায়নের পথে এই শক্তিশালী শত্রু একটা বড় বাধা। আপনারা তাকে চেনেন, নাম বললেই চিনতে পারবেন। তার নাম মেজর মাসুদ রানা। বি.এ. ফ্লাইট টুয়েলভে ছিল সে, আমাদের বেশিরভাগ ক্ষতি তার হাতেই হয়েছে।'

প্রতিনিধিদের চেহারা কঠোর হয়ে উঠল, সবাই তাকিয়ে আছে সও মঙের দিকে।

প্রথম কথা বলল জেফরি অ্যাডামস্, 'আপনি চান, রানাকে আমি খতম করার ব্যবস্থা করি?'

সও মঙের প্রতিনিধি তাকে থামিয়ে দিল, 'তাকে খতম করার চেষ্টা এর আগেও হয়েছে। কোন লাভ হয়নি। না, প্রচলিত উপায়ে কিছু করা যাবে না। তার পিছনে লোক লাগিয়ে আমরা কোন সুবিধে করতে পারব না। আমাদের নেতা তার সাথে বিশেষ একটা হিসাব মেটাতে চান। আমি বিশেষ একটা ব্যবস্থা করেছি, সেটাকে আপনারা টোপ বলতে পারেন। টোপটা যদি গেলে, না গেলার কোন সম্ভাবনা আমি তো অন্তত দেখি না, মাসুদ রানাকে অচিরেই আপনারা আটলান্টিকের এদিকে আমাদের সঙ্গ উপভোগ করতে দেখতে পাবেন। আমাদের নেতা চান, আজ যেভাবে মার্টিনসনের সাথে হিসাব মেটানো হলো, মাসুদ রানার সাথেও ওই একই কায়দায় হিসাব মেটানো হবে।'

এক এক করে আবার সবার দিকে তাকাল সও মং, দেখে নিল আলোচ্য বিষয়ে সবার সবটুকু মনোযোগ আছে কিনা। 'শিগ্‌গিরই,' বলে চলল সে, 'আমরা আমাদের ক্ষমতা দখল প্রক্রিয়া শুরু করতে যাচ্ছি। সিকিউরিটির কারণে আপাতত অপারেশনটার নাম রাখা হয়েছে—বুলডগ। আমেরিকার তরফ থেকে বিরাট একটা হুমকি হলো ফ্লাইং ড্রাগন। পৃথিবীর কক্ষপথে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে ওগুলো। ওই ফ্লাইং ড্রাগনগুলোই আমাদের টার্গেট। অসুন্দরের ধ্বংসসাধনে ওগুলোই হবে আমাদের মোক্ষম হাতিয়ার। কিন্তু তার আগে হার্মিসের মুঠোয় ধরা পড়তে হবে মাসুদ রানাকে। কারণ আমাদের ডিটেলড্ প্ল্যানে তার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।'

কামরার ভেতর গম্ভীর গুঞ্জন শোনা গেল। মাথা ঝাঁকিয়ে একমত হলো সবাই। সোনার চেইন লাগানো হাতঘড়ির দিকে তাকাল সও মং, বলল, 'আন্দাজ করি, সম্ভবত এরই মধ্যে আমার টোপ গিলে ফেলা হয়েছে। আশা করি খুব তাড়াতাড়ি আমরা মাসুদ রানাকে মুখোমুখি দেখতে পাব। কিন্তু মজার ব্যাপারটা হচ্ছে, সে জানবে না কার সাথে তার দেখা হলো বা কি লেখা আছে তার কপালে।'

চার

বেকার স্ট্রীটে থামল গাড়িটা, মাঝরাত। আগেই চোখে পড়েছে তিনতলায় ওর নিজের কামরায় আলো জ্বলছে, ভুরু কুঁচকে ওঠার সাথে বেড়ে গেছে হার্টবিট। এঞ্জিন বন্ধ করে অনড় বসে থাকল রানা, তারপর শোল্ডার হোলস্টারে রাখা নতুন হেকলার অ্যান্ড কচ ভি-পি-সেভেনটি হ্যান্ড-গানটার স্পর্শ নিল।

লন্ডনে এলে বেকার স্ট্রীটের এই ফ্ল্যাটটায় থাকে রানা–গোপন কোন আস্তানা তো নয়ই, সেফ হাউসও নয়। দুই গোছা চাবি, রিফাতের কাছে থাকে, লন্ডনে এলে তার কাছ থেকে একটা চেয়ে নেয় রানা।

রিফাত জাহান রানা এজেন্সিতে চাকরি করে, শাখা প্রধান শাহিন কায়সারের নিচের পদটাই তার। অবশ্য একটা তথ্য অনেকেরই জানা নেই–বি.সি.আই. থেকে বাছাই করা অল্প কয়েকজনকে বদলি করে রানা এজেন্সির বিভিন্ন শাখায় পাঠানো হয়েছে, রিফাত জাহান তাদেরই একজন।

বি.সি.আই. অর্থাৎ বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের দুর্ধর্ষ এজেন্টদের একজন রানা। আর বেশ কয়েক বছর হলো বি.সি.আই. চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের নির্দেশে গড়ে তোলা হয়েছে রানা এজেন্সি। বি.সি.আই. সরকারী প্রতিষ্ঠান, তাই আন্তর্জাতিক অনেক সংকট-সমস্যায় নাক গলাতে অসুবিধে হয়, সেকথা ভেবেই মাসুদ রানাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর করে এজেন্সিটাকে দাঁড় করানো হয়েছে। শুরু থেকেই ভাল কাজ দেখাচ্ছে রানা এজেন্সি, পৃথিবীর প্রায় সব বড় শহরে খোলা হয়েছে শাখা। রানা এজেন্সি গড়ে তোলার সময় বি.সি.আই-এর চাকরি ছেড়ে দেয় রানা, বলাই বাহুল্য, সেটা লোক দেখানো ব্যাপার ছিল।

বি.সি.আই. এবং রানা এজেন্সি ছাড়া অন্যান্য আরও কয়েকটা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত রানা, তার মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি টেরোরিজম অর্গানাইজেশন অন্যতম।

সন্ত্রাসবাদ বিরোধী একটা আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার ধারণাটা প্রথম আসে জাতিসংঘে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ প্রতিনিধির মাথায়। দীর্ঘ কয়েক মাস জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধিদের সাথে ব্যাপক আলোচনার পর সবার সমর্থন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি টেরোরিজম অর্গানাইজেশন। গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে এটা একটা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, সন্ত্রাসবাদী গ্রুপগুলোর রাজনৈতিক মতাদর্শ বা উদ্দেশ্য যাই হোক, সেন্ট্রাল কমিটির নির্দেশে কমান্ডোরা তাদের কার্যকলাপ বানচাল করার জন্যে অপারেশন চালাবে।

এত রাতে রিফাত ওর কাছে আসবে না। তাহলে কে হতে পারে? পরিষ্কার মনে আছে রানার, ফ্ল্যাট থেকে বেরুবার আগে সব আলো নিভিয়েছিল ও।

চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে সতর্কতার সাথে গাড়ি থেকে নামল রানা।

গার্ডরুমটাকে পাশ কাটাবার আগেই দেখতে পেল ওটার দরজায় তালা ঝুলছে। ইচ্ছে করেই এলিভেটরের দিকে গেল না, সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল তিনতলায়, ইতিমধ্যে কোটের পকেটে চলে এসছে ভি-পি-সেভেনটি।

করিডরের দিকে কোন জানালা নেই, ফ্ল্যাটটার দরজার পাশে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল রানা। শুধু একটা হাত লম্বা করে দিয়ে নক করল। ভেতর থেকে কেউ সাড়া তো দিলই না, অন্য কোন শব্দও হলো না। পকেট থেকে চাবি বের করে কী-হোলে ঢোকাল ও, এখনও দেয়ালের সাথে সেঁটে রয়েছে শরীরটা।

ধীরে ধীরে চাবিটা ঘোরাল ও। ক্লিক একটা আওয়াজের সাথে খুলে গেল তালা। চাবিটা খুলে নিয়ে পকেটে ভরল, পকেট থেকে হাতে চলে এল ভি-পি-সেভেনটি। আবার হাত বাড়িয়ে দরজার হাতলটা ঘোরাল ও, তারপর অকস্মাৎ এক ধাক্কায় কবাট খুলে লাফ দিয়ে ঢুকে পড়ল কামরার ভেতর, হাতে উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র, বাঁকা শিরদাঁড়া নিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে আছে।

সিটিংরুমে কেউ নেই।

লিভিংরুমের দরজাটা খোলা। সাবধানে এগিয়ে গিয়ে উঁকি দিল রানা। সোফার ওপর একটা নারীদেহ দেখে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকের ভেতরটা। দেহটা মোচড়ানো, লম্বা কালো চুল কার্পেটে ঝুলছে, একটা কনুইসহ হাতের নিচে চাপা পড়েছে মুখ আর কপাল। চেনা চেনা লাগল, কিন্তু চিনতে পারল না রানা। শাড়ি পরা যুবতী মেয়ে, রিফাত নাকি?

অফিস থেকে বাড়ি ফিরছিল রিফাত, নির্জন কোন রাস্তায় ওর পথরোধ করে দাঁড়ায় খুনীরা? নির্মমভাবে খুন করে লাশটা রেখে গেছে এখানে? ওকে ফাঁসাবার উদ্দেশ্যে? লক্ষ করেছে রানা, গত কয়েকদিন অনুসরণ করা হয়েছে ওকে–কোথায় থাকে দেখে গেছে শত্রুরা।

কিন্তু কল্পনাটা যে ভিত্তিহীন, দরজা বন্ধ করে লিভিংরুমে ঢোকার পর বুঝতে পারল রানা। রিফাত জাহানই, তবে নিয়মিত নিঃশ্বাস ফেলছে। যে-কোন কারণেই হোক, রানার সাথে দেখা করতে এসেছিল সে, এসে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমটা এসেছে হঠাৎ, নিজের অজান্তে, তাই শরীরের এই এলোমেলো ভঙ্গি।

রিফাতকে জাগাতে গিয়েও জাগাল না রানা। সারাটা দিন ফাইলপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেছে বেচারি, তারপর কে জানে হয়তো সন্ধের পর থেকে এখানে ঠায় বসে অপেক্ষা করেছে ওর জন্যে, নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত–ঘুমাচ্ছে ঘুমাক।

বাথরুম থেকে স্লিপিং গাউন পরে বেরিয়ে এল রানা, লিভিংরুম হয়ে ঢুকল কিচেনে। ও নিজে বাইরে থেকে খেয়ে এসেছে, কিন্তু রিফাতের জন্যে কিছু তৈরি করা দরকার। কিচেনে রুটি, মাখন, ডিম, পনির, ফল ইত্যাদি অনেক কিছুই আছে, একটা প্লেট সাজাতে খুব বেশি সময় লাগল না। তারপর কফি বানাতে বসল ও।

মাঝখানে একবার উঠে গিয়ে দেখে এসেছে রিফাতকে। সেই আগের ভঙ্গিতেই শুয়ে আছে সে। একবার ইচ্ছে হয়েছিল ভাঁজ করা একটা পা লম্বা করে দেয়, মুখ থেকে নামিয়ে হাতটা রাখে বুকের ওপর, কিন্তু সংকোচ বোধ করায় শুধু চুলগুলো সোফার ওপর তুলে দিয়ে ফিরে এসেছে রানা। কুমারী মেয়ে, তাও ঘুমন্ত

শরীরে হাত দেয়া উচিত নয়–কে জানে, যদি চিৎকার দেয়!

সিঙ্গাপুর থেকে ফেরার পর ক'টা দিন লন্ডনেই রয়েছে রানা, ই.এ.টি.ও-র হেডকোয়ার্টার থেকে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায়। বি.এ. ফ্লাইট টুয়েলভ হিথরোতে যেদিন নামল সেদিন থেকেই রিফাতের সাথে ওর ঘনিষ্ঠতার শুরু। তার আগে পর্যন্ত দু'জনের মধ্যে একটা দূরত্ব আর জড়তা ছিল। একসাথে হলে কাজের কথা ছাড়া আর কিছু বলেনি বা ভাবেনি। সম্পর্কটা প্রায় আগের মতই আছে, তবে দূরত্ব আর জড়তা কমে এসেছে।

প্লেন থেকে নামার পরপরই অফিসে আসে রানা, তখনই জানতে পারে ঢাকা থেকে বি.সি.আই. চীফ নতুন নির্দেশ দিয়েছেন, এখন থেকে রানা এজেন্সির সব এজেন্টকে হেকলার অ্যান্ড কচ ভি-পি-সেভেনটি ব্যবহার করতে হবে।

রানা প্রতিবাদ করলেও সেটা ছিল মনে মনে। প্রতিবাদ করার কারণ, এতদিন নিজের খুশি আর পছন্দ মত হ্যান্ডগান বেছে নেয়ার স্বাধীনতা ছিল ওর, সেটা একরকম কেড়ে নেয়া হলো। ওর প্রিয় অস্ত্র ওয়ালথার পি-পি-কে, যদিও সব সময় ওটা রানা ব্যবহার করে না। গত মাসে একটা অ্যাসাইনমেন্টে পুরানো মডেলের মাউজার ব্যবহার করে ও, সেজন্যে ওর প্রচুর সমালোচনা হয়েছে।

কিন্তু প্রতিবাদ করে যে কোন লাভ নেই রানা জানে। বুড়ো বসের কথা যদি আইন হয়, রিফাতের দায়িত্ব হলো সে আইন মানা হচ্ছে কিনা দেখা। মেয়েটার এই গুণটা সম্পর্কে আগে জানা ছিল না রানার। স্মল আর্মস সম্পর্কে সে যে শুধু একজন এক্সপার্ট তাই নয়, তার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখারও আছে রানার। যাকে দেখলে ঢ্যাঙা সুপারী গাছের কথা মনে পড়ে যায়, তার প্রতি একটা সমীহের ভাব জন্ম নিয়েছে রানার মনে। কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখার পর শুধু সুন্দরী নয়, একইসাথে কঠিন আর কোমল মনে হয়েছে, মনে হয়েছে এই মেয়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেলে সার্থক মানুষের জীবন। কিন্তু না, কোন আভাস বা ইঙ্গিতে মনের কথা বুঝতে দেয়নি রানা। সম্পর্কটাকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে টেনে আনতে চায়নি।

ভি-পি-সেভেনটি আকারে ওয়ালথারের চেয়ে বড় হলেও, রানাকে স্বীকার করতে হয়েছে গোপনে সাথে রাখার ব্যাপারে অস্ত্রটা কোন সমস্যা সৃষ্টি করেনি। হাতে নিয়েও আরাম, বাঁট লম্বা এবং ওজন এমনভাবে কমবেশি করা আছে যাতে ভারসাম্য ঠিকমত রক্ষা পায়। লক্ষ্যভেদে ভাল, গুরুতর জখম করার শক্তিও রাখে–নাইন এম-এম, সাথে আঠারো রাউন্ডের ম্যাগাজিন, হালকা শোল্ডার স্টক ফিট করা অবস্থায় সেমি-অটোমেটিকে প্রতিবার তিনটে বিস্ফোরণ।

সন্দেহ নেই ভি-পি-সেভেনটি চমৎকার একটা ম্যান-স্টপার। হাইজ্যাকারদের সাম্প্রতিক দৌরাত্ম্যের কথা মনে রেখেই সম্ভবত এই অস্ত্রটা ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রিফাতের সহযোগিতায় এরই মধ্যে নতুন পিস্তলটার সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে রানার। পরপর তিনটে দিন একটা আন্ডারগ্রাউন্ড রেঞ্জে এক্সপার্ট রিফাতের সাথে প্র্যাকটিস করেছে রানা। ফাস্ট ড্র-তে রানা এখন সাবলীল।

তিন দিন আন্ডারগ্রাউন্ড রেঞ্জে একসাথে প্রচুর সময় কাটিয়েছে ওরা। রিফাত রানাকে, রানা রিফাতকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ পেয়েছে। মনে যাই থাক, সংযমের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে রানা–রিফাত যে একটা সুন্দরী মেয়ে

ওর আচরণে সেটা বুঝতে দেয়নি। প্রয়োজনের চেয়ে কাছে এসেছে রিফাত, মাঝে মধ্যে অকারণে হেসেছে, দেখেও না দেখার ভান করেছে রানা। ও জানে, মেয়েদের অনেক রকম খেয়াল থাকে, পুরুষদের বাজিয়ে দেখার প্রবণতা থাকে, তারমানে এই নয় যে হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে। হৃদয়ঘটিত হোক বা শরীরঘটিত, নতুন কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছে ওর নেই। তৃতীয় অর্থাৎ শেষদিন রেঞ্জ থেকে বেরুবার মুখে আভাসে রিফাত রানাকে জানিয়েছিল, সন্ধ্যায় তার কোন কাজ বা প্রোগ্রাম নেই, ইচ্ছে করলে তার সঙ্গ চাওয়া যেতে পারে। কিন্তু রানা সাড়া দেয়নি, কাজের অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে গেছে। চেহারা কালো হয়ে গেলেও, একটা কথাও বলেনি রিফাত।

নিজের জন্যে কাপে আর রিফাতের জন্যে ফ্লাস্কে কফি নিয়ে লিভিংরূমে ফিরে এল রানা। ঘুমের মধ্যে ভাল করে শুয়েছে রিফাত, ভাঁজ করা পা দুটো সোফার পিঠে ঠেকে আছে, তবে হাত দুটো এখনও চোখের ওপর।

সিঙ্গল একটা সোফায় বসে নিচু টেবিলের ওপর পা তুলে দিল রানা, ধীরে ধীরে চুমুক দিল কাপে। হাতঘড়ি দেখল একবার। সাড়ে বারোটা বাজে। মেয়েটার ঘুম ভাঙানো উচিত হবে কিনা ঠিক বুঝতে পারছে না। তারপর চিন্তাটা অন্য খাতে বইতে শুরু করল। গত কয়েক দিনে হাইজ্যাকারদের সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, ধন্যবাদ দিতে হয় রানা এজেন্সির লন্ডন শাখার কমপিউটর সেকশনকে।

দেখা গেছে প্রতিটি হাইজ্যাকারের সাথে একজন জার্মান লোকের কোন না কোন সময় যোগাযোগ ছিল বা আছে। লোকটার নাম ফন এফেন। জানা গেছে স্টুয়ার্ডেস মেয়েটা নির্দিষ্ট ওই ফ্লাইটে থাকার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা তদ্বির করেছিল, যদিও ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে তিন বছর ধরে রয়েছে সে। তার সাথেও ফন এফেনের একটা যোগাযোগ ছিল অতীতে।

রানাকে সবচেয়ে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে মৃত্যুর আগে টেরোরিস্ট লোকটার উচ্চারিত শব্দ দুটো। সও মং। ব্যাপারটা বিপজ্জনক চেহারা নিয়েছে আরেকটা তথ্য জানার পর–ফন এফেন জীবিত সও মং অর্থাৎ উ সেনের ঘনিষ্ঠ সহচর ছিল। শুধু তাই নয়, বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান হার্মিসের একজিকিউটিভ কমিটিরও প্রভাবশালী সদস্য ছিল সে।

হাতে আরও তথ্য চলে আসায় উদ্বেগ বেড়েছে রানার। উপর্যুপরি যে ক'টা হাইজ্যাক হয়েছে, সেগুলোর সাথে যারা জড়িত ছিল তাদের মধ্যে থেকে ছয়জনের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে। দু'জন পরিচিত গুণ্ডা, জেফরি অ্যাডামসের সাক্ষাৎ শিষ্য, লস অ্যাঞ্জেলসে তাদের সাংঘাতিক দাপট। আরেকজনের সাথে যোগাযোগ আছে হার্ভেনোভেল আর হ্যারি ইয়ংব্রাডের, ভাড়াটে খুনী হিসেবে নিউ ইয়র্ক আন্ডারগ্রাউন্ডে তার অনেক 'সুনাম'। আরেকজন কাজ করে হেনরি মার্লিনের সাথে সুইডেনে জন্ম তার, ফ্রি-ল্যান্স ইন্টেলিজেন্স এক্সপার্ট, যে বেশি পয়সা চালতে পারবে সে-ই তার প্রাইভেট এসপিওনাজ সার্ভিস পেতে পারে। ছয় নম্বর লোকটার সম্পর্ক রয়েছে প্যারিসের কুখ্যাত অপরাধী ক্লড অর্ভির সাথে, যার বিরুদ্ধে ফ্রেঞ্চ পুলিস গত বিশ বছর ধরে প্রমাণ সংগ্রহের ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছে।

আরও ভীতিকর তথ্য হলো জার্মান ফন এফেনের মত জেফরি অ্যাডামস, হার্ভে নোভেল, হ্যারি ইয়ংব্লাড, হেনরি মার্লিন এবং ক্লড অর্ভির সাথে জীবিত উ সেন এবং হার্মিসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এরাই এখন হার্মিসের একজিকিউটিভ কমিটির সদস্য হয়েছে। তারমানে, কোন সন্দেহ নেই, ইউনিয়ন কর্সকে আন্তর্জাতিক একটা চেহারা দেয়ার চেষ্টা চলছে। ইউনিয়ন কর্স বলতে এখন শুধু ফরাসী একদল অপরাধীদের সংগঠন বোঝায় না। উ সেনের স্বপ্ন ছিল গোটা দুনিয়ার তাবৎ ক্ষমতা নিজের মুঠোর মধ্যে আনবে সে, হার্মিসকে গড়ে তোলার পিছনে সেটাই ছিল তার প্রেরণা আর উদ্দেশ্য। উ সেন মারা গেছে, তার স্বপ্ন পূরণ হয়নি। কিন্তু হার্মিস টিকে আছে, সারা দুনিয়া থেকে কুখ্যাত আর শক্তিশালী অপরাধীদের নিয়ে নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছে একজিকিউটিভ কমিটি। বোঝাই যায়, বড় ধরনের কোন কুমতলব আছে ওদের। বড় ধরনের কিছু করতে হলে বিপুল টাকার দরকার, একের পর এক ডাকাতি ও হাইজ্যাক করে সেই টাকাই সংগ্রহ করা হয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সও মং নাম ধারণ করে হার্মিসকে নেতৃত্ব দিচ্ছে কেউ একজন। এই পালের গোদাটাকে চিনতে পারলে সুবিধে হত...।

একটা সিগারেট ধরাল রানা, কিন্তু চিন্তার রাজ্যে আর ফিরে যাওয়া হলো না। পাশ ফিরতে গিয়ে উঁ করে উঠল রিফাত।

হাতঘড়ি দেখাল রানা। দেড়টা বাজে। আর দেরি করা যায় না, জানা দরকার কেন এসেছে রিফাত। তাকে কিছু খেতে বলাও দরকার।

'রিফাত,' ডাকল ও।

দ্বিতীয় ডাকে চোখ থেকে হাত সরাল রিফাত, তারপর চোখ মেলল। 'ওমা, ছি ছি, কি কাণ্ড বলুন তো, মাসুদ ভাই, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম?' সোফার ওপর উঠে বসে শাড়ির আঁচল ঠিকঠাক করছে। 'কখন এলেন আপনি? আমাকে ডাকেননি কেন? কটা বাজে বলুন তো?' তারপর নিজেই হাতঘড়ি দেখে আঁতকে উঠল। 'কি সর্বনাশ! সেই সন্ধে থেকে আমি...ছি-ছি!' পরমুহূর্তে তার চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠল। 'দেড়টা...ইস্, এত রাতে একা আমি বাড়ি ফিরি কি করে!'

'কেন এসেছিলে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ও, হ্যাঁ,' বলে ঢোক গিলল রিফাত, সোফার নিচে পা ঝুলিয়ে দিল। 'আপনি অফিস থেকে চলে আসার পর ঢাকা থেকে বসের একটা মেসেজ এল, সেটা দিতে এসেছিলাম। এসে দেখি আপনি নেই, তাই...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে–অপেক্ষা করতে করতে পৃথিবীতে তুমিই এই প্রথম ঘুমিয়ে পড়োনি। তা, মেসেজটা কি?'

সোফা থেকে হ্যান্ডব্যাগটা তুলে নিয়ে খুলল রিফাত, ভেতর থেকে একটা কাগজ বের করে বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। হাতে নিয়ে রানা দেখল, কোড করা মেসেজ। কোড ভাঙতে প্রায় আধ ঘণ্টা লাগল ওর। বি.সি.আই. হেডকোয়ার্টার থেকে মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান লিখেছেন, 'তোমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। নতুন ছদ্মবেশ নিয়ে এরা তোমার পুরানো শত্রু। আমরা অনেক চেষ্টা করেও জানতে পারিনি এদের নেতা কে। পারো তো পালের

গোদাটাকে ধ্বংস করো, যাতে অন্তত আবার কিছু দিন সংগঠনটা মাথা তুলতে না পারে। এ-কাজে যেখান থেকে যত সাহায্য পাও সব তোমার দরকার হবে।'

সংগঠনের অর্থ করল রানা—হার্মিস। আর পালের গোদা হলো সও মং নামধারী লোকটা। পুরানো শত্রু—ইউনিয়ন কর্স বা উ সেনের ঘনিষ্ঠ সহচররা।

'খারাপ কিছু, মাসুদ ভাই?' রানাকে অন্যমনস্ক দেখে মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রিফাত।

'হ্যাঁ, বস্ আমাকে সতর্ক করে দিয়েছেন।' কিন্তু কি ব্যাপারে তা বলল না রানা, রিফাতও জিজ্ঞেস করল না। সে জানে, প্রয়োজন মনে করলে মাসুদ ভাই নিজেই সব জানাবে।

বসের শেষ কথাটার অর্থ পরিষ্কার বুঝল না রানা। ঠিক কি বলতে চেয়েছেন? কথাটার সূত্র ধরে একটা ব্যাপার মনে পড়ে গেল। ক'দিন ধরেই নজর রাখা হচ্ছে ওর ওপর। একাধিক লোক, কিন্তু খুব কাছাকাছি আসে না। যেন দূর থেকে ওর গতিবিধি লক্ষ করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই। লোকগুলোর পরিচয় সম্পর্কে কিছুই আন্দাজ করতে পারেনি রানা। চেহারা দেখে কখনও মনে হয়েছে আফগান, কখনও ল্যাটিন আমেরিকান। কে.জি.বি. আর সি.আই.এ. সহ অনেক এসপিওনাজ এজেন্সিই প্রয়োজনে বিজাতীয় লোকদের কাজে লাগায়, এমনকি মাফিয়া আর ইউনিয়ন কর্স-ও এ-ধরনের ছলনার আশ্রয় নেয়। লোকগুলোর পরিচয় জানতে হলে নাগালের মধ্যে পেতে হবে এক-আধজনকে।

'ঘুম ভাঙানোর জন্যে সত্যি দুঃখিত,' রিফাতকে বলল রানা। 'মেসেজটা কাল সকালে দেখলেও চলত। তুমি বরং কিছু খেয়ে নাও, তারপর...'

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রিফাত। 'বাড়িতে রান্না করা আছে, মাসুদ ভাই। আমি বরং যাই...।' জানি-জানি, যত বড় যুধিষ্ঠিরই তুমি হও, রাত দুপুরে একটা সুন্দরী মেয়েকে ঘরের ভেতর একা পেয়ে ছেড়ে দিতে মন চাইবে না। রিফাতের ভাবনাটাই সত্যি হলো।

রানা বলল, 'এত রাতে ট্যাক্সি পাবে কি? অন্তত কাছে পিঠে পাবে বলে মনে হয় না, বেশ খানিকটা হাঁটতে হবে। পুলিসের সাথে দেখা হবে, সেটা ভয়ের কিছু না হলেও, ছিনতাইকারীদের সাথেও দেখা হবে...

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন, মাসুদ ভাই,' মৃদু হেসে বলল রিফাত, 'আমি কারাতে জানি, আন-আর্মড কমব্যাটে ট্রেনিং নেয়া আছে।'

রানা গম্ভীর হলো। 'ছিনতাইকারীদের কথা না হয় বাদ দাও। আমাদের শত্রু কি কম? ভেবেছ কেউ দেখেনি তুমি এখানে ঢুকেছ? জোর করে বলতে পারবে, সশস্ত্র একদল লোক বাইরে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে না? রানা এজেন্সির অনেক গোপন ইনফরমেশন জানো তুমি, তুমি চাইলেও আমি তো তোমাকে এত রাতে একা যেতে দিতে পারি না।'

চেহারায় কৃত্রিম ভয় ফুটিয়ে তুলে রিফাত বলল, 'তাহলে, মাসুদ ভাই!'

'বললে আমি তোমাকে পৌঁছে দিতে পারি,' প্রস্তাব দিল রানা।

'না-না, সেকি! আপনি কেন এত রাতে কষ্ট করতে যাবেন...!'

'তাহলে এক কাজ করো,' রিফাতের চোখে চোখ রেখে মৃদু কণ্ঠে বলল রানা,

'রাতটুকু এখানেই থেকে যাও।'

'কিন্তু…সেটা কি…মানে…'

'তুমি বেডরুমে থাকো, আমি সিটিংরুমে সোফার ওপর…'

'না, তা কি করে হয়! আপনি কেন কষ্ট করবেন। বরং আমিই সিটিংরুমে…'

'তর্ক কোরো না, আমার ঘুম পেয়েছে,' বলে সোফা ছাড়ল রানা, টেবিলে ঢাকা দেয়া খাবার প্লেটগুলো দেখিয়ে বলল, 'যা পারো খেয়ে শুয়ে পড়ো!' দরজার দিকে পা বাড়াল ও। 'আলো নেভাতে ভুলো না যেন আবার!'

'কি! আলো নিভিয়ে শুতে হবে! কিন্তু আমার যে অভ্যেস…'

'আলো জ্বেলে শোয়া তোমার অভ্যেস? বেশ, জ্বেলেই শোও।' দরজার কাছে পৌঁছে গেল রানা।

'মাসুদ ভাই!' পিছু ডাকল রিফাত। এত সহজে পরাজয় মানতে রাজি নয় সে। লোকমুখে মাসুদ ভাই সম্পর্কে দু'রকম কথা শুনতে শুনতে একটা জেদ চেপে গেছে তার। একদল বলে, লেডিকিলার, মেয়ে দেখলেই রানা পাগল হয়ে যায়। আরেক দলের বক্তব্য, রানা বর্তমান যুগের সাচ্চা ঋষি, স্বর্গের হুরীদের পক্ষেও তার ধ্যান ভঙ্গ করা সম্ভব নয়। মাত্রা ছাড়ানো মেয়েলি কৌতূহল পাগল করে তুলেছে রিফাতকে, মাসুদ ভাইকে পরীক্ষা করে দেখবে সে। জানে, এ-কাজে বিপদের ভয় আছে। ঝুঁকিটা জেনে শুনেই নিয়েছে সে। ইউরোপে বহু বছর ধরে আছে, বিয়ে না করলেও নিজেকে সে কুমারী বলে দাবি করে না। পাঁচ বছর আগে মাথা ভর্তি কালো চুল, আপনভোলা চেহারার সেই টগবগে তরুণটিকে ভালবাসা, সতীত্ব সবই দিয়েছিল রিফাত, রোড অ্যাক্সিডেন্টে তার অকালমৃত্যু না হলে আজ ওকে এই সন্ন্যাসিনীর জীবনযাপন করতে হত না। এই জীবন স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছে সে। তরুণটি এখন শুধুমাত্র স্মৃতি, কিন্তু তার বিদায়ের পর আর কাউকে ভালবাসতে পারেনি রিফাত। মাসুদ ভাইয়ের প্রতি সে আকর্ষণ অনুভব করে বটে, কিন্তু জানে একেও ঠিক ভালবাসা বলে না। মানুষটাকে তার আশ্চর্য রহস্যময় মনে হয়, সেই রহস্য ভেদ করতে না পারলে তার যেন বেঁচে থাকায় শান্তি বা সার্থকতা নেই। আসলে মানুষটাকে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করে, কিন্তু কারণটা পরিষ্কার নয়। সত্যিই মাসুদ ভাই শ্রদ্ধার পাত্র কিনা আবিষ্কার করতে হবে তাকে। যদি কিছু হারাতে হয়…হারাবার তার আছেটা কি?

সুযোগের অপেক্ষায় ছিল রিফাত, ঢাকা থেকে বসের মেসেজটা সেই সুযোগ এনে দিয়েছে তাকে। নিজের ওপর আস্থা আছে তার, আছে গর্ব, জানে এই যৌবন আর সৌন্দর্য এড়িয়ে যাওয়া কোন পুরুষের পক্ষে অসম্ভব। ফাঁদ পাতার প্রয়োজনে অনেক দূর যাবে সে।

দরজার কাছ থেকে ঘুরল রানা। 'আবার কি হলো?'

মাথা নিচু করল রিফাত। 'এক ঘরে একা আমি শুতে পারি না, আমার ভয় করে।'

হো হো করে হেসে ফেলল রানা। 'তাই নাকি? এত বড় হয়েছ, একা শুতে তোমার ভয় করে? কাকে…কাকে নিয়ে শোও তুমি রোজ?'

'আমার বোন আর আমি…'

'কিন্তু এখানে তো তোমার বোন নেই, বলো তো আমি তোমার সাথে শুতে পারি।'

রানার কথা যেন শুনতে পায়নি রিফাত। 'এক কাজ করলে হয় না, মাসুদ ভাই? আপনি আপনার বিছানাতেই, এই বেডরুমেই শোন, আমিও এখানে শুই–সোফায়?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, বলল, 'আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আলো জ্বালা থাকলে আমার যে ঘুম আসবে না?'

খুশি হয়ে উঠল রিফাত। 'আপনি ঘরে থাকলে আলো জ্বালা না থাকলেও চলবে।'

হেসে ফেলে রানা বলল, 'তারমানে আমাকে তোমার কোন ভয় নেই?'

ছোট্ট মেয়ের মত দ্রুত মাথা নেড়ে রিফাত বলল, 'ন্‌না। আমার ভয় ভূতকে, হাসবেন না!'

হাসতে হাসতে রিফাতের সামনে, আগের সোফায় ফিরে এসে বসল রানা। 'খেয়ে নাও তাড়াতাড়ি। কাল সকালে অনেক কাজ আছে আমার।' একটা সিগারেট ধরাল ও, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ভূত কখনও দেখেছ? জ্যান্ত মানুষও কিন্তু ভূত হতে পারে।'

কথা না বলে খেতে শুরু করল রিফাত, রানার দিকে তাকাল না। মনে মনে ভাবছে, সেটাই তো দেখতে চাই, আপনি ভূত সাজেন কিনা।

অল্পই খেলো রিফাত, বাথরুমে গেল একবার, তারপর ফিরে এসে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল রানার বিছানায়। রানা আগেই সোফার ওপর লম্বা হয়েছে, চোখ বন্ধ।

'ঘুমালেন নাকি, মাসুদ ভাই?'

'না।'

'আসুন, গল্প করা যাক।'

'না।'

এক মিনিট পর রিফাত আবার কথা বলল, 'আপনি বিয়ে করেননি কেন?'

'করব না, তাই।'

'প্রতিজ্ঞা? কেন?'

রানা উত্তরে বলল, 'ঘুমাও।'

'আসছে না।'

'তাহলে ঘুমাতে দাও।'

আবার চুপচাপ।

তারপর, 'ও কিসের শব্দ?'

'কই?' জিজ্ঞেস করল রানা।

ফিসফিস করে রিফাত বলল, 'মনে হলো কে যেন আমার বিছানার পাশ ঘেঁষে হেঁটে গেল।'

'এতক্ষণে দেয়াল ফুঁড়ে ঘরের বাইরে চলে গেছে–ঘুমাও।'

'আবার!' আঁতকে উঠল রিফাত।

'আবার কি?'

'পায়ের আওয়াজ!'

রানা কোন উত্তর দিল না।

'মাসুদ ভাই।'

রানা চুপ করে থাকল।

'মাগো!' চিৎকার করে উঠল রিফাত। 'বিছানায় কি যেন খস খস করছে!'

রানা তবু সাড়া দিল না।

বিছানার ওপর বসে পড়ল রিফাত। 'আমি এখানে শোব না!'

রানা নিরুত্তর।

'আমি আলো জ্বেলে শোব।'

ক্যাচ ক্যাচ আওয়াজ হলো সোফায়, মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠল রিফাত—আসছে নাকি মাসুদ ভাই? কিন্তু না, পাশ ফিরে শুলো রানা।

'মাসুদ ভাই, আমার ভয় করছে! আপনি কি, কথা বলছেন না কেন?' হঠাৎ গা ছম ছম করে উঠল রিফাতের। বিছানার পাশে সত্যি সত্যি পায়ের শব্দ। জানালা বন্ধ, ঘরের ভেতর গাঢ় অন্ধকার। বিছানায় কেউ বসছে বুঝতে পেরে চিৎকার করার জন্যে হাঁ করল রিফাত, শক্ত একটা হাত পড়ল মুখের ওপর। ধস্তাধস্তি শুরু করবে রিফাত, শান্ত গলায় কথা বলে উঠল রানা।

'আসলে চাও কি তুমি, রিফাত?' রিফাতের মুখ থেকে হাত সরাল রানা। 'মেসেজটা ছিল অজুহাত, আসলে এরকম একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলে তুমি। কিন্তু বুঝতে পারছ কি, কাজটা তুমি অন্যায় করেছ? আমি পুরুষ মানুষ, এবং অক্ষম নই, কাজেই এটাকে আমি আমার পুরুষত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ বলে ধরে নেব। সুন্দরী এক মেয়ে স্বেচ্ছায় নিজেকে নিবেদন করছে, গ্রহণ না করলে যৌবনের অসম্মান হবে, তোমাকেও অপমান করা হবে। আর যদি গ্রহণ করি, শুধু শরীরের আগুনটাই নিভবে, মনের তৃপ্তি আসবে না। কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি না।'

অন্ধকার ঘর, পুরুষ মানুষের কঠিন স্পর্শ, কোমল কণ্ঠস্বর, নিজের মনের অপ্রতিভ আর অসহায় অবস্থা রিফাতকে ভাবাবেগের প্রচণ্ড এক স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে, কান্না জড়ানো গলায় শুধু বলতে পারল, 'আমাকে ক্ষমা করো, মাসুদ ভাই!'

সকালে ওদের একই সময়ে একই বিছানায় ঘুম ভাঙল। রানা সম্পর্কে রিফাতের ধারণা বদলায়নি, শ্রদ্ধার পরিমাণ বরং আরও বেড়েছে। সেই সাথে দেহ-মনে বাসা বেঁধেছে অদ্ভুত একটা পুলক আর তৃপ্তি। শেষ রাতে ওদের মধ্যে যাই ঘটে থাকুক, কেউ সেজন্যে অনুতপ্ত নয়। দু'জনের মাঝখানে কোন কাঁটা নেই, আবার বাঁধনও নেই। পরস্পরকে নিয়ে ওরা স্বপ্ন দেখেনি, আবার কোন প্রত্যাশা অপূর্ণও থাকেনি। পরস্পরকে বুঝতে চেষ্টা করেছে ওরা, এবং একজন আরেকজনকে যতটুকুই চিনতে পেরে থাকুক, দু'জনেরই মনে হয়েছে অবাধ মেলামেশা আর বন্ধুত্বে কোন ক্ষতি নেই।

একসাথে ঘুম ভাঙলেও রানাকে বিছানা থেকে উঠতে দেয়নি রিফাত। আগে শাওয়ার সারল সে, তারপর ব্রেকফাস্ট তৈরি করল। ইতিমধ্যে শাওয়ার সেরে

দাড়ি কামিয়ে কাপড় পরেছে রানা, টেবিলে বসে একসাথে নাস্তা করল দু'জনে। বিশেষ কোন কথা হলো না, তবে ঠোঁটে হাসি থাকল আর চেহারায় থাকল আনন্দ।

বিদায় নেয়ার সময় রানার সামনে দাঁড়াল রিফাত, ওর টাইয়ের নটটা ঠিক করে দিল।

'ভূতের ভয় আর আছে?' চোখ মটকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'আবার কোন দিন যদি ঘরে ফিরে দেখো তোমার সোফায় ঘুমিয়ে আছি আমি, কি করবে?' পাল্টা প্রশ্ন রিফাতের।

'পালাব না,' কথা দিল রানা। 'জানব ঘুমাওনি তুমি, ঘুমের ভান করে আছ।'

'রাগ হবে না?'

'হবে,' রিফাতের নাক টিপে দিয়ে বলল রানা। 'আরও আগে আসোনি বলে।'

রিফাত চলে গেছে পাঁচ মিনিটও হয়নি, নক হলো দরজায়।

ভি-পি-সেভেনটি পরীক্ষা করা শেষ করেছে মাত্র রানা, সেটা কোটের পকেটে ফেলে দরজার দিকে এগোল ও। চট করে একবার চোখ বুলাল হাতঘড়ির ওপর। আটটা বাজতে এখনও সাত মিনিট বাকি। কে হতে পারে?

কোটের পকেটে একটা হাত রেখে দরজা খুলল ও।

প্রথম দর্শনে মনে হলো ভদ্রলোক পরচুলা পরে আছেন। কালো আর সাদা–ঠিক সাদা নয়, রূপালি। যেন একটা কালো চুলের পাশে একটা রূপালি, এই নিয়মের কোন ব্যত্যয় হয়নি সারা মাথায় কোথাও। বয়স হলে, যখন চুল পাকবে, ঠিক এরকমটি যদি ওরও হয় খুশি হবে রানা। ঝাড়া ছয় ফুট লম্বা হবেন, নিখুঁতভাবে দাড়ি-গোঁফ কামানো। কড়া ভাঁজ করা অ্যাশ কালারের সুট। কোমরে বা কাঁধে হোলস্টার নেই, আন্দাজ করল রানা। এক রঙা টাই, নীল। একটু বিসদৃশ লাগল চোখে, স্টীলরিমের চশমাটা হাতে। বয়স হবে···আন্দাজ করা কঠিন, পঁয়তাল্লিশ থেকে ষাটের মধ্যে। চওড়া কাঠামো, তবে শরীরে অপ্রয়োজনীয় মেদ নেই। চোখ দুটো পরিষ্কার, চোখের নিচে কালি বা পুঁটুলি নেই। কোন কোন মেয়েকে দেখে যেমন বোঝা যায় না রানী নাকি মেথরানী, এই ভদ্রলোককে দেখেও আন্দাজ করা মুশকিল হাজী নাকি পাজি। ডেস্কের সাথে বাঁধা হেডক্লার্কও হতে পারেন, আবার ব্যবসায়ী হওয়াও বিচিত্র নয়। হাসছেন না, চেহারার ভাবটাই এমন, যেন হাসতে জানেন না। 'বলুন,' মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা।

'আপনার সাথে আমার একটু আলাপ ছিল,' স্পষ্ট মার্কিন উচ্চারণ।

'আমি কে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আপনি কে?'

'আপনি মাসুদ রানা,' বললেন ভদ্রলোক। 'আমি সি.আই.এ।'

'সি.আই.এ-র সাথে আলাপ করতে উৎসাহী নই আমি,' বলে দরজা বন্ধ করে দিতে গেল রানা।

ভদ্রলোক নড়লেন না, শুধু একটা শব্দ উচ্চারণ করলেন, 'প্লীজ।'

'আপনার কার্ড দেখি,' বলল রানা।

ভদ্রলোক মোটেও অপ্রতিভ হলেন না। 'পথে-ঘাটে আমি যদি মারা পড়ি,

সি.আই.এ চায় না আমার পরিচয় জানাজানি হয়ে যাক।'

তবু রানা নরম হলো না, বলল, 'ঠিক আছে, আলাপ থাকলে অফিসে আসুন।' আবার দরজা বন্ধ করতে গেল ও।

'অফিশিয়ালি নয়, আপনার সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে চেয়েছিলাম,' বললেন ভদ্রলোক। 'আমি চাই না কেউ জানুক আমি আপনার কাছে এসেছি।'

'আপনি চান না?' হাসল রানা। 'কিন্তু এরইমধ্যে অনেক লোক জানে। আমার ওপর নজর রাখার লোকের অভাব নেই, তারা আপনাকে এখানে ঢুকতে দেখেছে।'

এই প্রথম ভদ্রলোকও হাসলেন। 'না, মি. মাসুদ রানা, কেউ দেখেনি। কেন, আপনি লক্ষ করেননি, আমাদের লোকেরা ক'দিন ধরে আপনার আশপাশে রয়েছে?' রানা লক্ষ করল হাসলে ভদ্রলোককে আশ্চর্য প্রাণবন্ত আর সরল দেখায়।

'ও।' গম্ভীর হলো রানা। 'তাহলে আপনারাই।'

'কিন্তু অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়, আর যারা আপনার ওপর নজর রাখে বা রাখতে পারে তাদের ভাগাবার জন্যে,' বললেন ভদ্রলোক। 'আমি যখন বিল্ডিংটায় ঢুকেছি দু'মাইলের মধ্যে সি.আই.এ. ছাড়া আর কোন এসপিওনাজ এজেন্সির এজেন্ট ছিল না। একজন বাদে, কিন্তু মিস রিফাত জাহানও আমাকে ঢুকতে দেখেননি।'

একটু গুরুত্ব দিতেই হলো রানাকে, জিজ্ঞেস করল, 'কেন? কি চান আপনারা? জানেন না, সি.আই.এ-র সাথে নিজেকে জড়াতে আগ্রহী নই আমি?'

'জানি বলেই তো এত কাঠ খড় পুড়িয়ে আমার নিজেকে আসতে হলো,' বললেন ভদ্রলোক। 'ভেতরে ডাকবেন না? আলাপটা বসেই করতাম?'

কিন্তু দরজা ছেড়ে নড়ল না রানা। 'আপনার নাম?' সি.আই.এ-র হাই অফিশিয়ালদের অনেককেই চেনে ও, নিদেনপক্ষে নাম জানা আছে।

'কলিন ফর্বস।'

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'আলাপ করতে হলে আপনাকে অফিসে আসতে হবে।' এই নামে সি.আই.এ.তে কোন উচ্চপদস্থ অফিসার নেই, এ-ব্যাপারে রানা প্রায় নিশ্চিত।

ভদ্রলোক তবু হতাশ হলেন না বা চটলেন না। বললেন, 'এর আগে প্রতিবার সি.আই.এ. আপনার সাহায্য পাবার জন্যে যোগাযোগ করেছে। এবার কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম।'

'অন্যরকম? কিরকম?'

'এবার ব্যাপারটা পারস্পরিক। একটা কেসে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারি, আপনি আমাদেরকে।'

'কেসটা কি?'

'আপনার এই জিনিসটা আমি খারাপ চোখে দেখছি না, সব মানুষেরই উচিত নিজের জেদ বজায় রাখা। ধরে নিচ্ছি দরজায় দাঁড়িয়েই আপনি শুনতে চান?'

'হ্যাঁ।'

'কেসটা মলিয়ের ঝান।'

ব্যাখ্যা চাইতে পারত রানা, কিন্তু সে-সবের মধ্যে গেল না। মলিয়ের ঝান সম্ভবত কোন লোকের নাম, কিন্তু এ-ব্যাপারে মাথা ঘামাবার কোন ইচ্ছে ওর নেই। 'দুঃখিত, এখনও আমি আগ্রহ বোধ করছি না।'

ভদ্রলোক হাসলেন না, বরং তাঁকে সিরিয়াস দেখাল। 'কথা দিচ্ছি, করবেন।'

কয়েক সেকেন্ড ভাল করে ভদ্রলোককে লক্ষ করল রানা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কে? সি.আই.এ-র হয়ে কথা বলার অধিকার আপনার আছে?'

রানাকে প্রায় চমকে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'আমি সি.আই.এ-র বর্তমান চীফ, ল্যাংলি থেকে আজ ভোরের ফ্লাইটে শুধু আপনার সাথে কথা বলার জন্যে এসেছি।'

মাত্র এক সেকেন্ডের জন্যে হতভম্ব হয়ে পড়ল রানা, তারপর সামলে নিল নিজেকে। সি.আই.এ. চীফ স্বয়ং ওর সাথে দেখা করতে এসেছেন, ভাবাই যায় না! ভদ্রলোককে সাদর অভ্যর্থনা জানাল ও। 'আসুন, ভেতরে এসে বসুন, প্লীজ।' গত মাসে সি.আই.এ. চীফ বদলি হয়েছে জানত ও, কিন্তু সিনেটর কলিন ফর্বস নতুন চীফ হয়ে এসেছেন তা জানত না। 'দুঃখিত, মি. ফর্বস।'

'ও কিছু না,' ঘরে ঢুকে নিজের হাতে দরজা বন্ধ করলেন কলিন ফর্বস। 'ইতিমধ্যে যতটুকু কানে এসেছে, ধারণা করা যায়, সি.আই.এ. সব সময় আপনার সাথে ঠিক ব্যবহারটি করেনি। আশা করি এখন থেকে যোগ্য লোকের সাথে ভাল ব্যবহার করার সুমতি আমাদের হবে।'

'বসুন, প্লীজ,' একটা সোফা দেখিয়ে বলল রানা। 'কফি চলবে?'

'নো, থ্যাঙ্কস্।' সোফায় বসে কোট-পকেট থেকে টোবাকো পাউচ বের করলেন কলিন ফর্বস। 'অনুমতি দিলে ধূমপান করতে পারি।'

মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে একটা সোফার হাতলে বসল রানা। অপেক্ষা করছে।

পাইপে তামাক ভরে রানার দিকে তাকালেন কলিন ফর্বস, 'যদি আপত্তি না করেন, আপনার সাথে একজনের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। আপনার অনুমতির অপেক্ষায় বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সে।'

'আমি কিন্তু কোন কথা দিইনি, মি. ফর্বস,' বলল রানা। 'এই মুহূর্তে বড় একটা কাজ রয়েছে আমার হাতে, আপনাদের জন্যে কিছু করতে পারব না। কি বলতে চান শুনতে রাজি হয়েছি শুধু আপনি নিজে এসেছেন বলে।'

'জানি, ধন্যবাদ,' আবার প্রাণবন্ত দেখাল কলিন ফর্বসকে, তবে ঠোঁটের হাসিতে এবার যেন একটু রহস্যের আভাস। 'ডাকব ওকে?' রানাকে মৃদু মাথা ঝাঁকাতে দেখে কোটের আস্তিন সরিয়ে কব্জি বের করলেন তিনি, দেখা গেল রিস্টওয়াচে অনেকগুলো খুদে বোতাম রয়েছে। একটা বোতামে একটু চাপ দিয়ে কোটের আস্তিন টেনে রিস্টওয়াচ ঢাকলেন। প্রায় সাথে সাথে নক হলো দরজায়।

'কাম ইন,' বলল রানা।

দরজা খুলে ভেতরে যেন আগুনের একটা স্তম্ভ ঢুকল। যথেষ্ট লম্বা, অ্যাথলেটিক, বিধাতা যেন ছুটি নিয়ে বিশেষ যত্নের সাথে এই মূর্তির প্রতিটি অঙ্গ

নিজের হাতে তৈরি করেছেন। এবং কোন সন্দেহ নেই, সুষমা ভরা পাত্রটি তাঁর হাত থেকে মেয়েটার মুখে পড়ে গিয়েছিল।

'দেখুন, চিনতে পারেন কিনা,' কলিন ফর্বস বললেন। 'আমার ঠিক জানা নেই রিটা হ্যামিলটনের সাথে আপনার আলাপ আছে কিনা।'

'রিটা হ্যামিলটন,' বিড়বিড় করল রানা, অপ্রতিভ এবং আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে। নামটা পরিচিত লাগলেও, এই স্বর্গীয় অপ্সরাকে আগে কখনও দেখার সৌভাগ্য ওর হয়নি।

আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে মেয়েটাও। বড় বড় চোখে একটু বিস্ময়, খানিকটা বিব্রত ভাব। সাধারণ একটা ডেনিম স্কার্ট আর শার্ট পরে রয়েছে সে।

নিজেকে দ্রুত সামলে নিতে পারল রানা, সজাগ হয়ে উঠেছে। হ্যাঁ, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সাথে সামান্য হলেও মিল আছে চেহারায়, অন্তত ভুরু জোড়া যেখানে মিলেছে। 'আলাপ হয়নি,' বলল রানা। 'তবে আন্দাজ করতে পারছি–উনি নুমা-র ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের মেয়ে। হ্যালো, রিটা।' বলে হাত বাড়িয়ে দিল রানা।

'হ্যালো।' রানার সাথে হ্যান্ডশেক করল রিটা। 'বাবার মুখে আপনার কথা অনেক শুনেছি,' কোন আবেগ নেই, বিবৃতির মত শোনাল। 'শতমুখে উনি আপনার প্রশংসা করেন!' ভাবটা যেন, অন্যায় বা পক্ষপাতিত্ব করেন। রানা অনুরোধ করার আগেই কলিন ফর্বসের পাশের সোফায় বসে পড়ল রিটা।

'কেমন আছেন অ্যাডমিরাল?' শ্রদ্ধার ভাব নিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'ভাল,' সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে বস্ কলিন ফর্বসের দিকে তাকাল মেয়েটা।

'আমার মনে হয়, এবার কাজের কথা শুরু করা যেতে পারে,' বললেন কলিন ফর্বস। 'শুরু করো, রিটা।'

'বস্ চাইছেন আমি আমার ব্যক্তিগত ইতিহাস খানিকটা শোনাই আপনাকে,' বলল রিটা হ্যামিলটন। কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত একটা মাদকতা আছে, কানে ঢোকা মাত্র পুলকে শিরশির করে ওঠে গা, কিন্তু কেন কে জানে বলার ভঙ্গিতে ক্ষীণ ব্যঙ্গের ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছে রিটা হ্যামিলটন।

'কিন্তু তার কি কোন প্রয়োজন আছে···?' সি.আই.এ. চীফের দিকে তাকাল রানা।

'প্লীজ, মি. রানা, একটু ধৈর্য ধরতে অনুরোধ করি।'

রিটা হ্যামিলটনের ক্যারিয়ার শুরু হয় আঠারো বছর বয়সে, স্টেট ডিপার্টমেন্টের একজন সেক্রেটারি হিসেবে। এক বছরের মধ্যে সি.আই.এ. কাজ করার প্রস্তাব দেয় তাকে। 'আমার বাবা নুমার ডিরেক্টর, সেটাই বোধহয় কারণ,' বলল রিটা। 'তবে আমাকে সাবধান করে দেয়া হয়, বাবা যেন ব্যাপারটা সম্পর্কে কিছু জানতে না পারে।' স্টেট ডিপার্টমেন্টে যেমন কাজ করছিল তেমনি করতে থাকে সে, শুধু ছুটির দিনগুলোয় আর বিশেষ কোন কোন সন্ধ্যায় ট্রেনিং কোর্সে অংশগ্রহণ করত।

'আমাকে অ্যাকটিভ এজেন্ট হিসেবে চায়নি সি.আই.এ.। প্রথম থেকেই ঠিক হয়, আমাকে ট্রেনিং দেয়া হবে, নিয়মিত রিফ্রেশার কোর্স শেষ করব, কিন্তু স্টেট

ডিপার্টমেন্টের চাকরি ছাড়ব না। তবে, প্রয়োজন দেখা দিলে ভবিষ্যতে আমাকে ডাকা হতে পারে।'

'এবং প্রয়োজন দেখা দেয়ায় ডাকা হয়েছে ওকে,' বললেন কলিন ফর্বস, রানার দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। 'এত কথা বলার কারণ, মি. রানা, আপনাকে জানানো যে যাকে আমরা "ফেস" বলি রিটা হ্যামিলটন তা নয়।' অর্থাৎ তিনি বলতে চাইছেন দুনিয়ার এসপিওনাজ সমাজ রিটা হ্যামিলটনকে চেনে না। 'আপনার সাথে এই কেসটায় কাজ করার জন্যে সহকারিণী হিসেবে ঠিক এমন একটি মেয়েই দরকার, আমেরিকান স্পাই বলে যাকে কেউ চিনতে পারবে না…'

বাধা দিল রানা, 'মি. ফর্বস, আমি আগেই বলেছি…'

'একটু পরই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে, মি. রানা,' কলিন ফর্বস আশ্বাস দিলেন। 'এই মুহূর্তে বড় একটা কাজে আপনি ব্যস্ত, আমি ভুলিনি। আমাদের কাজটা আপনার কাজের চেয়ে কোন অংশে ছোট নয়, এটুকু জানি বলেই বিশ্বাস আছে আপনি আমার অনুরোধ ফেলবেন না। আমার অনুরোধে যদি কাজ না হয়…,' কোটের পকেট হাতড়ে অনেকগুলো কাগজ বের করলেন তিনি, একাধিক এনভেলাপও দেখা গেল সেগুলোর মধ্যে। তার মধ্যে একটায় প্রেসিডেন্সিয়াল সীল দেখতে পেল রানা। আশ্বস্ত হয়ে বাকি কাগজের সাথে সীল মারা এনভেলাপটাও আবার পকেটে রেখে দিলেন কলিন ফর্বস।

হাতঘড়ি দেখল রানা। 'অনুরোধ করব তাড়াতাড়ি শেষ করবেন, মি. ফর্বস।'

'ব্যাপারটা হলো মলিয়ের ঝান-কে নিয়ে,' শুরু করলেন সি.আই.এ. চীফ। কোটের আরেক পকেট থেকে ছোট একটা ফোল্ডার বের করেছেন তিনি, হাতের চশমাটা নাকে এঁটে সেটার পাতা খুললেন।

তথ্যগুলো সাজিয়ে লেখা আছে, পড়ে শোনালেন রানাকে। উনিশশো ত্রিশ সালে নিউ ইয়র্কে জন্ম মলিয়ের ঝানের। ফরাসী বাবা আর জার্মান মায়ের একমাত্র সন্তান। মা-বাবা দু'জনেই ছিল মার্কিন নাগরিক। মলিয়ের ঝান তার প্রথম এক মিলিয়ন ডলার রোজগার করে মাত্র বিশ বছর বয়েসে, পরবর্তী তিন বছরে মালটি মিলিওনেয়ার বনে যায় সে। বয়স হবার পর থেকেই আমেরিকান নাৎসী পার্টির সদস্য হয়, পার্টিতে সৎ বিশ্বস্ত আর নিবেদিতপ্রাণ বলে যথেষ্ট খ্যাতি আছে। ব্যাপারটা গোপন রাখার চেষ্টা করলেও সফল হয়নি। 'উনিশশো ষাট সালে সে তার সমস্ত ব্যবসায়িক স্বার্থ চড়া দামে বিক্রি করে দেয়, সেই থেকে মধ্যযুগের রাজাদের মত বিলাসবহুল জীবনযাপন করছে সে। নিজের রাজ্য ছেড়ে বড় একটা বের হয় না…'

'নিজের কি…?' ভুরু কুঁচকে উঠল রানার।

'কথার কথা, মি. রানা। রিটা ব্যাখ্যা করবে।'

'আমারিলো, টেক্সাস থেকে আশি মাইল দূরে মলিয়ের ঝানের রয়েছে একশো পঞ্চাশ বর্গমাইল সম্পত্তি। একসময় জায়গাটা মরুভূমি ছিল। তার রাজ্য বলাটাই ঠিক। পানি তো নিয়ে গেছেই, বনভূমি তৈরি করে তার ভেতর বাড়ি বানিয়েছে, তারপর আক্ষরিক অর্থেই সীল করে দিয়েছে। কোন রাস্তাই ঝান র‍্যাঞ্চে পৌঁছায়নি। দু'ভাবে আপনি ওখানে যেতে পারেন—ছোট একটা এয়ারস্ট্রিপ, আর

একটা প্রাইভেট মনো-রেল সিস্টেম আছে। শহরের পনেরো মাইল বাইরে পরিত্যক্ত একটা স্টেশন আছে–তারমানে আমারিলো-র কথা বলছি–মাঝে মধ্যে স্টেশনটা ব্যবহার করে মলিয়ের ঝান, তবে আপনার সাথে তার খুব যদি দহরম-মহরম থাকে তাহলেই শুধু মনো-রেলে চড়ার সুযোগ পাবেন। সে যদি অনুমতি দেয় নিজের গাড়ি নিয়েও যেতে পারেন, রেল সিস্টেমে গাড়ি বহন করার ব্যবস্থা আছে, আর র‍্যাঞ্চে আছে রাস্তা– কমপাউন্ডের ভেতর। ভেতরে বড় বড় বিল্ডিং দেখতে পাবেন, অটোমোবাইল রেস ট্র্যাক, ঘোড়া, লেক, সব আছে।'

নির্লিপ্ত চেহারা নিয়ে শুনে যাচ্ছে রানা, যেন ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। রিটা হ্যামিলটন এমনভাবে চুপ করে আছে যেন রানাকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিচ্ছে।

কিন্তু রানা কোন প্রশ্ন করল না দেখে নিজেই উত্তর দেয়ার ভঙ্গিতে আবার শুরু করল, 'না, ওখানে আমি যাইনি। তবে ছবিগুলো সবই দেখেছি–স্যাটেলাইট থেকে তোলা। আমাকে ব্রিফ করার সময় দেখানো হয়। এই মুহূর্তে ওগুলো আমার সাথেই আছে। একশো পঞ্চাশ বর্গমাইল এলাকা, পুরোটাই পাঁচিল আর কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। আর মলিয়ের ঝানের রয়েছে নিজস্ব সিকিউরিটি আউটফিট।'

আবার চুপ করে রানার দিকে তাকাল রিটা হ্যামিলটন, চোখের ভাষা দেখে বোঝা গেল সে যেন ভাবছে: লোকটা বোকা, নাকি অভদ্র? কৌতূহলবশতঃও তো মানুষ কিছু জিজ্ঞেস করে।

নিচু টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার তুলল রানা। প্যাকেটটা রিটার দিকে বাড়িয়ে ধরল, কিন্তু মাথা নাড়ল সে। কলিন ফর্বস রানার দেখাদেখি পাইপে তামাক ভরতে শুরু করেছেন। 'রাজ্যই হোক আর র‍্যাঞ্চই হোক,' বলল রানা, 'তার অপরাধটা কি? টাকা বানানো ছাড়া?'

'সেটাই সমস্যা,' বলে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বসের দিকে তাকাল রিটা হ্যামিলটন।

'বলো, সব ওঁকে বলো, রিটা,' অনুমতি দিলেন কলিন ফর্বস। 'সব কথাই জানা দরকার ওঁর।'

'মাস কয়েক আগে পর্যন্ত গোটা ব্যাপারটা অস্পষ্ট ছিল।' পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে সোফায় হেলান দিল রিটা হ্যামিলটন। স্কার্টে টান পড়ায় বেরিয়ে পড়ল মসৃণ, ফর্সা হাঁটু। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে সিলিঙের দিকে তাকালেন সি.আই.এ. চীফ। 'রাজনৈতিক অর্থে অনেক দিন থেকেই মলিয়ের ঝানকে সন্দেহের চোখে দেখা যাচ্ছে। পলিটিক্যাল অ্যাকটিভিটি থেকে বরাবর দূরে থাকায় তাকে নিয়ে অবশ্য বিশেষ মাথা ঘামাতে হয়নি। কিন্তু সে যে পিছনের দরজা দিয়ে হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা পাবার চেষ্টা চালিয়েছে তার প্রমাণ আছে। একাধিক রাজনৈতিক দলের সাথে গোপনে ভিড়তে চেয়েছে সে, কিন্তু কোন দলই তাকে সুযোগ দেয়নি।'

'রাজনৈতিক দলগুলো সম্পর্কে আমার ধারণা আপনি দেখছি বদলে দিতে চাইছেন,' বলল রানা। 'এতদিন জেনে এসেছি ধড়িবাজ লোকদেরই আড্ডা···'

'দলগুলো তার টাকা–যাকে চাঁদা বলা হয়–নিয়েছে, কিন্তু তাকে নেয়নি,' ব্যাখ্যা করল রিটা হ্যামিলটন, এই প্রথম ক্ষীণ একটু হাসল সে। রানা লক্ষ করল,

হাসলে জর্জ হ্যামিলটনের সাথে চেহারার আর একটু মিল পাওয়া যায়। 'ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারি ফাঁস হবার সময় জানা গেছে, কেলেঙ্কারিটা ধামাচাপা দেয়ার জন্য যে টাকা খরচ হয়েছিল তার একটা মোটা অংশ এসেছিল মলিয়ের ঝানের পকেট থেকে। আরও জানা গেছে, লোকটা আমাদের প্রশাসনেও ঢোকার চেষ্টা করেছে–স্টেট ডিপার্টমেন্টে।'

মোটেও আগ্রহ বোধ করছে না রানা। হাতঘড়ি দেখল ও। অফিসে যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। স্বয়ং সি.আই.এ. চীফ উপস্থিত রয়েছেন, তা না হলে আরও আগেই ওদেরকে বিদায় করে দিত। 'স্টেট ডিপার্টমেন্টে ঢুকতে চায় লোকটা?' নিস্তব্ধতা অস্বস্তিকর হয়ে ওঠায় জিজ্ঞেস করল রানা। 'কেন? তার ইচ্ছে মার্কিন সরকারকে মুঠোয় আনা?'

'কষ্ট কল্পনা বলে মনে হলেও, ওয়াকিফহাল মহলের অনেকেরই তাই ধারণা। বর্তমান যুগে শুধু আমীর আর শেখরাই ধনকুবের মনে করলে ভুল হবে। টেক্সাসে এমন সব পরিবার আছে যারা আক্ষরিক অর্থেই রাজ-রাজড়াদের মত জীবনযাপন করে। তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, সব দেশেই দু'চারজন যেমন থাকে, যারা বিপজ্জনক ফ্যান্টাসীতে ভোগে। বিপজ্জনক ফ্যান্টাসীর সাথে যখন সীমাহীন বিত্ত-বৈভব যোগ হয়…

রানার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন কলিন ফর্বস, যেন রিটা হ্যামিলটনের যুক্তি অকাট্য। 'এবং ভুলে গেলে চলবে না যে মলিয়ের ঝানের ফ্যান্টাসী নাৎসী আইডিওলজি থেকে তৈরি।'

'কিন্তু হোক নাৎসী আদর্শে বিশ্বাস,' বলল রানা, 'তাকে বিপজ্জনক বলা যায় কিভাবে সে যদি…'

'সে যদি কিছু না করে, তাই না?' রানার দিকে সরাসরি তাকাল রিটা হ্যামিলটন। 'হ্যাঁ, আপনার সাথে একমত আমি। কিন্তু সে যে কিছু করছে তার আভাস পাচ্ছি আমরা। গত এক বছর ধরে র‍্যাঞ্চে অদ্ভুত একদল লোককে অভ্যর্থনা জানিয়ে আসছে ঝান। নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা জোরদার করেছে সে, স্টাফদের সংখ্যাও আগের চেয়ে অনেক বেশি।'

আবার হাতঘড়ি দেখে নিয়ে শিরদাঁড়া খাড়া করল রানা, কলিন ফর্বসের দিকে তাকাল। 'মি. ফর্বস, এবার আমাকে মাফ করতে হবে। দুঃখিত, আপনাদের কথা সবটা শোনা হলো না। দয়া করে যদি…'

'মনে নেই, আপনি আমাকে কফি অফার করেছিলেন?' চশমার কাচ মুছতে মুছতে বললেন কলিন ফর্বস। 'অফারটা আমি গ্রহণ করেছি, মি. রানা।'

হেসে ফেলল রানা। সোফা ছাড়তে যাবে, মৃদু হেসে রিটা হ্যামিলটন বলল, 'কাজটা মেয়েদের, আপনি শুধু আমাকে কিচেনটা দেখিয়ে দিন।'

একাই কফি বানিয়ে নিয়ে এল রিটা হ্যামিলটন।

কাপে চুমুক দিয়ে কলিন ফর্বস বললেন, 'তাড়াতাড়ি করো, রিটা। দেখছ না, মি. রানা অধৈর্য হয়ে উঠেছেন।'

'মলিয়ের ঝান যে বড় ধরনের কিছু একটা করতে যাচ্ছে সে-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই আমাদের,' বলল রিটা হ্যামিলটন। সংক্ষেপে ঘটনাগুলো জানাল সে

রানাকে। মলিয়ের ঝান আর তার র‍্যাঞ্চের ওপর নজর রাখছিল এফ.বি.আই.। খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে ট্যাক্স ফাঁকি দেয়ার কয়েকটা ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়। ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিসকে তারা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যোগান দেয়। এরপর আই.আর.এস. এবং এফ.বি.আই. একসাথে কাজ করার একটা অজুহাত খুঁজে পেল। গত জানুয়ারি মাসে, দুটো ব্রাঞ্চ থেকে দু'জন করে চারজন এজেন্ট ওখানে যায় মলিয়ের ঝানের সাথে কথা বলার জন্যে। গেল কিন্তু ফিরে এল না। এফ.বি.আই. তাদের আরও দু'জন লোককে পাঠাল। তারাও গায়েব হয়ে গেল। এরপর অ্যামারিলো পুলিস ঝানের সাথে যোগাযোগ করল, তদন্ত করতে কোন বাধা দিল না ঝান। তার কথা, এ-ব্যাপারে বিন্দু-বিসর্গ কিছুই সে জানে না, কাজেই পুলিসকে কিছুই সে বলতে পারবে না। কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না, বাধ্য হয়ে র‍্যাঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে এল পুলিস। এরপর ব্যাপারটা চলে এল সি.আই.এ-র হাতে, তারা একটা মেয়েকে পাঠাল। কিন্তু মেয়েটারও কোন খবর নেই।

'তারপর, এই হপ্তাখানেক আগে, ব্যাটন রুজ, লুসিয়ানার কাছে জলাভূমিতে একটা লাশ পাওয়া গেল,' বলে চলেছে রিটা হ্যামিলটন। 'ব্যাপারটা গোপন রাখা হয়, নিউজ মিডিয়াকে কিছুই জানতে দেয়া হয়নি। লাশটা এমনিতে চেনার উপায় ছিল না, তবে এক্সপার্টরা পরীক্ষা করে জানিয়েছে মেয়েটা সি.আই.এ-র পাঠানো সেই এজেন্টই। তারপর থেকে এক এক করে বাকি সবার লাশ পাওয়া গেছে, ওই একই জায়গার কাছাকাছি। দুটো লাশ সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি, বাকিগুলোকে দাঁত পরীক্ষা করে চেনা গেছে। মলিয়ের ঝানের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহের জন্যে যাকেই পাঠানো হয়েছে টেক্সাসে, তারই লাশ পাওয়া গেছে লুসিয়ানায়।'

'হ্যাঁ,' একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল রানা, 'মাথা গরম হওয়ার মত একটা ব্যাপার বটে। কিন্তু সে আপনাদের। এর মধ্যে আমি কেন নিজেকে জড়াতে যাব?'

'স্যার,' রিটা হ্যামিলটন বলল, 'মি. রানাকে ওটা আপনি দেখান।'

এবার কোটের বুক পকেট থেকে একটা কাগজ বের করলেন কলিন ফর্বস, বাড়িয়ে ধরলেন রানার দিকে। ছেঁড়া একটা কাগজ, ফটোকপি করা। টাইপ করা লেখাগুলো ঝরঝরে, পড়তে কোন অসুবিধে হলো না। তবে ছেঁড়া বলে অনেক বাক্যই অসম্পূর্ণ লাগল। বোঝা যায় একটা চিঠির অংশবিশেষ। রানা যা পড়ল তা হুবহু এরকম :

> ans should, of course, be destroyed. But he wished
> make certain you had full knowledge of our substan-
> l backing, world-wide. The initial thrust will
> most telling in Europe, and the Mid-East. But,
> ntually, it will leave the United States wide
> pen. With careful manipulation we can successfu
> ivide and rule–or at least
> I look forward to our next meeting.

সই করা হয়েছে এক টানে, তবে নামটা পরিষ্কার পড়া গেল। সও মং।

রানার পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল, শক্ত হয়ে গেল পেশী।

'কোথায়…?'

'কোথায় পাওয়া গেছে?' জিজ্ঞেস করল রিটা হ্যামিলটন। 'যে মেয়েটার কথা বললাম, তার কাপড়ের ভেতর। লাশ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।'

কলিন ফর্বস বললেন, 'আমাদের ল্যাংলির অ্যানালিস্টরা ভাবছে, হার্মিস নামে একটা টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের সাথে হাত মিলিয়েছে মলিয়ের ঝান। আমার জানামতে এ-ব্যাপারে আপনি একজন এক্সপার্ট, মি. রানা।'

'সও মং মারা গেছে,' ঠাণ্ডা গলায় বলল রানা।

'আমাদের রিপোর্টও তাই বলে,' সমর্থন করলেন সি.আই.এ. চীফ। 'কিন্তু বংশধরদের কেউ হতে পারে না? তার কোন ভাই? কিংবা আর কেউ? যখন বললেন বড় একটা কাজে আপনি ব্যস্ত, আমি ধরে নিয়েছিলাম হার্মিস আর সও মংই আপনার ব্যস্ততার কারণ হবে, নাকি আমার ভুল হয়েছে? সাম্প্রতিক হাইজ্যাক ঘটনাগুলোর জন্যে তো ওরাই দায়ী, নাকি?'

রানা কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকল।

'আমরা কি জানতে পারলাম সেটা একটু খতিয়ে দেখা যাক,' বললেন কলিন ফর্বস। 'কেউ একজন সও মং নাম ধারণ করে অসম্ভব ধনী এক টেক্সান-এর সাথে জোট বেঁধেছে।' রানার হাতের কাগজটার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। 'ওটা থেকে আমরা জানতে পারছি যে মলিয়ের ঝান, এবং হার্মিস, দুনিয়া জুড়ে আগুন লাগাবার একটা ষড়যন্ত্র করছে। ঈশ্বর সাক্ষী, এমনিতেই দুনিয়ার অবস্থা নরকতুল্য হয়ে আছে–সরকারগুলো দুর্নীতির আখড়া, রাজনৈতিক অস্থিরতা তুঙ্গে, অবক্ষয়ের শেষ ধাপে পৌঁছে গেছে সমাজ, ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতির তলায় চাপা পড়ে যাচ্ছে মানুষ, সম্পদ আর মেধা পাচার অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে ফেলছে, শরণার্থী সমস্যা হয়ে উঠছে প্রকট; এরমধ্যে আবার যদি বড় ধরনের কোন ফ্রিল্যান্স অপারেশন শুরু হয়, সভ্যতাকে কেউ আমরা রক্ষা করতে পারব না। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, দুনিয়া জুড়ে সমস্যা সৃষ্টি করার ক্ষমতা হার্মিস রাখে।'

রানা ভাবছে। সও মং বা হার্মিস যে একটা বিপজ্জনক হুমকি তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং বসেরও ধারণা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লাগতে হলে বাইরের সাহায্য দরকার হবে ওর। কিন্তু ছদ্মবেশী সও মং আস্তানা গেড়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কাজেই একদিক থেকে সমস্যাটা সি.আই.এ-র। কিন্তু সি.আই.এ-র সাহায্য নেয়ার ইচ্ছে ওর নেই, এমনকি নতুন ডিরেক্টরের অনুরোধেও নয়। অতীতে দেখা গেছে, শেষ পর্যন্ত কোন না কোন ঘাপলা করে ওরা, কথা দিয়ে কথা রাখে না। হার্মিসের বিরুদ্ধে একা কাজ করাই সব দিক থেকে ভাল। পরিষ্কার ভাষায়, সবিনয়ে সেকথাই কলিন ফর্বসকে জানিয়ে দিল ও, বলল, 'দুঃখিত, মি. ফর্বস। ব্যক্তিগত কিছু অসুবিধে আছে, আপনাদের সাহায্য আমি নিতে পারি না।'

'তারমানে আমি ফেল করলাম,' মৃদু হেসে বললেন সি.আই.এ. চীফ। 'দেখা যাক ইনিও ফেল করেন কিনা।' বলে কোটের পকেট থেকে এবার প্রেসিডেনশিয়াল সীল মারা এনভেলাপটা বের করলেন তিনি। এনভেলাপটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ে দেখুন না, প্লীজ।'

প্রেসিডেনশিয়াল লেটারপ্যাডে টাইপ করা একটা চিঠি, নিচে প্রেসিডেন্টের

স্বাক্ষর। এক নিঃশ্বাসে চিঠিটা পড়ে ফেলল রানা।

> জনাব মাসুদ রানা,
> আমাকে জানানো হয়েছে হার্মিস সম্পর্কে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ। ব্যাপারটা আমার কাছে এতটাই সংবেদনশীল বলে মনে হয়েছে যে সাধারণ চ্যানেল ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সেজন্যেই আমার বন্ধুর মেয়ে রিটা হ্যামিলটনকে দিয়ে কাজটা করাতে চাই। আপনার কাছ থেকে আমরা বিশেষ যে উপকারটি কামনা করি তা হলো, রিটা হ্যামিলটনকে আপনি সহকারিণী হিসেবে নেবেন, তারপর আমেরিকায় এসে মলিয়ের ঝান সেট-আপে অনুপ্রবেশ করবেন। আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

এই সাহায্যের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা যায় না। মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিল রানা। 'আমার দুটো প্রশ্ন আছে,' রাজি হয়েই কাজের কথা পাড়ল ও। 'মলিয়ের ঝানের বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কে কি জানেন আপনারা?'

'এর আগে দু'বার বিয়ে করেছে সে,' উত্তর দিল রিটা হ্যামিলটন। 'দু'জনেই মারা গেছে। স্বাভাবিক মৃত্যু–প্রথমটা রোড অ্যাক্সিডেন্টে, দ্বিতীয়টা ব্রেন টিউমারে। সম্ভবত আবার সে বিয়ে করবে–গুজব, ওয়াশিংটন থেকে একটা মেয়েকে কিডন্যাপ করে বন্দী করে রেখেছে সে। মেয়েটার নাম বেলাডোনা, ফরাসী। শোনা যায়, বন্দী করে রাখলেও, বেলাডোনার ওপর কোন অত্যাচার করে না ঝান। বেলাডোনা তার বিয়ের প্রস্তাবে স্বেচ্ছায় সম্মতি দেবে, এই আশায় অপেক্ষা করে আছে সে। ফ্রান্সে জন্ম হলেও আমেরিকার নাগরিক বেলাডোনা। ঝানের সাথে তার পরিচয় হয় প্যারিসে। খুবই নাকি সুন্দরী। অবশ্য এ সবই শোনা কথা।'

'শোনা কথা চেক করে দেখা যায় না?'

পকেট থেকে নোট বুক বের করে কিছু লিখলেন কলিন ফর্বস। 'চেক করা হবে।'

'আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন, মি. রানা?' জিজ্ঞেস করল রিটা হ্যামিলটন, একটু যেন চ্যালেঞ্জের সুরে।

'মলিয়ের ঝান তার প্রথম মিলিয়ন বানাল কিভাবে? তারপর তো, ধারণা করি, সতর্ক ইনভেস্টমেন্টের ফল, তাই না?'

'আইসক্রীম,' হাসি মুখে বলল রিটা হ্যামিলটন। 'আপনি তাকে আইসক্রীম ব্যবসার প্রথম রাজা বলতে পারেন। এই ব্যবসায় এমন সব উদ্ভাবন আছে তার, অবিশ্বাস্য। তার দেখাদেখি অবশ্য আরও অনেক বড় আইসক্রীম ফ্যাক্টরি অনেকেই তৈরি করেছে, তবে সে-ই পথ প্রদর্শক। নিজের সব ব্যবসা বিক্রি করে দিলেও ছোট একটা আইসক্রীম কারখানা এখনও রেখেছে সে। র‍্যাঞ্চের ভেতর এমনকি এখনও তার একটা ল্যাবরেটরি আছে। নিত্যনতুন পদ্ধতি আর উপকরণ দিয়ে সবাইকে চমকে দেয়ার প্রবণতা একটুও কমেনি। আনকোরা নতুন ফ্লেভার আপনি শুধু তার কাছ থেকেই আশা করতে পারেন।'

মৃদু কেশে গলা পরিষ্কার করলেন কলিন ফর্বস। 'তার কাছাকাছি পৌঁছানো

একটা সমস্যা, এটা পরিষ্কার।'

'মেয়েটা আর আইসক্রীম ছাড়া,' রিটা হ্যামিলটন বলল, 'মলিয়ের ঝানের আরেকটা দুর্বলতা আছে।'

তার দিকে তাকাল রানা।

'প্রিন্টস। দুর্লভ প্রিন্টস। তার কালেকশনের নাকি তুলনা হয় না। এটা আসলেও তার একটা মস্ত দুর্বলতা। ল্যাংলিতে একজন নিরপরাধ লোককে ইন্টারোগেট করা হয়, তারপর ছেড়ে দেয়া হয়, এই তো মাত্র কিছুদিন আগের কথা–ইনিই প্রথম এবং শেষ ব্যক্তি যিনি ঝান র‍্যাঞ্চে ঢুকে আবার জীবিত বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। দুর্লভ প্রিন্টের তিনি একজন নামকরা ডিলার।'

'মি. রানা, দুর্লভ প্রিন্ট সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন নাকি?' সকৌতুকে জানতে চাইলেন সি.আই.এ.চীফ। 'আমি কিন্তু একেবারেই অজ্ঞ।'

'আমিও, মি. ফর্বস,' বলল রানা, তারপর সিগারেট ধরিয়ে শেষ করল কথাটা, 'তবে চেষ্টা করলে খুব তাড়াতাড়ি জেনে নিতে পারব।'

'সে আমাদের রিটাও পারবে,' দুর্লভ হাসিটুকু আবার কলিন ফর্বসের মুখে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। অনুমতি চাইলেন তিনি, 'আপনার ফোনটা একটু ব্যবহার করতে পারি, মি. রানা?'

পাঁচ

নিউ ইয়র্কের সাথে রানার চিরপ্রেম। অনেকেই বলে বটে এখানকার পরিবেশ শুধু নোংরা নয়, বিপজ্জনকও হয়ে উঠেছে; কালোদের অত্যাচারে মানুষের জীবন অতিষ্ঠ। কিন্তু রানার কাছে নিউ ইয়র্ক আজও স্বপ্নের শহর, অত্যন্ত প্রিয়। এত জাতি গোত্র আর বর্ণের মানুষ পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। নিউ ইয়র্ক রোমাঞ্চের খনি। নিউ ইয়র্ক বোহেমিয়ান, কবি আর ভবঘুরেদের শহরও বটে। তবে হ্যাঁ, নিউ ইয়র্ক আগের চেয়ে অনেক বদলেছে। নতুন নতুন বিল্ডিং উঠেছে, এবং অন্য সব শহরের মত এখানেও কিছু কিছু জায়গায় সন্ধ্যার পর যাওয়া উচিত নয়। কালোরা সত্যিই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, তাদের প্রতি ওর কোন রকম সহানুভূতি আছে তাও নয়, কিন্তু বোঝে তাদের এই বেপরোয়া ভাবটা যুগ যুগ ধরে নিষ্পেষণের প্রতিক্রিয়া মাত্র। সব পেয়েছির দেশে কালোরা আজও সম-অধিকার ভোগ করা থেকে বঞ্চিত, এ তো সবাই জানে।

এবার অবশ্য মাসুদ রানা হিসেবে নিউ ইয়র্কে আসেনি ও। ওর পাসপোর্টে নাম রয়েছে প্রফেসর গ্রেগ লুগানিস। আর্ট ডিলারদের তালিকায় উজ্জ্বল একটা নাম। রিটা হ্যামিলটনও তার নাম বদলেছে, সে এখন মিসেস গ্রেগ লুগানিস। দম্পতিটি সংবাদমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কৃতিত্বটা অবশ্যই মি. কলিন ফর্বসের।

রানার লন্ডন ফ্ল্যাট থেকে সরাসরি ওদেরকে কেনসিংটন মিউজ-এর একটা সেফ-হাউসে নিয়ে আসেন মি. কলিন ফর্বস। ওদের দেখাশোনার ভার চাপে

একদল নার্সমেইডের ওপর। একটু পরই বাড়িটায় হাজির হন হাওয়ার্ড ম্যাকলিন, সি.আই.এ-র লন্ডন শাখার প্রধান। ওদের কাভার সম্পর্কে ব্রিফিং করেন তিনি।

রিটা হ্যামিলটন এ-জগতে নতুন, কাজেই তার কোন ছদ্মবেশ দরকার নেই। দরকার শুধু রানার চেহারায় কিছু পরিবর্তন ঘটানো। হাওয়ার্ড ম্যাকলিন কিছু আইডিয়া দিলেন। কাজটা রানা নিজেই সারল।

ছদ্মবেশ, রানা জানে, খুব ভাল আর নিখুঁত হতে পারে যদি পরিবর্তনের মাত্রা যতটা সম্ভব কম রাখা যায়–চুল একটু অন্য রকম করে আঁচড়াও, হাঁটার ভঙ্গি বদলাও, কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করো, রাবার প্যাড দিয়ে গাল ফোলাতে পারো (খাওয়াদাওয়া করতে অসুবিধে হয় বলে খুব কমই ব্যবহার করা হয়), চশমা পরো, কিংবা পোশাকের ধরন বদলাও। এ-ধরনের পরিবর্তন আনা সহজ, সময়-সাপেক্ষ নয়, খরচাও কম। সেফ হাউসে এসে প্রথম রাতেই রানা জানতে পারল, কাঁচা-পাকা গোঁফ ব্যবহার করতে হবে ওকে, মোটা ফ্রেমের চশমা থাকবে চোখে–ক্লিয়ার লেন্স, চক্ষুপীড়ার কারণ হয়ে উঠবে না–আর মাথায় চুল থাকবে একেবারে কম, তাও বেশিরভাগ পাকা। পরামর্শ দেয়া হলো জ্ঞানতাপসসুলভ সামনের দিকে ঝুঁকে ধীরে হাঁটা শিখতে হবে ওকে, কথা বলতে হবে থেমে থেমে।

পরবর্তী ক'টা দিন সেফ হাউসে একই ঘরে রিটা হ্যামিলটনের সাথে থাকল রানা। শ্রদ্ধাভাজন জর্জ হ্যামিলটনের মেয়ে, তার কাছ থেকে আরেকটু ভাল ব্যবহার আশা করেছিল ও। লক্ষ করল, গর্ব আর অহঙ্কারে মাটিতে যেন পা পড়ে না মেয়েটার। একসাথে কাজ করতে হলে, কাভারের স্বার্থেই, সম্পর্কটা সহজ হওয়া দরকার। সে-কথা ভেবেই উপযাচক হয়ে খানিকটা ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করল ও। কিন্তু ফল হলো অপ্রত্যাশিত। এক সন্ধ্যায় রিটার হাত ধরে প্রস্তাব করল ও, 'চলো, কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসা যাক। কোন ভাল রেস্তোরাঁয় ডিনার খাব, তারপর একটা নাইটক্লাবে যাওয়া যাবে, সবশেষে…'

'সবশেষে মদ খাওয়াবে আমাকে, তারপর ঘরে এনে বিছানায় তুলবে, তাই না?' ঝাঁঝের সাথে কথাগুলো বলে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দূরে সরে গেল রিটা হ্যামিলটন। 'কি ভেবেছ আমাকে, সস্তা? ইচ্ছে হলেই চাটতে পারবে?'

প্রায় হতভম্ব হয়ে পড়েছিল রানা। ওর সম্পর্কে মেয়েটার এত খারাপ ধারণা? এমন বিচ্ছিরি ভাষা ব্যবহার করল! এ নিয়ে অবশ্য কথা বাড়ায়নি ও। অপমানবোধ করলেও, হাবভাব আর আচরণে সেটা বুঝতে দেয়নি। তবে মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

রোজ সকালে রিটাকে নিয়ে কাজ শুরু করে ও। মি. কলিন ফর্বস রোগা-পাতলা এক ভদ্রলোককে দিয়ে গেছেন, প্রিন্টস সম্পর্কে এক্সপার্ট, বিশেষ করে দুর্লভ ইংলিশ প্রিন্টস সম্পর্কে। ভুলেও কেউ তাঁর নাম উচ্চারণ করেনি। প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর ক্লাস করল ওরা দু'জন, তাতে অন্তত মানুষকে ধোঁকা দেয়ার মত জ্ঞান অর্জিত হলো। হপ্তা শেষ হবার আগেই ওরা শিখল, প্রথম দিকে অর্থাৎ ক্যাক্সটন-এর সাধারণ কিছু কাঠ খোদাইয়ের কাজের পর সতেরো শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ইংলিশ প্রিন্টমেকারদের কোন রকম অস্তিত্বই ছিল না। সত্যিকার মেধার উন্মেষ ঘটে কন্টিনেন্টে, উঠে আসেন ডুরর, লুকাস ভ্যান লেইডেন এবং

আরও অনেকে। হলবীন দি ইয়ংগার সম্পর্কে জানল ওরা। জন স্যুট-এর তৈরি প্রথম ইংলিশ কপার প্লেট সম্পর্কে শিখল। হলার, হোগার্থ এবং তাঁদের সমসাময়িক প্রিন্টমেকারদের কাজ সম্পর্কে লেকচার শুনল। তথাকথিত রোমান্টিক ট্র্যাডিশন থেকে শুরু করে উনিশ শতকের উঁচুদরের এচিং এবং প্রিন্টমেকিং-এর ইতিহাসও মুখস্থ করতে হলো।

তৃতীয় দিন কেনসিংটনে আবার এলেন মি. কলিন ফর্বস, ইনস্ট্রাকটরকে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন ওদেরকে হোগার্থ সম্পর্কে বেশি করে জ্ঞান দান করেন। কারণটা সেদিন রাতেই জানা গেল, মি. কলিন ফর্বস আবার যখন উদয় হলেন। 'মি. রানা,' বললেন তিনি, 'আপনার কথামত বেলাডোনা সম্পর্কে জেনেছি আমরা। মেয়েটা এতিম, বোর্ডিং স্কুলে থেকে পড়াশোনা করেছে। ফ্রান্সে তার এক আত্মীয় ছিল, বুড়ো মারা যাওয়ার সময় বিপুল সম্পত্তি তার নামে উইল করে দিয়ে যায়, বেলাডোনা তখন ইউনিভার্সিটির শেষ বর্ষের ছাত্রী। সহজ সরল, বুদ্ধিমতী মেয়ে, কোথাও তার নামে কোন অভিযোগ নেই। উইল সূত্রে পাওয়া ফ্রান্সের সম্পত্তিগুলো এখনও তার নামে আছে, তবে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পত্তিগুলো বিক্রি করে দিয়েছে। মেয়েটা যে "ক্লিন" তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিজের রাজ্যে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে মলিয়ের ঝান, ব্যাপারটাকে কিডন্যাপিংই বলা যেতে পারে।

'এবার অন্য প্রসঙ্গ,' বলে চলেছেন সি.আই.এ. চীফ। 'আপনার সাথে, প্রফেসর লুগানিস, শিল্প জগতের কিছু লোকের সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত। কাল সকালে দেখতে পাবেন প্রেস আপনার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। সত্যি কথা বলতে কি, এই মুহূর্তে তারা গরু খোঁজা করছে আপনাকে।'

'আমি কি করেছি বলে তাদের ধারণা?' সকৌতুকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'আপনার অপরাধ,' মুখভাব গম্ভীর করে তুলে ভারী গলায় বললেন মি. কলিন ফর্বস, 'এ-যাবৎ কাল অজ্ঞাত এক সেট হোগার্থ প্রিন্ট পেয়ে গেছেন আপনি, সই করা। "দি রেক'স প্রোগ্রেস" বা "দি হারলট'স প্রোগ্রেস"-এর সমতুল্য নয়, তবে হোগার্থ তো বটে! সব মিলিয়ে মোট ছয়টা। বলাই বাহুল্য, প্রতিটি অপূর্ব শিল্পকর্ম, আলাদা আলাদা নামকরণও করা আছে। "দি লেডি'স প্রোগ্রেস" বোদ্ধা মহলে ভীষণ আলোড়ন তুলবে, দেখবেন এই আমি বলে রাখলাম। ওগুলো যে আসল, সে-ব্যাপারে নিশ্চিত প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে। আপনি ব্যাপারটা গোপন রাখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ করে ঝোলা থেকে বেরিয়ে পড়েছে বিড়াল। গল্পের শেষ অংশটা এইরকম–আপনি এমনকি ইংল্যান্ডে ওগুলো বিক্রির জন্যে কোন চেষ্টাই করবেন না, সাথে করে নিয়ে যাচ্ছেন আমেরিকায়। ব্যাপারটা নিয়ে যে "হাউজে" হৈ-চৈ হবে তাতে আর সন্দেহ কি!'

সিগারেট ধরাল রানা। 'আর প্রিন্টগুলো?'

'বিউটিফুল ফরজারি,' চোখ মটকে বললেন সি.আই.এ. চীফ। 'অন্য কিছু প্রমাণ করা ভারী কঠিন। ওগুলোর পিছনে কয়েক বস্তা টাকা খরচ হয়েছে এজেন্সির। কাল সকালে ওগুলো আনা হবে। আগামী হপ্তায় আপনারা নিউ ইয়র্কের উদ্দেশে রওনা হচ্ছেন, তার ঠিক আগে যাতে প্রেস খবরটা পেয়ে যায়

সেদিকে লক্ষ রাখা হবে।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে রানা বলল, 'আপনার সাথে একা একটু কথা বলতে চাই, মি. ফর্বস।'

রানাকে নিয়ে পাশের কামরায় চলে এলেন সি.আই.এ. চীফ। রানা কিছু বলার আগেই তিনি জানালেন, 'না, মি. রানা–আপনাকে সাহায্য করার জন্যে কোন ব্যাক-আপ টীম থাকবে না। এর আগে বহুবার আপনি ব্যাক-আপ টীম ছাড়াও কাজ করেছেন।'

'তা আমি চাইছিও না,' বলল রানা। 'আমি জানতে চাই আমার পার্সোনাল আর্মামেন্ট সম্পর্কে কি করেছেন আপনারা।'

হাসলেন মি. কলিন ফর্বস। রানাকে জানালেন, ভি-পি-সেভেনটি, অ্যামুনিশন, আর রানার প্রিয় ছুরিগুলো একটা ব্রীফকেসে ভরে ডেলিভারি দেয়া হবে, ওদের নিউ ইয়র্ক হোটেলে–ব্রীফকেসের ভেতর নকল হোগার্থ প্রিন্টগুলোও থাকবে। 'আমাদের "কিউ" ব্রাঞ্চ কিছু টেকনিকাল ইনফরমেশন জানাতে চাইবে আপনাকে, যাবার আগে টেকনোলজি সেশনে বসতে হবে।'

'আরেকটা কথা,' বলল রানা। 'আপনি তো সিলভার বীস্ট সম্পর্কে জানেন, তাই না?'

জানেন কিনা বোঝা গেল না, বললেন, 'সিলভার বীস্ট? মানে?'

সিলভার বীস্ট হলো ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-টেরোরিজম অর্গানাইজেশন থেকে দান হিসেবে পাওয়া একটা গাড়ি–স্যাব নাইন হানড্রেড টার্বো। এই একই গাড়ি আরও বহু লোকের আছে, কিন্তু রানারটার সাথে সেগুলোর তফাৎ অনেক। নিজের খরচে টেকনিকাল অনেক পরিবর্তন এনেছে ও, সাহায্য নিয়েছে নাম করা এক্সপার্টদের। রানা এজেন্সির অনেকেই বহুবার গাড়িটার বিভিন্ন রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে, রানাও গোপনীয়তা ফাঁস করেনি। গোপন কমপার্টমেন্ট, টিয়ার গ্যাস ডাক্ট, স্পীড লিমিট, ফটোগ্রাফিক ফ্যাসিলিটি ইত্যাদি সম্পর্কে যা কিছু জানার তা একমাত্র রানাই জানে। সিলভার বীস্ট নামটা ওর বন্ধুদের দেয়া।

'আমার গাড়ি, লন্ডনেই আছে,' বলল রানা।

'বেশ।' রানা কি বলবে শোনার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন সি.আই.এ. চীফ।

'ওটা আমি নিউ ইয়র্কে নিয়ে যেতে চাই। পাবলিক ট্র্যান্সপোর্টের দয়ার ওপর...'

'আপনি বললে আপনার জন্যে ভাড়া করা গাড়ির ব্যবস্থা করতে পারি–লেফট-হ্যান্ড ড্রাইভ...'

'দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার, মি. ফর্বস। আমি আমার গাড়িটা ব্যবহার করতে চাইছি।'

মুচকি হেসে সি.আই.এ. চীফ বললেন, একমাত্র ঈশ্বরই জানেন কী না কি ওটার ভেতর লুকিয়ে রেখেছেন আপনি! কি জানেন...'

'আমার দরকার, সেটা আপনাকে জানালাম,' বলল রানা। 'গাড়িটা, কাগজ-পত্র সহ। আপনারা ব্যবস্থা করতে না পারলে বলে দিন, আমি নিজেই দেখব...'

'লন্ডন থেকে নিউ ইয়র্কে একটা গাড়ি পৌঁছে দেয়া কোন সমস্যা নয়,' মি. কলিন ফর্বস ভুরু কুচকে বললেন। 'সমস্যা হলো আপনার গাড়িটা সাধারণ নাগরিকদের জন্যে বিপজ্জনক কিনা–কাস্টমসের চোখে।'

মৃদু হেসে রানা বলল, 'গাড়িটায় যদি কিছু লুকানো থাকে, মি. ফর্বস, আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি ওরা কিছু টের পাবে না।'

'ঠিক আছে, কাল জানাব,' বলে বিদায় নিলেন সি.আই.এ. চীফ।

পরদিন সন্ধের সময় আবার এলেন মি. কলিন ফর্বস। রানাকে জানালেন, হ্যাঁ, নিউ ইয়র্কে পৌঁছেই গাড়িটা পেয়ে যাবে ও, এয়ারপোর্টেই। পরের হপ্তায় রওনা হয়ে গেল ওরা।

প্রফেসর এবং মিসেস গ্রেগ লুগানিস বোয়িঙে চড়ে নিউ ইয়র্কের জে.এফ. কেনেডি এয়ারপোর্টে পৌঁছুল। এয়ারপোর্ট ভবনের সামনে শুধু স্যাব নয়, সাংবাদিকরাও অপেক্ষা করছিল। চেহারায় রগচটা ভাব নিয়ে খনখনে নাকি সুরে প্রশ্নের উত্তর দিল রানা। সংবাদ মাধ্যমগুলোর ধারণা নতুন আবিষ্কৃত হোগার্থগুলো তিনি নাকি আমেরিকায় বিক্রি করতে চান। উঁহুঁ-উঁহুঁ, এখুনি তিনি কিছু বলতে রাজি নন। না, বিশেষ বা নির্দিষ্ট কোন ক্রেতার কথা তিনি ভাবছেন না। সবার বোঝা উচিত, আমেরিকায় এটা তাঁর ব্যক্তিগত সফর। আরে না, প্রিন্টগুলো তাঁর সাথে নেই–তবে হ্যাঁ, এটুকু জানাতে আপত্তি নেই যে ইতিমধ্যে সেগুলো নিউ ইয়র্কে পৌঁচেছে।

ব্যাপারটা রানা দারুণ উপভোগ করল, বিশেষ করে নিজের নতুন গলা শুনে। সে বহু বছর আগের কথা, রানা তখন ক্লাস টু কি থ্রীতে পড়ে, বিশালবপু এক গৃহশিক্ষক ছিলেন ওর। ডানপিটে রানা পড়ায় অমনোযোগী হলেই কাঠপেন্সিল দিয়ে ওর পেটে খোঁচা দিতেন তিনি। খোঁচা খাবার ভয়ে সিটিয়ে থাকত রানা। আজ এতদিন পরও ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর মনে আছে, এবং ব্যঙ্গ করার সুযোগটা ছাড়ছে না। একই সাথে লক্ষ রাখল, সংবাদমাধ্যমগুলোয় প্রফেসর লুগানিস যেন বিতর্কিত হয়ে ওঠেন। সব কাগজে খবরগুলো যেন বড় বড় হেডিঙে ছাপা হয়, যাতে কারও চোখ এড়িয়ে না যায়। মহা বিরক্ত হয়ে সে বলল, সাংবাদিকরা আর্ট বোঝেও না, এ-ব্যাপারে তাদের কোন আগ্রহও নেই। সাংবাদিকরা পারে শুধু হৈ-চৈ বাধাতে। ভিড় ঠেলে স্যাবের দিকে এগোল রানা, মুখে খই ফুটছে, 'আপনারা শুধু ডলার চেনেন। একটা শিল্প কর্ম কত দামে বিক্রি হলো শুধু সেটাই জানতে চান। দাম বোঝেন, কিন্তু আর্ট বোঝেন না।'

সাংবাদিকদের একজন হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল, 'তারমানে কি আপনি এখানে এসেছেন ওগুলো বিক্রি করার জন্যে, প্রফেসর?'

'সেটা আমার ব্যাপার।'

ফিফটি-সিক্স এভিনিউয়ের এমব্যাসী হোটেলে আগেই পৌঁছে গেছে ওদের ব্রীফকেসটা, সাবধানে সেটা খুলল রানা, প্রিন্টস আর অস্ত্রশস্ত্র আলাদা করল। প্রিন্টগুলো চলে যাবে হোটেলের সেফে। অস্ত্রগুলোর মধ্যে ভি-পি-সেভেনটি থাকবে নিজের কাছে, ছুরি জোড়া নিজের ব্রীফকেসের গোপন কমপার্টমেন্টে।

জিনিসগুলো আলাদা করার কাজে এতই মগ্ন ছিল ও যে লক্ষই করেনি কামরার ভেতর ঠাণ্ডা হিম একটা পরিবেশ তৈরি হচ্ছে রিটা হ্যামিলটনকে ঘিরে।

কেনসিংটনের সেফ হাউসে একই ঘরে থেকেছে ওরা, তবে বিছানা ছিল দুটো। এমব্যাসী হোটেলে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে উঠেছে ওরা, বেডরূম আর বিছানা একটাই। ইতিমধ্যে যদিও আগের চেয়ে খানিকটা সহজ হতে পেরেছে রিটা হ্যামিলটন, এখন রানাকে সে নাম ধরেই ডাকে, কথাবার্তায় আন্তরিকতারও খুব একটা অভাব নেই, কিন্তু দূরত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে এখনও সে আগের মতই সচেতন।

প্রিন্টগুলো নিরাপদ জায়গায় রেখে ফিরে এল রানা, দেখল বেডরূমের মাঝখানে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে রিটা, হাতজোড়া বুকের ওপর ভাঁজ করা। মনোলোভা ভঙ্গি, ইচ্ছাকৃত হোক বা না হোক।

'কি ব্যাপার?' কৌতূহল প্রকাশ করল রানা।

'তুমিই বলো কি ব্যাপার?' পাল্টা প্রশ্ন করল রিটা।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। অনেক দিনের অভ্যেস, সুটকেস থেকে জিনিস-পত্র বের করার সময় তোয়ালে আর স্লিপিং গাউনটা ডাবল বেডের ওপর রেখেছে ও। 'আমি তো কোন ক্লু খুঁজে পাচ্ছি না।'

'ওটা একটা ক্লু,' বলে স্লিপিং গাউনটা দেখাল রিটা। 'এখনও আমরা ঠিক করিনি কে বিছানায় কে কাউচে শোবে। আমি যতটুকু বুঝি, মি. মাসুদ রানা, আমরা যখন একা থাকব তখন বৈবাহিক সম্পর্কটার কোন অস্তিত্ব থাকবে না।'

'ও, হ্যাঁ, তাইতো—কাউচটা অবশ্যই আমি ব্যবহার করব।' তারপর, বাথরূমের দিকে পা বাড়িয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে বলল রানা, 'চিন্তার কিছু নেই, রিটা, একজন নান-এর মত নিরাপদ থাকবে তুমি আমার কাছে। নরম বিছানা তোমার জন্যে, কষ্ট করা অভ্যেস আছে আমার।'

বাথরূম থেকে বেরিয়ে এসে রানা দেখল, বিছানার পাশে অপ্রতিভ ভঙ্গিতে তখনও দাঁড়িয়ে আছে রিটা, চেহারায় একটু যেন অপরাধী অপরাধী ভাব। বলল, 'সত্যি আমি দুঃখিত, রানা—তোমার সম্পর্কে বাজে কথা ভেবেছি। আসলে আমার বাবা না…মানে তার মুখে তোমার কথা শুনে শুনে…'

'অ্যাডমিরাল আমার সম্পর্কে খারাপ কিছু বলেছেন?' রানা বিস্মিত।

'না-না, ঠিক উল্টোটা…মানে, বাবা তোমার সম্পর্কে এত প্রশংসা করেন যে মনে মনে তোমাকে আমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে নিয়েছি…মানে, নিয়েছিলাম। এখন দেখছি তুমি সত্যি ভদ্রলোক, ইন দ্য রিয়েল সেন্স অভ দ্য ওয়ার্ড।'

রানা ঠিক লালচে হয়ে উঠল না, যদিও মেয়েরা ওকে ঠিক এভাবে প্রকাশ্যে ভদ্রলোক বলে অভিহিত করে না কখনও।

'বলছিলাম কি,' ইতস্তত করতে করতে বলল রিটা। 'চলো না, কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসি। প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করলে আমি কিন্তু দুঃখ পাব, ভাবব…'

তাড়াতাড়ি রানা বলল, 'বেশ তো, চলো—আমাদের কাভারের জন্যে সেটা বোধহয় দরকারও।'

'কাছাকাছি একটা ফ্রেঞ্চ রেস্তোরাঁ আছে, আমি চিনি, খুব ভাল…'

হাঁটতে হাঁটতে ইস্ট ফিফটি-টু-তে চলে এল ওরা, রেস্তোরাঁটা এখানেই। নির্জন এক কোণে বসল ওরা। সাধারণ ফ্রেঞ্চ ডিশের অর্ডার দিল রানা। প্রধান খাবার অ্যাসপ্যারাগাস আর ফিলিট। অ্যাসপ্যারাগাসের সাথে যোগ হয়েছে ক্রীম, লেমন আর অরেঞ্জের তৈরি সস। ফিলিটের সাথে দেয়া হয়েছে নাশপাতি, মুখে ফেলার সাথে সাথে মিলিয়ে যায়। সবশেষে কফি। কথাবার্তা খুব সামান্যই হলো, তবে অকৃত্রিম হাসি থাকল দু'জনের মুখেই। প্রফেসরের ভূমিকায় প্রতি মুহূর্ত নিখুঁত অভিনয় করে গেল রানা, যদিও রিটার মনে হলো ছদ্মবেশের আড়ালে আসল মানুষটাকে আগের চেয়ে যেন আরও ভাল ভাবে বুঝতে পারছে সে। বাবা এই যুবক সম্পর্কে যাই বলে থাকুন, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে একটা কথাও বোধহয় বাড়িয়ে বলা হয়নি। অপরাধবোধটা আবার তাকে অপ্রতিভ করে তুলল, রানাকে অপমান করা তার উচিত হয়নি। নীরবে ব্যাপারটা হজম করেছে রানা, হয়তো সেজন্যেই ওর প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করছে সে। এই আকর্ষণ, একে শুধু বোধহয় চুম্বকের সাথেই তুলনা করা চলে। সারাক্ষণ টানছে তাকে। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রিটা হ্যামিলটন-কে জানে এর আগে কত মেয়ে তার মত এই একই টান অনুভব করেছে।

ডিনার সেরে হেঁটে ফিরে এল ওরা এমব্যাসীতে। ডেস্ক ক্লার্কের কাছ থেকে চাবি নিয়ে এলিভেটরে চড়ল। উঠে এল চারতলায়।

ওদের পিছনে এলিভেটরের দরজা বন্ধ হতেই তিনজন হোঁৎকা চেহারার লোক ঘিরে ধরল ওদেরকে। নিখুঁতভাবে কাটা সুট পরে আছে সবাই। পকেট থেকে রানা ভি-পি-সেভেনটি বের করার আগেই ওর কব্জি চেপে ধরল একজন, অপর একজন জ্যাকেটের ভেতর হাত গলিয়ে বের করে নিল পিস্তলটা।

'আমরা চুপচাপ কামরার ভেতর ঢুকব, কেমন, প্রফেসর?' ওদের একজন বলল। 'না-না, কোন বিপদ নয়। আমরা আপনাকে এক ভদ্রলোকের আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি। তিনি আপনার সাথে দেখা করতে চান। ঠিক আছে?'

ছয়

কেনসিংটন সেফ হাউসে দু'জনেই ওরা কিছু সঙ্কেত শিখেছে, ঠিক এ-ধরনের পরিস্থিতিতে কাজে লাগবে। যে লোকটা কথা বলল সেই তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে মোটা আর লম্বা, তার দিকে চোখ রেখে মাথার মাঝখানটা চুলকাল রানা, খুক করে কাশল একবার। এসব সঙ্কেতের অর্থ করল রিটা– 'এই মোটা লোকটাই লীডার, ওর কথামত চলো, তবে আমি কি করি লক্ষ রাখবে।'

'কোন ঝামেলা নয়, বুঝেছেন তো, স্যার?' লোকটা রানার চেয়ে ইঞ্চি কয়েক লম্বা হবে, পেশীবহুল শরীর, ওয়েট-লিফটারদের মত ব্যারেল আকৃতির বুক। বাকি দু'জনও কম যায় না, এক একটা অসুর। পেশাদার গুণ্ডা, ভাবল রানা, পেশাদার এবং অভিজ্ঞ।

গরিলাটাই রানার কাছ থেকে কামরার চাবি নিল। শান্তভাবে দরজার তালা

খুলল সে, সতর্কতার সাথে একপাশে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের দু'জনকে কামরার ভেতর ঢোকাল। পিছন থেকে পিঠে কয়েকটা ধাক্কা খেলো রানা, ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল ও, চেয়ারের হাতলের সাথে ওর হাতজোড়া চেপে ধরা হলো, কঠিন চাপ পড়ল কাঁধে। একই ব্যবহার রিটার সাথেও করা হলো।

এতক্ষণে চতুর্থ লোকটাকে দেখতে পেল রানা, জানালার সামনে দাঁড়িয়ে মাঝেমধ্যে নিচের রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে। ওরা ভেতরে ঢোকার আগে থেকেই লোকটা ছিল কামরায়। দেখার সাথে সাথে তাকে চিনতে পারল রানা। একহারা গড়ন, শরীরে মেদ বলে কিছু নেই, পেশী ফোলা না হলেও ইস্পাতের মত শক্ত। গোঁফ জোড়া দর্শনীয়, সাধারণত সামরিক অফিসারদের মুখে এ-ধরনের দেখা যায়। গাঢ় মেরুন রঙের ডিনার জ্যাকেট পরে আছে। হোটেলে প্রথমবার ঢোকার সময় রানার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল লোকটা, সোনালি বর্ডার দেয়া একটা ভিজিটিং কার্ড গুঁজে দিয়েছিল ওর হাতে, নিজের পরিচয় দিয়েছিল জিনোস মিলিয়ট বলে। তাড়াহুড়ো করে বলেছিল, সাংবাদিকদের সাথে এয়ারপোর্টেও ছিল সে, কিন্তু প্রফেসরের সাথে প্রিন্ট সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে চায়। কোন ক্যাসিনো বা অন্য কোথাও মদ্যপানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে রানা, ধরে নিয়েছিল লোকটা সাংবাদিকই হবে, ওর সাক্ষাৎকার নিতে উৎসাহী।

এখন রানার মনে পড়ল, লোকটা কিন্তু কোন পত্রিকার নাম করেনি। কার্ডটাও ভাল করে দেখা হয়নি ওর পকেটে রেখে দেয়ার পর ওটার কথা ভুলে গিয়েছিল। এক রাত বিশ্রাম নিয়ে তারপর কারও সাথে কথা বলার কথা ভাববে ও, এ-ধরনের একটা উত্তর দিয়ে লোকটাকে এড়িয়ে গিয়েছিল।

'তাহলে, প্রফেসর,' বলল লম্বা-চওড়া লোকটা, কামরার মাঝখানে পজিশন নিয়ে রানার ভি-পি-সেভেনটি বার বার শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লুফছে সে, যেন নুড়ি পাথর নিয়ে খেলা করছে একটা গরিলা। 'সাথে একটা আগ্নেয়াস্ত্রও রাখেন আপনি! কিভাবে এটা ব্যবহার করতে হয়, জানা আছে তো?'

গাল ফুলিয়ে মুখ থেকে বিস্ময়সূচক একটা ধ্বনি উগরে দিল রানা, প্রফেসরের ভূমিকায় নিখুঁত উৎরে গেল, ধ্বনিটার অর্থ হতে পারে ভয়ানক রেগে গেছেন তিনি। 'অবশ্যই ওটা আমি ব্যবহার করতে জানি,' জোর গলায় বলল সে। অপমানে কাঁপছেন যেন প্রফেসর। 'আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, যুদ্ধের সময়···'

'কোন্ যুদ্ধ হতে পারে সেটা, ফ্রেন্ড?' রানার পিছন থেকে আরেক গুণ্ডা প্রশ্ন করল, রানার কাঁধ ধরে আছে সে। 'আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ?'

'জাতিসংঘের শান্তিবাহিনীতে আমি একজন অফিসার ছিলাম!' গর্বের সাথে বলল রানা। 'লেবাননে আমি যে অ্যাকশন দেখেছি, তোমরা···'

'লেবানন থেকে শান্তিবাহিনী প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে অনেক বছর আগে, দোস্ত,' লম্বা-চওড়া গরিলা বাধা দিল রানাকে, হাতের ভি-পি-সেভেনটির ওজন অনুভব করল সে, রানার মুখের একেবারে সামনে। 'এখানে এটা অত্যন্ত মারাত্মক একটা অস্ত্র, একেবারে অত্যাধুনিক। জানতে পারি, কেন এটা আপনি সাথে রেখেছেন?'

'প্রোটেকশন!' প্রফেসরসুলভ ঝাঁঝ আর অধৈর্যের সাথে বলল রানা।

'হ্যাঁ, আমিও তাই ধরে নিয়েছি। কিন্তু কার, কিসের বিরুদ্ধে প্রোটেকশন?'

'চোর। গুণ্ডা। আপনাদের মত মাস্তান। যারা আমাদের জিনিস চুরি করতে চায়...'

'হেনরি ডুপ্রে, আর কবে তুমি ভদ্র আচরণ শিখবে বলো তো?' সংযত, ঠাণ্ডা গলায় করা হলো প্রশ্নটা, জানালার কাছ থেকে। 'আমরা আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি, প্রফেসর লুগানিসকে অপমান করার জন্যে নয়। মনে নেই?'

'আপনাদের জিনিস চুরি করব? কি বলছেন!' যেন আকাশ থেকে পড়ল গরিলা অর্থাৎ হেনরি ডুপ্রে, হঠাৎ করে বিনয়ের অবতার বনে গেল সে, চেহারায় ভদ্রতার মুখোশ। 'আমরা জানি আপনারা কিছু পিকচার রেখেছেন, কিন্তু সেগুলো...না-না, চুরি করতে যাব কেন...ছি-ছি!'

'পিকচার?'

'হ্যাঁ, পিকচারই তো বলে, নাকি...'

'প্রিন্টস, ডুপ্রে,' জানালার সামনে দাঁড়ানো লোকটা এবার আরও যেন ভারী আর কর্তৃত্বের সুরে বলল কথাটা।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, প্রিন্টস। থ্যাঙ্কস, মি. মিলিয়ট।' রানার দিকে তাকাল হেনরি ডুপ্রে। 'হো-কি-যেন এক লোকের কিছু প্রিন্টস রেখেছেন আপনি।'

'হোগার্থ, ডুপ্রে,' রাস্তা থেকে চোখ না তুলে বলল জিলোস মিলিয়ট।

'হ্যাঁ, কিছু হোগার্থ প্রিন্টের মালিক আমি,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল রানা। 'মালিক হওয়া আর কাছে রাখা দুটো একই ব্যাপার নয়।'

'আমরা জানতে পেরেছি, ওগুলো আপনি এখানে রেখেছেন,' কৃত্রিম ধৈর্যের সাথে বলল হেনরি ডুপ্রে। 'হোটেলের সেফে।'

জিলোস মিলিয়ট এতক্ষণে জানালার দিকে পিছন ফিরল, সরাসরি তাকাল রানার দিকে। রানা এতক্ষণে টের পেয়েছে, চারজনের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে বিপজ্জনক। চেহারায় শান্ত এবং সংযত ভাব থাকলেও কর্তৃত্বের সাথে হিংস্র একটা ভাব লুকাতে পারেনি। 'আসুন, ব্যাপারটাকে সহজ করা যাক। আপনাদের দু'জনের কাউকেই আমরা দুঃখ বা ব্যথা দিতে চাইছি না। আমরা শুধু চাইছি আপনারা পরিস্থিতিটা বুঝুন। আমরা এখানে মি. মলিয়ের ঝানের প্রতিনিধিত্ব করছি, যিনি ওই হোগার্থ প্রিন্টগুলো দেখতে চান। বলতে পারেন এটা তাঁর একটা আমন্ত্রণ। কিন্তু সাড়া পাবার জন্যে কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে প্রস্তুত নন তিনি। আপনি তাঁর কার্ড পেয়েছেন—লবিতে যেটা আপনাকে দিয়েছিলাম। আমার ধারণা, তিনি আপনাকে একটা প্রস্তাব দিতে চান...'

জিভ আর টাক্‌রা সহযোগে টকাস্ করে একটা বিচ্ছিরি আওয়াজ করল হেনরি ডুপ্রে। 'এমন একটা প্রস্তাব, আপনি প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না, প্রফেসর...'

জিলোস মিলিয়ট কৌতুকে অংশগ্রহণ করল না। 'আহ্, ডুপ্রে, চুপ করো! প্রস্তাবটা সরাসরি, প্রফেসর। আপনি শুধু ফ্রন্ট ডেস্ককে ফোনে বলবেন প্রিন্টগুলো যেন ওপরে পাঠিয়ে দেয়, তাহলেই আমরা রওনা হয়ে যেতে পারি।'

মাথা নাড়ল রানা। 'তা সম্ভব নয়,' মৃদু হেসে বলল ও। 'মোট দুটো

চাবি–একটা আমার কাছে, অপরটা ওদের হাতে। ব্যাংকের মত। প্রিন্টগুলো একটা সেফটি ডিপোজিট বক্সে আছে,' মিথ্যে বলল ও। 'শুধু ডিউটি অফিসার আর আমি ছাড়া কেউ ওগুলোয় হাত দিতে পারবে না। এমনকি আমার স্ত্রীও পারবেন না...'

পরম স্বস্তির সাথে নিজেকে ধন্যবাদ দিল রানা, ভাগ্যিস শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত পাল্টেছিল। প্রিন্টগুলো নিয়ে নিচতলায় নামার সময় বুদ্ধিটা আসে মাথায়। হোটেলের সেফে রাখার চেয়ে স্যাব-এর গোপন কমপার্টমেন্টে রাখা অনেক বেশি নিরাপদ, এবং সুবিধেও অনেক, যদি হঠাৎ করে কেটে পড়তে হয়।

'মি. মিলিয়ট যেমন বললেন,' চাঁছাছোলা, অমার্জিত সুরে বলল হেনরি ডুপ্রে, ভদ্রতার মুখোশ খসে পড়েছে, 'কাউকে আমরা ব্যথা দিতে চাই না। কিন্তু আপনি যদি অসহযোগিতা করেন, জন আর টনি–,' রানার কাঁধ আর কব্জি ধরে থাকা লোক দু'জনকে ইঙ্গিতে দেখাল সে, '–আপনার প্রিয় সঙ্গিনীর ওপর জুলুম করবে।'

জানালার কাছ থেকে সরে এল জিলোস মিলিয়ট। হেনরি ডুপ্রেকে চক্কর দিয়ে একবার হাঁটল সে। ডুপ্রে এখনও ভি-পি-সেভেনটি নিয়ে খেলা করছে। রানার ঠিক সামনে থামল মিলিয়ট। 'প্রফেসর গ্রেগ লুগানিস। আমার পরামর্শ, আপনি আর ডুপ্রে নিচতলা থেকে একবার ঘুরে আসুন। আপনারা প্রিন্টগুলো নিয়ে ফিরে আসবেন। তারপর আমরা সবাই কেনেডি এয়ারপোর্টে চলে যাব। বিশেষ করে আপনার জন্যে মি. মলিয়ের ঝান তাঁর প্রাইভেট জেট পাঠিয়েছেন। তিনি আশা করেছিলেন আজ রাতের ডিনারে আপনি তাঁকে সঙ্গ দেবেন। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে, তাঁর সাথে ডিনার খাওয়ার সৌভাগ্য আজ রাতে আপনাদের হবে না। তবে রাতটা আপনারা র‍্যাঞ্চে বিশ্রাম নিতে পারবেন।' কামরার চারদিকে তাচ্ছিল্যের সাথে তাকাল সে। 'কথা দিচ্ছি এই নোংরা জায়গার চেয়ে অনেক বেশি আরামে থাকবেন আপনারা। এবার বলুন, আমার পরামর্শ কেমন লাগল আপনার?'

'দেখুন, মিলিয়ট,' রাগে কাঁপতে শুরু করল প্রফেসর লুগানিস। 'আপনারা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন! আপনাকে আমি আগেই জানিয়েছি, আজ আমরা কারও সাথে কোন কথা বলব না। আপনি সত্যি যদি ভদ্রলোকের প্রতিনিধি হন...কি যেন নাম বললেন তাঁর–মলিয়ের?'

'শালা ন্যাকামো করছে,' খেঁকিয়ে উঠল ডুপ্রে। 'বোঝা গেল, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। সাবধান, পণ্ডিতমশাই, বোকার মত কিছু করে বোসো না!' দীর্ঘ পদক্ষেপে রিটা হ্যামিলটনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে, ক্ষিপ্র একটা হাত নেড়ে তার কাপড় গলা থেকে কোমর পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলল, সেই সাথে পৃথিবীর সবাই জানল রিটা হ্যামিলটন কাপড়ের নিচে ব্রা পরে না।

'সুন্দর,' রুদ্ধশ্বাসে বলল জন, রানার ঘাড় আগের মতই ধরে আছে সে, রিটার দিকে তাকিয়ে আছে কাঁধের ওপর দিয়ে। 'ভারি সুন্দর!'

'থামো!' নির্দেশ দিল মিলিয়ট। 'এখুনি এতটা বাড়াবাড়ি করার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। দুঃখিত, প্রফেসর লুগানিস। কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন, যাতে নেতিবাচক উত্তর পেতে না হয় তার ব্যবস্থা মি. মলিয়ের ঝান ঠিকই করে

রাখেন। আর দেরি করার কোন মানে হয় কি? আপনার জিনিস-পত্র আমি সব গুছিয়ে নিই, সেই ফাঁকে ডুপ্রেকে সাথে নিয়ে নিচ থেকে ঘুরে আসুন। কেনেডিতে যত তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে পারব ততই ভাল...'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক আছে,' শান্তভাবে বলল ও, একটু অন্যমনস্ক, কারণ সে-ও রিটা হ্যামিলটনের আংশিক উন্মুক্ত বুক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। 'কিন্তু আমার স্ত্রী কাপড় বদলাবেন। প্রিন্টগুলো বেরিয়ে যাবার সময় নিলেই হবে...'

'প্রিন্টগুলো আমরা এখুনি নেব,' রায় ঘোষণার সুরে জানাল মিলিয়ট, তর্কের কোন অবকাশ রাখল না। 'প্রফেসরের অস্ত্রটা ওভাবে লোফালুফি কোরো না তো, ডুপ্রে। ক্লজিটে রেখে দাও ওটা, তোমার নিজের একটা আছে।'

কোট থেকে ছোট একটা রিভলভার বের করল ডুপ্রে। সে যে নিরস্ত্র নয় এটা রানাকে দেখাবার পর অস্ত্রটা আবার রেখে দিল পকেটে। তারপর ভি-পি-সেভেনটিটা রাখল বেডসাইড টেবিলে।

মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত দিল মিলিয়ট, অপর দু'জন রানার কাঁধ আর কব্জি ছেড়ে দিল। হাতজোড়া আস্তে আস্তে নাড়ল রানা, যথাসম্ভব দ্রুত রক্ত চলাচল ফিরিয়ে আনতে চাইছে। একই সাথে খুক্ করে কাশল একবার, তারপর অস্তিত্বহীন একটা সুতো দু'আঙুলে ধরে কোটের আস্তিন থেকে ফেলে দিল। রিটাকে তৈরি হতে বলার সঙ্কেত। মিলিয়টের দিকে ফিরে জানাল ব্রীফকেসটা দরকার ওর।

'আমার চাবি আছে ওতে।' ইস্পাত আর ক্যানভাসের তৈরি কলাপসিবল র‍্যাকের দিকে ইঙ্গিত করল ও, ব্রীফকেসটা ওখানে।

এগিয়ে গিয়ে র‍্যাক থেকে ব্রীফকেসটা তুলল মিলিয়ট, ওজন অনুভব করল, ঝাঁকি দিল বার দুয়েক, সন্তুষ্ট হয়ে রানার হাতে ধরিয়ে দিল সেটা। 'শুধু চাবি বের করুন, তারপর ডুপ্রের সাথে নেমে যান।'

ব্রীফকেসটার বৈশিষ্ট্য হলো স্প্রিং বসানো একজোড়া সরু চোরাকুঠরি। ঘর দুটো ডানদিকে, ভেতরের লাইনিং সেলাই করার পর সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেছে। খোলার বোতাম রয়েছে হাতলের সাথে, দুই প্রান্তে–হাতলের গায়ের সাথে এমনভাবে মিশে আছে যে খালি চোখে ধরা পড়বে না। বোতামে চাপ দিলে ছুরির হাতল ব্রীফকেসের তলা থেকে রানার হাতে বেরিয়ে আসবে,–সাথে সাথে নয়, পাঁচ সেকেন্ড পর।

ব্রীফকেসটা কোলের ওপর নেয়ার সময় পরিস্থিতি নিয়ে দ্রুত চিন্তা করল রানা। কোন সন্দেহ নেই জটিল সঙ্কটে পড়েছে ওরা। হোটেলের সেফটি ডিপোজিট বক্সে প্রিন্টগুলো নেই জানার পর গুণ্ডারা মরিয়া হয়ে উঠবে, অথচ স্যাব-এর রহস্য ফাঁস করতে রাজি নয় রানা। ঠাণ্ডা মাথায় হেনরি ডুপ্রেকে কাবু করার কথা ভাবল ও–নিচে নামার সময় বা গাড়ির কাছে পৌঁছুবার আগে এক-আধটা সুযোগ পাওয়া যাবেই। ছোট একটা বন্ধ জায়গায় চারজনকে সামলানোর চেয়ে খোলা জায়গায় একজনকে সামলানো অনেক সহজ। কিন্তু তারপর, রিটার কি হবে? ও যদি চিৎকার করে লোকও জড়ো করে, এমন কোন নিশ্চয়তা আছে কি গুণ্ডারা রিটার ক্ষতি করবে না? বিপদ দেখে তারা যদি প্রথমে রিটাকে মেরে ফেলে? না, এ-ধরনের ঝুঁকি নেয়া চলে না। বিকল্প উপায় এখানে এই মুহূর্তে

চারজনের দিকে টেবিল উল্টে দেয়া, কিন্তু তাতেও সুফল আশা করা যায় না। রিটার ক্ষিপ্রতার ওপর ভরসা করা কি ঠিক হবে? চট্ করে একবার তার দিকে তাকাল রানা, পলকের জন্যে দু'জোড়া চোখ এক হতে টের পেল ও, রিটা তৈরি হয়ে আছে।

ওর সবচেয়ে কাছাকাছি রয়েছে মিলিয়ট, প্রথমে তার ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেল। ব্রীফকেসের হাতলের ডান প্রান্তে চাপ দিল ও, কোন শব্দ হলো না। ব্রীফকেসের তলায় হাত রাখল, অপর হাত দিয়ে হাতলের ছোট্ট বোতামে চাপ দিল। পরমুহূর্তে ডান হাতে বেরিয়ে এল প্রথম ছুরির হাতল। আর মাত্র চার সেকেন্ড পর দ্বিতীয় ছুরিটা বেরুবে, কথাটা মনে রেখে নড়ে উঠল ও। মিলিয়টকে কাবু করা সম্ভব হলে, তারপরই সামলাতে হবে হেনরি ডুপ্রেকে, বাকি দু'জনকে পরাস্ত করতে হলে বিস্ময় আর তার সাথে ভাগ্যের সহায়তা পেতে হবে ওকে। গোটা ব্যাপারটা তিনটে জিনিসের ওপর নির্ভর করছে—লক্ষ্য ভেদে ওর নিজের নৈপুণ্য, রিটার প্রস্তুতি, আর কত দ্রুত তৎপর হতে পারে গুণ্ডারা।

থ্রোয়িং নাইফ এমন সূক্ষ্মভাবে ভারসাম্য রক্ষা করে, এমনকি একজন এক্সপার্টও তার ইচ্ছে মত অস্ত্রটাকে ব্যবহার করতে হিমশিম খেয়ে যায়। অকস্মাৎ যদি খুব দ্রুতও ছোঁড়া হয়, ছোঁড়ার ধরনটা নিখুঁত হলে, পৌঁছুবার মুহূর্তে ছুরির ফলা থাকবে টার্গেটের দিকে তাক করা অবস্থায়।

একান্ত যদি এড়ানো না যায় তাহলে আলাদা কথা, তা না হলে কাউকে মারাত্মকভাবে জখম করতে চায় না রানা। ও যা চাইছে তা করতে হলে লক্ষ্য তো অব্যর্থ হতেই হবে, সেই সাথে ধারাল ফলার আগে টার্গেটে পৌঁছুতে হবে হাতলের গোড়া। চেয়ারেই বসে থাকল ও, বলা যায় একটুও নড়ল না, শুধু শরীরের পাশ থেকে তীব্র ঝাঁকি খেলো ডান কব্জি। সম্ভাব্য সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রথম ছুরিটা ছুঁড়ে দিয়েই ব্রীফকেসের তলায় ফিরে এল আবার হাত, দ্বিতীয় ছুরিটা ডেলিভারী নিতে হবে।

প্রথম ছুরি বাতাসে শিস কেটে ছুটে গেল। মিলিয়টের দু'চোখের মাঝখানে ঠকাস করে বাড়ি খেলো হাতলের গোড়া। কি থেকে কি হলো বুঝল না সে, পিছন দিকে নিঃশব্দে ঝাঁকি খেলো মাথাটা। ছুরিটা মেঝেতে পড়ে যাচ্ছে, সেটাকে অনুসরণ করল মিলিয়টের শরীর। রানা আর রিটা একই সাথে নড়ে উঠল।

দাঁড়াবার সময় পায়ের ধাক্কায় জনের দিকে চেয়ার ফেলে দিল রিটা, মিলিয়ট পড়ে যাচ্ছে দেখে অপ্রস্তুত অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল জন। হাঁটুতে চেয়ারের ধাক্কা খেলো সে, ইতিমধ্যে তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে রিটা, পায়ের দ্বিতীয় ধাক্কায় চেয়ারটাকে জনের গায়ের ওপর চেপে ধরল সে। রানা শুধু চেয়ার আর জনের পতনের শব্দ পেল, ইতিমধ্যে দ্বিতীয় ছুরিটা হাতে চলে এসেছে, শরীরটাও ঘুরিয়ে নিয়েছে ডুপ্রের দিকে।

যতটা রানা আশা করেছিল তারচেয়ে দ্রুত বেগে সরে গেল ডুপ্রে, রানার ছুঁড়ে দেয়া দ্বিতীয় ছুরিটা ভাগ্যের জোরে তার ডান কানের পাশে লাগল।

যেন স্থির হয়ে যাওয়া সময়ের সাথে নিশ্চল মূর্তি হয়ে গেল ডুপ্রে, রিভলভার [illegible] পকেটের দিকে হাতটা মাত্র অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়েছে। কানের পাশ থেকে [illegible] [illegible] পড়তে শুরু করল ছুরিটা, কান ছিঁড়ে, প্রায় দু'টুকরো করে [illegible] তার হা

করা মুখ থেকে আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল, কেউ যেন তার গলা টিপে ধরেছে। কয়েকবার হোঁচট খেলো সে, কিন্তু তাল সামলাতে না পেরে রিটা আর জনের ওপর পড়ে গেল—মেঝের ওপর ধস্তাধস্তি করছে ওরা।

রানার পিছনে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিল টনি, হঠাৎ সে তৎপর হয়ে উঠল। হাতের ব্রীফকেস ফেলে দিয়ে দু'পায়ের গোড়ালির ওপর দেহের সমস্ত ভার চাপিয়ে চেয়ার থেকে লাফ দিল রানা বেডসাইড টেবিলে পড়ে থাকা ভি-পি-সেভেনটি লক্ষ্য করে।

কারাতে যোদ্ধার মত উন্মত্ত, তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল রানার গলা থেকে, ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস বের করে দিয়ে তিন কদম দূরত্ব আধসেকেন্ডেরও কম সময়ে পেরিয়ে এল। মুঠোর ভেতর চলে এসেছে পিস্তলের বাঁট, ট্রিগারের রিঙে আঙুল ঢুকছে, চরকির মত আধপাক ঘুরে গেল শরীরটা, দু'হাত সামনের দিকে বাড়ানো, বিপদ হয়ে প্রথম যে দেখা দেবে তাকেই গুলি করার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি।

টনির ডানহাত পকেটে মাত্র ঢুকেছে, রানা চিৎকার করে বলল, 'হোল্ড ইট! স্টপ!' বেঁচে থাকার সুবুদ্ধি হলো টনির। স্থির হয়ে গেল সে ডান হাতটা এক সেকেন্ডের জন্যে কাঁপল, তারপর—রানার সাথে চোখাচোখি হতে—মেনে নিল নির্দেশ। পকেট থেকে হাত বের করে মাথার ওপর তুলল সে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মত খাড়া হলো রিটা; দু'হাত এক করে জনের ঘাড়ে আঘাত করল। কোঁক্ করে উঠে নেতিয়ে পড়ল জন। ধীর পায়ে টনির সামনে হেঁটে এল রানা, মৃদু হাসছে, হাত বাড়িয়ে তার জ্যাকেটের পকেট থেকে বের করে নিল আগ্নেয়াস্ত্রটা, তারপর তার কানের পিছনে তীক্ষ্ণ একটা খোঁচা দিল দুই আঙুলে। বন্ধুদের সাথে অজ্ঞানতার অন্ধকারে যোগ দিল টনি, সেই সাথে গুণ্ডাদের অশুভ তৎপরতার আপাতত ইতি ঘটল।

'কাপড় বদলাও, রিটা,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা, তারপর মত পাল্টে, 'না, আগে এদের ব্যবস্থা করি এসো।'

দু'জন মিলে প্রথমে ওরা সবাইকে নিরস্ত্র করল। ভাব দেখে মনে হলো তার বুক যে প্রায় সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে এ-ব্যাপারে মোটেও সচেতন নয় রিটা। ব্রীফকেসের বিশেষ একটা কুঠরি হাতড়ে সীল করা ছোট একটা প্লাস্টিকের বাক্স বের করল রানা, খোলার পর দেখা গেল ভেতরে ক্লোরোফর্ম ভেজানো প্যাড রয়েছে। মেঝেতে পড়ে থাকা চারজনের নাকের সামনে প্যাড ধরা হলো। 'খুব একটা কাজের জিনিস না হলেও, ট্যাবলেট গেলানোর চেয়ে কাজটা সহজ,' বলল রানা। 'এ-ধরনের ইমার্জেন্সির জন্যেই সাথে রাখা। পুরানো, পরীক্ষিত পদ্ধতি—প্রায়ই সেরা প্রমাণিত হয়। অন্তত আধঘণ্টার জন্যে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি আমরা।'

চারজনের হাত আর পা বাঁধা হলো তাদেরই বেল্ট, টাই আর রুমাল দিয়ে। তখনই লক্ষ্য করল রিটা রানার ছুরি ডুপ্রের কানের কি অবস্থা করেছে। কানের ওপরের আধ ইঞ্চি দু'ফাঁক হয়ে গেছে, তারপর লতির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত লম্বা গভীর ক্ষত। ব্রীফকেসটা যেন আলাউদ্দীনের চেরাগ, ভেতর থেকে নীল রঙের একটা শিশি বের করে ক্ষতটায় ওষুধ লাগাল রানা বাথরুমের কাবার্ড থেকে পাওয়া

স্টিকিং প্লাস্টার দিয়ে ব্যান্ডেজ করল রিটা।

অবশেষে রিটা খেয়াল করল সে অর্ধনগ্ন, যদিও কোন রকম লজ্জা না পেয়ে শুধু আঁটসাঁট সাদা ব্রিফস্ ছাড়া বাকি সবকিছু খুলে ফেলল সে, পা দিয়ে গলিয়ে কোমরে তুলল একজোড়া জিনস। গায়ে শার্ট চড়াচ্ছে, এই ফাঁকে ওদের জিনিস-পত্র সুটকেস আর ব্যাগে ভরতে শুরু করল রানা। হঠাৎ করেই সোনালি কিনারা বিশিষ্ট ভিজিটিং কার্ডটার কথা মনে পড়ে গেল ওর। হোটেলের লবিতে ওকে দিয়েছিল জিলোস মিলিয়ট। কার্ডটা বের করে পরীক্ষা করল ও।

কার্ডের মাথার দিকে প্রতীক চিহ্নের মত ছাপা রয়েছে একটা সন্ন্যাসীর মূর্তি। তার পাশে দুটো খুদে ইংরেজী অক্ষর–এস.এম.। নিচের প্রথম লাইনে ক্যাপিটাল লেটারে ছাপা হয়েছে নামটা–মলিয়ের ঝান। নামের নিচে, ছোট ছোট ক্যাপিটাল লেটারে লেখা: অনট্রাপ্র্যানার–অ্যামারিলো, টেক্সাস।

কার্ডের পিছনে টানা হাতে একটা মেসেজ লেখা রয়েছে:

'প্রফেসর এবং মিসেস লুগানিস,

'দিন কয়েক আমার অতিথি হয়ে আমাকে সম্মানিত করুন। হোগার্থগুলো সাথে করে আনবেন। আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। আমার সিকিউরিটি ম্যানেজার, জিলোস মিলিয়টকে সব বলা আছে, সে আপনাদেরকে কেনেডিতে নিয়ে আসার সব ব্যবস্থা করবে। ওখানে আমার জেট আছে।–মলিয়ের ঝান।'

মেসেজের পর বিশেষ দ্রষ্টব্যও আছে–ওরা যেন তাড়াতাড়ি অতিথি হতে রাজি হয়, তা না হলে ডিনার হারাবে। সবশেষে একটা টেলিফোন নম্বর দেয়া হয়েছে, যদি কোন সমস্যা দেখা দেয়।

কার্ডটা রিটার হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'চলো তাহলে, অ্যামারিলোতেই যাওয়া যাক। গাড়ি নিয়ে যাওয়াই ভাল, ওরা আশা করছে না। দেখে নাও, তোমার সব জিনিস নেয়া হয়েছে তো?'

রিটার চেহারায় সন্দেহ এবং উদ্বেগ দেখতে পেল রানা। 'তোমার আগে তোমার দুর্নাম পৌঁছে যাবে, রানা।'

'বুড়ো লুগানিস ছুরি ছুঁড়তে পারে, দু'একটা কারাতে মার জানে–সে-কথা বলছ?' ব্রীফকেসের গোপন কুঠরিতে ছুরি ভরছে রানা।

'হ্যাঁ।'

এক মুহূর্ত ভাবল রানা। 'ঝান আমাদের পিছনে লেগেছে। এখন সে জানবে আমরা মোমের তৈরি পুতুল নই। তার কি প্রতিক্রিয়া হয় দেখার আগ্রহ বোধ করছি। চলো, বেরিয়ে পড়া যাক।'

চারজনের দিকে তাকাল রিটা। 'ওদের কি হবে? পুলিসকে জানাবে?'

'এখুনি কোন রকম হৈ-চৈ বাধানো ঠিক হবে না।'

'হোটেলের বিল?'

হাসল রানা। পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করে দেখাল রিটাকে। 'এর মধ্যে চাবি আর কিছু টাকা আছে, লন্ড্রিরুমে রেখে যাব–আগেই দেখেছি, ওটা খোলা রাখে ওরা। ভাগ্যটা ভালই বলতে হবে, আমাদের দরজায় পুরানো আমলের তালা রয়েছে–চাবি ছাড়া ভেতর থেকে খোলা যাবে না। ফোন করে ডেস্ককে জানাবে না,

স্বাভাবিক কারণেই। কাজেই ঘর থেকে বেরুতে যথেষ্ট সময় লাগবে ওদের।'

'ওদের পকেটে চাবি পেয়েছ…?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ডুপ্রের পকেটে। রুমসার্ভিসকে ঘুষ দিয়ে হাতিয়েছিল, বোঝা যায়। চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে। পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নামব আমরা।'

সাত

পিছনে নদী, তারপর দিগন্তরেখা জুড়ে বহুতল ভবনের অসংখ্য কাঠামো সারা গায়ে আলোকমালা নিয়ে ঝলমল করছে, মাঝখানে সবগুলোকে ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে আছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের জোড়া টাওয়ার, যদিও এই অপরূপ শোভা দেখার জন্যে থামল না ওরা। মলিয়ের ঝানের লেলিয়ে দেয়া গুণ্ডাবাহিনী আর নিজেদের মাঝখানে যতটা সম্ভব দূরত্ব বাড়াতে হবে, তাছাড়া চিন্তা করার জন্যে খানিকটা নিরুপদ্রব সময়েরও দরকার রানার। মলিয়ের ঝান যদি হার্মিসের অংশ হয়, বলা যায় না সে-ই হয়তো নতুন সও মং, তাহলে ধরে নিতে হবে শত্রুপক্ষ ওদের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে আছে।

হার্মিসকে ছোট করে দেখছে না রানা। নতুন সও মঙ উ সেন না হলেও, উ সেনের যোগ্য উত্তরাধিকারী হতেই হবে তাকে। প্ল্যান ও চিন্তা-ভাবনার দিক থেকে হার্মিস বা সও মঙকে ছাড়িয়ে যাবার একটা প্রবণতা জেগেছিল রানার মনে, সেজন্যেই টেক্সাসে গিয়ে মলিয়ের ঝানের মুখোমুখি দাঁড়াতে চেয়েছিল ও, চেয়েছিল বিপজ্জনক ঝুঁকি নিতে। কিন্তু নিউ ইয়র্কের রাস্তায় একমনে গাড়ি চালাতে চালাতে সিদ্ধান্ত পাল্টাল ও, ক'টা দিন কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকা দরকার।

'পরস্পরের পিঠের ওপর নজর রাখব,' রিটাকে বলল ও, 'হাবভাব দেখে মনে হবে একজোড়া ভিজে বিড়াল, তাহলে দু'দিনেই জানতে পারব আজরাইল সত্যি আমাদের জান কবচ করতে চায় কিনা।'

'আজরাইল?'

'মলিয়ের ঝান। আন্ডারওয়ার্ল্ডে হার্মিসের ইনফরমার-বাহিনী থাকার কথা, এতক্ষণে তারা নিশ্চয়ই আমাদের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে।'

'কোথায় লুকাতে চাও তুমি?' জিজ্ঞেস করল রিটা। 'ওয়াশিংটনে?'

রানা চিন্তা করছে।

'মেট্রোপলিটান এলাকা বা জর্জটাউন নয়,' আবার বলল রিটা, 'তবে কাছাকাছি কোথাও। বড় বড় মোটেল আছে, যে-কোন একটায় উঠতে পারি আমরা, হাইওয়ে থেকে সামান্য দূরে।'

আইডিয়াটা পছন্দ হলো রানার, গন্তব্য স্থির হওয়ায় সাথে সাথে বেড়ে গেল স্যাবের স্পীড। রাত তিনটের দিকে কলম্বিয়া ডিস্ট্রিক্টে পৌঁছুল ওরা, দু'জনই সম্ভাব্য অনুসরণকারীদের জন্যে খোলা রেখেছে চোখ। ক্যাপিটাল বেল্টওয়ে প্রায় পুরোটা একবার চক্কর দিল স্যাব, তারপর অ্যানাকোস্টিয়া ফ্রি-ওয়েতে আসার পর

বেরুবার একটা পথ পাওয়া গেল, বাঁকের মুখে একটা মোটেল সাইন।

এমন একটা জায়গা বাছল ওরা, বেশ ক'দিন লুকিয়ে থাকা যায়–দালানটা ত্রিশতলা উঁচু, আন্ডারগ্রাউন্ড কার পার্কে আরও অনেক গাড়ির ভিড়ে স্যাবটাকে কেউ আলাদাভাবে খুঁজে বের করতে পারবে না। মোটেলের খাতায় ভিন্ন নাম লেখাল ওরা–মি. পার্কার আর মিসেস হপকিন্স। বিশতলায় পাশাপাশি দুটো কামরা দেয়া হলো ওদেরকে, ঝুল-বারান্দা থেকে অ্যানাকোস্টিয়া পার্ক আর নদী দেখা যায়। দুই ঝুল-বারান্দাতেই পাঁচ মিনিট করে দাঁড়াল ওরা, হাত তুলে রানাকে দূরের অ্যানাকোস্টিয়া আর ইলেভেন্থ স্ট্রীট ব্রিজ দেখাল রিটা, আরও দূরে ওয়াশিংটন নেভি ইয়ার্ডের অস্পষ্ট কাঠামো।

দু'দিন, আন্দাজ করল রানা। চুপচাপ থাকতে হবে, খোলা রাখতে হবে চোখ। তারপর তারা পশ্চিমে রওনা হবে, ফুল স্পীডে স্যাব হাঁকিয়ে। 'ভাগ্য সহায়তা করলে অ্যামারিলোতে আমরা আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব।'

'আটচল্লিশ ঘণ্টা কেন?' হিসাব মেলাতে পারছে না রিটা।

'একটা রাত কোথাও থামব আমরা,' বলল রানা। 'শক্তি ফিরে পাবার জন্যে। ইতিমধ্যে জানা হয়ে যাবে ঝান আমাদের পেছনে ফেউ লাগিয়েছে কিনা। যদি না লাগায়...'

'সোজা সিংহের খাঁচায়,' রানার হয়ে রিটাই শেষ করল কথাটা। আলোচ্য অভিযান সম্পর্কে ভারি উৎসাহী বলেই মনে হলো তাকে, যেন বিপদকে সে থোড়াই ডরায়, যদিও দু'জনেরই মনে আছে এফ.বি.আই. এবং সি.আই.এ-র অনেকগুলো এজেন্ট সিংহের ওই একই খাঁচায় ঢুকে লাশ হয়ে গেছে।

রানার ঝুল-বারান্দায়, ভোর হওয়া দেখতে দেখতে, প্ল্যান তৈরি করল ওরা।

'ছদ্মবেশ বদলানোর সময় হয়েছে,' ঘোষণা করল রানা।

মোটেলের খাতায় নতুন নাম লেখানো হলেও, ম্যানেজমেন্টের লোকেরা রানার ভাষায় ওর 'লুগানিস হ্যাট' দেখে ফেলেছে। সাবান আর পানি দিয়ে ধুয়ে পাকা চুল কালো করল ও, গোঁফ আর চশমা খুলে ফেলল। ভুরুর আকৃতি আগের চেয়ে সামান্য চওড়া করা হলো, লম্বা হলো জুলফি, নাকের পাশে বসানো হলো কৃত্রিম লাল একটা জড়ুল। প্রায় আসলের কাছাকাছি হলো চেহারা, অথচ ঠিক আসল নয়।

ঝানের গুণ্ডাবাহিনী সহজেই চিনে ফেলবে রিটাকে, কাজেই নিজের চেহারার ওপর ঘণ্টাখানেক কাজ করল সে–চুলের স্টাইল বদলাল, চোখের পাপড়ির রঙ গাঢ় করল, চোখে হালকা রঙের গ্লাস পরল। সহজ কয়েকটা পরিবর্তন, তাতেই অনেকখানি বদলে গেল চেহারা।

মূল সমস্যা, রানার দৃষ্টিতে, গুণ্ডাদের আগমন সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যে সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করা। 'ছ'ঘণ্টা তুমি, ছ'ঘণ্টা আমি,' ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত দিল ও। 'মেইন লবিতে।' দু'জনেই একমত হলো, এর কোন বিকল্প নেই। 'সাধারণ একটা জায়গা বেছে নেব আমরা, যেখান থেকে লোকজনকে ঢুকতে দেখা যায়। কাজ হলো বসে থাকা আর লক্ষ রাখা। গুণ্ডাবাহিনীর কাউকে দেখতে পেলে প্রয়োজনীয় অ্যাকশন নেয়া যাবে।'

'কিন্তু যদি অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করতে হয়…'

'দু'দিন, বলেছি না? দু'দিনের মধ্যে যদি কেউ না আসে, ধরে নিতে হবে ওরা আমাদেরকে খুঁজছে না।'

'প্রয়োজনীয় অ্যাকশন বলতে কি বোঝাচ্ছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল রিটা। 'ওদেরকে দেখতে পেলে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব?'

'আরে না, ওদের চোখে ধুলো দিয়ে স্রেফ পালাব।' এরপর ওরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল—কাল সন্ধ্যায় মোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে দু'জনে। টেক্সাসের উদ্দেশে রওনা হবার আগে রানা কোন ছদ্মবেশ নেবে না, রিটাও তার স্বাভাবিক চেহারায় ফিরে আসবে।

রুটিনটা সেই মুহূর্তে শুরু হলো। টস করল ওরা, হারল রিটা, ছ'ঘণ্টা পাহারায় থাকার জন্যে নিচের লবিতে নেমে গেল সে।

বিশ্রাম নেয়ার আগে নিজের লাগেজ একবার চেক করল রানা, সবার আগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্রীফকেসটা। গোপন কুঠরি থেকে একটা ছুরি বের করে নিল, আর সব জিনিস পরীক্ষা করার আগে বাম বাহুতে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকে নিল সেটা।

ব্রীফকেসের ওপরের অংশে রয়েছে কাগজ-পত্র, ডায়েরী, ক্যালকুলেটর, কলম ইত্যাদি। এসবই রিফাতের সযত্ন আয়োজন। নিচের অংশে হাত দেয়ার আগে স্লাইডিং প্যানেল সরাতে হবে; ভেতরে রয়েছে, রিফাতের ভাষায় 'ব্যাক-আপ ইকুইপমেন্ট'—ছোট একটা ভোঁতা-নাক এস অ্যান্ড ডব্লিউ হাইওয়ে প্যাট্রলম্যান চার ইঞ্চি ব্যারেল আর স্পেয়ার অ্যামুনিশন সহ; এক সেট স্টীল পিকলক, রিঙে আটকানো; রিঙের সাথে আরও রয়েছে অন্যান্য কয়েকটা মিনিয়েচার টুলস, একজোড়া প্যাড লাগানো লেদার গ্লাভ, ছ'টা ডিটোনেটর। একই কমপার্টমেন্টের দ্বিতীয় অংশে রয়েছে খানিকটা প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ, আর লম্বা খানিকটা ফিউজ। লুকানো কমপার্টমেন্টের প্রতিটি জিনিস ফোম রাবারের নরম বিছানায় ঠাঁই পেয়েছে।

ভি-পি-সেভেনটি আর স্পেয়ার চেক করার পর বিছানায় লম্বা হলো রানা, প্রায় সাথে সাথে হারিয়ে গেল ঘুমের রাজ্যে, পাঁচ ঘণ্টা পর যখন ঘুম ভাঙল, শরীরটা তাজা ঝরঝরে হয়ে গেছে। ঘুম ভাঙল হুকুম দিয়ে রাখা অ্যালার্মের শব্দে, 'দিস ইজ ইওর থ্রী ও'ক্লক অ্যালার্ম কল, দি টেমপারেচার ইজ সিক্সটি-সেভেন ডিগ্রীজ অ্যান্ড ইট ইজ আ প্লেজ্যান্ট আফটারনুন। হ্যাভ আ নাইস ডে…' রানা উত্তর দিল, 'থ্যাঙ্ক ইউ।' যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর পুনরাবৃত্তি করে চলেছে, 'দিস ইজ ইওর থ্রী ও'ক্লক অ্যালার্ম, কল…হ্যাভ আ নাইস ডে।'

সুইচ অফ করে দিল রানা। এরপর শাওয়ার সারল ও, দাড়ি কামাল, কাপড় পরল, গুনগুন করে গাফফার চৌধুরীর লেখা গান ভাঁজছে। মাসটা ফেব্রুয়ারি।

গাঢ় রঙের একজোড়া স্ল্যাকস পরল ও, সাথে প্রিয় সী আইল্যান্ড কটন শার্ট, পায়ে গলাল ভারী রোপ-সোলড স্যান্ডেল। ছোট, ব্যাটলড্রেস-স্টাইল নেভি জ্যাকেটে ঢাকা পড়ল হোলস্টার আর ভি-পি-সেভেনটি অটোমেটিক। কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে রিটাকে রেহাই দেয়ার জন্যে মোটেলের লবিতে নেমে এল রানা।

ওরা কথা বলল না, শুধু দৃষ্টি বিনিময় আর মৃদু মাথা ঝাঁকানোর সাথে সম্পন্ন হলো পালাবদল। পাহারায় বসার প্রায় সাথে সাথে রানা আবিষ্কার করল, বার

এবং কফি শপ কাউন্টার থেকেও লবির ওপর নজর রাখা যায়।

কফি শপে বসে স্টেক, একজোড়া ডিম, ভাজা আলু খেলো রানা; তারপর বারে ঢুকে অর্ডার দিল সিঙ্গল ভোদকা মার্টিনির। রিসেপশন স্টাফদের ফটোগ্রাফ দেখিয়ে পরিচয় জানতে চাইছে এমন কাউকে দেখা গেল না, হোঁৎকা চেহারার গুণ্ডারাও কেউ উদয় হলো না।

কাজেই সময় বয়ে চলল নিস্তরঙ্গ, সন্দেহ করার মত কিছুই চোখে পড়ছে না। দু'জনের মধ্যে যার ডিউটি নেই সে-ই টেলিভিশনের খবর শুনছে। নিউ ইয়র্কের এমব্যাসী হোটেলে কয়েকজন লোককে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গেছে, কিংবা প্রফেসর লুগানিস এবং মিসেস লুগানিস হোগার্থ প্রিন্টস সহ উধাও, এ-ধরনের কোন কাহিনী শোনা গেল না।

অপেক্ষায় থাকা খেলার একটা চাল, মলিয়ের ঝান হয় সেই চাল চালছে, নয়তো তার পোষা কুকুর বাহিনী নিষ্ফল অনুসন্ধানে ব্যস্ত।

রিটা বা রানার জানার কথা নয় যে তীক্ষ্ণদৃষ্টি চতুর এক বেলবয় ঘড়ির কাঁটা ধরে লবিতে ওদের আগমন-নির্গমন লক্ষ করেছে। চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করল সে, তারপর ব্যাপারটা মোটেল ম্যানেজমেন্টকে রিপোর্ট করার বদলে ফোন করল সরাসরি নিউ ইয়র্কে।

ফোনে কথা বলার সময় তাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা হলো, খুঁটিয়ে জানতে চাওয়া হলো পুরুষ এবং মেয়েটা দেখতে কেমন। অপরপ্রান্তে রিসিভার নামিয়ে রেখে চেয়ারে হেলান দিল লোকটা, খানিকক্ষণ চিন্তা করল। বড় একটা কনসোর্টিয়ামের বেতনভুক বহু এজেন্টের একজন সে, সংগঠনটি অপরাধের সাথে জড়িত, কিন্তু কি ধরনের অপরাধের সাথে তা তার জানা নেই। লোকটা গোয়েন্দা, অ্যামেরিকানদের ভাষায় 'প্রাইভেট আই', তার শুধু জানা আছে কনসোর্টিয়াম একজন পুরুষ আর একটা মেয়েকে খুঁজছে। খানিক আগে যাদের বর্ণনা পেয়েছে সে, মেলে না–কিন্তু সহজ কয়েকটা পরিবর্তনের সাহায্যে চেহারা বদলে থাকতে পারে তারা, হয়তো এদের সন্ধান দিতে পারলেই প্রস্তাবিত মোটা টাকার বোনাস পেয়ে যাবে সে।

মনস্থির করতে দশ মিনিট লাগল তার। অবশেষে রিসিভার তুলে ডায়াল করল সে। অপরপ্রান্ত থেকে এক লোক সাড়া দিতে প্রাইভেট আই বলল, 'হ্যালো, হেনরিকে পাওয়া যাবে?'

'হয় আমরা ওদের চোখে ধুলো দিয়েছি,' মোটেলে নিজের কামরায় বসে রয়েছে রানা, 'নয়তো অ্যামারিলোর পথে কোথাও ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।' টিউনা মাছের পুর দিয়ে তৈরি বড় একটা স্যান্ডউইচে কামড় বসাল ও, নিজের পালা শেষ করে কফি শপ থেকে ওর জন্যে কিনে এনেছে রিটা। টিউনা মাছের স্যান্ডউইচ রানার খুব যে একটা পছন্দ তা নয়, তবে রিটার খুব প্রিয়। রিটা চুপচাপ, চুলে চিরুনি চালাচ্ছে, ফিরে আসছে নিজের আসল চেহারায়।

'কোন ব্যাপারে উদ্বিগ্ন তুমি?' জিজ্ঞেস করল রানা, আয়নায় প্রতিফলিত রিটার চেহারায় একটু যেন গম্ভীর ভাব।

উত্তর দিতে দীর্ঘ সময় নিল রিটা। মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারটা ঠিক কি রকম বিপজ্জনক হতে যাচ্ছে বলতে পারো, রানা?'

এ-পর্যন্ত রিটা হ্যামিলটন পেশাদার নৈপুণ্যই দেখিয়ে এসেছে, ভয়ভীতির কাছে মাথা নোয়ায়নি। 'নার্ভাস লাগছে নাকি, রিটা?' জিজ্ঞেস করল ও।

আবার বিরতি। তারপর, 'না, ঠিক তা নয়। তবে বিপদের মাত্রা সম্পর্কে ধারণা পেতে চাই।' আয়নার সামনে উঠে দাঁড়াল সে, ঘুরল, হেঁটে এল রানা যেখানে বসে আছে। 'কিভাবে বলব বুঝতে পারছি না, রানা–গোটা ব্যাপারটাই আমার কাছে অবাস্তব স্বপ্নের মত লাগছে। সন্দেহ নেই আমি ট্রেনিং পেয়েছি, ভাল ট্রেনিং পেয়েছি, কিন্তু এমনকি ট্রেনিং পিরিয়ডটাও আমার কাছে এক ধরনের স্বপ্নের মত লেগেছে। হতে পারে ডেস্কের পিছনে খুব বেশি দিন থাকা হয়ে গেছে আমার–সেটাও আবার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ডেস্ক ছিল না।'

হেসে উঠল রানা, তা সত্ত্বেও তলপেটে শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো ওর, কারণ যে-কোন শত্রুর হুমকি মোকাবিলা করার সময় কখনোই ভয় মুক্ত থাকতে পারে না সে। 'বিশ্বাস করো, রিটা, খোলা মাঠে শত্রুর সামনে দাঁড়ানোর চেয়ে চার দেয়ালের ভেতর বসে ক্ষমতার জন্যে প্রতিযোগিতা করা অনেক বেশি বিপজ্জনক। অফিশিয়াল মীটিঙে কখনোই আমি সহজ হতে পারি না, কারণ ওখানে কর্তৃপক্ষের সুনজর আকৃষ্ট করার জন্যে এমন কোন হীন কাজ নেই যা করা হয় না। ওখানে কে যে তোমার শত্রু আর কে তোমার মিত্র, তুমি জানতে পারবে না। আমি একজন স্পাই, আমারও প্রতিদ্বন্দ্বী আছে, কিন্তু তাদের আমি চিনি না। কিন্তু ফিল্ডে? সেই পুরানো, জানা কাহিনী–শত্রুকে তুমি জানো, তার শক্তি সম্পর্কে আন্দাজ করতে পারো, জানো কি হারাতে হতে পারে। মাঠে নামার সময় জানা থাকে নার্ভ শক্ত রাখতে হবে, মগজ খাটাতে হবে, সহায়তা থাকতে হবে ভাগ্যের।'

হুইস্কির বোতলে ছোট্ট একটা চুমুক দিল রানা, তারপর আবার বলল, 'এটার কথা যদি বলো, জঘন্যরকম অ্যাসাইনমেন্ট। দুটো কারণে। এক, ব্যাক-আপ টীম নেই–বিপদের সময় কারও কাছে সাহায্য চাইতে পারব না।'

'দুই?'

'এটাই সবচেয়ে খারাপ। আমাদের শত্রু সত্যি যদি হার্মিস হয়ে থাকে, তোমার জানা দরকার, শত্রু হিসেবে ওরা নিষ্ঠুর। তাছাড়া, ব্যক্তিগতভাবে ওরা আমাকে ঘৃণা করে। আমি ওদের লীডারকে খুন করেছি, কাজেই ওরা আমার কল্লা চাইছে।'

শিউরে না উঠলেও চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল রিটার।

'আর হার্মিস যখন কল্লা চায়, অন্য কিছু দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট করা যায় না। আমাকে দেখামাত্র গুলি করে মেরে ফেলবে, ব্যাপারটা এত সহজ আর বেদনাহীন হবে না। আমি...আমরা যদি ধরা পড়ি, নিশ্চয় জানবে নগ্ন আতঙ্কের সাথে ওরা আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবে, এবং যন্ত্রণাকর মৃত্যু আসবে...ধীরে ধীরে।' একটু বিরতি নিয়ে কোমল সুরে বলল রানা, 'রিটা, তুমি যদি সরে যেতে চাও, এখুনি বলে দাও আমাকে। পার্টনার হিসেবে তুমি গ্রেট, তোমাকে আমি সাথে চাইও। কিন্তু তুমি যদি মনে করো পারবে না...হ্যা, আলাদা হতে হলে এখনই সবচেয়ে

ভাল সময়।'

রিটা হ্যামিলটনের বড় আকারের চোখে এমন দৃষ্টি ফুটে উঠল, রানার কাছে একাধারে আবেদনভরা এবং বিপজ্জনক বলে মনে হলো। 'না, রানা; তোমার সাথে সবটুকু পথ আছি আমি,' বলল সে, কণ্ঠস্বর মৃদু কিন্তু দৃঢ়। 'হ্যাঁ, আমি নার্ভাস, কিন্তু তোমাকে হতাশ করব না।' পাল্টা হাসল এবার সে, 'তোমার সাথে কাজ শুরু করতে প্রথমে সত্যি আমি ভয় পেয়েছিলাম, স্বীকার করছি। বাবা তোমার কথা এমনভাবে বলে, সমস্ত ব্যাপারে যেন তুমি বিজয়ী হবার জন্যেই জন্মেছ। স্বীকার করছি, তোমাকে দেখার আগেই তুমি আমার শত্রুদের তালিকায় উঠে গিয়েছিলে···এখন দেখছি ভুল করেছি আমি···'

প্রসঙ্গ বদলে গেছে, সেটা রানাও টের পেল। কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ করার সুযোগ পেল না, তার আগেই ওর একেবারে কাছে সরে দুই কাঁধে হাত রাখল রিটা।

শক্ত হয়ে গেল রানার পেশী। কাঁধ থেকে রিটার হাত দুটো আস্তে করে সরিয়ে দিল ও।

'রানা!' রিটা বিস্মিত, ঠিক বুঝতে পারছে না তাকে অপমান করা হলো কিনা।

'না, রিটা। এত সহজে দাম কমিও না নিজের।'

অপমান নয়, বিস্ময়ের সাথে খানিকটা আহত বোধ করল রিটা। স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকল সে। বুঝল, রানা রেগে আছে এখনও।

'দুঃখিত। চলো, বেরিয়ে পড়া যাক।' তাগাদা দিল রানা। 'একসাথে নিচে নামব আমরা, তুমি বিল মেটাবে, আমি গাড়িটা মোটেলের সামনে আনব।'

ছোট করে মাথা ঝাঁকাল রিটা, ফোন তুলে সতর্ক করল রিসেপশনকে–মিনিট পনেরোর মধ্যে চলে যাচ্ছে ওরা। 'আমাদের বিলগুলো রেডি করবেন, প্লীজ? আর লাগেজের জন্যে দশ মিনিট পর কাউকে পাঠান।'

ওরা যখন গোছগাছে ব্যস্ত, মোটেলের প্রধান ফটকে কালো একটা লিমুসিন থামল, বিশতলা নিচে। আরোহীদের দেখলে অবশ্যই চিনতে পারত রানা। ভোঁতা নাক, হোঁৎকা লোকটা হুইলে রয়েছে। তার পাশে বসেছে লম্বা-চওড়া গরিলা। ব্যারেল আকৃতির বুক, গাঢ় রঙের সুট পরেছে সে, মাথায় চওড়া কার্নিস সহ ফেডোরা। পিছনে বসেছে আরেকজন, মুখটা সরু, কিন্তু হাত আর কাঁধ মোটা ও শক্ত। এদেরকে দেখলে আরও একজনকে হয়তো আশা করত রানা–গোঁফ জোড়া সামরিক অফিসারদের মত, কঠিন একহারা গড়ন, পরনে দামী কাপড়–কিন্তু গাড়িতে নেই সে। বর্তমান কাজটা একান্তভাবে হেনরি ডুপ্রের, জিলোস মিলিয়টের পছন্দ না হলে জাহান্নামে যেতে পারে সে। কোথাকার কোন্ এক বুড়ো-হাবড়া প্রফেসর হেনরি ডুপ্রেকে বোকা বানিয়ে কেটে পড়বে তা হতে পারে না।

'তুমি এখানে অপেক্ষা করো,' টনিকে হুকুম করল ডুপ্রে। 'জন আর আমি পুলিস সাজব। ঠিক আছে?'

জনকে সাথে নিয়ে গাড়ি থেকে নামল ডুপ্রে, দৃঢ় পায়ে মোটেলের লবিতে ঢুকল, সচল প্রতিটি জিনিসের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে রিসেপশন ক্লার্কের সামনে এসে দাঁড়াল। পুলিস আইডেনটিটি কার্ড দেখে শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল ক্লার্কের।

একের পর এক অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে হলো তাকে, আগন্তুকদের হাত থেকে একটা ফটোগ্রাফ নিয়ে দেখল।

দু'জন ক্লার্ক সাথে সাথে প্রফেসর এবং মিসেস লুগানিসকে চিনতে পারল, রুম নাম্বার জানিয়ে দিয়ে বলল খাতায় ওনারা আলাদা নাম লিখিয়েছেন।

'কি ব্যাপার, খারাপ কিছু ঘটেছে?' অল্প বয়েসী মহিলা ক্লার্ক জানতে চাইল।

এক ঝলক উজ্জ্বল হাসি উপহার দিল ডুপ্রে। 'সিরিয়াস কিছু নয়, হানি। কারও উদ্বিগ্ন হবার মত কিছু ঘটেনি। ওনাদের ওপর লক্ষ রাখা আমাদের দায়িত্ব। প্রফেসর একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। আমরা ওঁদের সামনে পড়তে চাই না, যতটা সম্ভব দূরে থাকব।' সেই সাথে আরও বলল, গাড়িতে ওদের আরও একজন লোক আছে, তার ছোট্ট দলটাকে যদি ঘুরে ফিরে দেখার অনুমতি দেয়া হয় তো খুশি হবে সে—স্রেফ নিশ্চিন্ত হবার জন্যে।

বেশ তো, ঠিক আছে। রিসেপশনিস্ট জানাল, তবে ডিউটি ম্যানেজারকে ব্যাপারটা রিপোর্ট করতে হবে তার। 'স্যার, আপনাদের আর কোন সাহায্যে আসতে পারি আমরা?'

আরও কিছু প্রশ্ন করল ডুপ্রে, পাঁচ মিনিটেরও কম সময়ে প্রয়োজনীয় উত্তরগুলো পেয়ে গেল সে। গাড়িতে ফিরে এসে প্ল্যানটা নিয়ে আবার আলোচনা করল ওরা। 'ভাগ্য আমাদের পক্ষে, আরেকটু দেরি হলে চিড়িয়া পালাত,' হুইলে বসা টনিকে বলল ডুপ্রে। 'তাড়াতাড়ি করতে হবে, কেননা যে-কোন মুহূর্তে রওনা হয়ে যাবে ওরা। সাথে ওয়াকি-টকি আছে তো?'

পরিচ্ছন্ন, তাজা প্লাস্টারের নিচে তার কান দপ দপ করছে। হাসপাতালের ডাক্তাররা যতটা সম্ভব করলেও সংশয় প্রকাশ করে বলেছে, চিকিৎসার জন্যে দেরি করে আসায় ক্ষতটা সহজে না-ও সারতে পারে। দ্রুত কথা বলে যাচ্ছে সে একটা হাত বারবার কানের দিকে উঠছে। টনির দায়িত্ব এলিভেটরগুলোর দিকে নজর রাখা। সবগুলো এলিভেটর এক জায়গায়, বিশতলার করিডর থেকে নজর রাখা সম্ভব, নিজেকে আড়াল করে। পিছন দিকে কোন সিঁড়ি নেই কাজেই হয় এলিভেটর নয়তো ফায়ার এস্কেপ দিয়ে বেরুতে হবে।

'জনকে নিয়ে আমি বিল্ডিঙের নিচে মেইন্টেন্যান্স কমপ্লেক্সে থাকব,' টনিকে বলল ডুপ্রে। 'সাবধান তোমাকে যেন দেখে না ফেলে, আবার ফাঁকি দিয়ে যেন না পালায়। মনে আছে তো, ওয়াকি-টকি ব্যবহার করবে শুধু।'

জনকে নিয়ে আবার গাড়ি থেকে নামল ডুপ্রে, হাতে একটা ওয়াকি-টকি। বিল্ডিঙের ভেতর ঢুকল ওরা। গাড়ি পার্ক করে ওদেরকে অনুসরণ করল টনি।

পুলিসের সাথে সহযোগিতা করতে উদ্গ্রীব কর্মচারীদের কাছ থেকে দিক নির্দেশ পেয়ে ডুপ্রে আর জন কংক্রিটের চার প্রস্থ সিঁড়ি ভেঙে বেসমেন্ট কমপ্লেক্সে নেমে এল; এখান থেকে ইলেকট্রিসিটি, হিটিং, এয়ার কন্ডিশনিং আর এলিভেটর নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

ডিউটিরত এঞ্জিনিয়ার বয়সে তরুণ, চটপটে, অচেনা দু'জন আগন্তুককে দেখে বিস্মিত হলো সে। আরও বিস্মিত হলো জনের হাতের কারাতে কোপ খেয়ে জ্ঞান হারাবার সময়।

দ্রুত কাজে লেগে গেল ডুপ্রে, স্তরে স্তরে সাজানো ইনস্ট্রুমেন্ট আর সুইচ চেক করল। যে সেকশনটা এলিভেটর নিয়ন্ত্রণ করে সেটা খুঁজে পেতে দু'মিনিট লাগল তার। পকেট থেকে ছোট একটা বাক্স বেরুল, বাক্স থেকে বেরুল এক সেট স্ক্রুড্রাইভার।

চারটে এলিভেটরের জন্যে আলাদা আলাদা কন্ট্রোল প্যানেল। প্রতিটি এলিভেটর অর্থাৎ ইলেকট্রিক্যালি-প্রোপেলড কার-এর সাথে একটা করে সাপ্লিমেনটারি সিস্টেম আছে–জেনারেটর, মটর, ফাইনাল লিমিট সুইচ, কাউন্টারওয়েট, ড্রাম, ইত্যাদি সহ সেফটি ডিভাইস। সেফটি ডিভাইসে রয়েছে পাওয়ার বিচ্ছিন্ন এবং ব্রেক অ্যাপ্লাই করার ব্যবস্থা। প্রতিটি ইলেকট্রিক্যাল কমপোনেন্টে তিনটে করে ফিউজ, কাজেই একটা এলিভেটরের সবগুলো ফিউজ একসাথে অকেজো হয়ে যাবার আশঙ্কা কম বা নেই বললেই চলে।

ভারি সতর্কতার সাথে সব ক'টা এলিভেটর কার-এর ফিউজ বক্স খুলল ডুপ্রে। জনও বসে নেই, ভারী একজোড়া ওয়ায়্যার-কাটার দিয়ে চারটে লিভারের মেটাল সীল কাটছে সে, লিভারগুলোর গায়ে লেখা রয়েছে 'ড্রাম রিলিজ। ডেঞ্জার।' ফিউজ আর ইনস্ট্রুমেন্টের মাথার দিকে ওগুলো।

ড্রামগুলোর কাজ হলো এলিভেটরের মেইন কেব্‌ল্ ছাড়া বা গুটানো, আর ড্রাম রিলিজের সাহায্যে ড্রামের গতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ড্রাম রিলিজের সাহায্যে ড্রামের তালা খোলা হলে কোথাও কোন বিরতিতে না থেমে স্বাধীনভাবে ঘুরতে শুরু করবে ড্রাম। এভাবে ড্রাম রিলিজ করার দরকার হয় শুধু মেইন্টেন্যান্স এঞ্জিনিয়ারদের, তাও কাজটা করার আগে সংশ্লিষ্ট কার খালি করা হয়, রাখা হয় শ্যাফটের তলায়।

সচল একটা কারের ড্রাম রিলিজ করা মানে ভেতরে যারা আছে তাদের নির্ঘাত মৃত্যু।

ছয় মিনিটের মধ্যে সবগুলো অর্থাৎ চারটে এলিভেটরই মৃত্যুর ফাঁদ হয়ে উঠল। ফিউজ বক্সের স্ক্রু খোলা হয়েছে, চোখের সামনে নাগালের মধ্যে ফিউজগুলোকে দেখতে পাচ্ছে ডুপ্রে, ইচ্ছে করলে যে-কোন মুহূর্তে টান দেয়া যেতে পারে ড্রাম রিলিজে।

চেহারায় নিষ্ঠুর হাসি নিয়ে অপেক্ষা করছে ওরা। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, ওয়াকি-টকিতে পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'ক্রীস্ট!' রুদ্ধশ্বাসে ফিসফিস করছে টনি। 'একেবারে ঠিক সময়ে পৌচেছি আমরা। কামরা থেকে বেরিয়ে এসেছে ওরা। এইমাত্র নিচে লাগেজ পাঠানো হয়েছে। করিডর ধরে আসছে ওরা। এ সেই মেয়েটাই। বুড়োটাকে ঠিক বুড়ো লাগছে না, তবে একই লোক। ওরাই, ডুপ্রে!'

বিশতলায় পাশাপাশি হাঁটছে ওরা, রানার হাতে ব্রীফকেস। এলিভেটরের সামনে দাঁড়াল ওরা, দু'পাশের দেয়ালে তৈরি খুপরিতে পাতাবাহার সহ টব রয়েছে। হাত তুলে বোতামে চাপ দিল রানা। নিচে নামতে শুরু করল এলিভেটর।

বেসমেন্টে শান্তভাবে অপেক্ষা করছে হেনরি ডুপ্রে, ঢাকনি খোলা ফিউজের দিকে চোখ; ওদিকে জনের ডান হাত ঝুলে রয়েছে চারটে ড্রাম রিলিজ লিভারের

ওপর।

ডুপ্রের হাতে স্ক্রুড্রাইভার।

তিন নম্বর কার বিশতলায় নেমে থামল। ঠোঁটে হাসি, রিটার পাঁজরে মৃদু ঠেলা দিয়ে ভেতরে ঢোকাল রানা, তারপর নিজে ঢুকল। নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। লবিতে নামার জন্যে বোতামে চাপ দিল মাসুদ রানা।

বোতামে চাপ দিল ও, আর ঠিক তখনি টনির যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর মেইন্টেন্যান্স রূমে প্রতিধ্বনি তুলল, 'কার থ্রী! ওরা তিন নম্বর কারে ঢুকছে!'

তিন নম্বর কারকে নিয়ন্ত্রণ করছে নির্দিষ্ট একটা কন্ট্রোল প্যানেল, সেটার সবগুলো ফিউজ অফ করে দিল ডুপ্রে। এবং ড্রাম রিলিজ লিভার টেনে নামিয়ে আনল জন।

রিটার চোখে চোখ রেখে হাসল রানা। 'শুরু হলো যাত্রা। দেখা যাক, পশ্চিমে আমাদের জন্যে কি অপেক্ষা করছে।'

'আমি ভয় পাই না…,' রিটার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল, আলো নিভে যাওয়ার সাথে সাথে প্রচণ্ড ধাক্কায় একপাশে ছিটকে পড়ল ওরা। এলিভেটর কার হোঁচট খাওয়ার ভঙ্গিতে বার কয়েক ঝাঁকি খেলো, পরমুহূর্তে ভয়াবহ গতিতে শ্যাফট থেকে খসে পড়তে শুরু করল, প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে পতনের বেগ।

আট

চিৎকারের ভঙ্গিতে হাঁ করে আছে রিটা, কিন্তু কোন শব্দ হচ্ছে না, মুখ নয় যেন আতঙ্কের মুখোশ। হালকা অন্ধকারে অস্পষ্টভাবে তাকে দেখতে পেল রানা, চিৎকারের আওয়াজ পতন আর সংঘর্ষের বিকট শব্দে চাপা পড়ে যাচ্ছে কিনা বুঝতে পারল না। এলিভেটর দুলছে, ধাক্কা খাচ্ছে শ্যাফটের দেয়ালে, সংঘর্ষের শব্দগুলো বিস্ফোরণের মত বাজছে কানে।

প্রথম কয়েক সেকেন্ড অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো রানার। মনের অর্ধেকটা যেন সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হয়ে থাকল। রিটার চিৎকার কানে ঢুকছে কিনা বুঝতে পারল না, কিন্তু শুনতে পাচ্ছে কল্পনা করতেই গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেল। জানে নিচের দিকে সবেগে খসে পড়ছে এলিভেটর, কিন্তু মনে হলো এখনও শ্যাফটের মাথায় রয়েছে সে।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড, তারপরই নির্লিপ্ত ভাবটা কাটিয়ে উঠল রানা। 'হোল্ড অন!' গর্জে উঠল ও, তবে গর্জনটা আর সব শব্দে চাপা পড়ে গেল, তীব্র বাতাসের মত শোঁ শোঁ একটা আওয়াজ কানের ভেতর চাপ সৃষ্টি করছে। কারটা খসে পড়তে শুরু করার সময় রানার এক হাতের তালু আলগাভাবে হ্যান্ড রেইলের ওপর ছিল। কারের তিন দিকে একটা করে হ্যান্ড রেইল রয়েছে। প্রথম ঝাঁকির সময়, দীর্ঘ পতন শুরু হবার আগেই, রেইলটাকে ভেতরে নিয়ে শক্ত মুঠো হয়ে যায় হাত–নিখাদ রিফ্লেক্স।

নিমেষের জন্যে এলিভেটরের একটা ছবি আলোর মত রানার সামনে জ্বলে

উঠল—শ্যাফটের নিচে দুমড়েমুচড়ে পড়ে আছে, চেনার কোন উপায় নেই।

বিশতলা থেকে, প্রতি মুহূর্তে পতনের গতি বাড়ছে, এক এক করে ছাড়িয়ে এল ওরা পনেরোতলা…চোদ্দ…তেরো…বারো…এগারো… শ্যাফটের কোথায় রয়েছে সে-সম্পর্কে অজ্ঞ, শুধু জানে অস্তিত্ব বিলীন হতে আর বেশি দেরি নেই। চূড়ান্ত, শেষ, সমাপ্তিসূচক সংঘর্ষ যে-কোন মুহূর্তে ঘটতে পারে।

তারপর, ঘন ঘন কয়েকটা তীব্র ঝাঁকির সাথে, পাশগুলো মেটাল রানার-এর সাথে ঘষা খাওয়ায় কানের পর্দা ছেঁড়া ঘর্ঘর আওয়াজের সাথে, ব্যাপারটা ঘটল।

ওদিকে মেইন্টেন্যান্স কমপ্লেক্সে ইঁদুর দুটো কাজ সেরে লেজ তুলে পালাতে শুরু করেছে। বিল্ডিং থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়া তাদের জন্যে কোন সমস্যা হবে না। এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে শ্যাফটের তলায় খসে পড়ে বিচ্ছিন্ন, চুরমার হয়ে যাবে এলিভেটর কার, আতঙ্কিত মানুষ কি ঘটেছে বুঝতে না পেরে আত্মরক্ষার জন্যে দিগ্বিদিক ছুটোছুটি শুরু করবে। কিন্তু হেনরি ডুপ্রের জানার কোন উপায় নেই যে মোটেলের এলিভেটরগুলোয় পুরানো আমলের একটা অতিরিক্ত সেফটি ডিভাইস আছে, যেটা জটিল ইলেকট্রনিক্সের ওপর নির্ভরশীল নয়।

শ্যাফটের পুরোটা দৈর্ঘ্য জুড়ে দুটো মেটাল কেব্‌ল্ রয়েছে, পাওয়ার সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলেও ওগুলোর কাজ করার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে। স্টীলের তার দিয়ে বানানো মোটা রশিগুলো এলিভেটর কারের তলায় ফিট করা ক্লু সেফটি ব্রেকগুলোর ভেতর দিয়ে পথ করে নিয়েছে, ঝুলে আছে আলগাভাবে। কার গতিসীমা লঙ্ঘন করায় ধাতব রশিতে টান পড়ল, চাপ সৃষ্টি করল ভেতর দিকে, ফলস্বরূপ এক জোড়া ক্লু সক্রিয় হয়ে উঠল, এলিভেটর কারের সামনের দুই প্রান্তে একটা করে।

খসে পড়তে শুরু করার প্রথম কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই এই ‘শেষ সুযোগ’ অটোমেটিক ডিভাইসের একটা, কারের ডানদিকেরটা, ইস্পাতের সাথে সংঘর্ষে ছিঁড়ে আলাদা হয়ে গেল। তবে বাম দিকের কেব্‌ল্ টিকে থাকল, ধীরে ধীরে ভেতর দিকে চাপ বাড়িয়ে চলেছে। অবশেষে, ওরা যখন এগারোতলা পেরিয়ে এল, সেফটি ব্রেক ক্লিক করে উঠল, সেই সাথে আপনাআপনি বাইরের দিকে ছুটল ক্লুটা। যেন মানুষেরই একটা হাত নাগালের মধ্যে যা হোক একটা কিছু আঁকড়ে ধরার জন্যে ব্যাকুল, মেটাল ব্রেক গাইড রেইলের দাঁতাল চাকায় সজোরে বাড়ি খেলো, বেরিয়ে গেল চাকা ভেঙে, আঘাত করল দ্বিতীয়টায়, তারপর তৃতীয় একটায়।

কারের ভেতর ঘন ঘন ঝাঁকি খেলো ওরা। গোটা প্ল্যাটফর্ম কাত হয়ে পড়ল ডান দিকে। তবে ঝাঁকির সাথে মনে হলো অধো-গতি কমে আসছে। তারপর, কানের পর্দা ফাটানো শব্দের সাথে, ডান দিকে ঝুলে পড়ল কার। হ্যান্ড রেইল ধরে ওরা দু'জনেই রানা আর রিটা, দাঁড়িয়ে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। টের পেল, ছাদের একটা অংশ উড়ে গেল। গতি কমছিল, হঠাৎ হাড়-কাঁপানো প্রচণ্ড এক ঝাঁকির সাথে থেমে গেল কার, একই সঙ্গে কারের সামনের অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে খসে পড়ল নিচের দিকে।

হ্যান্ড রেইল থেকে হাত ছুটে গেল রিটার।

এবার রানা তার চিৎকার শুনতে পেল। ছেঁড়া-ফাড়া ছাদ থেকে ম্লান আলো আসছে, রিটাকে সামনের দিকে পিছলে যেতে দেখল ও, তার পা দুটো মেঝেতে সদ্য তৈরি ফাঁকের ভেতর গলে গেল। এখনও কঠিন মুঠোর ভেতর রেইলিং ধরে আছে রানা, ফাঁকের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে অপর হাতের মুঠোয় চেপে ধরল ও রিটার কব্জি।

'ঝুলে থাকো, রিটা! যা হোক কিছু একটা ধরো!'

মনে করল শান্তভাবেই কথা বলছে, কিন্তু ভুলটা ভাঙল বিকৃত প্রতিধ্বনি কানে ফিরে আসতে। যত দূর সম্ভব সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা, পলকের জন্যে ঢিল করল মুঠো, তারপর আবার রিটার কব্জি ধরল, এবার আগের চেয়ে শক্ত আর ভালভাবে।

ওদের পায়ের নিচে গোটা কার ক্যাঁচ ক্যাঁচ করছে, মেঝেটা নিচের দিকে দেবে গেল, ফলে তলার দিকে পুরোটা শ্যাফট দৃষ্টিসীমার ভেতর চলে এল। রিটাকে সাহস দিচ্ছে রানা, অপর হাতটা তুলে ওর বাহু ধরতে বলছে, সেই সাথে ধীরে ধীরে তাকে টেনে কারের ওপর ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছে।

রিটা মোটা নয়, তবু মনে হলো তার ওজন এক টনের কম হবে না। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে তুলছে রানা। অবশেষে হ্যান্ড রেইল নাগালের মধ্যে পেল রিটা। রানা তাকে তাড়াহুড়ো করতে নিষেধ করল, কারণ কারের মেঝে শুধু যে দেবে যাচ্ছে তাই নয়, ভেঙেও যাচ্ছে, যে-কোন মুহূর্তে পুরোটা নিচের দিকে খসে পড়তে পারে, হ্যান্ড রেইল সহ।

শ্যাফটের গায়ে অদ্ভুতভঙ্গিতে আটকে আছে কার, বলাই বাহুল্য নিরাপদ নয়, কখন যে খসে পড়বে কেউ বলতে পারে না। রানা শুধু একটা ব্যাপারে নিশ্চিত, ওদের খানিকটা ভার কমাতে না পারলে বেঁচে থাকার আশা প্রতি মুহূর্তে কমতে থাকবে।

'কিভাবে আমরা সাহায্য...,' ক্ষীণকণ্ঠে শুরু করল রিটা।

'কেউ সাহায্য করতে পারবে কিনা জানি না।'

নিচের দিকে তাকাল রানা। ব্রীফকেসটা, অদ্ভুত ব্যাপার, এখনও ওদের সঙ্গ ত্যাগ করেনি–ওর দু'পায়ের মাঝখানে আটকে রয়েছে। অত্যন্ত সাবধানে নড়ে উঠল ও, ভঙ্গি বদলের প্রতিটি পর্যায়ে থামল, হাত বাড়াল ব্রীফকেসটার দিকে।

সামান্য এই নড়াচড়াতেও প্রমাণ হয়ে গেল ঠিক একেবারে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। এক চুল নড়লেই গুঙিয়ে উঠছে কার, দুলছে, ক্যাঁচক্যাঁচ করছে।

শান্তভাবে ব্যাখ্যা করল রানা এরপর কি করতে চায়। হ্যান্ড রেইলের ওপর ব্রীফকেসটা রেখে তালা খুলল ও। গোপন কমপার্টমেন্ট থেকে বেরুল নাইলন রোপ, গ্লাভ, পিকলক, অন্যান্য টুল আর ছোট একজোড়া গ্র্যাপলিং হুক।

অনেক ওজন ধরে রাখতে পারে হুক জোড়া। বন্ধ অবস্থায় প্রতিটি সাত ইঞ্চি লম্বা, বেস থেকে হুকের পয়েন্ট পর্যন্ত কমবেশি তিন ইঞ্চি, আর চওড়ায় প্রায় এক ইঞ্চি। একটাকে খুলতে হলে তিনটে পার্টের তালা খোলার দরকার হয়, খোলার সাথে সাথে আটটা ক্ল সহ একটা বৃত্তের আকৃতি পায় ওটা, বেস ঘিরে থাকা ইস্পাতের সাথে প্রতিটি আটকানো।

গ্লাভ পরেছে রানা। কোমরের বেল্টের সাথে একটা ফিতে ঝুলছে, টুল আর পিকলক ঝুলছে ফিতের গায়ে। এক হাতের বাহুতে পেঁচানো রয়েছে নাইলন রশি। ব্রীফকেস বন্ধ করল ও, ধরিয়ে দিল রিটার হাতে, বলল যে-কোন অবস্থায় ওটা নিজের সাথে রাখতে হবে।

গ্র্যাপলিং হুক জোড়া রশির সাথে আটকাল ও। সামনের দিকে ঝুঁকল, এক হাত দিয়ে ধরে আছে হ্যান্ড রেইল, ভাঙা মেঝের ফাঁক দিয়ে নিচে তাকাল। শ্যাফটের পাশগুলো পরিষ্কার দেখতে পেল ও, গায়ে মেটাল গার্ডার গিজগিজ করছে।

বাঁ হাতে কুণ্ডলী পাকানো রশি নিল রানা, মেঝের সামনের ফাঁক দিয়ে গ্র্যাপলিং হুক নামিয়ে দিল নিচে। দু'তিনবার চেষ্টা করার পর কার থেকে প্রায় পাঁচ ফুট নিচে একটা গার্ডারের চারপাশে আটকাল ক্লগুলো। আস্তে-ধীরে রশি ছাড়তে শুরু করল রানা, একটা হিসাব পাবার চেষ্টা করছে কতটা রশি ছাড়লে কার আর গ্র্যাপলিং হুক ছাড়িয়ে নেমে যেতে পারবে সে।

গায়ে নাইলন পেঁচাল রানা–সাধারণ অ্যাবসেইল পদ্ধতিতে। ডান বগলের নিচে দিয়ে নেমে গেল রশি, পিঠ বেয়ে দু'পায়ের মাঝখানে ঢুকল, আবার উঠে এল বাঁ হাতে, বাম বগলের নিচে দিয়ে। ডাবল রোপ টেকনিক যদিও আরও নিরাপদ, হাতে সময় নেই।

নড়ে উঠতেই ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল কার, নিজেকে সামনের দিকে পিছলে দিল রানা। বুকটা ধুকপুক করছে, ছাদটা না খসে পড়ে। কিন্তু ইতস্তত করার কোন মানে হয় না, বাঁচতে হলে এখুনি চেষ্টা করতে হবে। ফাঁকের কাছে যখন পৌঁছুল, গোটা কার কাঁপতে শুরু করল থর থর করে। পরমুহূর্তে কর্কশ আওয়াজ হলো, যেন ধাতব অবলম্বন, যেটায় আটকে আছে কার–সেটা জায়গা থেকে সরে যাচ্ছে। হঠাৎ করে ফাঁক গলে বেরিয়ে এল রানা, পতন শুরু হয়েছে। নিয়ন্ত্রণ পাবার চেষ্টা করল ও, শ্যাফটের যথাসম্ভব নিরাপদ কিনারায় থাকতে চাইছে, শরীরটাকে লম্বা আর সোজা রাখল। মনে হলো কর্কশ ধাতব শব্দ গ্রাস করে ফেলবে ওকে। তারপর রশির আকস্মিক ঝাঁকিতে পিঠ, বগল আর পা ছড়ে গেল।

ঠিক যা ভয় করেছিল তাই ঘটল। পতনের গতিবেগ টান টান করল রশিটাকে, তারপর ঢিল পড়ল। বাচ্চাদের ইয়ো-ইয়োর মত ওপর দিকে উঠতে শুরু করল শরীরটা। রানা ভাবল, ওপর দিকে রশিটা যদি খুব বেশি লাফ দেয়, হুক থেকে ঝট করে বেরিয়ে আসবে গ্র্যাপল।

দ্বিতীয়বার পতন শুরু হলো, ভয়ে চোখ বুজল রানা। বিশ্বাস করতে পারছে না, তবে নিঃসন্দেহে ঝুলছে ও। কংক্রিট আর গার্ডারবহুল দেয়ালের বাড়ি খেতে খেতে দুলছে। অনুভব করল তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে পেশীগুলো। শরীরের ওজন তো আছেই, দুলতে থাকায় কব্জি আর হাতে রশির কামড় গভীর হতে থাকল।

ছোট, চারদিক আটকানো জগৎটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হলো চোখের সামনে। বিবর্ণ, শ্যাওলা ধরা সিমেন্ট, গার্ডার, কোথাও কোথাও মরচে ধরেছে, তেল। নিচের দিকে তাকাল রানা, মনে হলো নরক ছাড়িয়ে আরও নিচে নেমে গেছে তলাটা।

রানার পা দেয়ালে শক্ত ঠাঁই খুঁজে-নিয়েছে, ওপর দিকে তাকাতে পারল ও। শ্যাফটের গায়ে কাত হয়ে আটকে গেছে এলিভেটর কার, কতক্ষণের জন্যে বলা

অসম্ভব। এরই মধ্যে কাঠ দিয়ে তৈরি ওপরের অংশে লম্বা ফাটল দেখা দিয়েছে। গোটা অংশটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

কাজটা যে হার্মিসের, এ-ব্যাপারে রানা নিশ্চিত। শুধু ওরাই মানুষকে দুনিয়া থেকে এমন জঘন্য উপায়ে বিদায় করে দিতে অভ্যস্ত। বড় একটা শ্বাস টেনে রিটাকে ডাকল ও। বলল, 'তোমার কাছাকাছি আসছি আমি।'

দেয়াল থেকে পা সরিয়ে নিয়ে, রশি ধরা হাত দুটোকে পিছলে যেতে দিল রানা, পা যাতে সবচেয়ে কাছের গার্ডারের নাগাল পায়। জুতোর তলায় গার্ডারের অস্তিত্ব অনুভব করল, রশি ধরে শরীরটাকে তুলল ও, প্রতিবার একটু একটু করে।

গ্র্যাপলিং হুকের কাছে পৌঁছুল ও। দম নেয়ার জন্যে থামল এখানে। শ্যাফট টানেল থেকে ছুটে আসা বাতাসে ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজের সাথে একটু একটু দুলছে কার। আওয়াজটাকে ছাপিয়ে উঠল আরও একটা শব্দ—নাকি শুনতে ভুল করছে—কারা যেন চিৎকার করছে, ভারী কিছু দিয়ে কি যেন ঠুকছে।

কারের ঝুলে থাকা মেঝে ওর মাথা থেকে পাঁচ ফুট ওপরে। হুক খুলে নিয়ে আরও ওপরে উঠল ও, গার্ডারগুলোর মাঝখানে ভাল একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে আবার একটায় হুক আটকাল, এবার কার থেকে এক ফুট নিচে।

শরীরটা ঘুরিয়ে দেয়ালে হেলান দিল ও, আবার ডাকল রিটাকে। 'রশিটা ওপরে ছুঁড়ে দিচ্ছি। ব্রীফকেস বাঁধো, তারপর ধীরে ধীরে নামিয়ে দাও। কিন্তু রশি ছাড়বে না, আমি না বলা পর্যন্ত ধরে রাখো। পারবে?'

'চেষ্টা···পারব।'

'আরে, এ তো দেখছি লক্ষ্মী মেয়ে!'

কিন্তু হাসল না রিটা। ইতিমধ্যে হাতে কুণ্ডলী পাকানো সবটুকু রশি ছেড়ে দিয়েছে রানা, শ্যাফট ধরে প্রায় দৃষ্টিসীমার আড়ালে নেমে গেছে সেটা। গার্ডার ধরে এক হাতে ঝুলে থাকল ও, অপর হাতে কয়েক ফুট রশি আলগাভাবে পেঁচাল। তারপর চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, 'রেডি?' রিটা জবাব দেয়ার সাথে সাথে কুণ্ডলী পাকানো হাতের রশি মেঝের ফাঁক লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল।

ছুটে গেল গোল পাকানো রশি। ফাঁক থেকে বেরিয়ে থাকা রশি পিছলে হড়হড় করে নেমে এল, মাত্র এক কি দু'সেকেন্ডের জন্যে। তারপর স্থির হলো সেটা, সেই সাথে ভেসে এল রিটার গলা।

'ধরেছি!'

রশির মাথায় ব্রীফকেস বেঁধে নিচে নামিয়ে দিল সে। রশি ছাড়ছিল, ব্রীফকেসটা নাগালের মধ্যে চলে আসায় নিষেধ করল রানা। সাবধানে ব্রীফকেসটা গার্ডারের সাথে চেপে ধরল ও, গিঁট খুলে মুক্ত করল রশিটা। এরপর ওর বেল্টের বড় একটা ক্লিপের সাথে আটকে দিল ব্রীফকেসের হাতল। রশি টেনে নিতে বলল রিটাকে। 'কোমরের চারপাশে আর কাঁধে জড়াও, তারপর ফাঁক গলে নেমে এসো—আস্তে-ধীরে—ভয় পাবার কিছু নেই।'

'কতটা নামতে হবে?' কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল রিটা।

'সামান্য,' অভয় দিল রানা। 'পরের ফ্লোর পনেরো ফুট নিচে হবে, ওখানে দরজাও আছে। পৌঁছুতে পারলে খানিক কার্নিস অন্তত পাব আমরা। চেষ্টা করা

যাবে দরজা খোলার। এবার, নামতে শুরু করো।'

তাড়াতাড়ি নেমে এল রিটা। একটু বেশি তাড়াতাড়ি। তার পা দুটো বেরিয়ে আসতে দেখল রানা, রশিটা ওকে ছাড়িয়ে নেমে গেল। তারপর একটা ধাক্কা খেলো, রিটার কাঁধ বাড়ি মেরেছে ওকে।

রানা টের পেল গ্র্যাপলিঙে টান বাড়ছে, আর ঠিক ওর মাথার ওপর জায়গা বদল করছে কার। পরমুহূর্তে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল ও, সাগরে পড়া মানুষ যেমন খড়কুটো ধরে বাঁচার চেষ্টা করে সে-ও তেমনি ঝুলে থাকা চঞ্চল রশিটাকে মুঠোর ভেতর পেতে চেষ্টা করছে।

রশিটা ধরে ফেলল রানা, দু'জনেই ওরা মৃদুমন্দ দুলছে, একজনের ওপর আরেকজন, প্রতিটি দোলার শেষ পর্যায়ে ধাক্কা খাচ্ছে শ্যাফটের দেয়ালের সাথে।

'যেভাবে আছ সেভাবেই থাকো। তারমানে, তোমাকে আগে নামতে হবে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রানা, দম ফুরিয়ে গেছে ওর। 'নিচের দরজার কার্নিস পর্যন্ত। রশিটা বোধহয় ওই পর্যন্তই গেছে...'

নিচ থেকে রিটার গলা পাওয়া গেল, উত্তেজিত, 'ছিঁড়ে না গেলেই হয়...'

'তোমার মত আরও পাঁচজন ঝুলে থাকলেও ছিঁড়বে না,' ধমকের সুরে বলল রানা। 'শুধু মনে রেখো, ছাড়া চলবে না।'

'ছেড়ে দেব? পাগল নাকি!' চেঁচিয়ে জবাব দিল রিটা, রশি ছাড়তে ছাড়তে নামতে শুরু করেছে এরইমধ্যে, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে।

রিটার সাথে, রশির নড়াচড়ার সাথে ছন্দ রেখে, রানাও নামতে শুরু করল। এক সময় দেখল, ওর নিচে রিটা সরু একটা কার্নিসে দাঁড়িয়ে পড়েছে, রশিটা দু'হাতের ভেতর, পা দুটো ফাঁক করা, শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে।

কাকে যেন কি বলছে রিটা।

কয়েক মুহূর্ত পর রানা পৌঁছতে বলল, 'দরজার ওদিকে কারা যেন আছে। ওদের বললাম, আমরা এখানে আটকা পড়েছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে আবার নামতে শুরু করল রানা, তারপর ওরও পা কার্নিসের নাগাল পেল। পরমুহূর্তে হিস্‌স্‌ আওয়াজের সাথে আউটার ডোর খুলে গেল। একজন ফায়ার চীফ, সাথে আরও তিনজন ইউনিফর্ম আর হেলমেট পরা লোক, একপাশে সরে গিয়ে পথ করে দিল ওদের, সবাই হাঁ করে আছে। চৌকাঠে পা রাখতে গিয়ে হোঁচট খেলো রানা, ওর একটা হাত আঁকড়ে ধরল রিটা। দু'জন ওরা একসাথে পা রাখল করিডরে।

'ওহ্, থ্যাঙ্ক ইউ,' এমন সুরে বলল রানা যেন কোন রাজা এই মাত্র দরজা খুলে দিল ওদেরকে, রিটার হাত সরিয়ে দিয়ে পা বাড়াতে গিয়ে আবার হোঁচট খাবার উপক্রম করল। সারা শরীরে ব্যথা, পেশী থেকে যেন সব শক্তি নিঙড়ে বের করে নেয়া হয়েছে। আবার তাকে ধরে ফেলল রিটা। বড় একটা শ্বাস টানল রানা।

ফায়ারম্যান আর মোটেল স্টাফরা ভিড় করল ওদের চারপাশে। হাত নেড়ে একজন ডাক্তারকে দূরে থাকতে বলল রানা, জানাল দেরি না করে আগে ওরা নিচতলায় নামতে চায়। 'প্লেন ধরব, দেরি করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে,' ব্যাখ্যা দিল ও।

নিচে নামার সময় রিটার কানে কানে পরামর্শ দিল রানা, 'বিল মেটাবার সময়

যা পারো জেনে নেবে। তারপর চুপিসারে পালিয়ে এসে স্যাবে উঠবে। আমরা চাই না খুব বেশি প্রশ্ন করা হোক–আর সাবধান, কেউ যেন ফটো তুলতে না পারে।'

চারপাশে ভিড় নিয়ে রিটা যখন নিচের লবিতে নেমে এল, ওদের সাথে কোথাও দেখা গেল না রানাকে। এমনকি রিটাও ওকে কেটে পড়তে দেখেনি। 'অদৃশ্য হবার নিজস্ব কৌশল ওটা আমার,' পরে তাকে বলেছে রানা। 'জানা থাকলে পানির মত সহজ একটা পদ্ধতি।'

সহজ কিনা সেটা আসলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে, ভিড়ের মধ্যে মানুষ যখন হতভম্ব এবং অনিশ্চিত, নিজের ওপর তোমাকে শুধু আস্থাবান থাকতে হবে–দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব নিয়ে এগোও, নির্দিষ্ট একটা দিকে, চেহারায় ফুটিয়ে তোলো এমন একটা ভাব যেন তুমি ভালভাবেই জানো কোথায় আর কেন যাচ্ছ। প্রতি দশ বারে নয় বারই তাতে কাজ হয়।

আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং লটে নেমে এসে স্যাবের দিকে সরাসরি গেল না রানা। এক জায়গায় দাঁড়াল ও, খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল, আড়াল থেকে ভাল করে দেখল গাড়িটাকে, তারপর অন্যান্য গাড়ির আড়ালে থেকে আস্তে-ধীরে এগোল। প্রায় আধ ঘণ্টা পর এল রিটা, সার্ভিস এলিভেটর থেকে নেমে ছুটে এল ওর দিকে।

তাকে একা দেখে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা।

'বাথরূমে যাচ্ছি বলে পালিয়ে এসেছি,' রানাকে বলল রিটা, একটু হাঁপাচ্ছে সে। 'তোমাকেও ওরা খুঁজছে। বাপরে বাপ, কত রকম প্রশ্ন যে থাকতে পারে মানুষের মনে···বীমা করা আছে কিনা তাও জিজ্ঞেস করা হয়েছে আমাকে। চলো, কেটে পড়ি, তা না হলে···'

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে স্যাবে উঠে বসল ওরা, এক মিনিটের মাথায় বেরিয়ে এল মোটেল থেকে। অ্যানকোস্টিয়া ফ্রিওয়ে ধরে সগর্জনে ছুটল স্যাব। 'তুমি নেভিগেটর,' রিটাকে বলল রানা। 'আমরা অ্যামারিলো, টেক্সাসে যেতে চাই।'

পথ-নির্দেশ দেয়ার ফাঁকে ফাঁকে সদ্য সংগ্রহ করা তথ্যগুলোও রানাকে জানিয়ে দিল রিটা। 'অবশ্যই ওরা আমাদের নিউ ইয়র্কের বন্ধুরা। রিসেপশন ক্লার্কদের কাছ থেকে ওদের চেহারার বর্ণনা পেয়েছি।' সব ব্যাখ্যা করল রিটা–পুলিস বিভাগের ডিটেকটিভ সেজে এসেছিল ওরা, জেনে নেয় কোন্ পথে মেইন্টেন্যান্স কমপ্লেক্সে নামতে হয়, ডিউটিরত এঞ্জিনিয়ারকে অজ্ঞান অবস্থায় কোথায় পাওয়া গেছে। 'সবগুলো এলিভেটরের ফিউজ বক্স খোলা পাওয়া গেছে,' সবশেষে বলল সে। 'তারমানে আমরা অন্য কোনটায় চড়লেও ওরা খসিয়ে দিতে পারত।'

তিক্ত হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। 'তোমাকে বলেছি না, আরামের মৃত্যু তুমি হার্মিসের কাছ থেকে আশা করতে পারো না। যাই হোক, আমাদের যা জানার ছিল জানা হয়েছে। প্রথমে মলিয়ের ঝান আমাদেরকে তার ঘাঁটিতে অতিথি হিসেবে চাইল, তারপর খুন করার চেষ্টা করল। আমি ভাবছি প্রথমটাতেই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।'

মেয়েলি ক্ষোভ প্রকাশ করে রিটা বলল, 'লাগেজগুলো আনা হলো না।'

'পথে কোথাও থেমে আবার সব কিনে নেয়া যাবে,' বলল রানা। 'লাগেজ গেলেও, দরকারী জিনিসগুলো আমাদের সাথেই আছে।' আছে প্রিন্টগুলোও,

স্যাবের অনেকগুলো গোপন কমপার্টমেন্টের একটায়।

'আমরা তাহলে সত্যি রওনা হয়ে গেছি…যাচ্ছি ওখানে?' জানে, তবু যেন বিশ্বাস করতে পারছে না রিটা। 'আচ্ছা, বেশ, গেলাম-পৌঁছুলাম সিংহের খাঁচায়, তারপর কি হবে, মাসুদ রানা?'

'মাই ডিয়ার রিটা,' নিঃশব্দে হাসল রানা, ঢিল পড়ল ওর পেশীতে, মুখের রেখায় নির্দয় একটা ভাব ফুটে উঠল, 'তারপরেই তো শুরু হবে আসল মজা!'

নয়

সারারাত কোথাও না থেমে একটানা ছুটে চলল স্যাব, ভোরের দিকে পাশ কাটাল পিটসবার্গকে, তারপর আবার পশ্চিমমুখো হলো। দীর্ঘ প্রথম দিনে ওরা শুধু পেট পুজো আর গ্যাসোলিনের জন্যে থামল। আমেরিকায় পাঠাবার আগে পরীক্ষা করা হয়েছে গাড়িটাকে–এঞ্জিন, চাকা, ব্রেক, সব নিখুঁত–চার প্রস্থ পথ নিয়ে তৈরি চওড়া হাইওয়ে ধরে গাড়িটা যেন নিয়ন্ত্রণহীন জেট প্লেনের মত উড়ে চলেছে।

সন্ধে নামার আগেই স্প্রিঙফিল্ড, মিশৌরীর কাছাকাছি পৌঁছে গেল ওরা। হাইওয়ে থেকে সরে এল রানা, গাড়ি নিয়ে ছোট একটা মোটেলে ঢুকল। আলাদা কেবিন ভাড়া নিল ওরা, রিটা মিসেস গ্রেগ লুগানিস হিসেবে, রানা নিজের আসল পরিচয়ে।

ইতিমধ্যে, এলিভেটরে বিপদ দেখা দেয়ার আগেই, ওদের কৌশল কি হবে রিটাকে জানিয়েছে রানা। 'ঝান যদি আমার আসল পরিচয় না-ও জানে, রানা হিসেবেই ওখানে যেতে হবে আমাকে।'

পথে বিষয়টা নিয়ে আবার আলোচনা করেছে ওরা। উদ্বেগ প্রকাশ করে রিটা বলেছে, 'ব্যাপারটা জুয়া খেলার মত হয়ে যায় না, রানা? তুমিই না বললে তোমার ওপর ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে হার্মিসের? আমার তো মনে হয় লুগানিসের ভূমিকায় যতদিন পারা যায়…'

মাথা নেড়ে রানা বলল, 'ওদেরকে বোকা বানানো যাবে না। আমি যে লুগানিস নই তা যদি ওরা ইতিমধ্যে না-ও জেনে থাকে, জানতে খুব বেশি সময় নেবে না। তবে তুমি সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা চরিত্র। মিসেস লুগানিস সম্ভবত উতরে যেতে পারে। মাসুদ রানা মিসেস লুগানিসের নিরাপত্তার দিকটা দেখছে, এটা বিশ্বাস করানো অনেক সহজ হবে, তাতে আমরা কিছু সুবিধেও পেতে পারি।'

মোটেলে পৌঁছুবার ঠিক আগে প্রসঙ্গটা আবার তুলল রিটা। 'তুমি কিন্তু, রানা নিজেকে টার্গেট হিসেবে তুলে ধরছ। তোমার ভয় করছে না?'

'করছে না মানে! তবে এ-ধরনের ঝুঁকি আগেও আমাকে নিতে হয়েছে।' হঠাৎ হাসল রানা। 'তুমি কি সত্যি বিশ্বাস করো, রিটা, আমার আসল পরিচয় না জেনেই মলিয়েরে ঝান খুন করার অমন ব্যাপক আয়োজন করেছিল? আমি লুগানিস নই জানে বলেই তো খুন করার চেষ্টা করল সে।'

রানার দিকে তাকিয়ে থাকল রিটা, মুখে কথা নেই।

'চিন্তা করে দেখো না,' আবার বলল রানা। 'প্রথমে ভয়ালদর্শন একদল লোক পাঠিয়ে আমন্ত্রণ জানাল, আর কেউ দেখার আগে হোগার্থ প্রিন্টগুলো মলিয়ের ঝান দেখতে চায়। তারপর কি হলো? আমরা পালালাম। লক্ষ করো, ওরা পুলিসের কাছে গেল না, ওয়াশিংটনের কাছাকাছি ওরা নিজেরাই খুঁজে বের করল আমাদের–হার্মিসের কাজের ধরনই এরকম। খুঁজে বের করল, কিন্তু সরাসরি গুলি করে মারার চেষ্টা করল না। মারার চেষ্টা করল এলিভেটর ফেলে দিয়ে। আরও লক্ষ করো, হোগার্থ প্রিন্ট সম্পর্কে আর কোন আগ্রহ দেখাল না।'

মাথা ঝাঁকাল রিটা। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ তুমি। কিন্তু তবু ব্যাপারটা পাগলামি…হঠাৎ করে ঝানের কুখ্যাত র‍্যাঞ্চে গিয়ে পড়া…'

'ছাগলও বাঘকে ধরতে পারে…আমি রশি বাঁধা ছাগলের কথা বলছি।'

'তা হয়তো পারে,' বলল রিটা। 'কিন্তু ভুলো না ছাগলকে বলিও দেয়া হয়–জবাই করে।'

'আমরা ছাগলরা দুর্ভাগা।' রানার ঠোঁটে ব্যঙ্গাত্মক হাসি। 'তবে, রিটা, আমরা যাচ্ছি সাথে ছুরি নিয়ে। আসল ব্যাপার হলো আমার কোন বিকল্প নেই। আমাদের কাজটা হলো, মলিয়ের ঝান গোটা ব্যাপারটা পরিচালনা করছে কিনা জানা। হার্মিসকে সত্যি যদি নতুন করে গড়ে তোলা হয়ে থাকে তাহলে ওরা কি করতে চাইছে সেটা জানা খুব জরুরী। আমরা নাক গলাচ্ছি, অন্যান্যদের মত। তারা খুন হয়েছে। কেন?'

মোটেলের কামরায় ঢুকে পার্সেলগুলো খুলল ওরা, প্রয়োজনীয় প্রায় সব জিনিসই রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে কেনা হয়েছে, একজোড়া সুটকেস সহ। কাজের ফাঁকে কয়েকটা সঙ্কেত শেখাল রানা রিটাকে, রাতে বিপদ দেখা দিলে ব্যবহার করা হবে।

রিটার কামরা থেকে বেরিয়ে এসে মোটেলটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল রানা, আশপাশের এলাকাও বাদ দিল না, বিশেষ করে চোখ বুলাল পার্ক করা গাড়িগুলোর ওপর। সন্তুষ্ট হয়ে নিজের কেবিনে ফিরে এল ও। সুটকেস থেকে বের করল নতুন একজোড়া জিনসের প্যান্ট, কটনশার্ট, বুট, আর একটা উইন্ডব্রেকার। এরপর শাওয়ার সারল–প্রথমে চামড়া ছেলা গরম, তারপর হিমশীতল ঠাণ্ডা পানিতে। ঝরঝরে হয়ে গেল শরীর। ভি-পি-সেভেনটি চেক করল, সেটা ঢুকে গেল বালিশের তলায়। দরজার গায়ে ঠেকিয়ে দাঁড় করাল একটা চেয়ার, তারপর জানালা বন্ধ করে উঠল কোমল বিছানায়।

প্রায় সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়ল রানা। বিশ্রাম নেয়া শিখতে হয়, এটা একটা আর্ট–মন থেকে কিভাবে সমস্ত উদ্বেগ আর উত্তেজনা মুছে ফেলতে হয় জানা আছে ওর, এবং সেই সাথে ঘুমের মধ্যে কিভাবে নিজেকে একটা সীমা পর্যন্ত সজাগ রাখতে হয়, বিশেষ করে কোন অ্যাসাইনমেন্টে থাকার সময়, তা-ও জানা আছে। ঘুমটা গভীরই হলো, কিন্তু ওর অবচেতন মন জেগে থাকল, প্রয়োজনের মুহূর্তে ধাক্কা দিয়ে ওকে সচেতন করে তোলার জন্যে তৈরি।

রাতে কিছু ঘটল না, পরদিন দুপুরে ওকলাহোমা সিটিকে পাশ কাটাল ওরা। ইন্টিরিয়র এয়ার কন্ডিশনিঙে স্যাবের ভেতরটা ঠাণ্ডা, বাইরে প্রেইরী আর মরুভমির

সীমাহীন বিস্তার, সেই একেবারে টেক্সাসের গ্রেট প্লেইনস-এর কিনারা পর্যন্ত চলে গেছে।

পথে আর মাত্র একবার যতটা কম সময়ের জন্যে পারা যায় থামল ওরা, তারপর বিকেলের দিকে অ্যামারিলোকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল–পুরো শহরটাকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করে পশ্চিম দিকে চলে এল, ঢুকতে হলে এদিক থেকেই, কারণ রানার সন্দেহ নজর রাখার জন্যে পুবদিকের রাস্তাগুলোতেই লোক থাকবে।

আবারও ছোট একটা মোটেল বেছে নিল ওরা। গাড়ি থেকে নামতেই আগুনের আঁচ লাগল চোখে-মুখে। ইতিমধ্যে সন্ধে নামতে শুরু করেছে, একটা দুটো করে আলো জ্বলছে, চারদিকের শুকনো ঘাসের ভেতর থেকে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে একটানা। আশপাশে মানুষজন কম নয়, নারী-পুরুষ সবাই জিনস পরে রয়েছে, পায়ে বুট, মাথায় চওড়া কার্নিস সহ ফেল্ট হ্যাট। খানিকটা বিপন্ন অনুভূতির সাথে রানা উপলব্ধি করল, সত্যি তারা পশ্চিমে পৌঁচেছে।

ম্যানেজার ওদেরকে পথ দেখিয়ে একজোড়া কামরায় নিয়ে এল, দুটোর মাঝখানে দরজা আছে। বলা হলো, রাস্তার ওপারে সেলুন আর ডাইনার আছে–যদি ওরা মোটেলের কফি শপ ব্যবহার করতে না চায়। যতক্ষণ ওদের সাথে থাকল লোকটা, একবারও দাঁতের ফাঁক থেকে চুরুটটা নামাল না।

'কি, রিটা,' জিজ্ঞেস করল রানা, 'তোমার খিদে পায়নি?'

'ইচ্ছে করলে তোমাকে আমি চিবি…,' কথাটার আরেকটা অর্থ আছে বুঝতে পেরে থেমে গেল রিটা, তাড়াতাড়ি বলল, 'ভীষণ।'

মুখহাত ধুয়ে দরজা বন্ধ করে খেতে বেরুল ওরা। মোটেলের কফি শপে প্রধান খাদ্য শূকরের মাংস, জিভে জল যদি এসেও থাকে সেটা গোপন রাখতে পারল রিটা, রানার দেখাদেখি গোমাংসের অর্ডার দিল সে। খেতে খেতে কেউ তেমন কথা বলল না, তবে রিটাকে তার দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার সময় রানা জিজ্ঞেস করল, 'কিছু হয়েছে? চিন্তিত কেন?'

ক্ষীণ একটু হেসে ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল রিটা। 'না, কই!'

দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করল রানা। 'শুধু মনে রেখো, ট্রেনিঙের সময় তোমাকে খুব কম শেখানো হয়নি। তাছাড়া, শুরু থেকে বেশ ভালই উতরে এসেছি আমরা, তাই না? কি প্ল্যান করেছি মনে আছে তো? সিংহেব খাঁচায় ঢুকছি দু'জন একসাথে, কিন্তু যদি সোনার সন্ধান পাই দু'জনের মধ্যে শুধু একজনের বেরিয়ে এলেই হবে। শুধু একটা খবর পৌঁছে দেয়া–হয় তোমার কন্ট্যাক্টের কাছে, নয়তো আমার, কিংবা দু'জনের। এই অ্যাসাইনমেন্টে আমরা সমান পার্টনার, রিটা। আমাদের কাজ ওদেরকে কাবু করা, প্রমাণ সংগ্রহ করা, আর ওরা যদি কোন অশুভ ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করে থাকে সেটাকে বানচাল করা। মনে আছে তো, সকাল ঠিক ছ'টায়…?'

রিটা ঠোঁট কামড়াল।

'কিছু বলবে?'

মাঝখানের খোলা দরজার কাছ থেকে সরে এসে রানার সামনে দাঁড়াল রিটা। 'না, কি আর বলব!' পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো সে, আলতো করে

ঠোঁট বুলাল রানার চিবুক, তারপর নাকের পাশে। 'একটু বেয়াড়া মেয়ে আমি, শুরুতেই কিছুটা দুর্ব্যবহার করে ফেলেছি–আমার আর কি বলার থাকতে পারে। শুধু একটা কথা না বলে পারছি না–তুমি একটা সেকেলে গাধা!'

হেসে ফেলল রানা। 'তুমি কি আমাকে কিছু দান করতে চাইছ, রিটা? ভাবছ সাত রাজার ধন পেয়েও হারাচ্ছি?'

পিছিয়ে গেল রিটা, চোখে আগুন নিয়ে তাকিয়ে থাকল, তারপর 'হুঁহ,' বলে সবেগে ঘুরল, পায়ের দুপ দাপ আওয়াজ তুলে চলে গেল নিজের কামরায়। কিন্তু দরজাটা বন্ধ করল না–ভুলে নাকি ইচ্ছে করে সে-ই জানে।

বিছানায় লম্বা হলো রানা, পুরোদস্তুর কাপড় পরে; হাতের কাছে অটোমেটিক নিয়ে চোখ বুজল, তারপর ঘুমিয়েও পড়ল। চমকে উঠে জাগল ও, ঠিক সাড়ে পাঁচটায় অ্যালার্মের শব্দে।

শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাল রানা, কাপড় পরা শেষ করেছে এই সময় দরজায় এসে দাঁড়াল রিটা। তার এক হাতে কফি ভরা ফ্লাস্ক, অপর হাতে নাস্তার ট্রে। কফি শপ চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে, ব্যাখ্যা করল সে। ঠিক ছ'টায়, বিছানার ওপর পদ্মাসনে বসে কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে, ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল রানা–হেনরি ডুপ্রের দেয়া কার্ডের ওপর চোখ রেখে।

প্রায় ত্রিশ সেকেন্ড রিঙ হলো। তারপর একজন সাড়া দিল, এতই চিকন আর তীক্ষ্ণ যে পুরুষকণ্ঠ কিনা বোঝা যায় না সহজে। 'র‍্যাঞ্চ মলিয়ের ঝান।'

'মলিয়ের ঝানকে দিন,' বলল রানা, প্লীজ বা সম্মানসূচক আর কিছু বলল না।

'আমার মনে হয় এখনও তিনি ঘুমাচ্ছেন। সাড়ে ছ'টার আগে তিনি জাগেন না।'

'ঘুম ভাঙান। খুব গুরুত্বপূর্ণ কল।'

দীর্ঘ নীরবতার পর, 'কে তার সাথে কথা বলতে চান?'

'শুধু জানান আমি প্রফেসর লুগানিসের প্রতিনিধিত্ব করছি। আমার সাথে মিসেস লুগানিস রয়েছেন। মলিয়ের ঝানের সাথে খুব জরুরী একটা আলাপ করতে চাই।'

অপরপ্রান্তে আবার নীরবতা, তারপর, 'নামটা যেন কি বললেন…?'

'বলিনি। আমি শুধু প্রফেসরের হয়ে কাজ করছি, কিন্তু ঝানকে যদি বলতেই চান, বলতে পারেন আমার নাম মাসুদ রানা।'

ঠিক বোঝা গেল না, তবে রানার মনে হলো হঠাৎ নিঃশ্বাস আটকানোর আওয়াজ পেল ও।

এরপর অবশ্য কোন বিরতি নয়, বুলেটের মত দ্রুত ছুটে এল জবাব, 'মি. রানা, আমি এখুনি তাঁর ঘুম ভাঙাচ্ছি। একটু ধরুন, প্লীজ। আপনি যদি প্রফেসর লুগানিসের হয়ে কথা বলতে চান, তিনি অবশ্যই শুনতে চাইবেন।'

প্রায় এক মিনিট পর দ্বিতীয় একটা কণ্ঠস্বর পেল রানা। নরম গলা, ভদ্র সুর, হাসিখুশি। 'মলিয়ের ঝান।'

রিটার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমার নাম রানা, মি. ঝান। মিসেস লুগানিস আমার সাথে রয়েছেন। প্রফেসর লুগানিসের পক্ষ থেকে পাওয়ার অভ

অ্যাটর্নি দেয়া হয়েছে আমাকে…যতটুকু জানা আছে, তাঁর সাথে আপনি দেখা করতে চেয়েছিলেন।'

'দেখা করতে চেয়েছিলাম…হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, মি.…কি…রানা বললেন, তাই না? হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমার প্রাইভেট জেটে চড়ে প্রফেসর আর মিসেস লুগানিসকে এখানে বেড়িয়ে যেতে বলেছিলাম। ধারণা করি, ওরা বোধহয় সুযোগ বা সময় করে উঠতে পারেননি। হোগার্থ প্রিন্টগুলো আপনার কাছে আছে কিনা জিজ্ঞেস করতে পারি তো?'

'মিসেস লুগানিস আর প্রিন্ট, দুটোই আছে।'

'আহ্! খুশির খবর! আর পাওয়ার অভ অ্যাটর্নি? ওটার মানে কি আমরা কোন চুক্তিতে আসতে পারব?'

'যদি সত্যিই আপনি তা চান, মি. ঝান।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছেড়ে মলিয়ের ঝান বলল, 'প্রিন্টগুলো সম্পর্কে যা বলা হচ্ছে তা যদি সত্যি হয়, তাহলে ওই একটা কাজই করতে চাই আমি। আপনি কোত্থেকে বলছেন?'

'অ্যামারিলো,' জবাব দিল রানা।

'কোন হোটেলে? দাঁড়ান, এখুনি পিয়েরে ল্যাচাসিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি–সে আমার পার্টনার–আপনাদেরকে তুলে আনবে এখানে…'

বাধা দিল রানা। 'আপনি শুধু বলুন কিভাবে পৌঁছুনো যায়। আমার সাথে গাড়ি আছে, ম্যাপও আছে।'

'ও, আচ্ছা। ঠিক আছে, মি. রানা…,' ভরাট গলায় পথ-নির্দেশ দিল মলিয়ের ঝান–অ্যামারিলো ছেড়ে বেরুনো সহজ, তারপর হাইওয়ের নির্দিষ্ট একটা পয়েন্ট থেকে সেকেন্ডারি রোড ধরতে হবে, অনেকগুলো বাঁক আছে, একটু জটিল। অবশেষে পাওয়া যাবে মনো-রেল স্টেশন।

'যদি পারেন দশটার সময় থাকবেন ওখানে, আমি দেখব ট্রেনটা যেন আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করে। গাড়ির জন্যে ট্রেনে জায়গা আছে। আপনারটা র‍্যাঞ্চ পর্যন্ত আনা যাবে।' মৃদু শব্দ করে হাসল মলিয়ের ঝান। 'র‍্যাঞ্চটা ঘুরেফিরে দেখার জন্যে ওটা আপনার লাগবে।'

'দশটায় পৌঁছুব আমরা।' রিসিভার নামিয়ে রেখে রিটার দিকে ফিরল রানা। 'বুঝলে, মিসেস লুগানিস, ঝানকে রীতিমত উৎফুল্ল মনে হলো। দশটায় মনো-রেলে চড়ব বলে আশা করছি। কথা শুনে তো মনে হলো নিপাট ভদ্রলোক।' জানের পার্টনার পিয়েরে ল্যাচাসি সম্পর্কেও বলল ও, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কে লোকটা? কিছু জানো?'

রিটা বলল তার সম্পর্কে একটা ফাইল আছে। পিয়েরে ল্যাচাসিকে ঝানের নিরীহ মোসাহেব বলা যেতে পারে, বহুকালের সঙ্গী। খুব ছোটবেলায় ঝান তাকে আইসক্রীম কারখানায় কাজ দেয়, সেই থেকে রয়ে গেছে। না, লোকটা সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায়নি। বর্তমানে সে ঝানের প্রভাবশালী সেক্রেটারি হতে পারে, যদিও ঝান তাকে সব সময় পার্টনার বলে পরিচয় দেয়।

সোয়া ন'টায় আবার ওরা রাস্তায় নামল। ঝানের সাথে কথা বলার সময়

কাগজে কিছু নির্দেশ লিখেছে রানা, সেগুলো অনুসরণ করল রিটা। দু'জনেই লক্ষ করল, পিছনে ফেউ লেগেছে।

সূর্য ওঠার সাথে সাথে চারদিকে সোনালি একটা আভা ছড়িয়ে পড়েছে, সেই আভায় পরিষ্কার দেখা গেল কালো একটা বি.এম.ডব্লিউ. ফাইভ-টু-এইট/আই. ওদের পিছু পিছু আসছে, সামনের সীটে দু'জন লোক।

'গার্ড অভ অনার?' যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল রানা, মনে মনে ভাবল, গার্ড অভ অনার নাকি একটা হিট টীম? শান্তভাবে রিটার দিকে ঝুঁকে পড়ল ও, ড্যাশবোর্ডের কালো আর চৌকো বোতামে চাপ দিল। একটা কমপার্টমেন্ট খুলে যাবার পর দেখা গেল ভেতরে বড় একটা রুগার সুপার ব্ল্যাকহক পয়েন্ট ফরটি-ফোর ম্যাগনাম রয়েছে। গাড়িতে এটা সব সময় থাকে।

ফরটি-ফোর ম্যাগনাম শুধু যে মানুষকে থামাতে পারে তাই নয়, রানা এটাকে গাড়ি থামাবার উপযোগী বলেও মনে করে। ঠিক মত লক্ষ্যস্থির করা গেলে এই রিভলভার দিয়ে যে-কোন এঞ্জিনকে অকেজো করে দেয়া যায়।

'কি সর্বনাশ···এ যে মস্ত বড়!' বিস্ময় প্রকাশ করল রিটা।

'যেমন রোগ তেমনি দাওয়াই,' হাসতে হাসতে বলল রানা। 'বলতে পারো এক্সট্রা প্রোটেকশন, যদি প্রয়োজন হয়।'

সময় বয়ে চলল, সেই সাথে জানা গেল ব্ল্যাকহক ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন নেই। কালো গাড়িটা পিছনে থাকল বটে, কিন্তু কাছে আসার চেষ্টা করল না। দশ মাইল দূরে থাকতেই মনো-রেল স্টেশন দেখতে পেল ওরা–নিচু একটা বিল্ডিং, কাঁটাতারের বেড়ার ভেতরে।

কাছাকাছি এসে ওরা দেখল, বেড়াটা প্রায় বিশ ফুট উঁচু। বেড়ার গায়ে ধুলোমাখা একটা নোটিশ বোর্ড ঝুলছে, তবে লাল হরফে লেখা সতর্কবাণী পরিষ্কার বোঝা গেল:

বিপদ

কাঁটাতারের বেড়া আর বেড়ার ও-পাশটা বিপজ্জনক।
বেড়া স্পর্শ করা বা খোঁচাখুঁচি করা অথবা ওপাশে যাওয়া
বিপজ্জনক, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটতে পারে।

নোটিশের নিচে লাল একটা খুলি আঁকা রয়েছে, তার নিচে দুটো হাড়; সেই সাথে বিদ্যুৎ-এর আন্তর্জাতিক চিহ্ন–জোড়া বিদ্যুৎচমকের ছবি। বেড়ার ওপারে যাবার একটাই পথ, বড়সড় ভারী লোহার গেট। গেটের ভেতর দিকে, খানিকটা দূরে, ছোট একটা ব্লকহাউস, সামনে প্রশস্ত কংক্রিট চাতাল, চাতালের শেষ মাথায় একতলা স্টেশন বিল্ডিং।

ব্লকহাউস থেকে দু'জন লোক বেরিয়ে এল। ইউনিফর্ম পরে আছে–হালকা বাদামী স্ল্যাকস, নীল শার্ট, শার্টের বুক পকেটের কাছে ব্যাজ, তাতে লেখা মলিয়ের সিকিউরিটি। কোমরে হোলস্টার, হোলস্টারে হ্যান্ডগান। কাঁধের সাথে একটা করে পাম্প-অ্যাকশন শটগান ঝুলছে।

ইলেকট্রিক উইন্ডো নামাল রানা। 'আমাদের আসার কথা। মিসেস লুগানিস আর মি. রানা।'

'মনো-রেল পৌঁছুবে দশটায়,' উত্তর হলো। লোক দু'জনের বয়স আর চেহারা আলাদা করার উপায় নেই, সম্ভবত যমজ। দু'জনেই সাত ফুটের মত লম্বা হবে, শরীরের তুলনায় মাথা একটু যেন ছোট, চোখের চারপাশে নীল একটা ভাব।

ড্রাইভিং মিররে চোখ রেখে রানা দেখল, কালো বি.এম. ডব্লিউ এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে বেশ খানিকটা পিছনে। গাড়িটার আলো দু'বার জ্বলে উঠে নিভে গেল।

সঙ্কেত পেয়ে গেটের একজন লোক এক দলা থুথু ফেলল চাতালে। 'বোধহয় ঠিক আছে,' টেক্সাসের আঞ্চলিক সুরে বলল সে, তাকাল সঙ্গীর দিকে, ইঙ্গিতে ব্লকহাউসটা দেখাল, 'যাও, ইলেকট্রিসিটি অফ করো।'

'কথাটা সত্যি?' জিজ্ঞেস করল রানা, হাত বের করে নোটিশটা দেখাল।

'বাজি ধরতে চাও?'

'কেউ মারা গেছে কখনও?'

'বহু। র‍্যাঞ্চ কিনা, অনুমতি পাওয়া গেছে। কেউ যদি ইচ্ছে করে মরে, আইন আমাদের কি করবে! রাতে চারদিকে আমরা আলো জ্বেলে রাখি। পাওয়ার অফ করা হয় শুধু কেউ বেরুলে বা ঢুকলে। তুমি যদি প্রাইভেসী চাও, ডিয়ার ফ্রেন্ড, এখানে তার কোন অভাব নেই—যদি পেমেন্ট করার মুরোদ থাকে।'

অপর লোকটা ব্লকহাউস থেকে বেরিয়ে এল। গেটের ভারী বোল্ট খুলল সে, তারপর দু'জন মিলে গেটের পাল্লা মেলে ধরল। 'যত তাড়াতাড়ি পারো ঢুকে পড়ো,' চিৎকার করে বলল একজন, এতক্ষণ সে-ই কথা বলছিল রানার সাথে। 'বেশিক্ষণ ইলেকট্রিসিটি বন্ধ রাখলে মালিক রেগে যাবেন।'

সাবধানে গাড়ি চালিয়ে গেটের ভেতর, চাতালে চলে এল রানা, ঘাড় ফিরিয়ে গার্ডদের গেট বন্ধ করা দেখছে। একজন ব্লকহাউসে ঢুকে গেল। আয়নায় তাকিয়ে দেখল, বি.এম. ডব্লিউ অদৃশ্য হয়েছে। স্রেফ প্রহরী, ভাবল ও, অতিথি ঝান রাজ্যে নিরাপদে পৌঁছুল কিনা নিশ্চিত হতে চেয়েছিল। হার্মিসের বৈশিষ্ট্যই এই, সব কাজের খুঁটিনাটির দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা হয়। ড্যাশবোর্ডের বোতামে আবার চাপ দিল রানা। হিস্‌স্‌ শব্দের সাথে ব্ল্যাকহক সহ কমপার্টমেন্টটা অদৃশ্য হয়ে গেল, পরমুহূর্তে রানার জানালায় উঁকি দিল প্রথম গার্ড।

'তুমি জানো, তোমার স্টিয়ারিং উল্টো দিকে, ডিয়ার ফ্রেন্ড?'

মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'ইংলিশ কার···না, কার নয়, স্টিয়ারিং।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, শুনেছি বটে ওদিকের ওরা রঙ সাইডে গাড়ি চালায়।' দশাসই টেক্সান এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল। 'দরজা দেখতে পাচ্ছ? গাড়ির নাক ওদিকে তাক করো, আর চুপচাপ বসে থাকো, কেমন? খবরদার, বেরুবে না—বেরুলেই মারা পড়বে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে,' রাজি হলো রানা।

চৌকো স্টেশন বিল্ডিঙের একদিকের দেয়াল দেখতে পাচ্ছে ওরা, বড় আকারের ধাতব দরজা রয়েছে।

'এটা একটা পরিত্যক্ত স্টেশন,' বলল রিটা। 'পরে বোধহয় র‍্যাঞ্চ করার সময় কিনে নিয়েছে ঝান। তারমানে স্টেশনটাও তার নিজের সম্পত্তি, তা না হলে

কাঁটাতারের বেড়া দিতে পারত না।'

'হ্যাঁ, স্টেশনটাও র‍্যাঞ্চের একটা অংশ।'

খানিক পর রিটা বলল, 'সিকিউরিটি খুব কড়া।'

রিটা আগেই ব্রিফিং করেছিল, তাছাড়া হার্মিসের সিকিউরিটি কি ধরনের হতে পারে সে-সম্পর্কে একটা ধারণা ছিল রানার, তবু আয়োজন আর কড়াকড়ির বহর দেখে প্রভাবিত হলো ও। ইলেকট্রিফায়েড কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে সুরক্ষিত মনো-রেল ছাড়া র‍্যাঞ্চ মলিয়ের ঝানে প্রবেশ করার আর কোন পথ নেই। একমাত্র পথটা পাহারা দিচ্ছে শুধু ইলেকট্রিসিটি নয়, সশস্ত্র গার্ডরা। বি.এম. ডব্লিউ. গাড়িটা সম্পর্কে ভাবল রানা, ওদেরকে কি ওয়াশিংটন থেকে ফলো করা হয়েছে?

মাথায় এ-সব চিন্তা নিয়ে ওর গানমেটাল সিগারেট কেসটা বের করল রানা, অফার করল রিটাকে, রিটা প্রত্যাখ্যান করায় নিজে একটা ধরাল। উদ্বেগের অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি বিরক্ত করছে ওকে। ইংল্যান্ড থেকে রওনা হওয়ার সময় অনুভূতিটা ছিল না। রওনা হওয়ার পর অনেক ঘটনাই তো ঘটছে—নিউ ইয়র্কে ওদেরকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা হয়, ওয়াশিংটনে ফেলে দেয়া হয় এলিভেটর, তারপর টেক্সাসের পথে দীর্ঘ যাত্রা। এখন, ঝানের র‍্যাঞ্চে ঢোকার মুহূর্তে, উদ্বিগ্ন হওয়াটা শুভ লক্ষণ নয়। মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের একটা উপদেশ মনে পড়ে গেল রানার—'সংশ্লিষ্ট বিষয়ের খুঁটিনাটি নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকা ভাল, রানা; গোটা বিষয়টা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগো না।

খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। দশটা এক মিনিটে রানা অনুভব করল, গাড়িটা সামান্য কাঁপছে। জানালার কাচ নামাবার পর টারবাইনের ভারী গুঞ্জন কানে এল। জিনিসটা যখন মলিয়ের ঝানের, অবশ্যই সিস্টেমটা শূন্যে ঝুলন্ত, দর্শনীয় কোন ব্যাপার হবে—বিশাল রেইলের ওপর ঝুলে আছে ট্রেন।

টারবাইনের গুঞ্জন বাড়তে থাকল।

ট্রেনটাকে ওরা আসতে দেখল না, তবে একজন গার্ড এগিয়ে গিয়ে ওদের দিকে মুখ করা দরজার পাশে দাঁড়াল, দেয়ালে আটকানো একটা বাক্সের ঢাকনি খুলে বোতাম টিপল সে। নিঃশব্দে খুলে গেল বিশাল লোহার দরজা।

লম্বা একটা র‍্যাম্প ক্রমশ উঁচু হতে হতে দরজার ভেতর অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। গার্ড ইঙ্গিত দিল, স্টার্ট নিল স্যাব। 'বিসমিল্লাহ্ বলো!'

'বিসমিল্লাহ···,' বলেই ঝট করে রানার দিকে তাকাল রিটা। 'মানে?'

'উনি তো একজনই,' গাড়ি ছেড়ে দিয়ে বলল রানা, হাসছে। 'কেউ বলতে পারবে না তিনি মুসলমান, ইহুদি বা খ্রিস্টান বা আর কিছু—যে-কোন এক নামে ডাকলেই হলো!'

'ও, তুমি ঈশ্বরের কথা বলছ!' বুঝতে পারায় রিটার পেশীতে ঢিল পড়ল। 'বিসমিল্লাহ!'

র‍্যাম্প ধরে প্রায় বিশ ফুট উঠে এল স্যাব, এরপর সামনেটা সমতল। ধীরে ধীরে বাঁক নিয়ে একটা টানেলে ঢুকল গাড়ি, টানেল থেকে সরাসরি ট্রেনে।

আশপাশে কয়েকজন লোক দেখা গেল, গার্ডদের মত একই ইউনিফর্ম পরে আছে, তবে নীল শার্টের সাথে সোনালি ব্যাজে লেখা রয়েছে মলিয়ের সিকিউরিটির

বদলে 'মলিয়ের সার্ভিস'। তারাই রানাকে গাইড করল গাড়িটাকে ঠিক পজিশনে রাখার কাজে। তারপর তাদের একজন এগিয়ে এসে স্যাবের দরজা খুলল, সবিনয় ভদ্র সুরে বলল, 'মিসেস লুগানিস, মি. রানা, ওয়েলকাম অ্যাবোর্ড। প্লীজ লিভ ইওর কার হিয়ার, উইথ দ্য হ্যান্ডব্রেক অন।'

ঝানের আরেকজন লোক রিটার জন্যে উল্টো দিকের দরজা খুলল। আবার যখন ওটা বন্ধ হলো, নিজের সীটে বসে থেকেই বোতাম টিপে সেটায় তালা লাগিয়ে দিল রানা। ইতিমধ্যে অটোমেটিক ডিভাইস-এরও বোতামে চাপ দিয়েছে রানা, ফলে ওর অনুপস্থিতিতে এঞ্জিনে কেউ হাত দিতে পারবে না। গাড়ি থেকে নামল ও, হাতে ব্রীফকেস, তারপর নিজের দিকের দরজায় তালা লাগাল।

লোকটা অনড় দাঁড়িয়ে থাকল, যেন পথ ছাড়বে না। 'চাবিটা আমার কাছে নিরাপদ থাকবে, স্যার।'

'আমার কাছে আরও বেশি নিরাপদ থাকবে।' রানা হাসল না। 'গাড়িটা যদি সরাবার দরকার হয়, আমার সাথে দেখা কোরো।'

এবার নড়ল লোকটা, তবে চেহারা আগের মতই ঠাণ্ডা আর নির্লিপ্ত। 'আপনার জন্যে মি. ল্যাচাসি অপেক্ষা করছেন, স্যার।'

ভেহিকেল কমপার্টমেন্টের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে মানুষ নয়, ওটা একটা কঙ্কাল। লম্বা তাল গাছ, গলার ওপর খুলি আর মুখে যেন স্বচ্ছ আলগা চামড়া টান টান করে সেঁটে দেয়া হয়েছে। এমনকি চোখ দুটো পর্যন্ত খোপের গভীরে সেঁধিয়ে আছে। জিন্দা লাশ বোধহয় একেই বলে।

'মিসেস লুগানিস। মি. রানা। স্বাগতম।'

এ সেই চিকন, তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, আজ সকালে টেলিফোনে শুনেছে রানা। সচল কঙ্কাল রানার দিকে একটা হাড্ডিসার হাত বাড়িয়ে দিল। রানা দেখল, হ্যান্ডশেক করার সময় নিজের অজান্তেই চোখ-মুখ কুঁচকে শিউরে উঠল রিটা। এক সেকেন্ড পর কারণটা রানাও বুঝতে পারল–আসলেও মনে হলো একটা লাশের হাত ধরল ও–ঠাণ্ডা, অসাড়, ভেজা ভেজা। একটু বেশি চাপ দিলে, রানার মনে হলো, গুঁড়ো হাড়ে ভর্তি হয়ে যাবে মুঠো।

ওদেরকে সুন্দর ডিজাইন করা একটা কোচে নিয়ে এল ল্যাচাসি। লেদারের তৈরি অনেকগুলো সুইভেল চেয়ার রয়েছে, টেবিলগুলো মেঝের সাথে আটকানো, সুন্দরী একজন হোস্টেস ওদেরকে পানীয় সার্ভ করার জন্যে এক পায়ে খাড়া।

ওরা বসতে না বসতে চলতে শুরু করল মনো-রেল। স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে স্পীড বাড়াল ড্রাইভার। রেল তো বটেই, কোচটা আরও উঁচুতে, এত ওপর থেকেও লাইনের দু'দিকে ইলেকট্রিফায়েড কাঁটাতারের বেড়া দেখতে পেল রানা। ওদের চারদিকে মরুভূমি আর সমতল প্রান্তর দিগন্ত ছুঁয়েছে।

সামনে এগিয়ে এসে হোস্টেস জানতে চাইল কে কি চায় ওরা। ভোদকা মার্টিনি চাইল রানা। রিটা শেরি, ল্যাচাসিও তাই।

'আপনার পছন্দের প্রশংসা করি,' মন্তব্য করল ল্যাচাসি। 'আ ভেরি সিভিলাইজড্ ড্রিঙ্ক, শেরি।' হাসল বটে সে, কিন্তু তার যা মুখ তাতে হাসি ফোটেও না, মানায়ও না, কিংবা একেই বোধহয় ভৌতিক হাসি বলে। রানার মনে হলো,

মৃত্যু যেন ভেঙচি কাটল।

যেন ওদের অস্বস্তি দূর করার জন্যেই আবার কথা বলল ল্যাচাসি, 'আজ ঝান শুধু ভেহিকেল ট্র্যান্সপোর্টার আর ক্লাব কোচ রেখেছে ট্রেনে। আপনারা যখন বিদায় নেবেন, ও হয়তো বাছাইয়ের একটা সুযোগ দেবে।'

'কিসের বাছাই?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'মনো-রেল কার,' সাদা হাত দুটো দু'পাশে মেলে দিয়ে বলল ল্যাচাসি। 'আপনারা বোধহয় জানেন না, ঝানের মধ্যে কিছু পাগলামি ভাব আছে। বিখ্যাত জিনিসের নকল রাখতে ভালবাসে ও। ওর এই রেল সিস্টেমে বিখ্যাত অনেক কোচ আছে, সব নকল—এই ধরুন রানী ভিক্টোরিয়ার বিশেষ রেলরোড কার, হ্যাঁ, সেটাও তৈরি করিয়েছে। তারপর ধরুন প্রেসিডেনশিয়াল কার, জার নিকোলাস যে কারটা ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করতেন, যে কোচে বসে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়রের যুদ্ধবিরতি চুক্তি সই করা হয়—বিখ্যাত যে-কোন কারের নাম বলুন, ওর আছে। যেটায় যুদ্ধবিরতি সই করানো হয় সেটার অর্থাৎ আসলটার এখন আর কোন অস্তিত্বই নেই। ফ্রেঞ্চদেরকে ওটায় বসিয়ে শান্তিচুক্তি সই করায় হিটলার। পরে কোচটা নষ্ট হয়ে যায়।'

'জানি,' হঠাৎ করে বলল রানা। মুখটা তো নরকের প্রতিচ্ছবি বটেই, কান ঝালাপালা করা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর স্নায়ুর ওপর যেন হাতুড়ির বাড়ি মারছে। 'কিন্তু নকল কেন?' সংক্ষেপে জানতে চাইল ও।

'হ্যাঁ, খুব ভাল একটা প্রশ্ন করেছেন,' পিয়েরে ল্যাচাসি বলল। 'ঝান ইজ আ গ্রেট কালেক্টর। অমূল্য জিনিস সংগ্রহ করা ওর একটা বাতিক। তারমানে এ-কথা ভাববেন না যে আসল জিনিসের ওপর লোভ নেই ওর। রানী ভিক্টোরিয়ার রেলরোড কারটা কিনতে চেয়েছিল, কিন্তু তখন ওরা ওটা বিক্রি করতে চায়নি। বাকিগুলোও কেনার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছে ওগুলো বিক্রির জন্যে নয়।'

'হুঁ।' আর কিছু বলার মত খুঁজে পেল না রানা।

'বাজারে যদি ভাল কোন জিনিস আসে, ঝান সেটা সবচেয়ে বেশি দাম দিয়ে কিনতে চায়, ফলে বেশিরভাগ জিনিস তার কপালেই জোটে। আপনারা এখানে কেন? ঝান হোগার্থ প্রিন্টগুলো চেয়েছে বলেই তো, নাকি?'

'আরেকটু হলে এখানে আমাদের আসা হত না,' মন্তব্য করল রানা, কিন্তু হয় ল্যাচাসি শুনতে না পাওয়ার ভান করল, নয় গুরুত্ব দিল না।

হাতে ট্রে নিয়ে ফিরে এল হোস্টেস মেয়েটা। নিজের গ্লাসে চুমুক দিয়ে খুশি হলো রানা, নিজের হাতে তৈরি করা মার্টিনির কথা বাদ দিলে, এত ভাল জিনিসের স্বাদ আর কোথাও পায়নি ও।

রিটার সাথে কথা বলে চলেছে ল্যাচাসি, বিশাল জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে রানা। মনো-রেল নিশ্চয়ই ঘণ্টায় দেড়শো মাইল গতিতে ছুটছে অথচ কোচে বসে মনে হচ্ছে প্রান্তরের ওপর দিয়ে অনায়াস ভঙ্গিতে উড়ে চলেছে ওরা।

রেল ভ্রমণ শেষ হতে পনেরো মিনিটের সামান্য কিছু বেশি লাগল। ধীরে ধীরে কমে এল ট্রেনের গতি। কাছে আর দূরে কয়েক প্রস্থ কাঁটাতারের বেড়া দেখা

গেল, তারপর উঁচু আর চওড়া একটা পাঁচিল, পাঁচিলের মাথায় কাঁটাতার, প্রায় বিশ ফুট পর্যন্ত উঠে গেছে।

পাঁচিলকে পাশ কাটিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল মনো-রেল কার। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার, আকস্মিক নাটকীয়তার সাথে চারপাশের দৃশ্য বদলে গেল–চোখ জুড়ানো সবুজের সমারোহ, প্রচুর গাছপালা, কিন্তু মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যে দেখার সুযোগ হলো, কারণ তারপরই ধনুকের মত বাঁকা স্টেশনের কয়েকটা সাদা দেয়াল ঘিরে ফেলল ওদেরকে।

'আমার জন্যে আপনাদের গাড়িতে জায়গা হবে কি?' রানার দিকে তাকাল ল্যাচাসি। রানাও তার দিকে তাকিয়ে আছে, রীতিমত একটা ধাক্কার সাথে উপলব্ধি করল কোটরে বসা চোখ দুটোয় প্রাণের কোন লক্ষণ নেই।

'প্রচুর জায়গা,' জবাব দিল ও।

'গুড। স্টেশন থেকে পথ দেখাব আমি। মলিয়ের ঝান র‍্যাঞ্চ বেশ বড়, যদিও বড় বাড়িটা দেখতে না পাবার কোন কারণ নেই। স্টেশনের কাছেই।'

র‍্যাম্প থেকে নামার পর রানার মনে হলো সময় যেন পিছিয়ে গেছে, ওরা দাঁড়িয়ে রয়েছে গত শতাব্দীর ছোট একটা আমেরিকান রেলরোড স্টেশনের বাইরে। সন্দেহ নেই, ঝানের দুর্লভ সংগ্রহের মধ্যে এটাও একটা–ওয়েস্টার্ন কাহিনী থেকে তুলে আনা।

চারদিকে তাকাল রানা। কয়েক মিনিট আগে খয়েরি, রোদে পোড়া, মরু ঘাস দেখছিল ও। এখন, বিশাল পাঁচিল ডান আর বাম দিকে দ্রুত পিছিয়ে যাবার সময়, তাজা সবুজ ঘাস, গাছপালা, কৃত্রিম ঝর্না ইত্যাদি দেখতে পাচ্ছে। স্টেশন থেকে একটাই রাস্তা র‍্যাঞ্চের ভেতর দিকে চলে গেছে, রাস্তার দু'পাশে মাথা উঁচু করে রয়েছে সার সার গাছ, ছোট একটা নালার ওপর সুদৃশ্য ব্রিজ। এরপর মেইন রোডের আরও শাখা বেরিয়েছে।

'ডান দিকে চলুন,' বলল ল্যাচাসি। 'তারপর মেইন ড্রাইভ ধরে সোজা ঢুকে পড়ুন।'

ভয়ে নয়, বিস্ময়ে আঁতকে উঠল রিটা, আওয়াজটা শুনতে পেল রানা। ওদের সামনে, গাঢ় সবুজ মখমল বিছানো লনের মাঝখানে, প্রকাণ্ড একটা সাদা বাড়ি। চওড়া ধাপগুলো উঠে গেছে পোর্টিকোতে, পোর্টিকো থেকে চৌকো মোটা থামগুলো অনেক ওপরে সমতল ছাদে গিয়ে ঠেকেছে। এই ছাদটাই পিছিয়ে গিয়ে গোটা বাড়িটাকে ঢেকে ফেলেছে। লাল টালির ছাদ। ধবধবে সাদা বাড়িটার মাথায় যেন আগুন জ্বলছে। বাড়ির সামনে ডগউড গাছ, গাড়ি-পথের দু'দিকে–রানার মনে হলো, কোথায় যেন ঠিক এই দৃশ্য আগেও দেখেছে ও।

'টারা,' ফিসফিস করে বলল রিটা। 'এ টারা।'

'টারা?' বুঝল না রানা।

'গন উইথ দ্য উইন্ড। মার্গারেট মিচেল-এর বই···সিনেমা হয়েছে। সিনেমাতে আছে এই বাড়িটা। তুমি দেখোনি, রানা? ভিভিয়ান লিচ, ক্লার্ক গ্যাবল···'

'ওহ্-হো!' মনে পড়ল রানার।

'বাহ, ধরে ফেলেছেন দেখছি!' ল্যাচাসির সরু গলা যেন কানের পর্দায় আঁচড়

কাটল। 'বেশিরভাগ মানুষ বুঝতে আরও সময় নেয়। সিনেমায় বাড়িটা দেখার পর ঝান প্রেমে পড়ে যায়, বুঝলেন। এম.জি.এম-এর কাছ থেকে ডিজাইনটা কিনে নেয় ও। আহ্, ওই যে ওখানে–আমাদের ঝান!'

চওড়া ধাপগুলোর পাশে স্যাব দাঁড় করাল রানা, শেষ ধাপে বিশালদেহী মানুষটা নিঃশব্দ হাসির ঝর্না বিশেষ। কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত এক মাদকতা–যেমন উষ্ণ, তেমনি উদাত্ত।

'মিসেস লুগানিস! আপনার স্বামীও কেন আসতে পারলেন না? আরে, ইনি নিশ্চয়ই মি. রানা! আসুন-আসুন, বারান্দায় বসে গলা ভেজানো যাক। লাঞ্চের আগে আমাদের হাতে প্রচুর সময়।'

মলিয়ের ঝানের মুখের রঙ লাল, চেহারায় আশ্চর্য সরলতা, বয়স্ক শিশু যেন। নাকি, ভাবল রানা, পরিণত শয়তান? স্যাব থেকে ধীরে ধীরে নামল ও। ঝানের বয়স...আন্দাজ করা কঠিন, পঁয়তাল্লিশ থেকে ষাটের মধ্যে হবে। মাথায় কালো চুল, পরচুলা কিনা কে জানে। তবে হাঁটা-চলায় প্রাণশক্তির প্রাচুর্য অনায়াসে ধরা পড়ে। শিশুসুলভ উৎসাহে সারাক্ষণ হাসছে। সব কিছু মিলিয়ে বানোয়াট একটা ব্যাপার–চেহারা, আচরণ দুটোই। এই লোকই কি নতুন সও মং? হার্মিসের নব নির্বাচিত নেতা?

'আসুন, মিসেস লুগানিস,' ঝানকে বলতে শুনল রানা, '...আসুন, মি. রানা। জানি আমরা টেক্সাসে রয়েছি, কিন্তু দুনিয়ার সেরা জুলিপ তৈরি করতে পারি আমি। কেমন লাগছে শুনতে? মিন্ট জুলিপ, টেক্সান স্টাইল!' এবার সশব্দে, সংক্রামক হাসি উদ্গিরণ করল সে। 'টুকরো বরফ দিয়ে আপনি শুধু গ্লাস ভরবেন, তারপর জিন ঢালবেন, সাথে পুদিনার কয়েকটা পাতা।' অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সে, তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রানা আসছে কিনা।

হ্যাঁ, ধনকুবেরের চোখে চোখ রেখে ভাবল রানা, এ লোক নতুন সও মং হতে পারে। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর এ-ধরনের একজন লোককেই সও মং নির্বাচিত করার কথা।

এরপর রানার চোখ পড়ল কঙ্কালসার পিয়েরে ল্যাচাসির দিকে, পোর্টিকোর রোদ আর ছায়ার মধ্যে উঁচু টাওয়ারের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। নাকি ল্যাচাসি? মলিয়ের ঝানকে সামনে ঠেলে দিয়ে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে নতুন সও মং–পিয়েরে ল্যাচাসি? হার্মিস তার নেতার নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করার জন্যে এ-ধরনের কাভারের ব্যবস্থা করলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। সমস্ত সম্পত্তি আর ক্ষমতা হয়তো ল্যাচাসির হাতে রয়েছে, কিন্তু ভাব দেখানো হচ্ছে মলিয়ের ঝানই সর্বেসর্বা। হতে পারে না?

সিংহের গর্তে ঢোকার পর এখন সেটাই জানতে হবে রানাকে।

দশ

ঝানের কড়া মিন্ট জুলিপ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল রানা, বদলে আরেকটা

ভোদকা মার্টিনি চাইল ও।

'অবশ্যই, অবশ্যই!' ব্যস্ত হয়ে উঠল ঝান। 'আপনার যা খুশি! খাওয়া আর পান করার ব্যাপারে কোন পুরুষের ওপর আমি জোর খাটাই না। কিন্তু যদি মেয়েদের কথা বলেন···মানে, সেটা আলাদা ব্যাপার।'

'কি বলতে চান?' তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করল রানা।

বারান্দার প্রধান দরজা দিয়ে সাদা কোট পরা একজন বেয়ারা ঢুকেছে, বড়সড় ট্রলি বার-এর পিছনে সতর্ক অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে সে। ঝান নিজের হাতে অতিথিদের আপ্যায়ন করে তৃপ্ত হতে চায়। বোতলের ওপর দিয়ে তাকাল সে, হাত দুটো শরীরের দু'পাশে শূন্যে স্থির হয়ে আছে, সরল মুখ বিস্ময়ের মুখোশ। 'আমি দুঃখিত, মি. রানা। আপনাকে আহত করলাম?'

জবাবে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'বললেন পুরুষদের খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে জোর খাটান না, তারপর বললেন মেয়েদের ব্যাপারে খাটান। আমি কথাটার মানে জানতে চেয়েছি।'

শান্ত হলো ঝান, ঢিল পড়ল পেশীতে, আবার হাসল সে। 'একটা জোক, মি. রানা। জাস্ট এ জোক, অ্যামাঙ মেন অভ দ্য ওয়ার্ল্ড। অর, মে বি ইউ আর নট আ ম্যান অভ দ্য ওয়ার্ল্ড?'

'সে অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে আছে বটে।' চেহারায় অসন্তোষের ভাব ধরে রাখল রানা। 'কিন্তু তবু আমি বুঝতে অক্ষম মেয়েদের সাথে অন্য রকম ব্যবহার কেন করা হবে।'

'আমি শুধু বলতে চেয়েছি মেয়েদেরকে মাঝেমধ্যে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে প্রলুব্ধ করতে হয়।' রিটার দিকে ফিরল ঝান। 'কি, মিসেস লুগানিস, মাঝে মধ্যে প্রলুব্ধ হতে ইচ্ছে করে না?'

হেসে উঠল রিটা। 'সেটা নির্ভর করে কে, কিসের জন্যে প্রলুব্ধ করতে চায়···'

মাঝখান থেকে সরু মেয়েলি গলায় পিয়েরে ল্যাচাসি মন্তব্য করল, 'আমার ধারণা ঝান সেই পুরানো প্রচলিত কথাটার ওপর ভিত্তি করে জোক করার চেষ্টা করছিল–মেয়েরা যখন "না" বলে তখন আসলে তারা বলতে চায় "হয়তো"।'

'আর যখন ওরা "হয়তো" বলে তখন আসলে বলতে চায় "হ্যাঁ",' হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে কথাটা শেষ করল ঝান।

'আচ্ছা।' টেবিল থেকে মার্টিনির গ্লাসটা তুলে নিল রানা, শব্দটা এমন নীরস সুরে উচ্চারণ করল যেন ওর ভেতর রসবোধ বলে কিছু নেই। মনে মনে এই মাত্র একটা হিসেব শেষ করেছে ও–মলিয়ের ঝানের মত লোকের সাথে খেলতে হলে বিপরীতধর্মী একটা ভূমিকা গ্রহণ করাই সবদিক থেকে ভাল।

'তা সে যাই হোক,' বলে গ্লাসটা উঁচু করল ঝান, 'আসুন, হাতের কাজটা শেষ করি। তারপর, সম্ভবত, মি. রানা, হোগার্থের শিল্পকর্মের সাথে পরিচিত হওয়া যাবে। লাঞ্চের আগে হাতে সময় রয়েছে।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা, তারপর মন্তব্য করল, 'টাইম ইজ মানি, মি. ঝান।'

'কি যে বলেন, সময় জাহান্নামে যাক।' চেহারায় গর্ব নিয়ে বলল ঝান।

'আমার টাকা আছে, আর আপনার আছে সময়। কিংবা আপনার যদি না থাকে, আমি সেটা কিনে নেব। এত দূরের পথ ভেঙে অতিথিরা যাঁরা আমার এখানে আসেন, তাঁদের আমি আনন্দ-ফুর্তির ভাগ না দিয়ে ছাড়ি না।' থামল সে, যেন রিটাকে অনুরোধ করছে। 'আপনারা ক'টা দিন থেকে যাবেন, কি বলেন, মিসেস লুগানিস? প্লীজ! সব ব্যবস্থা করা হয়েছে, গেস্ট কেবিন খুলে…'

'দু'একদিনে কিছু এসে যাবে না, কি বলো, রানা?' আবেদনের ভঙ্গিতে রানার দিকে তাকাল রিটা, চেহারায় আবদারের ভাবটুকু নিখুঁতভাবে ফুটল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা, ঠোঁট জোড়া প্রসারিত করল। 'কিন্তু…মানে…'

'আপত্তি কোরো না, প্লীজ, রানা। তুমি চাইলে গ্রেগকে আমি ফোন করতে পারি…'

'সিদ্ধান্তটা তুমি নেবে,' গম্ভীর গলায় জানিয়ে দিল রানা।

'ব্যস, মিটে গেল!' হাত দুটো পরস্পরের সাথে ঘষল ঝান। 'এবার…মানে…হোগার্থ প্রিন্টগুলো এখন কি একবার দেখা সম্ভব?'

রিটার দিকে তাকাল রানা। 'তোমার যদি কোন অসুবিধে না থাকে, মিসেস লুগানিস।'

মিষ্টি করে হাসল রিটা। 'প্রিন্টের ব্যাপারে তোমার কথাই শেষ কথা, রানা। আমার স্বামী ওগুলো তোমার হাতে তুলে দিয়েছে।'

ইতস্তত করল রানা। 'ঠিক আছে, আমি তো কোন অসুবিধে দেখছি না। তবে চাইব, মি. ঝান, ওগুলো আপনি বাড়ির ভেতর দেখবেন।'

'প্লীজ!' খুশিতে যেন লাফাতে শুরু করল ঝান, তার বিশাল শরীর এক পা থেকে আরেক পায়ে ঘন ঘন ভর দিচ্ছে। 'প্লীজ কল মি মলিয়ের। আপনি এখন টেক্সাসে রয়েছেন।'

পকেট থেকে গাড়ির চাবি বের করল রানা, ধাপ বেয়ে নেমে গেল স্যাবের কাছে।

বিশেষ ধরনের উত্তাপ-প্রতিরোধক একটা ফোল্ডারে রয়েছে প্রিন্টগুলো। স্যাবের বড়সড় বুটে, একটা শেলফের তলায় ফলস্ কমপার্টমেন্ট, সেখান থেকে ফোল্ডারটা বের করল রানা। শরীর দিয়ে আড়াল করে রাখল, পোর্টিকো থেকে ওরা যাতে দেখতে না পায় কোত্থেকে বেরুল। বুট তালা লাগিয়ে উঠে এল ও।

'কি সুন্দর গাড়ি,' স্যাবের দিকে সন্দেহ ভরা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থেকে বলল ঝান, তার সরল চেহারার সাথে দৃষ্টিটা মানাল না।

'এ-ধরনের আর যত গাড়ি আছে, দৌড়ে এটার সাথে সেগুলোর একটাও পারবে না,' বলল রানা।

'অ্যাঁ, তাই নাকি?' ঝিক্ করে উঠল ঝানের চোখ, দৃষ্টিতে প্রায় ধরা পড়ে এমন একটা আনন্দের তরঙ্গ নাড়া দিয়ে গেল তার বিশাল দেহটাকে। 'বেশ তো, সেটা না হয় পরীক্ষা করে দেখব আমরা। কয়েকটা গাড়ি আমারও আছে, ট্র্যাকও পাবেন আমার র‍্যাঞ্চে। ইচ্ছে করলেই আমরা একটা আয়োজন করতে পারি, কি বলেন? লোকাল গ্রাঁ প্রি?'

'নয় কেন!' ফোল্ডার নেড়ে বাড়ির ভেতর দিকটা দেখাল রানা।

'ও, হ্যাঁ-হ্যাঁ!' উত্তেজনায় কেঁপে উঠল ঝান। 'মিসেস লুগানিসকে পিয়েরের নিরাপদ হাতে রেখে যেতে পারি আমরা। লাঞ্চের পর আপনাদেরকে গেস্ট কেবিনে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা হবে। তারপর ঝান র‍্যাঞ্চে গাইডেড ট্যুরের আয়োজন করা যাবে। বুঝলেন, মি. রানা, আমার র‍্যাঞ্চ নিয়ে আমি গর্বিত।'

লম্বা দরজার দিকে ইঙ্গিত করল সে, পথ থেকে সরে গিয়ে রানাকে আগে ঢুকতে দিল। বিশাল, শীতল হলওয়ে; নকশা-কাটা কাঠের মেঝে, মাঝখানে সোনালি সিঁড়ি। আর যাই হোক, স্টাইলের সাথে বেঁচে থাকতে জানে মলিয়ের ঝান।

'আমাদের প্রিন্ট-রুমে যাওয়া উচিত, কি বলেন?' সিঁড়ি বেয়ে একটা চওড়া করিডরে নেমে এল ঝান, প্রচুর বাতাস। রানাকে পাশে নিয়ে দরজা খুলল।

বিস্ময়ের একটা ধাক্কা অনুভব করল রানা। কামরাটা খুব বড় নয়, তবে দেয়ালগুলো অসম্ভব উঁচু, খানিক পর পর ওপর থেকে পর্দা নেমে এসেছে। লাখ লাখ ডলারের সম্পত্তি, দেয়ালের সাথে ঝুলছে। কেনসিংটনে যত কমই শিখে থাকুক রানা, দেয়ালের বেশ কয়েকটা প্রিন্ট চিনতে পারল ও।

কমপক্ষে চারটে ভারি দুর্লভ হলবীনস রয়েছে। কিছু অমূল্য প্লেয়িং কার্ড, যদিও অতিমাত্রায় রঙ চড়ানো। বাক্সটার-এর কালার প্রিন্ট একটাই, সই করা (ইনস্ট্রাক্টর রানাকে জানিয়েছিল, বাক্সটারের কালার প্রিন্ট সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব)। আরেকটা সেট দেখে মনে হলো আসল বিউইকস। শুধু দেয়ালে নয়, পর্দার ওপরও শোভা পাচ্ছে অনেক প্রিন্ট। আড়ালে রাখা স্পীকার থেকে হালকা যন্ত্রসঙ্গীতের আওয়াজ ভেসে আসছে, ঠাণ্ডা কামরার ভেতর ছড়িয়ে দিচ্ছে বিমল শান্তি। পালিশ করা কাঠের মেঝে, আয়নার মত ঝকঝকে। কামরার এখানে সেখানে কয়েকটা চেয়ার, আর জানালার পাশে একটা মাত্র টেবিল, আর কোন ফার্নিচার নেই। এগুলো, রানা ধারণা করল, অমূল্য অ্যান্টিকস-ই হবে।

'মোটামুটি ভাল কালেকশন, কি বলেন, মি. রানা?' কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রানার জবাব পাবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে থাকল ঝান।

'বেশ ভাল। বড় বড় সংগ্রাহকদের সম্পর্কে জানি কিভাবে কোন্‌টা সংগ্রহ করা হয়েছে তা তারা কাউকে জানায় না, কাজেই সে প্রশ্ন আপনাকে আমি করব না।' হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল রানা। 'প্রফেসর লুগানিসের মুখে শুনেছি আপনার নাকি দুটো শখ বা দুর্বলতা আছে...'

'মাত্র দুটো?' ঝানের একটা ভুরু উঁচু হলো, চেহারায় বিস্ময়।

'প্রিন্ট আর আইসক্রীম,' বলল রানা। টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল ও, ওর পিছনে আকস্মিক অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল ঝান।

হঠাৎ শুরু, হঠাৎই আবার থামল হাসি। 'আপনার প্রফেসর লুগানিস ভুল তথ্য পেয়েছেন। প্রিন্ট আর আইসক্রীম ছাড়াও আরও অনেক শখ আছে আমার—হ্যাঁ, দুর্বলতাও বলতে পারেন। দুর্বলতার প্রসঙ্গ যখন উঠলই, তাহলে বলি—অনেক মানুষের জীবনে টাকাটাই সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হয়ে দেখা দেয়। আমারও দেখা দিয়েছিল...'

'দিয়েছিল?'

'প্লীজ, মি. রানা। হ্যাঁ—কিন্তু সে দুর্বলতা এখন আর নেই আমার। আমি

ভাগ্যবান, যুবা বয়সেই টাকার পাহাড় বানিয়ে ফেলি। পিয়েরে ল্যাচাসি শুধু আমার সঙ্গী আর বন্ধুই নয়, অভিজ্ঞ ব্যবসায়িক উপদেষ্টাও বটে। প্রথম জীবনে যে টাকাটা আমি রোজগার করি, সেটা পরে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ, এভাবে বাড়তে থাকে। সত্যি কথা বলতে কি, লোকটা প্রতিভা। দুর্বলতার পিছনে যতই আমি দু'হাতে খরচ করতে থাকি, আমার টাকা আর সম্পত্তি ততই বাড়তে থাকে!'

হঠাৎ রানার দিকে হাত বাড়াল মলিয়ের ঝান, প্রিন্টগুলো চাইছে। মুহূর্তের জন্যে দ্বিধায় পড়ল রানা: প্রিন্ট সম্পর্কে লোকটা কতটুকু জানে, এগুলো যে নকল দেখার সাথে সাথে ধরে ফেলবে না তো? তবে এ-বিষয়ে এখন আর উদ্বিগ্ন হয়ে কোন লাভ নেই।

কেন কে জানে, হাতটা আবার ফিরিয়ে নিল ঝান, অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল, 'একটা কথা, মি. রানা। পিয়েরে ল্যাচাসির অদ্ভুত চেহারা—ওটা আপনাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতে হবে। শুকনো পেনসিলের মত দেখতে ও। জানি, দেখে মনে হয় আপনি ওকে ভেঙে দু'টুকরো করে ফেলতে পারবেন। কিন্তু চোখ ধোঁকা দিতে পারে, এ-কথা মানেন তো? আমার পরামর্শ, এ-ধরনের কিছু ভাবতেও যাবেন না। আপনার ভালর জন্যেই বললাম কথাটা। বিশ্বাস করুন, বুনো একটা ঘোড়ার চেয়েও বেশি শক্তি রাখে ল্যাচাসি।

'ওর দুর্ভাগ্য—কার অ্যাক্সিডেন্ট,' বলে চলল ঝান। 'পা থেকে মাথা পর্যন্ত নতুন করে গড়তে ওর পিছনে তিন রাজার ভাণ্ডার শেষ করেছি আমি। শরীরটা ভয়ানক জখম হয়েছিল, তবে আসল সর্বনাশটা হয় পুড়ে গিয়ে। দুনিয়ার সেরা সার্জেনদের দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছে, তারা প্রায় নতুন একটা মুখ তৈরি করে দিয়েছে ওকে। ল্যাচাসির অন্যতম দুর্বলতা হলো গতি। ও খুব ভাল ড্রাইভার। লোকাল গ্রাঁ প্রি-র আয়োজন করব বলেছি, মনে আছে তো? আপনাকে ওর সাথেই প্রতিযোগিতায় নামতে হবে—পিয়েরে ল্যাচাসির সাথে।'

প্লাস্টিক সার্জারী আর প্রায় নতুন একটা শরীর? কৌতূহল এবং বিস্ময় বোধ করল রানা। উ সেন ওর হাতে গুলি খেয়েছিল সত্যি কথা, কিন্তু তারপর কি হয়েছিল জানা নেই রানার, শুধু শুনেছিল ওর পরম শত্রু মারা গেছে। এমন কি হতে পারে উ সেন মারা যায়নি…তার মৃত্যুর মিথ্যে খবর রটানো হয়, পরে হয়তো এক সময় সত্যি কার অ্যাক্সিডেন্টে আহত হয় সে?

উঁহুঁ, এ-সব কথা ভেবে মাথাটাকে ভারী করার কোন মানে হয় না। ঘটনাগুলোকে আপন গতিতে ঘটতে দেয়া যাক, দেখা যাক তা থেকে কতটুকু জানা যায়।

'হোগার্থ, মি. রানা।' রানার সামনে হাত পাতল মলিয়ের ঝান। 'প্লীজ।'

সাবধানে, অত্যন্ত সাবধানে ফোল্ডারটা খুলল রানা। টিস্যু দিয়ে মোড়া প্রিন্টগুলো একটা একটা করে বের করল, পাশাপাশি সাজিয়ে রাখল টেবিলে—রাখার আগে মোড়ক খুলল।

একটা নির্দিষ্ট সাবজেক্ট নিয়ে অনেক কাজ আছে হোগার্থের, "দ্য লেডি'স প্রোগ্রেস" তারই একটা। প্রথম দুটো প্রিন্টে দেখানো হয়েছে ভদ্রমহিলা বিলাস-ব্যসনে অলস জীবনযাপন করছেন। তৃতীয়টায় তাঁর পতন চিত্রিত হয়েছে, যখন

জানা গেল তাঁর স্বামী অসংখ্য পাওনাদার রেখে মারা গেছেন অর্থাৎ ভদ্রমহিলা এই মুহূর্তে অসহায় কপর্দকহীন। পরবর্তী তিনটে প্রিন্টে রয়েছে তাঁর অধঃপতনের বিভিন্ন স্তর–মদের নেশা তাঁকে সাধারণ একটা বেশ্যায় পরিণত করল, এবং সবশেষে তিনি তাঁর প্রথম জীবনের অভিশপ্ত চেহারা ফিরে পেলেন: সপ্তদশ শতাব্দীর নিঃস্ব লন্ডনবাসিনীদের একজন–বিধ্বস্ত, হাভাতে, পাপে নিমগ্ন, নোংরা।

প্রিন্টগুলোর দিকে ধীরে ধীরে ঝুঁকতে শুরু করল মলিয়ের ঝান, চেহারা দেখে রানার মনে হলো লোকটা ধ্যানে রয়েছে। অবশেষে আটকে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়ল সে। 'রিমার্কেবল!' আবেগে তার গলা বুজে এল। 'কোয়াইট রিমার্কেবল! ডিটেলসগুলো দেখছেন, মি. রানা, মুখগুলো? আর আরচিনগুলো, এই যে এখানে, জানালা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে? ওহ্ গড, শুধু এগুলোর দিকে তাকিয়ে একজন মানুষ সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে! প্রত্যেক দিন নতুন একটা কিছু পাবেন আপনি। বলুন–বলুন, মি. রানা! কি দাম চান আপনি?'

কিন্তু এখুনি রানা পরিষ্কার কিছু বলতে চায় না। প্রফেসর লুগানিস এখনও ঠিক জানেন না প্রিন্টগুলো তিনি বিক্রি করবেন কিনা। 'আপনাকে প্রথম স্বীকার করতে হবে, মি. ঝান, যে এ-ধরনের আইটেমের মূল্য নির্ধারণ করা অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। দে আর ইউনিক। আর কোন সেটের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এগুলো জেনুইন। গাড়িতে অথেনটিকেশন ডকুমেন্ট আছে...'

'এগুলো আমাকে পেতে হবে!' ঝান রুদ্ধশ্বাসে বলল, ভূতে পাওয়া লোকের মত ঝাপসা দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল সে। 'এর কোন বিকল্প নেই...'

'কি পেতে হবে তোমাকে, ঝান? কিসের কোন বিকল্প নেই?' মৃদু, কোমল কণ্ঠস্বর, কোকিলের ডাকের মত পরিষ্কার, ক্ষীণ একটু ফরাসী টান; ভেসে এল দরজার কাছ থেকে। ঝান বা রানা, দু'জনের কেউই দরজা খোলার আওয়াজ পায়নি।

দু'জনেই ওরা টেবিলের দিকে পিছন ফিরল। একটা হার্টবিট মিস করল রানা। এমন পবিত্র রূপ, এমন কমনীয় চেহারা আগে কখনও দেখেছে কিনা মনে করতে পারল না। ধীরে ধীরে চোখের ঝাপসা দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে এল ঝানের, আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার চেহারা, গলা থেকে বেরিয়ে এল সাদর সম্ভাষণ, 'ডার্লিং, মাই ডার্লিং! এসো, তোমার সাথে মি. মাসুদ রানার পরিচয় করিয়ে দিই। উনি প্রফেসর লুগানিসের প্রতিনিধিত্ব করছেন। মি. রানা, ও আমার বান্ধবী, বান্না বেলাডোনা।'

ধারণা ছিল বেলাডোনার বয়স কম হবে, তবে এত কম আশা করেনি রানা। রাগে পিত্তি জ্বলে গেল ওর, এই মেয়েকে বিয়ে করতে চায় ঝান? মেয়ের বয়েসী একটা মেয়েকে? কত, খুব বেশি হলে বাইশ কি তেইশ হবে বেলাডানো। দোরগোড়ায় এখনও দাঁড়িয়ে আছে সে, যেন ক্যামেরার সামনে পোজ দিচ্ছে, বিশাল জানালা দিয়ে ঢুকে তার সারা শরীবে ফ্লাডলাইটের মত জ্বলছে সোনালি রোদ। এ যেন মঞ্চে নায়িকার আবির্ভাব।

পরনে নিখুঁতভাবে কাটা জিনস, আর রয়্যাল-ব্লু সিল্ক শার্ট; গলায় গিট বাঁধা উজ্জ্বল বহুরঙা রুমাল। বান্না বেলাডোনা এমন একটা হাসি উপহার দিল রানাকে,

চরম নারীবিদ্বেষী পুরুষও হাঁটুর কাছে দুর্বলতা অনুভব করবে।

বেলাডোনা লম্বা, রানার সাথে মানানসই। লম্বা পায়ে দীর্ঘ পদক্ষেপ, সরাসরি যেন রানার দিকেই এগিয়ে আসছে সে। রানা উপলব্ধি করল, এ মেয়ের কাছে যে-কোন পরিবেশই ঘরোয়া, সবখানেই সে স্বচ্ছন্দ, কোথাও আড়ষ্ট হতে জানে না। দেহ-সৌষ্ঠব আর হাঁটা-চলায় একটা মেয়ের মধ্যে যে-সব বৈশিষ্ট্য থাকলে মনে পুলক জাগে, তার সব অকৃপণ হাতে ওকে দান করেছেন ঈশ্বর। ঘরে, ঘরের বাইরে, খেলায়, অবসর মুহূর্তে, শয়নে, নির্জনে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সে অভিজাত, সৌন্দর্যের প্রতীক।

বেলাডোনা আরও কাছে চলে এল, রানা অনুভব করল দু'জনের মধ্যে একটা অদৃশ্য সংযোগ ঘটে গেল, অনেকটা যেন কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের মত। অনুভূতিটা রানাকে যেন জানিয়ে দিয়ে গেল, পরস্পরের কাছে দু'জনেরই বহু কিছু পাওয়ার আছে।

কালো আগুনের অস্তিত্ব যদি সম্ভব হয়, কোথাও না হোক বেলাডোনার চোখে তা আছে। আবলুস কালো চোখের সাথে মিল রেখে দীর্ঘ চুল কাঁধে ঢলে পড়েছে, সেখান থেকে অবহেলায় ঠেলে নামিয়ে দেয়া হয়েছে পিঠের বাঁ দিকে। কালো আগুন থেকে জ্বলজ্বলে বুদ্ধির আলো ছড়াচ্ছে, তারুণ্যে ভরপুর বয়সকে ছাড়িয়ে আরও অনেক দূর এগিয়ে গেছে সেই আলো। দৈহিক গড়নের সাথে চুলচেরা ভারসাম্য রক্ষা করছে অবয়ব–দীর্ঘ, সরু নাক; আবেদন ভরা মুখ; সরু নিচের ঠোঁট ওপরটার চেয়ে একটু কম সরু, তাতে করে চেহারায় ইন্দ্রিয়পরায়ণতার ছাপ ভালই ফুটেছে। এই ব্যাপারটাও রানাকে কম আকৃষ্ট করল না। বেলাডোনার হাত, করমর্দনের সময় অনুভব করল রানা, কোমল, কিন্তু যখন চাপ দিল তখন রীতিমত কঠিন। এই হাত আদর করতে জানে, আবার শক্ত মুঠোয় ধরতে জানে পাগলা ঘোড়ার লাগাম।

'হ্যাঁ, মি. রানাকে আমি জানি। এই মাত্র মিসেস লুগানিসের সাথে পরিচিত হলাম। আপনার সাথে পরিচিত হয়ে আনন্দিত হলাম···মে আই কল ইউ রানা, প্লীজ?'

'অফকোর্স।'

'ওয়েল, আই য়্যাম বেলাডোনা। জানতে পারি, মি. ঝানকে কিসের লোভ দেখিয়ে অপচয় করাতে চাইছ, রানা? হোগার্থ প্রিন্টস?'

হেসে উঠল ঝান, গলার ভেতর থেকে উঠে আসা আনন্দোচ্ছ্বাস জলপ্রপাতের গর্জন হয়ে বাজল কানে। বেলাডোনার সামনে দাঁড়িয়ে জাপানীদের প্রিয় ভঙ্গিতে মাথা নোয়াল সে, যেন দেবীর সামনে নত হলো ভক্ত। তারপর সে বলল, 'ওহ্ গড! ওর মুখে অপচয়ের কথা!' কেঁপে কেঁপে হাসতে লাগল সে, দাড়িবিহীন গ্রীষ্মকালীন সান্তা ক্ল্যজ।

বেলাডোনার আরও সামনে এসে তার কোমরে হাত রাখল ঝান, কাছে টানল, টেনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল পিঠ উঁচু একটা অ্যান্টিকস্ চেয়ারে। বেলাডোনার চোখে একটা ছায়া পড়তে দেখল রানা, সেই সাথে লক্ষ করল ঝানের স্পর্শ পাবার সাথে সাথে মৃদু শিউরে উঠল সে।

'এগুলোর ওপর শুধু একবার চোখ বুলাও, ডার্লিং! আসল জিনিস! সারা দুনিয়ায় কোথাও আর এরকম নেই। ডিটেলস দেখো, মেয়েলোকটার মুখ। তারপর লোকগুলোকে দেখো, মদে চুর…'

এক এক করে প্রিন্টগুলো পরীক্ষা করছে বেলাডোনা, তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানা। মেয়েটার চোখ থেকে শুরু হলো, নেমে এল ঠোঁটে–ক্ষীণ, ঠোঁট টেপা হাসি। শেষ প্রিন্টটায় সুন্দর লম্বা আঙুল ঠেকে রয়েছে। 'ওটা কিন্তু লাইফ থেকে আঁকা হয়ে থাকতে পারে, মি. ঝান।' হাসল বেলাডোনা, যেন বীণার তার কেঁপে উঠল। না, কথার সুরে কোন অভিযোগ বা ঘৃণা নেই। 'লোকটা ঠিক আপনার মত দেখতে।'

দু'কোমরে হাত দিয়ে কৃত্রিম রণভঙ্গিতে সিধে হলো ঝান। 'তবে রে!'

'তাহলে শোনা যাক,' রানার দিকে ফিরল বেলাডোনা, 'কত চাইছেন আপনি?'

'কোন দাম বলা হয়নি।' হাসি মুখে বলল রানা, বেলাডোনার চোখে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, ওগুলোয় যেন ব্যঙ্গ ফুটে আছে। 'এমনকি ওগুলো যে বিক্রির জন্যে এমন কথাও আমি বলতে পারছি না।'

'তাহলে কেন…?' বেলাডোনার চেহারা আগের মতই শান্ত।

'মি. ঝান প্রফেসর আর তাঁর স্ত্রীকে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। প্রিন্টগুলো উনি সবার আগে দেখতে চেয়েছিলেন…'

'কাম অন, মি. রানা! বলুন, সবার আগে অফার দিতে চেয়েছিলাম!' ঝানের মধ্যে কোন পরিবর্তন লক্ষ করল না রানা, অথচ বেলাডোনা আর তার মধ্যে কি যেন একটা আছে–বোঝা যায় না, তবে আছে।

ইতস্তত একটা ভাব দেখা গেল বেলাডোনার মধ্যে, তারপর সে বলল, 'একটু পরেই লাঞ্চ সার্ভ করা হবে। তারপর আপনাদেরকে গেস্ট কেবিনে পৌঁছে দেব আমরা…'

'আর তারপর একটা গ্রাঁ প্রি-র আয়োজন করা হবে–তুমি কি বলো, ডার্লিং?'

'মার্ভেলাস,' দরজার সামনে থেমে ঘুরল বেলাডোনা, 'মি. ঝান। হোয়াই নট? আপনি মিসেস লুগানিসকে সঙ্গ দেবেন, আর আমি রানাকে চারদিকটা ঘুরিয়ে দেখাব। কেমন হবে সেটা?'

কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সাথে ঝান বলল, 'আপনার ওপর আমার নজর রাখতে হবে, মি. রানা, প্রিয় বান্ধবীকে যদি একা আপনার সাথে যেতে দিই।' রানার উদ্দেশে চোখ মটকাল সে।

ইতিমধ্যে, যদিও, অদৃশ্য হয়েছে বেলাডোনা।

অনেকক্ষণ হলো ঝান র‍্যাঞ্চে এসেছে ওরা, ভাবল রানা, এবার কিছু কাজ হওয়া দরকার। ঝান আবার কথা শুরু করার আগেই প্রসঙ্গটা পাড়ল ও, প্রশ্ন করল সরাসরি, 'মি. ঝান, প্রফেসর লুগানিসকে ওভাবে আমন্ত্রণ জানাবার মানে কি জানতে পারি?'

লাল মুখ রানার দিকে ফিরল, চেহারায় বিস্ময় এবং সরলতা। 'ওভাবে মানে, মি. রানা?'

'প্রফেসর বলেছেন, এ-ব্যাপারে আমি যেন আপনার কাছে একটা ব্যাখ্যা চাই। সত্যি কথা বলতে কি, উনি চাননি রিটা...মিসেস লুগানিস এখানে আসুক। রিটা জেদ করে এসেছে।'

'কিন্তু কেন? আমি তো কিছুই...'

'আমাকে ওঁরা যেমন বলেছেন–আপনার আমন্ত্রণ নাকি গায়ের জোরে গেলানোর চেষ্টা করা হয়েছিল।'

'গায়ের জোরে?'

'গায়ের জোর। হুমকি। আগ্নেয়াস্ত্র।'

মাথা নাড়ল ঝান, হতভম্ব। 'হুমকি? আগ্নেয়াস্ত্র? আমি তো শুধু জেটটা নিউ ইয়র্কে পাঠিয়েছি। ল্যাচাসিকে বলেছিলাম আমাদের পরিচিত একটা ফার্মকে দিয়ে আয়োজনটা করাতে–মাঝে মধ্যে এটা-সেটা করে দেয়া ওরা, প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড বডিগার্ড সার্ভিস। সাদামাঠা, সাধারণ একটা আমন্ত্রণ; আর প্রিন্ট ও প্রফেসর দম্পতি যাতে নিরাপদে প্লেনে উঠতে পারে তার জন্যে একজন গার্ডের ব্যবস্থা।'

'ফার্মের নাম?'

'নাম? ডুপ্রে সিকিউরিটি। হেনরি ডুপ্রে হলো গিয়ে...'

'একজন গুণ্ডাসর্দার, মি. ঝান।'

'গুণ্ডাসর্দার? কি বলছেন! অসম্ভব! ছোটখাট অনেক কাজ করেছে সে আমাদের...'

'আপনার নিজস্ব সিকিউরিটি আউটফিট রয়েছে, মি. ঝান। আলাদাভাবে একটা নিউ ইয়র্ক এজেন্সিকে ব্যবহার করা হলো কেন?'

'আপনি আসলে...,' শুরু করল ঝান। 'বাই গড! আগ্নেয়াস্ত্র! হুমকি! আমার নিজের লোকেরা? কিন্তু ওরা স্থানীয় লোক, আগে কখনও বাইরে কোথাও কাজে পাঠাইনি। আপনি বলতে চাইছেন, ডুপ্রের লোকেরা সত্যিকার অর্থে লুগানিসদের হুমকি দিয়েছে?'

'প্রফেসর ও তাঁর স্ত্রীর ভাষ্য ছিল, ডুপ্রে কথা বলেছে, আর তার সশস্ত্র সঙ্গীরা তাকে সহায়তা করেছে।'

'ওহ্, গড!' হতাশায় ঝুলে পড়ল ঝানের মুখ। 'ল্যাচাসির সাথে আমাকে কথা বলতে হবে। গোটা ব্যাপারটা তার দায়িত্বে ছিল। সত্যি এই কারণেই কি প্রফেসর আসতে পারলেন না?'

'এটা মাত্র একটা কারণ। আরেকটা কারণ ওদের জীবননাশের চেষ্টা করা হয়।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল ঝান। 'কি বললেন?'

'প্রাণনাশের চেষ্টা, হত্যাকাণ্ড–খুন।'

'খুনের চেষ্টা? জেসাস ক্রীস্ট, মি. রানা! ঠিক ধরেছেন, অবশ্যই আমি জানব কি ঘটেছে। হতে পারে বুঝতে ভুল করেছিল ডুপ্রে। কিংবা ল্যাচাসি এমন কিছু বলেছিল...গড, আই 'য়্যাম সরি। আমার কোন ধারণাই ছিল না! যদি দরকার হয়, ডুপ্রেকে আমরা এখানে ডেকে আনাব। বাজি ধরতে পারেন, দিন শেষ হবার আগেই লেজ নাড়তে নাড়তে এখানে পৌঁছে যাবে সে।'

ঝান অভিনয়ে দারুণ পারদর্শী, এটুকু স্বীকার করতে হলো রানাকে। সন্দেহভাজন বন্ধুর আরেকটা গুণের পরিচয় পাওয়া গেল। সেই সাথে জানা গেল তার আমন্ত্রণে যদি ভুলভাল হয় বা ত্রুটি থাকে, সংশোধন করে নেয়ার সামর্থ্য রাখে সে, সামর্থ্য রাখে দায়িত্ব অস্বীকার করার।

বাড়ির ভেতর কোথাও মধুকণ্ঠী একটা পাখি ডেকে উঠল। 'লাঞ্চ,' ঘোষণা করল ঝান, রাগে এখনও একটু একটু কাঁপছে সে।

'ওরে শালা!' মনে মনে গাল দিল রানা, হাসিমুখে বেরিয়ে এল প্রিন্ট-রুম থেকে।

ডাইনিং রুমটা ঠাণ্ডা। ঝানের কাছ থেকে জানা গেল, টেবিল-চেয়ার থেকে শুরু করে তৈজস-পত্র পর্যন্ত সবই অ্যান্টিকস। চাকর-বাকররা মনিব বা অতিথি কারও দিকেই চোখ তুলে তাকাল না, চলাফেরায় কোন শব্দ নেই। ডাইনিং রুমে ঢোকার আগে ফাঁক বুঝে স্যাবের কাছ থেকে হয়ে এসেছে রানা, গোপন কমপার্টমেন্টে রেখে এসেছে প্রিন্টগুলো।

টেবিলে এত বেশি খাবার দেয়া হলো যেন খাওয়া নয়, অপচয় করাই মূল উদ্দেশ্য। ঝান, রানা আবিষ্কার করল, প্রতিটি অনুষ্ঠানের মধ্যমণি হয়ে থাকতে পছন্দ করে, চেষ্টা করে যাতে পিয়েরে ল্যাচাসি আর বান্না বেলাডোনাকে নেহাতই তার সভার অংশবিশেষ বলে মনে হয়।

ওদের মেজবান নিজের র‍্যাঞ্চ সম্পর্কে ভারি গর্বিত, ঘুরেফিরে ভাল করে দেখার আগেই তার কাছ থেকে বহু কিছু জানতে পারল ওরা। আইসক্রীম ব্যবসা বিক্রি, ঝানের ভাষায়, তার বিরাট একটা বিজয় ছিল। সেই ব্যবসা বিক্রির টাকায় এই বিশাল তেপান্তর কেনে সে।

'প্রথমে আমরা এয়ারস্ট্রিপ তৈরি করি,' বলল সে। পরে অবশ্য এয়ারস্ট্রিপটাকে আরও বড় করা হয়েছে। 'তাছাড়া উপায় ছিল না। পানির চাহিদা, ঘর-বাড়িতে ব্যবহারের জন্যে অন্তত, প্রতি দু'দিন পরপর প্লেনে করে বয়ে আনতে হয়। আন্ডারগ্রাউন্ড পাইপলাইন আছে বটে, সেই অ্যামারিলো থেকে, কিন্তু মাঝে মধ্যেই সরবরাহে অনিয়ম ঘটে–পাইপের পানিটা আসলে আমরা সেচের কাজে ব্যবহার করি।'

মরুভূমি কেনার পর সেটাকে ভাগ করে নিয়ে কাজে হাত দেয় ঝান। এক তৃতীয়াংশে ঘাস জন্মানো হয়, পশুচারণ ভূমি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে সেটা। 'কৃত্রিম প্রাকৃতিক দৃশ্য, তাও আমরা তৈরি করেছি। পশুর বিরাট একটা পাল রয়েছে ওখানে।' বাকি একশো বর্গ মাইলও সেচ ব্যবস্থার অধীনে আনা হয়, উর্বর মাটি আর পরিণত গাছ আমদানী করা হয়, কখনও প্লেনে করে কখনও ট্রাক্টরে তুলে। 'বললেন, মি. রানা, আমার নাকি মাত্র দুটো দুর্বলতার কথা শুনেছেন আপনি–প্রিন্ট আর আইসক্রীম। না, মি. রানা, না! বলা যায়, প্রায় সমস্ত কিছুর সংগ্রাহক আমি। যেমন দেখুন না, গাড়ি! কোন্ গাড়ি আপনার প্রিয়, পুরানো না আধুনিক? প্রায় সব গাড়ির নমুনা একটা করে পাবেন ঝান র‍্যাঞ্চে। তারপর ধরুন, ঘোড়া! হ্যাঁ, তাও আছে। তবে ঠিক কথা, আইসক্রীম এমন একটা জিনিস, এখনও আমাকে খোঁচায়···'

'ল্যাবরেটরি আর ছোট একটা ফ্যাক্টরি আছে–হ্যাঁ, আমাদের এই র‍্যাঞ্চেই!'

এই প্রথম কথা বলার একটা সুযোগ করে নিতে পারল পিয়েরে ল্যাচাসি।

'ও, ওটা!' ঝান মৃদু হাসল। 'আমার ধারণা, ওটা থেকেও দু'পয়সা আয়ই হয় আমাদের। বিশ্বাস করবেন, আজও আমি বেশ কয়েকটা কোম্পানীর কনস্যালট্যান্ট হিসেবে কাজ করছি? নতুন ফ্লেভার সৃষ্টি করতে ভালবাসি আমি, টাকরার জন্যে নতুন স্বাদ। বিলিভ মি, আমাকে খোঁচায়। প্রচুর তৈরি করে পাঠিয়ে দেয়া হয়। মাঝে মধ্যে কোম্পানীগুলো নিতে রাজি হয় না। খুব বেশি উন্নত মান, সেটাই কারণ বলে মনে করি। লক্ষ করেননি, মানুষের স্বাদ-বোধ ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে?' উত্তরের জন্যে অপেক্ষায় না থেকে আরেক প্রসঙ্গে চলে গেল সে। স্টাফদের জন্যে বিশেষ কোয়ার্টার বানানো হয়েছে, দুশো নারী-পুরুষ থাকছে সেখানে। বানানো হয়েছে লাগজারী কনফারেন্স সেন্টার, দুই বর্গমাইল জুড়ে। মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় আলাদা বলে মনে হবে কনফারেন্স সেন্টারটাকে, নিয়মিত যত্নচর্চিত চারা আর গাছের ঘন বেষ্টনী দিয়ে সম্পূর্ণ আড়াল করা। 'আসলে একটা বনভূমি।'

কনফারেন্স সেন্টারটাও আয়ের বড় একটা উৎস। বড় মাপের কয়েকটা কোম্পানী ওটা ব্যবহার করে, বছরে চার কি পাঁচবার, অবশ্যই ঝানের অনুমোদন সাপেক্ষে। 'প্রসঙ্গ যখন উঠলই, তাহলে বলেই ফেলি, দিন দুয়েকের মধ্যে একটা কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, আমার ধারণা। ঠিক বলেছি, ল্যাচাসি?'

মাথা ঝাঁকাল পিয়েরে ল্যাচাসি।

'আর আছে, হ্যাঁ, অবশ্যই–আমার প্রিয়, টারা। এটাকে বাড়ি না বলে প্রাসাদ বলি আমি, যে প্রাসাদে আমিই রাজা। মুগ্ধ হবার মত, কি বলেন, মি. রানা?'

'তা বটে!' রানা ভাবছে, আসলে মতলবটা কি ঝানের? এত কথা বলে কি বোঝাতে চাইছে সে? প্রিন্টগুলো সত্যি যদি সে কিনতে চায়, প্রস্তাব দিতে কত সময় নেবে? প্রস্তাব দেয়ার পর, অতিথিদের জন্যে তার প্ল্যানটা কি হবে? সম্ভাব্য স্বাভাবিক আচরণ করে যাচ্ছে লোকটা, কিন্তু ইতিমধ্যে নিশ্চয় সে জেনেছে মাসুদ রানা আসলে কে–উ সেনের উত্তরাধিকারীর কাছে শুধু নামটাই তো অনেক অর্থ বহন করার কথা।

আর কনফারেন্সের ব্যাপারটা কি? দু'দিন পর অনুষ্ঠিত হবে। হার্মিসের একজিকিউটিভ কমিটি মীটিঙে বসবে? একটা ব্যাপার খুব ভাল মেলে, হার্মিসের নতুন নেতার জন্যে ঝান র্যাঞ্চ ভারি উপযুক্ত জায়গা–রঙ ঝলমলে স্বপ্নপুরী! দুনিয়ার বাছা বাছা শয়তানগুলো এখানে বসে কুৎসিত ফ্যান্টাসীর সাথে কঠিন বাস্তবতার যোগসাধন ঘটাবে, নিরীহ মানুষের জন্যে তৈরি করবে দুঃস্বপ্ন আর সন্ত্রাস।

যখন অপ্রীতিকর কিছু ঘটে, আর সব বিকৃত মানসের মত, সেটা ভুলে যেতে পারে ঝান–আইসক্রীমের খোঁচা অনুভব করে, প্রাইভেট রেস ট্র্যাকে গাড়ি ছোটায়, কিংবা হয়তো স্রেফ হলিউড ফ্যান্টাসী টারায় বসে অলস সময় কাটায়। গন উইথ দ্য উইন্ড।

'গুড, মেহমানদের এবার বিশ্রাম পাওয়া দরকার,' খাওয়াদাওয়ার পাট চুকতেই বলে উঠল ঝান। 'ল্যাচাসির সাথে আমার আলাপ আছে–মানেটা আপনি জানেন, মি. রানা। গাইড দিচ্ছি, আপনাদেরকে গেস্ট কেবিনে পৌঁছে দেবে।

তারপর গ্র্যান্ড ট্যুরের জন্যে চারটের দিকে আমরা ডেকে নেব···ধরুন সাড়ে চারটের দিকে। ঠিক আছে তো?'

রানা আর রিটা বলল, ঠিক আছে; আর এতক্ষণে এই প্রথম কথা বলল বান্না বেলাডোনা, 'ভুলে যাবেন না, মি. ঝান। রানার ওপর আমার দাবি সবার আগে।'

ইতিমধ্যে পরিচিত হয়ে উঠেছে ঝানের অট্টহাসি, আবার শুনতে হলো। 'হ্যাঁ, অবশ্যই। তুমি কি ভেবেছ সুন্দরী মিসেস লুগানিসের সাথে একা খানিকটা সময় কাটানোর সুযোগ আমি নেব না? ভাল কথা, ডার্লিং, তুমি দুটো কেবিনের ব্যবস্থা করেছ তো?'

হাসিমুখে মাথা ঝাঁকাল বেলডোনা। ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে এল ওরা। দরজা দিয়ে বেরুবার সময় রানার বাহুর সাথে ধাক্কা খেলো বেলাডোনা, চোখের দৃষ্টিতে শুধু আনন্দ নয়, আরও কি যেন একটা অর্থ আছে; বলল, 'তোমার সাথে কথা বলার জন্যে অপেক্ষায় আছি, রানা। চারদিকটা তোমাকে ঘুরিয়ে দেখাতে চাই।'

কোন সন্দেহ নেই, বান্না বেলাডোনা মেসেজ দিচ্ছে রানাকে।

বাইরে বেরিয়ে এসে ওরা দেখল স্যাবের সামনে একটা পিকআপ ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে, পিছনের অ্যান্টেনার সাথে টকটকে লাল একটা পতাকা। 'আমার লোকেরা কেবিনে নিয়ে যাবে আপনাদের,' রানার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল ঝান। 'সময়টা উদ্বেগে কাটাবেন না, প্লীজ, মি. রানা। আপনি যা বলেছেন তার সবটুকু জানব আমি। আর হ্যাঁ, আজ রাতে আপনার সাথে আমি ব্যবসা নিয়ে কথা বলব। প্রিন্টগুলো আমার চাই। আপনি একটা অফার পাবেন। বাই দ্য ওয়ে, ভাববেন না আমি লক্ষ করিনি কি নিপুণ কৌশলে ওগুলো আবার আপনি বাইরে নিয়ে গেলেন।'

'পেশাগত দক্ষতা, মি. ঝান।' রাজকীয় লাঞ্চের জন্যে ধন্যবাদ জানাল রানা।

স্যাবে চড়ে রওনা হয়েছে ওরা, রানার পাশ থেকে বিস্ময় প্রকাশ করল রিটা, 'উফ, কি একখানা সেট-আপ!'

'সেট-আপ—হ্যাঁ, ঠিক বলেছ,' জবাব দিল রানা।

'তুমি আরেক অর্থে বলছ। দু'দিন থেকে যাবার আমন্ত্রণ?'

'আরও অনেক কিছুর মধ্যে ওটাও, হ্যাঁ।'

'সবকিছুই আমাদের স্বস্তি আর আরামের দিকে লক্ষ রেখে।'

'বেশ, ভাল,' বলল রানা। 'ঝান ঠিক আমাদের দেশের কর্তাব্যক্তিদের মত। তাদের লোকেরা প্রতিটি কাজে বেপরোয়া দুর্নীতি করছে, কিন্তু সে দুগ্ধপোষ্য শিশু, কিছুই জানে না। ভাব দেখাল, আমাদের বিরুদ্ধে গুণ্ডা লেলিয়ে দেয়ার ব্যাপারটা বিশ্বাসই করতে পারছে না।'

'সাহস করে কথাটা তাহলে তুলেছ!' ভুরু কোঁচকাল রিটা।

মেজবানের সাথে কি কি কথা হয়েছে সব তাকে বলল রানা।

ইতিমধ্যে বাড়ি ছেড়ে এক মাইলের মত চলে এসেছে স্যাব পিক-আপ ট্রাকটাকে অনুসরণ করছে ওরা।

'কেবিনগুলো যেমনই হোক,' রিটাকে সাবধান করে দিল রানা, 'ধরে নিতে হবে আড়ি পেতে শোনার ব্যবস্থা করা আছে—টেলিফোনেও। কথা বলতে হলে খোলা জায়গায়।' ওদের নিয়ে যখন ট্যুরে বেরোনো হবে, বলল রানা, পরে খুঁটিয়ে

দেখার জন্যে কয়েকটা জায়গা মনে মনে চিহ্নিত করে রাখবে ওরা। 'তার মধ্যে কনফারেন্স সেন্টার একটা। তবে আরও কয়েকটা আছে। যা ধারণা করেছিলাম হাতে সময় তার চেয়ে অনেক কম, রিটা। কাজে নামতে দেরি করা উচিত হবে না।'

'আজ রাতেই?'

'আজ রাতেই।'

মৃদু শব্দে হেসে উঠল রিটা। 'আমার ধারণা আজ রাতে তোমাকে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে।'

'মানে?

'মানে…বান্না বেলাডোনা। সে তার দামী জুতো তোমার বিছানায় তোলার জন্যে এক পায়ে খাড়া। শুধু তোমার সম্মতির অপেক্ষায়, রানা।'

'সত্যি?' রানা ভাব দেখাবার চেষ্টা করল যেন কিছুই বোঝেনি, যদিও বেলাডোনার অর্থবহ দৃষ্টি আর কথাগুলো পরিষ্কার স্মরণ আছে ওর। ঝানের সাথে লোক-দেখানো ভাল সম্পর্ক রাখছে মেয়েটা, কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যায় ঝানের প্রতি সে আকৃষ্ট নয়। বরং ঘৃণাই করে তাকে। ঝানের স্পর্শ পেয়ে বেলাডোনাকে পরিষ্কার শিউরে উঠতে দেখেছে ও। ঝান যে তাকে র‍্যাঞ্চে আটকে রেখেছে, কথাটা সত্যি। হয়তো সে-বিষয়েই রানার সাথে কথা বলতে চায় মেয়েটা। সাহায্য পাবে কিনা জানতে চাইবে। 'তোমার কথা যদি সত্যি হয়, রিটা, আমি দেখব আজ রাতে কেউ যাতে আমাদের বিরক্ত না করে। হেভেন ক্যান ওয়েট।'

রানার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল রিটা হ্যামিলটন। 'হয়তো,' বলল সে, 'বাট ক্যান হেল?'

চারদিকে দৃশ্য এরইমধ্যে দু'বার বদলে গেছে। 'ভেবে দেখো, মরুভূমিকে মরুদ্যান বানাতে কি বিপুল খরচ করেছে লোকটা,' বলে বিস্ময়ে মাথা নাড়ল রিটা। দশ মাইলের মত পেরিয়ে এসেছে ওরা, এই মুহূর্তে ঢাল বেয়ে একটা রিজ-এর মাথায় উঠছে স্যাব, রিজের মাথায় সারি সারি ফার গাছ।

ট্রাক থেকে সঙ্কেত এল, বাঁ দিকে ঘুরতে হবে। বাঁক নেয়ার পর রাস্তার দু'পাশে ঘন সবুজ গাছপালার সমারোহ দেখা গেল, তারপর হঠাৎ করে ওরা চওড়া একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে গেল।

একজোড়া লগ কেবিন, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, মাঝখানে প্রায় ত্রিশ ফুট ব্যবধান। তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়, ছোট ছোট বারান্দা, পরিচ্ছন্ন সাদা রঙ করা।

'ওরা কোন ঝুঁকি নেয়নি,' বিড়বিড় করে উঠল রানা।

'ঝুঁকি নেয়নি…মানে?'

'যাতে বিপদ হয়ে না উঠি। লক্ষ করছ না, গাছপালার ভেতর দিয়ে একটাই মাত্র পথ? চারদিক ঘেরা, সহজে নজর রাখা যায়। কাজটা কঠিন হবে, রিটা, চাইলেই বেরুতে পারব না। বাজি ধরে বলতে পারি আশপাশের গাছে টিভি মনিটর, ইলেকট্রনিক অ্যালার্ম, সেই সাথে জ্যান্ত মানুষও আছে। তোমার কাছে কিছু নেই তো—অস্ত্রশস্ত্র?'

মাথা নাড়ল রিটা, জানে, ঠিক কথাই বলছে রানা। কেবিনগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, সহজে যাতে মেহমানদের ওপর নজর রাখা যায়।

'ব্রীফকেসে একটা স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন আছে,' বলল রানা। 'পরে তোমাকে দেব।'

ক্যাব থেকে মাথা বের করে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ড্রাইভার, চিৎকার করে বলল, 'কোন্‌টা কার আপনারাই বেছে নিন, মিস্টার। হ্যাভ আ নাইস টাইম।'

'মোটেলে থাকার চেয়ে ভাল,' খুশি মনে বলল রানা। 'তবে টারায় আরও নিরাপদ বোধ করতাম।'

নিঃশব্দে হাসল রিটা। 'আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো, ডিয়ার রানা,' জবাব দিল সে, 'তুমি সাথে থাকলে কোথাও আমি নিরাপত্তার অভাব বোধ করব না।'

প্রায় বিশ মাইল দূরে, সবুজাভ দেয়াল ঘেরা ছোট্ট একটা স্টাডিতে বসে ফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে নিউ ইয়র্কের একটা নাম্বারে ডায়াল করল সও মং। স্টাডিতে প্রয়োজনীয় কয়েকটা ফার্নিচার ছাড়া আর কিছু নেই–ডেস্ক, ফাইলিং কেবিনেট আর খানকতক চেয়ার।

'ডুপ্রে সিকিউরিটি,' অপরপ্রান্ত থেকে সাড়া দিল এক লোক।

'হেনরিকে চাই আমি। বলো লীডার কথা বলতে চান।'

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে লাইনে চলে এল হেনরি ডুপ্রে।

'তাড়াতাড়ি চলে এসো এখানে,' নির্দেশ দিল সও মং। 'সমস্যা দেখা দিয়েছে।'

'ধরুন রওনা হয়ে গেছি,' সাথে সাথে বলল ডুপ্রে। 'কিন্তু কনফারেন্স সংক্রান্ত আরও কয়েকটা কাজ বাকি আছে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি দু'দিন পর ওখানে চান আপনি আমাকে। কাজ শেষ করতে পারলে আগেই পৌঁছে যাব।'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।' সও মং যে খুব রেগে আছে তা তার গলার সুরেই বোঝা গেল। 'এরই মধ্যে যথেষ্ট ক্ষতি করেছ তুমি। এদিকে রানাকে আমরা সহজ শিকার হিসেবে পেয়ে গেছি এখানে।'

'যত তাড়াতাড়ি পারি। আপনি চান সব কাজ নিখুঁতভাবে সারা হোক, তাই না?'

'শুধু মনে রেখো, ডুপ্রে, জলাভূমির মাঝখানে সেই বাড়িটাতে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত কিছু প্রহরী আছে।'

ক্রেডলে রিসিভার রেখে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিল সও মং, হার্মিসের পরবর্তী চাল সম্পর্কে চিন্তা করছে। প্ল্যানটা করতে সময় আর বুদ্ধি কম খরচা হয়নি, আরেকটু হলেই বজ্জাত ডুপ্রেটা দিয়েছিল সব ভেস্তে। রানাকে খুন করার কোন নির্দেশ তাকে দেয়া হয়নি। নর্দমার পোকাটা চিরকালই খুন-খারাবি পছন্দ করে, যাকে বলে ট্রিগার-হ্যাপি। শেষ পর্যন্ত, সও মং ভাবল, ডুপ্রের ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

ফ্লাইং ড্রাগন! শব্দটা মনে পড়ে যেতে আপনমনে হাসতে লাগল সও মং।

পৃথিবীর অনেক ওপরে, ঠিক এই মুহূর্তে, শক্তিশালী এক ঝাঁক ফ্লাইং ড্রাগন রয়েছে আমেরিকানদের। আরও কয়েক ঝাঁক রাখা হয়েছে রিজার্ভে। তারা দাবি করে, তাদের এ-সব অস্ত্রের একটাও মহাশূন্যে নেই। ফালতু কথা, বিতর্ক এড়ানোর কৌশল। আর মাত্র ক'দিনের মধ্যে এই সব ফ্লাইং ড্রাগন অভ হেভেন সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য এবং ডাটা হার্মিসের মুঠোয় চলে আসবে।

আহ, কি চমৎকার প্ল্যান! বুদ্ধিমত্তার কি অপূর্ব ভেল্কি! কি অবিশ্বাস্য নগদপ্রাপ্তি! তথ্যগুলোর বিনিময়ে একা সোভিয়েত ইউনিয়নই সাত রাজার ধন হাতছাড়া করতে এক পায়ে খাড়া আছে।

ফ্লাইং ড্রাগন নিয়ে যে প্ল্যান করা হয়েছে, তাতে মাসুদ রানার জন্যে নির্দিষ্ট করা ভূমিকাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টোপ ফেলে গেলানো হয়েছে, রানা এখন টেক্সাসে, হার্মিসের হাতের তালুতে।

সও মং তার মৃত্যু উপভোগ করবে।

ওয়াশিংটনে খুন করার চেষ্টা হওয়ায়, যদিও সেটা প্ল্যানের মধ্যে ছিল না, যথেষ্ট নাড়া খেয়েছে দুর্ভাগা বাংলাদেশী বীর। তবে সও মঙের মাথায় আরও কিছু বুদ্ধি আছে, শিকারকে বেতাল করার জন্যে। মৃত্যু আসবে রানার জন্যে একেবারে শেষে।

স্বভাবসুলভ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সও মং।

এগারো

কেবিন দুটো হুবহু একই রকম দেখতে, শুধু নাম আলাদা–স্যান্ড ক্রীক আর ফেটারম্যান। স্মরণ করতে যদি ভুল না হয় রানার, আঠারোশো ষাট সালের ইন্ডিয়ান যুদ্ধে গা গুলিয়ে ওঠা হত্যাযজ্ঞের নাম এগুলো। স্যান্ড ক্রীকে, ওর মনে পড়ল, ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতার একটা দৃশ্য উন্মোচিত হয়; যার অবসান ঘটে বুড়ো, মহিলা আর শিশুদের পাইকারীভাবে খুন করার মধ্যে দিয়ে।

তবে কেবিনগুলোয় সও মং ফ্যাশন রক্ষা করা হয়েছে, গোটা র‍্যাঞ্চে যেমন তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। ভেতরে প্রচুর জায়গা দেখে অবাক হলো না রানা। প্রতিটি কেবিনে একটা করে প্রশস্ত সিটিংরুম; টেলিভিশন, স্টেরিও আর ভি-টি-আর দিয়ে সাজানো। একটা করে বেডরুম, পাঁচতারা হোটেলেও এত সুন্দরভাবে সাজানো কামরা পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। বাথরুমে রয়েছে শাওয়ার আর বাথটাব, বাথটাবে সাঁতার কাটা যাবে, পানিতে বুদ্বুদ আর আলোড়ন তোলার যান্ত্রিক ব্যবস্থা। পেইন্টিংগুলো বিশাল, প্রতিটি নামকরা শিল্পীদের আঁকা–স্যান্ড ক্রীক আর ফেটারম্যান যুদ্ধের জ্যান্ত দৃশ্য ফুটে আছে।

টেলিফোনও আছে, তবে একটু পরই জানা গেল প্রধান দালান ছাড়া আর কিছুর সাথে সংযুক্ত নয়। পরস্পরের সাথে ফোনে যোগাযোগ করা সম্ভব নয়। আরেকটা ব্যাপার উদ্বিগ্ন করে তুলল রানাকে, দুটো কেবিনের কোনটাতেই তালা-চাবি বলে কিছু নেই। অতিথিদের জন্যে প্রাইভেসীর কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

টস করল ওরা। রানার কপালে ফেটারম্যান জুটল। রিটাকে তার

লাগেজগুলো স্যান্ড ক্রীকে নেয়ার কাজে সাহায্য করল রানা।

'সাড়ে চারটার আগে ওরা আমাদের নিতে আসছে না,' রিটাকে বলল ও। 'দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নাও, আশপাশটা দেখতে বেরুব।'

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, লাগেজ খোলার সময় ভাবল রানা, ঝান র‍্যাঞ্চের রহস্যগুলো সম্পর্কে জানা দরকার ওদের। কেবিনে তালা-চাবি না থাকলেও, সাথে অন্তত স্যাবটা আছে। তালা দেয়া গাড়িতে ওদের ইকুইপমেন্ট নিরাপদে থাকবে। সাধারণ একটা স্যাব থেকেই কিছু চুরি করা অত্যন্ত কঠিন আর ঝামেলার কাজ, আর রানার স্যাবে বুলেট-প্রুফ কাচ ছাড়াও অতিরিক্ত বহু কিছু রয়েছে। স্পর্শকাতর সেনসর আছে, কেউ ভেতরে হাত গলাতে চাইলে অ্যালার্ম বেজে উঠবে। অবশ্য এই মুহূর্তে গাড়ি নয়, নিজেদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা ভেবে বেশি উদ্বিগ্ন রানা। জঙ্গলের মাঝখানে ছোট্ট ফাঁকা জায়গায় যেভাবে ওদেরকে কোণঠাসা করা হয়েছে, দুশ্চিন্তা না করে পারা যায় না।

কাপড় বদলে দশ মিনিটেই তৈরি হয়ে গেল রিটা। নতুন শার্ট আর জিনস পরেছে সে, শার্টের ওপর ওয়েস্টার্ন জ্যাকেট। কাপড় বদলেছে রানাও, স্প্রিঙফিল্ড থেকে কেনা ক্রীম কালারের লাইটওয়েট সুট পরেছে ও। দু'জনের পায়েই লেদার বুট। রানার হোলস্টার জায়গা বদল করে ডান নিতম্বের শেষপ্রান্তে চলে এসেছে, কোমরের বেল্টের সাথে আটকানো।

কেবিনে একা থাকার সময় ব্রীফকেস খুলেছিল রানা। রিটা আসতে তার হাতে ছোট রিভলভারটা ধরিয়ে দিল, অ্যামিউনিশন সহ।

'হুঁ-হুঁ, কেউ লাগতে এলে দেব খুলি উড়িয়ে!' কৌতুক করে বলল রিটা।

'এসো, যারা দেখছে, যদি কেউ থাকে, তাদের বুঝিয়ে দিই আমরা আবেগে আক্রান্ত হয়েছি,' রিটার মত রানাও ফিসফিস করল, তার কাঁধে হাত রেখে বেরিয়ে এল কেবিন থেকে। মেঠো পথের দিকে যাচ্ছে ওরা। গাছপালার ভেতর দিয়ে যাবার সময় রিটাকে পাঁজরের আরও কাছে টেনে নিল রানা।

যত টানল রানা, তারচেয়ে বেশি সরে এল রিটা। 'কাউকে বোঝাবার জন্যে অভিনয় করতে হবে না, রানা–আমি এমনিতেই প্রচণ্ড আবেগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছি।'

রিটার চোখের দিকে তাকাল রানা। সারা শরীরে পুলক আর মনে লোভ জাগছে। এই মেয়ে একজন সাধুরও চরিত্রহনন করবে, সন্দেহ নেই।

'এভাবে যদি ব্যাপারটা ভুলে থাকতে পারো তাহলেই তো আর কোন সমস্যা থাকে না,' বিড়বিড় করে বলল রিটা, রানার সুট আর শার্টের ভেতর একটা হাত ঢোকাল সে।

'আমি ভুলিনি,' ঠাণ্ডা গলায় উত্তর করল রানা। 'আমার বেলায় এটা অভিনয়ই।'

'কিসের কথা বলছি বলো তো?'

'তুমি সস্তা মেয়ে নও।'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রিটা। 'তুমি শুধু রাগী বা অহঙ্কারী নও, নিষ্ঠুরও!' রানার বুক থেকে হাত সরিয়ে নিল সে। জঙ্গলের আরও গভীরে চলে এসেছে ওরা।

'আমার আরও সন্দেহ হচ্ছে, তুমি সত্যি একটা পুরুষ মানুষ কিনা। নাকি চরিত্র না হারাবার পণ করেছ? যেমন কোন কোন মেয়ে অক্ষতযোনি থাকার পণ করে?'

রানা নিরুত্তর।

'দেখব কোথায় থাকে তোমার চরিত্র!' এত কথা বলেও মনের রাগ মিটছে না রিটার। 'এই বলে রাখলাম, ঝানের বান্ধবী জ্যান্ত চিবিয়ে খাবে তোমাকে।'

যুদ্ধ আর ঝগড়া একা একা হয় না, কাজেই আপাতত চুপ করে যেতে হলো রিটাকে। ইলেকট্রনিক বা জ্যান্ত কোন প্রহরী যদি থাকে, তাদের চোখে মনে হবে ওরা স্রেফ হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। তবে দু'জনেই ওরা সতর্ক, দৃষ্টিসীমার প্রতিটি ইঞ্চির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই দেখতে পেল না।

'হতে পারে রাডার বা অন্য কোন সিস্টেম ব্যবহার করছে ওরা–সরাসরি টারা থেকে নজর রাখছে,' বলল রানা, ঢালের মাথায় উঠে এসেছে ওরা। বেরিয়ে এল জঙ্গলের কিনারায়।

ঢালের মাথা থেকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায় র্যাঞ্চ। আট মাইল সামনে ছোট একটা শহর মত দেখা গেল, ইঁটের তৈরি ঘর-বাড়ি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। ওটাই বোধহয় স্টাফ কোয়ার্টার। বাম দিকে ইংরেজি টি অক্ষরের আকৃতি নিয়ে রোদে জ্বলজ্বল করছে সাদা একটা বিল্ডিং। রানা লক্ষ করল, এই বড়সড় কাঠামোটা প্রতিরক্ষা সীমান্ত বরাবর উঁচু পাঁচিল ঘেঁষে রয়েছে, সবুজ গাছপালার চওড়া একটা বেষ্টনী দিয়ে ঘেরা।

'যত্নচর্চিত বনভূমি,' কমপ্লেক্সটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল রানা। 'ওটা নিশ্চয় কনফারেন্স সেন্টার। একবার ঢুঁ মারা দরকার।'

'জঙ্গলের ভেতর দিয়ে?' রিটার ভুরু উঁচু হলো। 'না জানি ভেতরে কি আছে! দেখছ? জঙ্গলের কিনারায়? খাদ মত কি যেন? আরও আছে···বিল্ডিংটার কাছে বেড়া···'

হিংস্র জানোয়ারের কথা ভাবল রানা, সাপও থাকতে পারে, এমনকি বিষাক্ত ফুল থাকাও অসম্ভব নয়। পয়জন গার্ডেন সম্পর্কে শুনেছে রানা, উ সেনের একটা শখ ছিল। কোন ভবনের কাছাকাছি যদি কৌতূহলী কাউকে ঘেঁষতে দেয়ার ইচ্ছে না থাকে, সামর্থ্য থাকলে কর্তৃপক্ষ একশো একটা বিভিন্ন উপায়ে বাধা দিতে পারে কিংবা ভেতরে ঢুকতে দিয়ে বেরুবার রাস্তা চিরকালের জন্যে বন্ধ করে দিতে পারে। রানার মনে পড়ল, মনো-রেলের মত দীর্ঘ একটা পথকেও ইলেকট্রিফায়েড কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছে সও মং।

সামনের দৃশ্য নয়নাভিরাম, সন্দেহ নেই, কিন্তু নিজেকে অন্যমনস্ক হতে না দিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছে রানা। যেভাবে হোক কনফারেন্স সেন্টারের ভেতর ঢুকতে হবে ওকে।

শুধু কনফারেন্স সেন্টার নয়, ঝানের ল্যাবরেটরির কথাও মনে আছে ওর। ওদের নিচে র্যাঞ্চের মেইন হাইওয়ে, হাইওয়ের কাছাকাছি লম্বা আরেকটা বিল্ডিং। ওটাকেই ল্যাবরেটরি বলে সন্দেহ করল রানা। টার্গেট হিসেবে সহজ বলেই মনে হলো। কিন্তু সন্দেহ প্রকাশ করল রিটা। হাত তুলে দেখাল সে, দ্বিতীয় আরেকটা বিল্ডিং রয়েছে, রানা যেটাকে ল্যাবরেটরি বলছে সেটার পিছনে, তৈরি করা হয়েছে

অনেকটা অয়্যারহাউসের মত করে, আংশিক ঢাকা পড়ে আছে গাছপালায়। ওটার পিছন থেকে চওড়া একটা রাস্তা বেরিয়েছে, এঁকেবেঁকে পিছিয়ে গিয়ে মিলিত হয়েছে মেইন হাইওয়ের সাথে।

বহুদূরে, ধোঁয়াটে নীলচের ভেতর অস্পষ্ট, পশুচারণ ভূমি। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে সচল কিছু কালো বিন্দু দেখা গেল শুধু, ওগুলোই গরু-মহিষের পাল। আরও জানা গেল ঢালের মাথাটাই র‍্যাঞ্চের সবচেয়ে উঁচু জায়গা নয়। কনফারেন্স সেন্টারের বাঁ দিকে, ঝানের স্বপ্নপুরী ধীরে ধীরে উঁচু হতে শুরু করে একটা মালভূমিতে গিয়ে সমতল হয়েছে। এয়ারস্ট্রিপটা ওখানেই। দূর থেকে দেখে ওরা দু'জনেই একমত হলো, মালভূমিটার যে আকার তাতে খুব বড় ধরনের প্লেনও অনায়াসে ল্যান্ড করতে পারবে।

ঠিক যেন ওদের ধারণাকে সমর্থন করেই হঠাৎ শোনা গেল এঞ্জিনের আওয়াজ। ত্রিশ কি চল্লিশ মাইল দূর থেকে ভেসে এল শব্দটা। ওদের দৃষ্টিসীমার ভেতর চলে এল প্লেন, একটা বোয়িং সেভেন-ফোর-সেভেন।

'ওরা যদি জাম্বো নামাতে পারে, বাকিগুলোর ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন থাকে না।' রোদের ঝাঁঝে কুঁচকে সরু হয়ে গেছে রানার চোখ। 'ওটা আমাদের আরেকটা টার্গেট, রিটা। তালিকাটা মনে রেখো–কনফারেন্স সেন্টার, ঝানের ল্যাবরেটরি, এয়ারফিল্ড...'

রানার হাত ধরে আছে রিটা, চাপ বাড়িয়ে বলল, 'আর এদিকের মনো-রেল স্টেশন। কে জানে, ওই পথেই হয়তো পালাতে হবে আমাদের। ওদিকের স্টেশনে কি কি বাধা আছে আমরা জানি।'

'যমজ ড্রাকুলা আর বেড়ার গায়ে অদৃশ্য আগুন,' নিষ্ঠুর হাসিতে টান টান হয়ে উঠল রানার মুখ। 'স্বপ্নপুরীর সবখানে সৌন্দর্য আর সুরুচির ছড়াছড়ি, প্রাচুর্যের সমারোহ, কিন্তু আসলে জায়গাটা উপচে পড়া ডাস্টবিনের মত দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।'

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে নাক ঢাকল রিটা।

'এখানে ছোট একটা আর্মি আছে তার, প্রাসাদে আছে আমোদ-ফুর্তির আয়োজন। রেস ট্র্যাকও আছে, যেখানেই হোক...'

'গরু, মহিষ, ভেড়া, ঘোড়া এ-সবের কথা ভুলে যেয়ো না...,' নাক থেকে হাত সরিয়ে বলল রিটা।

'ঝানল্যান্ড, ডিজনিল্যান্ডের জবাব। কিন্তু জানো, রিটা, এত সব আনন্দ-কৌতুকের মধ্যে আমি হার্মিসের অস্তিত্ব অনুভব করছি? আমার পরম শত্রু উ সেন ঠিক এভাবেই বেঁচে থাকতে পছন্দ করত।'

'সেন্টিমেন্টালি ইনভলভড হওয়াটা কি ঠিক হবে, রানা?' মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রিটা, তার দৃষ্টিতে সতর্কতা।

'বুঝতে পারছ না, রিটা, ওরা আমার বাঁচা-মরা নিয়ে খেলছে! সেন্টিমেন্টালি ইনভলভড় না হয়ে আমার উপায় নেই!'

সাথে ফিল্ড গ্লাস নেই বলে খেদ প্রকাশ করল রানা। কাগজ-পেন্সিলও নেই যে একটা ম্যাপ আঁকবে। খানিক পর রিটা জিজ্ঞেস করল রানার কি মনে হয়, এখান থেকে বেরুতে পারবে তো ওরা?

'দুটো ব্যাপারে নিশ্চিত হবার পরই শুধু সে চেষ্টা করব আমরা। সেগুলো কি তুমি জানো।'

মাথা ঝাঁকাল রিটা, কাঠিন্য ফুটে উঠল কোমল চেহারায়। 'হার্মিস কি করতে চাইছে জানা, এটা যদি তাদের ঘাঁটি হয়ে থাকে…'

'এটা যে তাদের ঘাঁটি তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'আর কে আসল কালপ্রিট জানা…'

'হ্যাঁ,' রানার চেহারা আগের মতই গম্ভীর। 'তোমার কাকে সন্দেহ হয়? ঝান, নাকি পিয়েরে ল্যাচাসি…?'

'কিংবা বান্না বেলাডোনাও হতে পারে, রানা।'

'বেশ, কিংবা বান্না বেলাডোনাও, তর্কের খাতিরে মানলাম। তবে যদি বাজি ধরতে বলো, আমি বলব ঝান। তার মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী উন্মাদের সমস্ত লক্ষণ আছে। বস্তা বস্তা ডলার খরচ করে কাভার তৈরি করছে, সম্পদ আর অমূল্য অ্যান্টিকস্ সংগ্রহের ব্যাপারটা তার একটা রোগের মত, সব সময় প্রতিটি জিনিস আরও বেশি করে চাইছে, যতই থাক মন ভরে না, আসরে মধ্যমণি হয়ে থাকার প্রবণতা। আমার ধারণা সে-ই, পিয়েরে ল্যাচাসি তার খোজা প্রহরীদের প্রধান।'

'লোকটা খোজা কিনা সে-ব্যাপারে জোর করে কিছু বোলো না তো,' একটা ঢোক গিলে বলল রিটা। 'লাঞ্চের সময় তার পাশে বসেছিলাম আমি। হাড়সর্বস্ব হলে কি হবে, তার হাত নির্লজ্জের মত এদিক সেদিক বাড়তে চেষ্টা করে।' শিউরে উঠল সে। 'সেই থেকে ভয়ে সিঁটিয়ে আছি আমি–দরজায় তালাও দিতে পারব না।'

ঢালের কিনারা থেকে রিটাকে নিয়ে সরে এল রানা, আরেকবার জঙ্গলটা পরীক্ষা করে দেখতে চায়। 'কোন না কোন ধরনের মনিটরিং সিস্টেম না থেকেই পারে না,' আরও আধ ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর বিফল হয়ে বলল ও। 'আমার মনে হয় রাতে বেরুনোই ভাল। পাহারায় যদি কেউ থাকে, অবশ্যই থাকবে, তাদের চোখে ধুলো দিতে হবে। হ্যালো!' হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, মাথা একদিকে একটু কাত করে কি যেন শোনার চেষ্টা করছে।

একটু পর রিটাও শুনতে পেল শব্দটা, কোন এঞ্জিনের। ঢালের নিচে রাস্তা থেকে ভেসে আসছে।

রিটার একটা হাত ধরল রানা। 'গ্রান্ড ট্যুর পার্টি আসছে। ভুলো না, এখন ওরা আমাদেরকে আলাদা করবে, কিন্তু টারায় ডিনারের পর দু'জন একসাথে থাকব আমরা। ঠিক আছে?'

'যথা আজ্ঞা, জনাব।' পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো রিটা, রানার গালে ঠোঁটের কোমল স্পর্শ দিল। 'আর তুমিও ভুলো না ড্রাগন লেডি সম্পর্কে কি বলেছি আমি।'

'কোন কথা দিচ্ছি না,' মুহূর্তের জন্যে গাম্ভীর্যের মুখোশ খসে পড়ল রানার মুখ থেকে। 'আমার বুড়ি নানী বলত প্রতিজ্ঞা হলো চিনে বাদামের খোসা, ভাঙার জন্যেই।'

'ওহ্ রানা, তুমি না!'

জঙ্গল থেকে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এল ওরা। আর ঠিক সেই মুহূর্তে

ঝানকে দেখা গেল, একটা মাস্টাঙ জি.টি-তে বসে আছে, হুইলের পিছনে দৈত্যের মত লাগছে তাকে। ধুলোর পাহাড় তুলে ধেয়ে এল গাড়িটা, ঘ্যাচ করে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল স্যাবের ঠিক পিছনে। সিরকা উনিশশো ছেষট্টি, বাহনটা চিনতে পারল রানা। সম্ভবত টু-এইট-নাইন ভি-এইট এঞ্জিন।

ঝানের পাশে বসে আছে বান্না বেলাডোনা, চোখমুখে এলোমেলো হয়ে আছে চুল, লালচে মুখ। মাস্টাঙ থেকে মার্জিত এবং সাবলীল ভঙ্গিতে নামল সে, নড়ে ওঠা থেকে শুরু করে নামা পর্যন্ত নৃত্যভঙ্গিমায় কোথাও বিরতি বা ছেদ পড়ল না।

'সুন্দর গাড়ি!' নিঃশব্দে হাসল রানা। 'এটাকে পিছনে ফেলতে ভালই লাগবে আমার, অবশ্য গ্রাঁ প্রি-র আয়োজন যদি আদৌ করা হয়···'

'আমি আপনাকে আরও জ্যান্ত জিনিস অফার করতে পারি, মি. রানা,' ঘোষণা করল ঝান। 'কি, আয়োজন করা হবে মানে? আয়োজন তো শেষ! কিসের বিরুদ্ধে জিততে হবে পরে দেখাব আপনাকে। মেহমানদের কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো? কে কোন্ কেবিনে? নাকি একটাই দু'জনে শেয়ার করছেন?' নিজের রসিকতায় হেসে উঠল, যদিও ইঙ্গিতটায় অশ্লীল কোন ভাব থাকল না।

'রিটা ফেটারম্যানে, আমি স্যান্ড ক্রীকে,' তাড়াতাড়ি বলল রানা, রিটা সত্যি কথা বলে ফেলার আগে ভুল তথ্য সরবরাহ করল। পিয়েরে ল্যাচাসি যদি দুঃসাহসী লম্পট হয়, রাতে হাতড়াবার জন্যে সে বরং রানার কাছেই আসুক।

'তুমি রেডি তো, রানা?' এক মুহূর্ত আগেও নাচছিল বান্না বেলাডোনার চোখ, রানার মুখের ওপর হঠাৎ তার দৃষ্টি স্থির আর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

'তুমি কি স্যাবে চড়ার ঝুঁকি নেবে?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'যে-কোন ঝুঁকি নেবে ও,' বলল ঝান, হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে চেহারা। 'আসুন, মিসেস লুগানিস। আমি আপনাকে দেখাব সত্যিকার ড্রাইভিং কাকে বলে, সেই সাথে ঝানল্যান্ডের চুম্বক অংশগুলো উপভোগ করবেন আপনি।'

স্যাবের তালা খুলল রানা, বেলাডোনাকে প্যাসেঞ্জার সীটে বসাল। ঝানের ঘোষণা অনুসারে, গ্রান্ড ট্যুর শেষ হতে সময় লাগবে প্রায় তিন ঘণ্টা, তবে সময়টা সংক্ষেপ করে নেবে ওরা। সাড়ে সাতটায় ডিনার। 'প্রিন্ট আর আপনার সাথে আধ ঘণ্টা একা থাকতে চাই আমি, মি. রানা। ট্র্যাকে মিলিত হব আমরা, এই পৌনে সাতটার দিকে। বান্না আপনাকে পথ দেখাবে। লক্ষ্মী হয়ে থাকবেন, আর যদি লক্ষ্মী হয়ে থাকতে না পারেন···'

স্যাবের এঞ্জিন গর্জে উঠল, ঝানের শেষ কথাগুলো শুনতে পেল না রানা। তারপর, হাত নেড়ে, দরজা বন্ধ করল ও। একটু কমল এঞ্জিনের আওয়াজ।

শরীরটা স্থির রেখে রানার দিকে শুধু মুখ ফেরাল বেলাডোনা। 'ওকে, রানা—চলো, মি. ঝানের গর্বের কারণটা দেখাই তোমাকে।'

'সেটা আমি এখান থেকেই ভাল দেখতে পাচ্ছি,' মৃদু হাসির সাথে বলল রানা; কোন সন্দেহ নেই চোখ-ধাঁধানো রূপ রয়েছে মেয়েটার, লক্ষ মেয়ের মাঝখান থেকে আলাদাভাবে খুঁজে নেয়া যাবে। তার অবিশ্বাস্য কালো চোখের সাথে রোদপোড়া গায়ের রঙ যেন প্রতিযোগিতায় লিপ্ত।

হাসি নয় যেন বীণার সাতটা তার ঝনঝন করে উঠল, তারপর ক্রমশ নেমে

এল খাদে। 'একদম বিশ্বাস কোরো না। র‍্যাঞ্চই তার একমাত্র গর্বের কারণ। আমি তার লোভের কারণ হতে পারি, তার বেশি কিছু না।' চোখের কালো আগুন পলকের জন্যে জ্বলজ্বল করে উঠল। 'গাড়ি ছাড়ো, দেখাই তোমাকে।'

রওনা হলো স্যাব, ছোট শহরটার দিকে যাবার রাস্তায় নেমে এল। র‍্যাঞ্চ স্টাফদের ছেলেমেয়েরা ছোট একটা পার্কে ছুটোছুটি করছে, বাড়িগুলোর সামনে পরিচ্ছন্ন লন। বড় একটা দোকানের সামনে আর ভেতরে নারী-পুরুষের ভিড়, উঠানে কাজ করছে মেয়েরা। এত বেশি স্বাভাবিক দৃশ্য, র‍্যাঞ্চের বাকি অংশের সাথে একেবারেই যেন বেমানান, কৃত্রিম বলে মনে হয়।

কারও কারও উদ্দেশে হাত নাড়ল বেলাডোনা। একটা প্যাট্রল কার দেখল রানা, পাশে লেখা রয়েছে 'ঝান সিকিউরিটি'।

'হাইওয়ে পুলিস?' জিজ্ঞেস করল ও।

'সার্টেনলি। মি. ঝান আইন-শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী। তাঁর ধারণা এতে করে মানুষ ভুলে থাকবে যে তারা একটা বন্ধ জায়গায় বাস করছে। স্টাফরা বাইরে যাবার কোন সুযোগ প্রায় পায় না বললেই চলে, রানা—তুমি জানো।'

রানা কোন মন্তব্য করল না, চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছে। স্টাফ কোয়ার্টার পিছনে ফেলে পশুচারণ ভূমির কিনারায় চলে এল স্যাব। তারপর বাঁক নিয়ে এয়ারপোর্ট রোড ধরল। রিটা আর রানার ধারণাই ঠিক, কাজ চালাবার জন্যে সাধারণ একটা ল্যান্ডিং স্ট্রিপ নয়, ব্যাপারটা পুরোদস্তুর অপারেশনাল এয়ারপোর্টই।

'বিশ্বাস করবে, কি নাম রাখা হয়েছে?' বেলাডোনার কণ্ঠে একটু যেন ব্যঙ্গের রেশ। 'ঝান ইন্টারন্যাশনাল।'

'বিশ্বাস করলাম। এরপর কোথায়?'

পথ-নির্দেশ দিল বেলাডোনা, খানিক পরই বনভূমির কিনারা ঘেঁষে ছুটল স্যাব। কনফারেন্স সেন্টারটাকে এই বনভূমিই চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। রানা জানে, তবু প্রশ্নটা করল—কনফারেন্স সেন্টারে অবাঞ্ছিত কাউকে যেতে না দেয়ার ইচ্ছে থেকে বন সৃষ্টি করা হয়েছে কিনা।

'যেতে না দেয়ার ইচ্ছে, বেরুতে না দেয়ার ইচ্ছে, দুটোই বলতে পারো। কনফারেন্স উপলক্ষে অদ্ভুত সব লোক আসে এখানে, চেঁচামেচি করে তারা। মি. ঝান প্রাইভেসী পছন্দ করে। নিজেই টের পাবে। তোমার সাথে চুক্তি হবার পর, তার সবগুলো খেলনা দেখানো শেষ করে, তুমি জানতেও পারবে না কখন তোমাকে বের করে দিয়েছে।'

স্যাবের গতি কমাল রানা, প্রতি মুহূর্তে ঘন সবুজ দুর্ভেদ্য জঙ্গলের দিকে তাকাচ্ছে। 'ভয় পাবার মত ব্যাপার। জঙ্গলটাকে ঘিরে একটা খাদও রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। ভেতরে বাঘ-টাগ নেই তো, কিংবা ড্রাগন?'

'অতটা ভয় পাবার কিছু নেই, তবে হাতে কুড়োল আর দক্ষতা না থাকলে বেশিদূর তুমি যেতেও পারবে না। আধ মাইলটাক ঘন ঝোপ পেরোতে হবে, কাঁটাঝোপ—রীতিমত বিপজ্জনক। তারপর আছে উঁচু বেড়া। আমরা অবশ্য ঢুকতে পারব।'

'ঢোকার একটা ব্যবস্থা তো রাখতেই হয়েছে, তাই না? স্টাফরা নিশ্চয়

তোমাদের লোক। নাকি তাদের আনা-নেয়ার কাজে কপ্টার ব্যবহার করা হয়?'

'বলো মি. ঝানের লোক,' রাগ নয়, যেন অনুরোধের সুরে ভুলটা ধরিয়ে দিল বেলাডোনা। 'না, শুধু কনফারেন্স ডেলিগেটরা হেলিকপ্টারে করে আসে। কিন্তু এখানে…চলো দেখাই তোমাকে। গ্রীন বেল্ট আরও দু'মাইল অনুসরণ করো।'

'এমন সুন্দর একটা ফরাসী মেয়ে এই স্বপ্নজগতে কি করছে?' বলল রানা, প্রশ্নটা যেন নিজেকেই করা।

কয়েক মুহূর্ত কথা বলল না বেলাডোনা। নিজেকে গাল দিল রানা, ধরে নিল সময়ের আগে চাল দেয়া হয়ে গেছে।

'সে প্রশ্ন তো আমারও,' বিড়বিড় করে বলল বেলাডোনা, চোখ নামাল। 'সারাক্ষণ সে কথাই তো ভাবি।' আবার কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল সে, তারপর বলল, 'নাহ্, থাক–সে অনেক বড় গল্প। এমনি কারও কপাল পোড়ে না, কিছু মারাত্মক ভুলও তার থাকে। লোভ করলে কিছু খেসারত তো দিতেই হয়। গোল্ড-ডিগারদের সম্পর্কে জানো তো, সোনার সাথে তাদের কপালে যার যেমন প্রাপ্য সেটুকু মরুভূমিও জোটে?'

'আমার তো ধারণা ছিল তাদের ভাগ্যে শুধু হীরে, মিঙ্ক কোট, লেটেস্ট মডেলের গাড়ি, লাগজারি ফ্ল্যাট, ব্যাংক ব্যালেন্স ইত্যাদি…'

'হ্যাঁ, ওগুলোও তারা পায়। কিন্তু তাদের একটা মূল্য দিতে হয়। এখান থেকে…নাক বরাবর সোজা। স্পীড কমাও।'

ধনুকের মত বাঁকা হয়ে রাস্তাটা প্রায় উঁচু কাঁটাতারের বেড়া আর পাঁচিল পর্যন্ত চলে গেছে। অপর দিকে কি আছে জানা আছে রানার–শুকনো মাটি আর বালি, পোড়া ঘাস, সেই অ্যামারিলো পর্যন্ত বিস্তৃত মরুভূমি।

'থামো এখানে।'

গাড়ি থামাল রানা, বেলাডোনার দেখাদেখি নামল।

হেঁটে রাস্তার কিনারায় চলে গেল বেলাডোনা, দুই হাঁটুর ওপর হাত রেখে ঝুঁকল নিচের দিকে, যেন ভয় পেয়েছে কেউ দেখে ফেলবে। 'আসলে কাজটা আমি ভাল করছি না, ফাঁস করে দিচ্ছি ব্যাপারটা।' তার হাসি, যখন মাথা তুলল সে, বর্শার মত বিদ্ধ করল রানার হৃৎপিণ্ডকে। এ তোমার পাগলামি, নিজেকে তিরস্কার করল রানা। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে বান্না বেলাডোনাকে তুমি চিনতেই না।

মেয়েটা সম্পর্কে সব কিছু জানার প্রচণ্ড কৌতূহল জাগল রানার মনে–তার অতীত, ছেলেবেলা, বাবা-মা, বন্ধু-বান্ধব, পছন্দ-অপছন্দ, চিন্তা আর আদর্শ। জানাটা যেন খুব জরুরী।

মাথার ভেতর থেকে সতর্ক সঙ্কেত পাওয়া গেল, চলতি মুহূর্তের বাস্তবতায় ফিরিয়ে আনল ওকে। বান্না বেলাডোনা ঝুঁকে রয়েছে ছোট, গোল একটা ধাতব ঢাকনির দিকে, ডায়ামিটারে প্রায় এক ফুট হবে, দেখে মনে হলো আন্ডারডেনের ঢাকনি হতে পারে। ঢাকনির মাঝখানে একটা রিঙ রয়েছে, সেটা ধরে ঢাকনিটা সহজেই তুলে ফেলল বেলাডোনা, যেন একেবারেই হালকা।

'দেখছ?' রানাকে আঙটা আকৃতির একটা হাতল দেখাল সে, সদ্য উন্মোচিত ফাঁকটায় কাত হয়ে রয়েছে। 'এবার লক্ষ করো!' হাতলটা ধরে টান দিতেই রাস্তার

কিনার থেকে বড় একটা পাথর ধীরে ধীরে মাটির তলায় তলিয়ে যেতে শুরু করল, যেন একটা হাইড্রলিক লিফট ওটাকে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

পাথরটা চারকোনা, লম্বা চওড়ায় পাঁচ ফুটের মত। সারফেস থেকে এক ফুট নেমে যাবার পর দূর থেকে ভেসে আসা হাইড্রলিক গুঞ্জন পরিষ্কার কানে বাজল। এক পাশে সরে গেল পাথরটা, নিচে দেখা গেল চওড়া একটা চেম্বার। নিচে নামার জন্যে ঠিক সিঁড়ি নয়, লোহার ধাপ দেখা গেল কয়েকটা।

'নামা উচিত হবে না,' বলল বেলাডোনা। নার্ভাস দেখাল তাকে। ঘন ঘন এদিক ওদিক তাকাল কিছুক্ষণ। তারপর চাপা গলায় বলল, 'নিচের চেম্বার থেকে সিঁড়িতে পৌঁছানো যায়, তারপর টানেল। টানেল থেকে তুমি বেরিয়ে আসবে এক দারোয়ানের কুজিটে, একেবারে সেই মেইন বিল্ডিঙে।' নিচের দিকে তাকাল সে। 'ওখানে খোলা আর বন্ধ করার ডিভাইস আছে, আর একটা আছে শেষ মাথায়।'

'আসলে কেন···?'

'মি. ঝানের অনেক জাদুর একটা বলতে পারো,' বলে চলেছে বেলাডোনা, রানার অসমাপ্ত প্রশ্ন বোধহয় শুনতে পায়নি। 'খুব কম লোকই এটার কথা জানে। কনফারেন্স সেন্টারে তার স্টাফরা কাজ করে, এই পথেই যাওয়া-আসা করে তারা–ডেলিগেটরা আসার আগের দিন যায়। খাবারদাবার নেয়া হয় হেলিকপ্টারে। এটা আসলে পালানোর জরুরী পথ, যদি কখনও বিপদ দেখা দেয়।'

'কি ধরনের বিপদ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কি যেন বলতে গিয়েও বলল না বেলাডোনা, সামলে নিল নিজেকে। তারপর বলল, 'তোমাকে তো বলেছি, কনফারেন্সে অদ্ভুত সব লোকজন আসে। মি. ঝান সিকিউরিটি সম্পর্কে সচেতন। ঝোঁকের মাথায় কি করে বসলাম, না? তোমাকে বোধহয় পথটা দেখানো উচিত হলো না। চলো, সরে যাই এখান থেকে।'

আবার টান দিয়ে লিভারটা আগের পজিশনে নিয়ে এল বেলাডোনা। আড়াল থেকে বেরিয়ে এল পাথরটা, তারপর উঠে এল আগের জায়গায়। এরপর হাতের ঢাকনিটা ছোট ফাঁকটায় বসিয়ে দিল সে, পা দিয়ে কিছু ধুলো চাপাল ঢাকনির ওপর।

গাড়িতে বসার পরও উত্তেজিত দেখাল বেলাডোনাকে। 'এবার কোথায়?' শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল রানা, ভাব দেখাল গোপন পথটা মজার একটা ব্যাপার বলে মনে হয়েছে তার কাছে, গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।

রিস্ট ওয়াচে চোখ বুলাল বেলাডোনা। ঝানের সাথে দেখা হতে এখনও পৌনে এক ঘণ্টা বাকি রয়েছে। 'কেবিনের রাস্তাটা ধরো,' দ্রুত বলল সে। 'কোথায় বাঁক নিতে হবে দেখিয়ে দেব।'

গাছপালা ঢাকা ঢালের দিকে স্যাব তাক করল রানা। খানিক পর নির্দেশ দিল বেলাডোনা, ঢাল বেয়ে উঠে যাওয়া রাস্তা ধরতে নিষেধ করল। ঢালটাকে ঘিরে থাকা অপর রাস্তা দিয়ে বাঁ দিকে চলে এল ওরা, সামনে দ্বিতীয় আরেকটা রাস্তা ঢাল বেয়ে মাথার দিকে উঠে গেছে, গাড়ি বা ট্রাকের জন্যে যথেষ্ট চওড়া।

রাস্তাটা ধরে অর্ধেকের মত দূরত্ব পেরোবার পর জঙ্গলের গায়ে একটা ফাঁকের দিকে হাত তুলল বেলাডোনা। কয়েক মুহূর্ত পর ছোট্ট একটা ফাঁকা জায়গায় চলে এল, উঁচু গাছপালায় ঘেরা আর অন্ধকার।

'তোমার কাছে সিগারেট হবে?' রানা ইগনিশনের সুইচ অফ করার পর জিজ্ঞেস করল সে।

গানমেটাল কেসটা বের করল রানা, দু'জনের জন্যেই একটা করে সিগারেট ধরাল। লক্ষ করল, বেলাডোনার আঙুলগুলো কাঁপছে। সিগারেটে লম্বা টান দিল সে, প্রতিবার অনেকক্ষণ ধরে ধোঁয়া ছাড়ল। 'শোনো, রানা। ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে এখন আর কিছু করার নেই। মারাত্মক বোকামি করে ফেলেছি আমি। সত্যি দুঃখিত। জানি না কেন করেছি···কিন্তু, প্লীজ! মি. ঝান যেন কিছু না জানে!'

'কি বলছ!'

'উনি যদি জানেন আমি তোমাকে কনফারেন্স সেন্টারের গোপন পথ···আমার বিপদ হবে, রানা!' নিজের প্রতি ক্ষোভে মাথা নাড়ল বেলাডোনা। 'কি ভূত যে চাপল মাথায়! কেন যে দেখাতে গেলাম! তুমি তো জানো না, এ-সব ব্যাপারে উনি ভীষণ স্পর্শকাতর। আমার আসলে হুঁশ-জ্ঞান ছিল না···নতুন একজন মানুষ, যার ব্যবহার সুন্দর···প্রায় সম্মোহিত হয়ে পড়েছিলাম। বুঝতে পারছ কি বলছি?' তার আঙুলগুলো নড়ে উঠে প্রতিবেশীর আঙুলগুলোকে খুঁজে নিল, দু'হাতের পাঁচটা করে দশটা আঙুল এক হলো, মৃদু চাপ অনুভব করল রানা।

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি বলে মনে হয়।' বেলাডোনার স্পর্শ ছোট্ট বৈদ্যুতিক ঝাঁকির মত লাগল রানার।

হঠাৎ করে হেসে উঠল বেলাডোনা। 'ওহ্ ডিয়ার, আমি মোটেও বুদ্ধিমতী নই! আগে মনে পড়েনি! এই যে, মশাই, তুমি জানো কি, ইচ্ছে করলে আমি তোমাকে ব্ল্যাকমেইল করতে পারতাম?'

'ব্ল্যাকমেইল করতে পারতে?' উদ্বিগ্ন রানা আকাশ থেকে পড়ল, ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকের ভেতরটা।

দু'জনের একটা করে হাত এক হয়ে আছে, দুটোই ওপর দিকে তুলল বেলাডোনা, জোরে চাপ দিল রানার হাতে। 'ভয় পেয়ো না। প্লীজ। তুমি ঝানকে বলবে না আমি তার কনফারেন্স সেন্টারের গোপনীয়তা ফাঁস করে দিয়েছি, আর আমি বলব না যে তুমি একটা···আরে-ধ্যেৎ, কি যেন বলে? ভুয়া ব্যবসায়ী? আত্মবিশ্বাসী প্রতারক? না, আরও কি যেন একটা স্ল্যাং নেম আছে, এদিকে খুব চল্···'

'আ ফ্লিম-ফ্যাম ম্যান?' সাহায্য করল রানা।

'দ্যাট'স গুড!' আবার বীণানিন্দিত হাসি দিল বেলাডোনা। 'চমৎকার বর্ণনা করেছ–ফ্লিম-ফ্যাম।'

'বেলাডোনা, আমি ঠিক···'

'রানা,' মুক্ত হাতের একটা আঙুল তুলে নাড়ল বেলাডোনা। 'তুমি আমার মুঠোয় চলে এসেছ, মাই ডিয়ার! এবং ঈশ্বর জানেন, ভাল একজন মানুষ আমার হাতে থাকা দরকার।'

'এখনও আমি বুঝতে পারছি না তুমি কি···'

ঠোঁটে একটা আঙুল রেখে রানাকে চুপ করিয়ে দিল বেলাডোনা। 'শোনো। ঝান অত্যন্ত ক্ষমতাবান লোক। বহু কিছু সম্পর্কে এক্সপার্ট সে। গাড়ি আর ঘোড়া

সম্পর্কে জানে, আইসক্রীম সম্পর্কে তো জানেই। বলা যায় একমাত্র আইসক্রীম সম্পর্কেই সম্ভাব্য যা কিছু জানার আছে সব জানে সে। কিন্তু প্রিন্টস সম্পর্কে? ক্যাটালগ, বই এ-সবই আছে, কোনটা পছন্দ করার মত বুঝতে পারে, কিন্তু এ-ব্যাপারে তাকে এক্সপার্ট বলা যাবে না। কিন্তু আমি…হ্যাঁ, আমাকে এক্সপার্ট বলা যাবে। প্যারিসে থাকতে আমি বিজ্ঞানের ছাত্রী ছিলাম, বারো বছর বয়স থেকে। কিন্তু আমি আর্টসের ছাত্রীও ছিলাম। আর জানো কি, আমার প্রিয় বিষয় ছিল প্রিন্টস? তোমার কাছে এক সেট অপ্রকাশিত হোগার্থ আছে। ইউনিক, আমাকে বলেছে ঝান। সাত রাজার ধন।'

'হ্যাঁ। এবং অথেনটিকেটেড। তবে ওগুলো বিক্রির জন্যে কিনা এখনও তা বলিনি আমি, বেলাডোনা।'

চোখে বুদ্ধির ঝিলিক নিয়ে হাসল বেলাডোনা। 'না, বলোনি। কিন্তু ভেবো না অতি পুরাতন কৌশলটা আমার জানা নেই, রানা। দেব দেব করছ কিন্তু দিচ্ছ না, কেমন? আগ্রহ আরও বাড়াতে চাইছ, ঠিক না? শোনো।' রানার হাতটা নিজের কোলের ওপর নিয়ে এল সে, চেপে ধরল দুই উরু দিয়ে। আচরণটা এত স্বাভাবিক, যেন কি করছে সে-সম্পর্কে কোন খেয়াল নেই তার। কিন্তু রানার অবস্থা কাহিল, শ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে ওর। 'শোনো, রানা। তুমি ভাল করেই জানো যে নতুন, অপ্রকাশিত হোগার্থ প্রিন্ট বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। তুমি জানো, আমিও জানি। তোমার সাথে যেগুলো রয়েছে, অত্যন্ত ভাল হাতে তৈরি জাল প্রিন্টস্। এতই নিখুঁতভাবে জাল করা হয়েছে যে আমার কোন সন্দেহ নেই ভাবী বংশধরেরা ওগুলোকেই আসল বলে বিশ্বাস করবে। এগুলো আসল হোগার্থ হয়ে উঠবে। বাজারে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয় আমার জানা আছে। জাল একটা শিল্পকর্ম, ঠিকমত ব্যবস্থা করা গেলে, সত্যি সত্যি আসল জিনিস হয়ে ওঠে। যেভাবেই হোক কিছু লোককে তুমি এরইমধ্যে বিশ্বাস করাতে পেরেছ ওগুলো আসল, বলছ অথেনটিকেশন আছে…জানি না সেটাও জাল কিনা…'

'না।' রানা জানে বেআইনী কিছু স্বীকার করা উচিত হবে না। 'তুমি এত নিশ্চিত হচ্ছ কিভাবে যে ওগুলো নকল? মাত্র কয়েক সেকেন্ড চোখ বুলিয়েছ…'

কাছে সরে এল বেলাডোনা, রানার কাঁধে কাঁধ ঠেকাল, মাথা এতটাই ঝুঁকে আছে যে রানা তার চুলের গন্ধ পাচ্ছে। 'আমি জানি ওগুলো জাল, কারণ যে লোক জাল করেছে তাকে আমি চিনি। সত্যি কথা বলতে কি, প্রিন্টগুলো আগেও আমি দেখেছি। লোকটা ইংরেজ, নাম–অনেকগুলো নাম তার–মিলার, মিলহাউস, কখনও বা মিলটন, তাই না?'

এরপর বেলাডোনা লোকটার চেহারার যে বর্ণনা দিল, শুনে হতভম্ব হয়ে পড়ল রানা। ছোটখাট, রোগা-পাতলা এই লোকই তো কেনসিংটনের সেফ হাউসে প্রিন্টস সম্পর্কে রিটা আর ওকে জ্ঞান-দান করেছিল!

সর্বনাশ, সব ভেস্তে গেছে! সি.আই.এ. চীফের আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল। সেই সাথে আরেকটা কথা ভাবল রানা। সি.আই.এ. চীফ হয়তো জেনেশুনেই ছোটখাট লোকটাকে কাজে লাগিয়েছেন, তার সাহায্যে বা মাধ্যমে তিনি হয়তো হার্মিসের পিছনে লোক লাগাতে পারবেন, রানা যদি কোন যোগাযোগ

করতে ব্যর্থ হয়। 'এবার আমাকে বলতে দাও,' খুক্ করে কেশে গলা পরিষ্কার করল রানা। 'তুমি ঠিক বলছ কি ভুল বলছ জানি না, তবে আমার কাছে আনকোরা নতুন খবর বলে মনে হলো।' বেলাডোনাকে ধোঁকায় ফেলার চেষ্টা।

মনে হলো বেলাডোনাও স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে না। 'রানা। কাউকে আমি কিছু বলতে যাচ্ছি না। তুমি শুধু, প্লীজ, টানেলের ব্যাপারে মুখ খুলো না। তোমাকে ওটা আমার দেখানো উচিত হয়নি, এবং…ওহ্, রানা! মাঝে মধ্যে ঝানকে আমি যমের মত ভয় করি…।' রানার হাত ছেড়ে দিল সে, মুখের দিকে মুখ তুলল। দু'জোড়া ঠোঁট এক হলো।

ঠোঁট দু'জোড়া এক হতে, মুহূর্তের জন্যে রানার মনে হলো, দূর থেকে ভেসে আসা রিটার কণ্ঠস্বর পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে ও, 'এই বলে রাখলাম, ঝানের বান্ধবী জ্যান্ত চিবিয়ে খাবে তোমাকে।'

কিন্তু সতর্ক হওয়া তো দূরের কথা, মাসুদ রানা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে মোহময়ী বান্না বেলাডোনা যদি ওকে সত্যি কাঁচা চিবিয়ে খেতে চায় তো সানন্দে রাজি হবে সে। সুন্দরী নারীর সান্নিধ্য খুব কম পায়নি রানা, কিন্তু এত আবেগ নিয়ে কেউ ওকে চুমো খেয়েছে কিনা মনে করতে পারল না। আদরের কোমল, মৃদু স্পর্শ দিয়ে শুরু হলো; এক হলো দু'জোড়া ঠোঁট, তারপর সড়সড়, কিলবিল একটা অনুভূতি; দুটো মুখ একসাথে খুলে গেল। পরস্পরের জিভের ডগা এক হলো, তারপর পিছিয়ে এল, আবার এক হলো–দুটো প্রাণী পরস্পরকে যেন আবিষ্কার করছে। এক সময় দুটো মুখ আর দুটো থাকল না, একটা হয়ে উঠল, হারিয়ে ফেলল আলাদা পরিচয়।

নিজের অজ্ঞাতেই বেলাডোনার শরীরের দিকে হাত বাড়াল রানা, কিন্তু ওর কব্জি চেপে ধরল বেলাডোনা, দূরে সরিয়ে রাখল ওকে। রুদ্ধশ্বাসে আবার চুমো খেলো ওরা।

'রানা,' ফিসফিস করে বলল বেলাডোনা। 'আমার ধারণা ছিল চুমো যে একটা আর্ট পুরুষরা তা ভুলে গেছে।'

'না, অন্তত একজন ভোলেনি–এই মুহূর্তে টেক্সাস র‍্যাঞ্চের মাঝখানে একটা স্যাব গাড়িতে বাস করছে সে।'

রিস্টওয়াচে চোখ বুলাল বেলাডোনা। 'আরে, সময় হয়ে এসেছে, দেখছ!' রানার দিকে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল সে। 'তোমাকে…একটা কথা জিজ্ঞেস করব।' উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে বাইরে তাকাল সে। 'তুমি আর মিসেস লুগানিস…রিটা…?'

'বলো?'

'তোমরা কি…মানে, তোমাদের মধ্যে কি…?'

'আমার লাভার কিনা?' প্রশ্নটা ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল রানা।

'হ্যাঁ…?'

'না। প্রশ্নই ওঠে না। রিটার স্বামী আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমার সাথে ওকে একা ছেড়ে দিয়েছে দেখে বুঝতে পারছ না আমাকে কতটুকু বিশ্বাস করে সে? কিন্তু, বান্না, এর কোন মানে হয় না, স্রেফ পাগলামি। তুমি ঝানের বান্ধবী,

তাই না? আমার কোন অধিকার নেই…ঝান জানতে পারলে…'

'তোমাকে খুন করবে।' ঠাণ্ডা এবং শান্ত বেলাডোনা। 'কিংবা তুমি ওকে খুন করবে। তবে এই ব্যাপারটা জানাজানি না হলেও সে হয়তো তোমাকে শেষ পর্যন্ত খুন করবে, রানা। আগেই ভেবে রেখেছিলাম, যাই ঘটুক না কেন, তোমাকে আমি সাবধান করে দেব। এখন সেই কাজটাই করছি, কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে—কারণ যে-কোন কিছুর বিনিময়ে তোমাকে এখানে চিরকালের জন্যে ধরে রাখতে পারলে আমার জীবন সার্থক হবে। কিন্তু তোমাকে রাখতে চাওয়া মানে খুন হতে বলা। তারচেয়ে আমি চাইব আমার জীবন থেকে সরে যাও সে-ও ভাল কিন্তু বেঁচে থাকো। ডার্লিং রানা, আমার পরামর্শ হালকাভাবে নিয়ো না, প্লীজ। যাও, রানা। যত তাড়াতাড়ি পারো চলে যাও। ঝানের কাছ থেকে যতটুকু পারো নিয়ে আজ রাতেই পালাও তুমি, রানা। আজ রাতেই, প্রথম সুযোগেই। এই জায়গা শয়তানদের আস্তানা। তোমার মত ভালমানুষদের জন্যে নয়। তুমি ভাবতেও পারবে না কি অশুভ…,' থেমে গেল বেলাডোনা, চেহারায় সতর্ক ভাব।

'অশুভ?'

'তোমাকে সে-কথা বলতে পারব না। আসলে, খুব একটা বেশি জানিও না, তবে যতটুকু জানি, মনে করলে গায়ে কাঁটা দেয়। ঝানকে তুমি চেনো না, রানা। দেখে মনে হয় ধনী, হাসিখুশি, উদার ভদ্রলোক। কিন্তু লোকটা একটা হিংস্র পশু, রানা। ধারাল নখ আর থাবা আছে। সেই থাবায় কতটুকু ক্ষমতা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। তার ক্ষমতা র‍্যাঞ্চ ছাড়িয়ে আরও বহুদূর বিস্তৃত। টেক্সাস, আমেরিকা ছাড়িয়ে…'

'তুমি কি বলতে চাইছ সে এক ধরনের ক্রিমিন্যাল?'

'আরও জটিল, রানা, আরও জটিল!' দ্রুত, ঘন ঘন মাথা নাড়ল বেলাডোনা। 'সে আমি তোমাকে ব্যাখ্যা করে বলতে পারব না। আচ্ছা, আমি কি তোমার কাছে…মানে, আসতে পারি, আজ রাতে? না, আজ রাতে সম্ভব নয়। সুযোগ হবে না। কাল রাতে, রানা? অবশ্য আমার পরামর্শ যদি মানো তাহলে আজ রাতেই তুমি চলে যাবে। কিন্তু যদি না যাও, কাল রাতেও যদি থাকো, তোমার কাছে যেতে পারব আমি?'

'প্লীজ!' আনন্দ প্রকাশের জন্যে আর কোন শব্দ খুঁজে পেল না রানা। বেলাডোনাকে ওর মনে হলো কোন পাহাড়চূড়ার কিনারায় শুয়ে আছে, নিজের ভেতর নিজেকে আড়াল করে।

'এবার আমাদের ফেরা দরকার। দেরি করলেও ঝান হাসবে, কিন্তু পরে নরকযন্ত্রণায় ভুগতে হবে আমাকে…'

'কেন! তোমার ওপর সে জোর খাটায় কিভাবে?' রাগে চোখ জ্বলে উঠল রানার। 'সম্পর্কটা বন্ধুত্বের, তাই না? ইচ্ছে করলে তুমি তাকে এড়িয়ে যেতে পারো না?'

'না, রানা, পারি না!' বিষণ্ণ হেসে বলল বেলাডোনা। 'সব কথা তোমাকে যদি খুলে বলতে পারতাম! শুধু এটুকু বলি, আমি খুব বিপদে আছি। ঈশ্বর জানেন, এই বিপদ থেকে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে কিনা। বন্ধুত্ব, রানা? তুমি জানো,

হারামজাদা বুড়োটা আমাকে বিয়ে করতে চায়? যদি বলি, সব মিথ্যে, ঝান আমাকে এখানে বন্দী করে রেখেছে? থাক, রানা, তোমার এ-সব শুনে কাজ নেই। আমার বিপদ আমারই থাক, তোমাকে জড়াতে চাই না। এবার চলো...'

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে ছোট্ট আয়নায় নিজের চেহারা দেখল বেলাডোনা, ঠোঁট মেরামত করল। ফেরার পথে মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা, 'তোমার কি ভূমিকা সেটা ব্যাখ্যা করতে পারো না? সংক্ষেপে?'

পথ-নির্দেশ দেয়ার ফাঁকে দ্রুত কথা বলে গেল বান্না বেলাডোনা। সি.আই.এ-র ফাইলে তার সম্পর্কে যতটুকু আছে সব মিলে যায়। তার ছেলেবেলা কেটেছে প্যারিসে, একটা এতিমখানায়। মা-বাবার পরিচয় জানা নেই। অজ্ঞাতপরিচয় এক লোক তার নামে এতিমখানায় টাকা পাঠাত। পড়াশোনার জন্যে আমেরিকায় চলে আসে আঠারো বছর বয়সে। কয়েক বছর পর এক ফরাসী উকিল তাকে চিঠি লিখে জানায়, তার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় মারা গেছেন, বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি আর নগদ টাকা রেখে গেছেন তিনি, সমস্তটাই বান্না বেলাডোনার নামে উইল করা। উইলের শর্ত ছিল, হার্মিস নামে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে বেলাডোনাকে। প্রতিষ্ঠানটাকে গড়ে তোলার কাজে নির্দিষ্ট কিছু লোক তাকে সাহায্য করার প্রস্তাব দেবে, তাদেরকে কিভাবে চেনা যাবে তারও সঙ্কেত দেয়া ছিল উইলে।

সম্পত্তি পাবার কিছুদিন পর ঝান তার সাথে দেখা করতে এল। সাথে আরও কয়েকজন লোক। তারা বলল, ওর নেতৃত্বে হার্মিসকে তারা বিরাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। বেলাডোনা রাজি হলো। নগদ টাকা ওদের হাতে তুলে দিল সে, সম্পত্তিও কিছু বিক্রি করা হলো। হার্মিসকে গড়ে তোলার কাজ ওরাই শুরু করল, মাঝে মধ্যে শুধু তার সাথে আলোচনা করত। কিন্তু তারপরই ওদের চেহারা বদলাতে শুরু করল। ইতিমধ্যে বেলাডোনা টের পেয়ে গেছে, লোকগুলোর উদ্দেশ্য ভাল নয়। হার্মিসের নামে তারা আসলে একটা ক্রাইম সিন্ডিকেট গড়ে তুলছে। প্রতিবাদ করল সে, কিন্তু তার কথায় হেসে গড়িয়ে পড়ল সবাই। তারপর একে একে ঝান সহ তার সঙ্গী-সাথীরা বিয়ে করার প্রস্তাব দিল তাকে। বেলাডোনা সিদ্ধান্ত নিল, আইনের আশ্রয় নেবে সে। কিন্তু সুযোগ হলো না, তার আগেই কিডন্যাপ করা হলো। সেই থেকে এই ঝান র‍্যাঞ্চে বন্দী হয়ে আছে সে।

পালাবার কথা সব সময়ই চিন্তা করে বেলাডোনা। কিন্তু আবার এ-কথাও ভাবে, পালিয়ে লাভ কি? পুলিসের সাহায্য পাওয়া অত সহজ নয়, তাছাড়া আইনের সাহায্যে ঝানের মত লোকদের শায়েস্তা করা যায় না। মাঝখান থেকে প্রাণটা হারাতে হবে তাকে। পালিয়ে হয়তো যাওয়া সম্ভব, কিন্তু পালিয়ে থাকা অসম্ভব। ঝান ঠিকই তাকে খুঁজে বের করবে।

'বিয়ের ব্যাপারে এখনও সে তোমাকে...?'

'সে বলছে, দরকার হলে সারাজীবন ধৈর্য ধরবে। এই একটা ব্যাপারে সে জোর খাটাতে চায় না। তাকে নাকি আমার ভালবাসতে হবে। আমি নিজে থেকে বিয়েতে রাজি হলে তবেই সে বিয়ের আয়োজন করবে...'

'আর কে...?'

'বলো কে নয়? ল্যাচাসি একজন, আরেকজন···এ-সব জেনে কি লাভ তোমার, রানা? বাদ দাও। এই, ডান দিকে, ডান দিকে ঘোরো···!'

'আচ্ছা···,' শুরু করল রানা।

'আমাকে আর কথা বলিয়ো না, প্লীজ, রানা। ঝান টের পেয়ে যাবে আমি উত্তেজিত হয়ে আছি। সাবধান, সে যেন কোন আভাস না পায়।'

'শুধু একটা প্রশ্নের উত্তর দাও,' অনুরোধ করল রানা। 'ঝান আর ল্যাচাসির মধ্যে কার ক্ষমতা বেশি? আরেকটা প্রশ্ন–সও মং নামটা আগে কখনও শুনেছ?'

'সও মং মানে? এটা আবার কি নাম হলো?'

'বার্মীজ নাম, শুনেছ?'

মাথা নাড়ল বেলাডোনা। 'না। কেন বলো তো?'

'শুনেছিলাম এই নামের একটা লোক নাকি থাকে এখানে, যাকগে। আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল···'

'ক্ষমতা কার বেশি বলা মুশকিল, রানা,' খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল বেলাডোনা। 'ওদের সম্পর্কটাও জটিল···দু'জনেই একটা সীমা পর্যন্ত হোমো বলে সন্দেহ হয় আমার। মাঝে মধ্যে মনে হয় ল্যাচাসির পরামর্শ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে না ঝান, অথচ বেশিরভাগ সময় দেখি নেপথ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখে ল্যাচাসি। ওরা তো আর আমাকে বিশ্বাস করে সব কথা বলে না, কাজেই ঠিক বলতে পারব না। প্লীজ, রানা, এবার আমাকে দম নিতে দাও!'

ছোট একটা রাস্তা ধরে এগোল স্যাব, টারাকে ঘিরে থাকা মসৃণ লনের কাছাকাছি পৌঁছে গেল ওরা। তারপর গাছপালার উঁচু আর চওড়া একটা বেষ্টনী ভেদ করল গাড়ি। বোঝা গেল ঢালের মাথা থেকে রানা আর রিটা রেসিং সার্কিটটাকে কেন দেখতে পায়নি।

গাছগুলো সব কিছু আড়াল করে রেখেছে। গোটা র‍্যাঞ্চ লে-আউটের এইটাই সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি কাঠামো বা রাস্তা সবুজ বনজঙ্গল দিয়ে ঘেরা। বৃত্তাকার বিশাল রেস ট্র্যাকটাও তাই। বেশ চওড়া ট্র্যাক, পাশাপাশি তিনচারটে গাড়ি দাঁড়াতে পারবে। বাড়ির কাছাকাছি বাঁকগুলো তেমন জটিল বা তীক্ষ্ণ নয়, কিন্তু দূর প্রান্তের দিকে যেতে মাঝামাঝি জায়গায় ছলচাতুরির আশ্রয় নেয়া হয়েছে–কোণটা বিপজ্জনক, ব্যারিয়ার থাকায় এত সরু হয়ে আছে রাস্তা যে কোন রকমে শুধু একটা গাড়ির জায়গা হবে। প্রতিযোগীদের ভাষায় এ-ধরনের বাঁককে শিকেইন বলে। তারপরই ডান দিকে তীক্ষ্ণ একটা বাঁক। পরবর্তী বাঁকটা, এবড়োখেবড়ো বৃত্তের শেষ প্রান্তে, দেখতে অনেকটা ইংরেজী 'জেড' অক্ষরের মত।

গোটা বৃত্তটা আট মাইল হবে। কোথায় কি সুবিধে-অসুবিধে, বিপদের মাত্রা ইত্যাদি দেখে রাখল রানা।

শেষ প্রান্তে উঁচু একটা কাঠের মাচা মত রয়েছে, অদূরে খাদ আর গর্ত। মাচার নিচে এইমাত্র পৌঁচাচ্ছে লাল মাস্টাঙ, ঝান আর রিটাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে তৈরি হয়ে রয়েছে কঙ্কালসার পিয়েরে ল্যাচাসি।

সার্কিটের পাশের রাস্তা ধরে এল স্যাব। কাছাকাছি আসার পর ঝান আর রিটাকে পরিষ্কার দেখতে পেল ওরা, স্যাবের মতই রূপালি একটা গাড়ির পাশে

দাঁড়িয়ে রয়েছে, এই মুহূর্তে হুইলে বসে রয়েছে পিয়েরে ল্যাচাসি।

'খুব সাবধান, রানা,' শান্ত গলায় বলল বেলাডোনা, ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে সে। 'হুইলের পিছনে ল্যাচাসি বিপজ্জনক লোক। এক্সপার্ট তো বটেই, নিজের হাতের মত এই ট্র্যাকটা তার চেনা। সবচেয়ে খারাপ কি জানো, অ্যাক্সিডেন্টের পর ভয় বলে কোন অনুভূতি নেই ওর–না নিজের জন্যে, না আর কারও জন্যে।'

'আমি নিজেও খুব খারাপ নই,' ঝান আর ল্যাচাসির ওপর রাগটা ছোট ছোট বিস্ফোরণের আকারে গলার গভীর থেকে উঠে এল। 'ওরা যদি এই রেসে ছল চাতুরীর আশ্রয় নেয়, পিয়েরে ল্যাচাসিকে দু'একটা সবক শেখাতে বাধ্য হব আমি, বিশেষ করে, আমার সাথে প্রতিযোগিতা করার যোগ্যতা যদি থাকে তার। আমি শুধু আমার সমতুল্য কারও সাথে...' থেমে গেল রানা, দলটার কাছে চলে এসেছে ওরা, রূপালি গাড়িটাকে চেনা যাচ্ছে। ব্রেক করে গাড়ি থামাল ও, দরজা খুলল, স্যাবের সামনে দিয়ে ঘুরে চলে এল বেলাডোনাকে নামতে সাহায্য করার জন্যে। ওর পিছনে এসে দাঁড়াল মলিয়ের ঝান, মৃদু চাপড় মারল পিঠে, খল খল করে হাসছে।

'কেমন এনজয় করলেন? চমৎকার না? এবার বুঝতে পেরেছেন তো ঝান র‍্যাঞ্চ নিয়ে কেন আমার এত গর্ব?'

'সত্যি, দারুণ একটা জায়গা।' হাসিমুখে রিটার দিকে তাকাল রানা। 'তাই না, রিটা? মন ভরিয়ে দেয় না?'

'কাছেও টানে,' জবাব দিল রিটা। তার গলার স্বরে কাঠিন্যের রেশ রানা শুধু একা টের পেল। ও একাই দেখল বান্‌না বেলাডোনার দিকে মাঝে মধ্যেই ছুরির মত ধারাল চোখে তাকাচ্ছে রিটা।

'কাল,' প্রায় হাঁক ছেড়ে বলল মলিয়ের ঝান, চোখের কোণ দিয়ে ঘনঘন বার কয়েক তাকাল পার্ক করা রূপালি গাড়িটার দিকে। 'আপনার কি মনে হয়, আপনারা সমান যোগ্য, মি. রানা? কাল ল্যাচাসি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হবে। কাল সকালে হলেই ভাল, আমার ধারণা। কারও কিছু বলার আছে?'

পিয়েরে ল্যাচাসির দিকে তাকাল রানা, শেলবি-আমেরিকান জি-টি থ্রী-হানড্রেড-ফিফটিতে বসে আছে। ষাট দশকের শেষ দিকে হাই-পারফরম্যান্স কমপিটিশন কার হিসেবে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল ওটা। বডি আগের চেয়ে আরও হালকা করা হয়েছে, টু-হানড্রেড-এইটিনাইন ভি-এইট এঞ্জিন।

রানার দৃষ্টি লক্ষ করে মাথা নাড়ল ঝান। 'চেহারা দেখে ওটার বিচার করবেন না, মি. রানা। বিশ বছরের পুরানো গাড়ি, কিন্তু গাড়ি বটে একখানা! এই ট্র্যাকে সব গাড়িকে ওটা দাবড়ে বেড়াবে, হোক না আপনারটা টারবো। আপনি রাজি তো, মি. রানা?' রানার দিকে একটা হাত লম্বা করে দিল সে।

হাতটা ধরল রানা। 'অবশ্যই। দারুণ মজা হবে।'

ঘাড় ফেরাল ঝান, হাঁক ছেড়ে ল্যাচাসিকে বলল, 'কাল, পিয়েরে। রোদ তেতে ওঠার আগে, এই ধরো সকাল দশটার দিকে। এইট ল্যাপস, ঠিক আছে, মি. রানা?'

'টেন ইফ ইউ লাইক।' যদি দর্শনীয় ড্রাইভিং দেখারই শখ চেপে থাকে রানা

ওদের হতাশ করবে না।

'গুড। ছেলে-ছোকরাদের কয়েকজনকে আমন্ত্রণ জানাব। ভাল একটা রেস দেখার সুযোগ পেলে ধন্য হয়ে যাবে ওরা।' তারপর, হঠাৎ করে গলার স্বর বদলে বান্না বেলাডোনার দিকে তাকাল ঝান। 'চলো, তাহলে ফেরা যাক। রাতে আমার দু'একটা কাজ আছে, তাছাড়া ডিনারের আগে মি. রানার সাথেও কথা হওয়া দরকার। আমার ধারণা, ভদ্রমহিলারাও বোধহয় একটু ফ্রেশ হয়ে নিতে চাইবেন।'

রানাকে মৃদু, মিষ্টি হাসি উপহার দিল বেলাডোনা। 'আমাকে গাইড হিসেবে বেছে নেয়ার জন্যে ধন্যবাদ, মি. রানা। সময়ের অভাবে ঝান র‍্যাঞ্চের আরও কিছু জাদু আপনাকে দেখানো হলো না, সেজন্যে আমি সত্যি দুঃখিত।'

'মাই প্লেজার।' রিটার জন্যে স্যাবের দরজা খুলে দিল রানা, রিটাও ধন্যবাদ জানাল মলিয়ের ঝানকে। গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল রানা। বেলাডোনার কাঁধে হাত রাখল মলিয়ের ঝান, রানার যেন মনে হলো ব্যথা পেয়ে কেঁপে গেল বেলাডোনার শরীর।

'গাইড হিসেবে আমাকে বেছে নেয়ার জন্যে ধন্যবাদ, মি. রানা!' বিকৃত গলায় ভেঙচাল রিটা। 'মাই প্লেজার, বান্না, মাই প্লেজার! তুমি একটা কেঁচো, রানা।'

'তার পরীক্ষা পরে নিয়ো,' হাসিমুখে বলল রানা। 'কিন্তু কি জেনেছি শোনো আগে। যাকে তুমি পছন্দ করছ না, সেই বান্না বেলাডোনাই সম্ভবত এখানে আমাদের একমাত্র বন্ধু। কনফারেন্স সেন্টারে ঢোকা এখন আর কোন সমস্যা নয়। একটা রাস্তা দেখে এসেছি, ওখানে পরে যাব। আজ রাতে আমরা ল্যাবরেটরি আর পিছনের বিল্ডিঙে যেতে চাই। ঝানের সঙ্গ কেমন লাগল তোমার?'

জবাব দিল না রিটা। রানার মুখ থেকে খবরগুলো শুনে এক, দুই, তিন, এভাবে গুনতে শুরু করেছে সে। '...একশো...,' শেষ করল গোনা। 'যদি সত্যি কথা জানতে চাও, রানা, ওদের একজনকেও আমি বিশ্বাস করব না। আর ঝানের কথা যদি বলো, রাক্ষসী বেলাডোনাকে সে বিয়ে করতে চায় এটা জানা না থাকলে আমি ধরে নিতাম লোকটা সমকামী।'

'প্রথম ঢিলেই পাখি পড়েছে,' বলল রানা। টারার গাড়ি-পথে পৌছে গেল স্যাব।

বসে আছে রানা, হাতে ভোদকা মার্টিনি, বারান্দায় মলিয়ের ঝানের মুখোমুখি হয়েছে ও। পিছনে, মাথার ওপর ঝুলে রয়েছে পিয়েরে ল্যাচাসি।

'এ আপনি ঠিক বলছেন না, মি. রানা!' আপাতত হাস্যরসিকের ভূমিকা থেকে সরে এসেছে মলিয়ের ঝান। 'প্রিন্টগুলো হয় বিক্রির জন্যে, নয়তো বিক্রির জন্যে নয়। হ্যাঁ বা না, একটা কিছু পরিষ্কার শুনতে চাই আমি। দু'জন কেউ কাউকে বাজিয়ে দেখতে ছাড়িনি, কিন্তু এখন আমি আপনাকে নির্দিষ্ট একটা প্রস্তাব দিতে চাই।'

ছোট্ট একটা চুমুক দিল রানা, সাইড টেবিলে আস্তে করে রাখল গ্লাসটা, তারপর আবার একটা সিগারেট ধরাল। 'ঠিক আছে, মি. ঝান। আপনি যেমন বলছেন, বাজিয়ে দেখা শেষ। কঠিন সব নির্দেশ দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমাকে।

বলছি তাহলে। হ্যাঁ, প্রিন্টগুলো বিক্রির জন্যেই।'

সশব্দে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ঝান।

'...ওগুলো বিক্রি করা হবে নিলামে, নিলাম অনুষ্ঠিত হবে নিউ ইয়র্কে, আজ থেকে এক হপ্তার ভেতর।'

'নিলামে অংশগ্রহণ করার কোন ইচ্ছে আমার নেই...,' শুরু করল ঝান, একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল রানা।

'সর্বসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত ওই নিলাম নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত হবে, এক হপ্তার ভেতর, যদি না তার আগে নির্দিষ্ট একটা মূল্যের প্রস্তাব আমি পাই। পুরো সেটের একটা মূল্য আগেই স্থির করা হয়েছে, কিন্তু সেটা গোপন একটা তথ্য। ফাঁস করার অধিকার আমি রাখি না।'

'বেশ...,' ঢোক গিলল ঝান, 'আমি আপনাকে অফার করছি...'

'থামুন,' তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'আপনাকে আমার সাবধান করে দেয়া দরকার। যিনি প্রথম অফার দেবেন, নিলামের বাইরে, তিনি শুধু একবারই অফার দিতে পারবেন। তারমানে হলো, মি. ঝান, আপনার এখনকার অফার যদি স্থির করা গোপন মূল্যের চেয়ে কম হয়, পরে আর আপনি নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। অন্য ভাষায়, আপনাকে ভেবেচিন্তে সাবধানে অফার দিতে হবে।'

এই প্রথম, রানার মনে হলো, মলিয়েরের চেহারায় অশুভ একটা ভাব ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। 'মি. রানা,' বলল সে, 'আপনাকে দুটো প্রশ্ন করতে পারি?'

'করতে পারেন। উত্তর দেয়ার হলে দেব।'

চেহারা দেখে মনে হলো, না-ঘাবড়াবার চেষ্টা করে যাচ্ছে ঝান। 'ঠিক আছে। প্রথমটা সহজ। প্রতিটি মানুষেরই, আমার অভিজ্ঞতা বলে, একটা দাম আছে। আমি ধরে নিতে পারি আপনার ভেতরও অপরাধপ্রবণতা আছে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না, অন্তত এই ব্যাপারটায়, কেউ আমাকে ঘুষ দিতে পারবে না। আশপাশে মিসেস লুগানিস রয়েছেন। তাছাড়া, একটা লিগ্যাল অবলিগেশনে আমার হাত-পা বাঁধা। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন?'

'স্থির করা মূল্যটা কি সত্যিকার দামের ওপর ভিত্তি করে...?'

'সত্যিকার দাম বলে কিছু নেই। প্রিন্টগুলো আসল। তবে, আপনাকে ভরসা দেয়ার জন্যে বলতে পারি, মিনিমাম আর ম্যাক্সিমাম-এর মাঝামাঝি একটা মূল্য স্থির করা হয়েছে। নিলামে সবচেয়ে কম কি দাম বা সবচেয়ে বেশি কি দাম উঠতে পারে সেটা আন্দাজ করে...কাজটা কমপিউটর করেছে, আর কমপিউটরের কাজ আমি ভাল বুঝি না।'

চারদিক থেকে ডাক ছাড়ছে ঝিঁ-ঝিঁ পোকারা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে দূর আকাশে উঁকি দিচ্ছে আধখানা চাঁদ। নিস্তব্ধতার মাঝখানে মলিয়ের ঝানের কাশি শুনতে পেল রানা।

'ঠিক আছে, মি. রানা। ঢিল ছোঁড়ার ঝুঁকি আমি নেব। এক মিলিয়ন ডলার।'

ঝানকে নিয়ে আসলে মজা করছিল রানা, কোন অঙ্কের কথা ভাবেনি। কথা বলার সময় মনে মনে হাসল ও। 'টার্গেটে পৌঁচেছেন, মি. ঝান। ওগুলো আপনার। এখন কি করতে বলেন আমাকে? প্রফেসরকে ফোন করব? হাত মেলাব

আমরা, কিংবা আর কিছু…?'

'উফ্, কি কষ্টটাই না দিয়েছেন আপনি আমাকে, মাই ফ্রেন্ড! না, এখুনি কাউকে কিছু জানাবার দরকার নেই। ব্যাপারটা আরও একটু এগিয়ে নিয়ে যাই আমরা। আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনি কি চেষ্টা করলে এক মিলিয়ন ডলার যোগাড় করতে পারবেন? আমি বলতে চাইছি, এখন, এই মুহূর্তে?'

'কে, আমি নিজে?'

'প্রশ্নটা আপনাকেই আমি করছি।'

'এই মুহূর্তে পারব না। তবে এক আধদিন সময় পেলে, বোধহয় পারব। হ্যাঁ, সম্ভব। কেন?'

'আপনি কি জুয়া খেলতে পছন্দ করেন?'

'মাঝেমধ্যে করি বৈকি।'

'বেশ। এবার শুনুন। জীবনের সবচেয়ে বড় সুযোগটা আপনাকে দিতে যাচ্ছি আমি। কাল আপনি ল্যাচাসির বিরুদ্ধে রেসে নামতে যাচ্ছেন। আপনার দ্রুতগামী টারবোর সাথে পুরানো একটা গাড়ির প্রতিযোগিতা। আমি আপনাকে প্রিন্টগুলোর জন্যে এক মিলিয়ন ডলার অফার করেছি। আপনি যদি ট্র্যাকে ল্যাচাসিকে হারাতে পারেন, প্রিন্ট বাবদ এক মিলিয়ন তো পাবেনই, কষ্ট করার জন্যে আপনাকে আমি আরও এক মিলিয়ন দেব।'

'সে আপনার ভারি উদারতা…।' ঝানকে হাত তুলতে দেখে চুপ করে গেল রানা।

'বলতে দিন আমাকে, প্লীজ। এখনও শেষ করিনি। এক মিলিয়ন ডলার অফার করেছি আমি। কিন্তু যদি ল্যাচাসি আপনাকে হারিয়ে দেয়, আপনি এক পয়সাও পাবেন না। প্রিন্টগুলো আমার হয়ে যাবে, আমার হয়ে পেমেন্ট করবেন আপনি।'

সূক্ষ্মভাবে করা হয়েছে পরিকল্পনাটা, কয়েকটা তথ্য জানা থাকায় ঝুঁকিটা নিচ্ছে ঝান—ল্যাচাসির দক্ষতা সম্পর্কে জানে সে, জানে সেলবি-আমেরিকান জি.টি-র ক্ষমতা, জানে ট্র্যাক সম্পর্কে, ট্র্যাকটা রানার অচেনা হলেও ল্যাচাসির চেনা। তবু, এটা একটা জুয়াই। যদিও, রানা জিতলেও, মলিয়ের ঝান বা পিয়েরে ল্যাচাসি যদি নতুন সও মং হয়, প্রিন্ট বাবদ কোন টাকা পাবে না ও। ঝান ওর সাথে খেলছে, ধরে নিয়েছে টোপটা গিলবে রানা, তারপর বিপজ্জনক বাঁকগুলো সামলাতে না পেরে মারা পড়বে।

আর যদি প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়াতে চায় ও…?

মন ভোলানো হাসির সাথে ঝানের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল রানা। 'রাজি,' বলল ও, জানে শব্দটা উচ্চারণ করে আসলে হয়তো নিজের মৃত্যু-পরোয়ানাই জারি করল।

***

আবার উ সেন-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৯

এক

'এখন আমরা কি করব?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রিটা, স্যাবে বসে মলিয়ের ঝান আর পিয়েরে ল্যাচাসির উদ্দেশে হাসিমুখে হাত নাড়ছে। 'একে প্রতিযোগিতা বলে? এ তো স্রেফ জুয়া!...না! জুয়া-ও নয়, খুন করার পাঁয়তারা! রানা, ওরা তোমাকে মেরে ফেলার ফাঁদ পেতেছে!'

'চুপ করে বসে থাকো, সীট বেল্ট বাঁধো, আর হোঁচট খাওয়ার জন্যে তৈরি হও।' রানার ঠোঁট প্রায় নড়লই না বলা যায়। জোর গলায় ঝানের উদ্দেশে বলল ও, 'সকালে আপনাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে। সার্কিটে। ঠিক দশটায়।' কোমরে হাত দিয়ে পোর্টিকোয় দাঁড়িয়ে রয়েছে মলিয়ের ঝান।

মাথা ঝাঁকিয়ে হাত নাড়ল সে। স্যাবের সামনে পিক-আপ ট্রাকটা রয়েছে, গাইড করে নিয়ে যাচ্ছে ওদেরকে।

র‍্যাঞ্চ দেখে ফেরার পর কফি আর ব্র্যান্ডি পরিবেশন করা হয়েছিল, তখনই মলিয়ের ঝান আর পিয়েরে ল্যাচাসি ক্ষমা চেয়ে নেয়। 'জমিজমা থাকার এই এক জ্বালা,' রানাকে বলল ঝান, 'কাগজ পত্র নিয়ে একদিন বসতেই হয়—আজ সেই দিন। তবে আপনারাও তো ক্লান্ত, বিছানায় এক হওয়ার সময় হয়েছে। বিশেষ করে আপনার গভীর একটা ঘুম হওয়া দরকার, মি. রানা। কাল আপনার রেস আছে।'

'বিছানায় এক হওয়ার, নাকি বিছানার সাথে এক হওয়ার?' যদিও হাসিমুখে করা হলো, প্রশ্নটা রানার তীক্ষ্ণ।

চট্ করে একবার রিটার দিকে তাকিয়ে অমায়িক হাসল ঝান। 'দুঃখিত, স্লিপ অভ টাং,' বলল সে, রানার সংশোধনীটা মেনে নিল।

এরপর ধন্যবাদ জানাল রানা, বলল গাইড লাগবে না, ওরা নিজেরাই গেস্ট কেবিনে যেতে পারবে। কিন্তু পিক-আপটা তারপরও থাকল, ঝানও হ্যাঁ-না কিছু বলল না।

গাইড থাকা মানে, রানা ভাবছে, বনভূমির ভেতর পথ হারিয়ে ফেলার সুযোগ নেই। অথচ গোটা র‍্যাঞ্চটাকে চারদিক থেকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা খুব জরুরী। কাল কি হয় না হয় বলা যায় না, সুযোগ নিতে হলে আজ রাতেই। পরে আর সময় না-ও পাওয়া যেতে পারে।

র‍্যাঞ্চটাকে মাঝখান থেকে দু'ভাগ করেছে মেইন হাইওয়ে, বাঁক নিয়ে সেটায় ওঠার পরপরই মাঝখানের দূরত্ব কমিয়ে পিক-আপের একেবারে পিছনে চলে এল স্যাব। পিক-আপকে অনুসরণ করে কেবিনে ফিরতে পারে ওরা, পরে আবার ফাঁকা রাস্তায় স্যাব নিয়ে বেরুতে পারে, কিন্তু রানার সন্দেহ ওদেরকে পৌঁছে দেয়ার পরও পিক-আপ ফিরে যাবে না। 'আমার ধারণা, জঙ্গলের ভেতর কোথাও লুকিয়ে

থাকবে ড্রাইভার,' রিটাকে বলল ও। 'আমাদের ওপর নজর রাখার জন্যে আজ রাতে ওকেই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আজ বিকেলে যা দেখেছি বা দেখিনি তা থেকে ধরে নেয়া চলে ইলেকট্রনিক্সের চেয়ে জ্যান্ত মানুষের ওপর বেশি ভরসা রাখে ঝান।' বিকেলে ওরা আড়িপাতা যন্ত্রের সন্ধানে কেবিনের চারদিকে তল্লাশি চালিয়েছিল, কিছুই চোখে পড়েনি। 'লোকের কোন অভাব নেই তার, তাছাড়া হাইওয়ে পেট্রল তো আছেই।'

অন্ধকার গাড়ির ভেতর নড়েচড়ে বসল রিটা। 'তারমানে আমরা বন্দী।'

'একটা পর্যায় পর্যন্ত, হ্যাঁ। যদিও, হাতে সময় নেই বললেই চলে। ল্যাবরেটরিটা একবার দেখা দরকার। কনফারেন্স সেন্টারে কিভাবে আমরা ঢুকব সেটাও তোমাকে একবার দেখাতে চাই। ভুল হলো, তুমি না-একা আমি ঢুকব। এই, সীট বেল্ট শক্ত করে বেঁধেছ তো?'

সম্ভবত নার্ভাস বোধ করছে বলেই রেগে গেল রিটা। 'এক কথা দু'বার বলবে না। কি করতে চাইছ শুনি?'

'যাই করি, দেখতে পাবে। আজ যা শুনেছি, তারপর আর বিবেকের কামড় খেতে হবে না।' আপনমনে হাসল রানা। 'কিছু লোককে জখম করতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

হাইওয়ে ছেড়ে এল ওরা, বাঁক নিয়ে ঢালের দিকে এগোচ্ছে, আর চার মাইলটাক সামনে। আগে শালাকে জঙ্গলের ভেতর নিয়ে যাই, ভাবল রানা, ড্যাশবোর্ডের একটা বোতাম টিপে নাইটফাইন্ডার গ্লাস রিলিজ করল। গাড়িতে সব সময় থাকে এটা, সাথে চারকোনা লম্বাটে একটা কন্ট্রোল বক্স আছে, এক দিকে প্যাড লাগানো, মাথায় পরা যায়। ফোকাস আর উজ্জ্বলতা নিয়ন্ত্রণ করা হয় ডান দিক থেকে, সামনের দিকে বেরিয়ে আছে দুটো লেন্স, ছোট এক জোড়া বিনকিউলারের মত। এক হাত দিয়ে সেটটা মাথায় পরল রানা, সুইচ অন করল।

অন্ধকারে গাড়ি চালানোর কয়েকশো ঘণ্টা অভিজ্ঞতা রয়েছে রানার, নাইটফাইন্ডারের সাহায্য নিয়ে। গ্লাসগুলোর সাহায্যে, অন্ধকার যতই গাঢ় হোক, সব কিছু প্রায় দিনের মতই উজ্জ্বল দেখা যায়। অন্তত একশো গজ দূরে কি আছে দেখতে পাওয়া ড্রাইভারের জন্যে কোন সমস্যা নয়।

সিস্টেমটা অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে পিক-আপের আরও কাছাকাছি চলে এল রানা। ঢাল থেকে এখন আর মাত্র এক মাইল দূরে ওরা। রিটার উত্তেজনা উপলব্ধি করে হাসল ও, কি করতে যাচ্ছে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল। একটু পরই আরও গাঢ় হবে অন্ধকার। কিছু অ্যাকশন দেখার সুযোগ হবে তোমার। তারপর আলোর বন্যা বয়ে যাবে। ভাগ্য ভাল হলে, পিক-আপটার তেমন ক্ষতি না করে রাস্তা থেকে বিদায় নেবে লোকটা। ওটা আমাদের দরকার।'

জঙ্গলের কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। 'রেডি, রিটা। হোল্ড অন।' বোতাম টিপে স্যাবের আলো নিভিয়ে দিল রানা, নাইটফাইন্ডারে চোখ। মুহূর্তের জন্যে রাস্তার একধারে সামান্য একটু সরে গিয়ে আবার সিধে হলো পিক-আপ। আকস্মিক অন্ধকারে স্যাবের কাঠামো অস্পষ্টভাবে হয়তো দেখতে পাচ্ছে, তবে ঘাবড়ে গেছে ড্রাইভার।

পিছনে বেশিক্ষণ থাকল না রানা। রাস্তার একপাশে সরে এসে সাবলীলভঙ্গিতে একসিলারেটরে চাপ দিল। রেভকাউন্টারের কাঁটা দ্রুত উঠতে শুরু করে তিন হাজারের ঘর ছাড়িয়ে গেল, সেই সাথে সচল হয়ে উঠল টার্বো চার্জার।

তীরবেগে ছুটল স্যাব, অনায়াসে পাশ কাটাচ্ছে পিক-আপকে। দুটো গাড়ির মাঝখানে সামান্যই ফাঁক, সেটা আরও কমিয়ে আনল রানা, ফলে রাস্তার কিনারায় সরে গিয়ে ট্রাক থামাতে বাধ্য হলো ড্রাইভার। অন্ধকারে খুব বেশি কিছু দেখতে পায়নি সে, হয়তো ঘন কালো একটা কাঠামোকে স্যাঁৎ করে পাশ কাটাতে দেখেছে। পরমুহূর্তে অবশ্য হেডলাইটের আলোয় স্যাবটাকে পরিষ্কারই দেখতে পেল সে, যদিও চোখের পলকে সামনের অন্ধকারে আবার সেটাকে অদৃশ্য হতেও দেখল, পিছনে কোন আলো নেই।

'লোকটা এতক্ষণে স্পীড বাড়াচ্ছে, আমাদেরকে ধরার চেষ্টা করবে,' বলল রানা। 'শক্ত হও।' ব্রেক চাপল ও, গিয়ার বদল করল, হুইল ঘোরাল দু'হাতে। পিছলে গেল চাকা, যদিও রানার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে গাড়ি। আবার গিয়ার বদলে স্যাবকে ডান দিকে ঘোরাল ও, ঘুরে গিয়ে ফেলে আসা পথের দিকে ছুটল গাড়ি। মাত্র কয়েক গজ, তারপরই দাঁড়িয়ে পড়ল।

'এই এল বলে।' অভিজ্ঞ ফাইটার পাইলটের মত শান্ত আর নির্লিপ্ত রানা, যেন শত্রুঘাঁটিতে হামলা করার জন্যে এক ঝাঁক প্লেনকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ছোট একটা বোতামের কাছে নেমে গেল হাত, গিয়ার লিভারের ঠিক নিচে। পিক-আপের আলো দেখা গেল, দ্রুত উজ্জ্বল হচ্ছে। আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে স্যাবকে পরিষ্কার দেখতে পাবে ড্রাইভার।

এখনও অন্ধকারে রয়েছে ওরা, বোতামটায় চাপ দিল রানা। স্যাবের নাম্বার প্লেট একটা ঢাকনির মত খুলে গেল, ভেতরে একটা এয়ারক্রাফট লাইট, বাম্পারের নিচে এবং নাম্বার প্লেটের পিছনে ফিট করা। দপ্ করে জ্বলে উঠল চোখ ধাঁধানো সাদা আলো।

আলোর টানেল গ্রাস করল পিক-আপকে। কল্পনায় দেখতে পেল রানা হুইলের সাথে কুস্তি লড়ছে ড্রাইভার, নিজের অজান্তেই এক হাতে চোখ ঢেকে ফেলেছে, ব্রেক আর ক্লাচ চেপে ধরেছে দুই পায়ে।

রাস্তার একদিকে সরে গেল পিক-আপ, একটা গাছের সাথে ঘষা খেলো। আলোর বন্যা থেকে বেরুতে পারলেও, এখনও চোখে কিছু দেখছে না ড্রাইভার। ভুল দিকে হুইল ঘোরাল সে, রাস্তার ধারে লাটিমের মত ঘুরতে শুরু করল পিক-আপ। রাস্তার উঁচু কিনারার সাথে বাড়ি খেলো পিছনের চাকা, গাছপালার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সামনের চাকা। মনে হলো জঙ্গলের ভেতর একটা দৈত্য উন্মাদ হয়ে উঠেছে। ঘন ঘন কয়েকটা সংঘর্ষের আওয়াজ শোনা গেল, বার কয়েক উল্টে যাবার উপক্রম করল গাড়িটা, তারপর একটা গাছের সাথে সরাসরি ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'হেল!' ক্ষোভ প্রকাশ করল রানা, এক ঝটকায় মাথা থেকে খুলে ফেলল নাইটফাইন্ডার। 'কোথাও যাবে না,' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল রিটাকে, ছোঁ দিয়ে তুলে নিল ফ্ল্যাশলাইট, হোলস্টার থেকে আরেক হাতে চলে এল ভি-পি-সেভেনটি

অটোমেটিক। লাফ দিয়ে স্যাব থেকে নেমে ছুটল পিক-আপের দিকে।

আশ্চর্য একটা দৃশ্য—ঠিক যেন গাছে চড়তে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে পিক-আপটা, খানিকটা উঠে এক দিকে কাত হয়ে পড়েছে। একটা পাশ অনেক জায়গায় তুবড়ে গেছে। তবে কোথাও ভাঙা কাঁচ দেখল না রানা। ছোট্ট ক্যাব-এর ভেতর ড্রাইভারকে দেখে 'ফুস' করে আওয়াজ করল মুখ দিয়ে। সীটের ওপর হেলান দিয়ে শুয়ে রয়েছে লোকটা, মাথাটা এমনভাবে দুলছে যেন কোন অবলম্বন নেই। গাছের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষের প্রচণ্ড ঝাঁকিতে ভেঙে গেছে ঘাড়।

টানা-হ্যাঁচড়া করে দরজাটা খুলল রানা, ড্রাইভারের পালস্ দেখল। তাৎক্ষণিক মৃত্যু, কি ঘটছে বুঝতেই পারেনি লোকটা। দু'এক সেকেন্ডের জন্যে মনটা খারাপ হয়ে গেল রানার। লোকটাকে মেরে ফেলার কোন ইচ্ছে ওর ছিল না। সামান্য দু'একটা আঘাত পেলেই যথেষ্ট ছিল।

ব্যাজ দেখে জানা গেল ড্রাইভার ঝান সিকিউরিটির লোক ছিল। লাশটা ট্রাক থেকে নামানোর সময় হোলস্টারটাও দেখল রানা, ভেতরে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন, পয়েন্ট ফরটি-ফোর ম্যাগনাম—মডেল টোয়েন্টি-নাইন—রয়েছে। ওর সন্দেহই তাহলে ঠিক, ওদেরকে পাহারা দিয়ে রাখার দায়িত্ব আজ রাতে এই লোকের ওপরই ছিল।

কাঁধে করে খানিকদূর বয়ে এনে ঘাসের ওপর লাশটা নামাল রানা। টর্চের আলো ফেলে আশপাশের গাছগুলো ভাল করে দেখে রাখল, পরে ফিরে এসে যাতে খুঁজে পায়। গাছের ডাল আর পাতা দিয়ে গোপন করল লাশটা তারপর স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন নিয়ে ফিরে এল পিক-আপের কাছে, স্টার্ট নেয় কিনা দেখবে।

প্রথমবারের চেষ্টাতেই স্টার্ট নিল, গাছের খানিকটা ছাল তুলে নিয়ে পিছিয়ে এল পিক-আপ, মনে হলো এখনও এটাকে দিয়ে কাজ হবে। ট্যাংক প্রায় অর্ধেকের মত ভরা, আর সব গজ রিডিংও স্বাভাবিক। আলো থেকে দূরে রাখল চোখ, পিক-আপটাকে স্যাবের পাশে নিয়ে এল রানা।

'পারবে, ট্রাকটাকে সামলাতে?' রিটাকে জিজ্ঞেস করল ও। স্যাব থেকে নেমে এসেছে সে।

রিটা এমনকি জবাব দেয়ারও প্রয়োজন বোধ করল না, সোজা পিক-আপে উঠল, দায়িত্ব নেয়ার জন্যে তৈরি। রানার নির্দেশ পেল সে, তার পিছু পিছু ঢাল বেয়ে উঠবে রানা, কেবিনের সামনে থামতে হবে তাকে।

স্যাবে উঠে প্রথমে রানা নাম্বার প্লেটটা আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনল, এয়ারক্রাফট লাইট নিভিয়ে হেডলাইট জ্বালল, তারপর চালু করল এঞ্জিন। ধীরে ধীরে পিক-আপ চালাল রিটা। ওটার পিছু পিছু, কোন ঘটনা ছাড়াই, ঢালের ওপর উঠে এল স্যাব। এক সময় ওরা কেবিনের সামনে পৌঁছুল।

এতক্ষণে রানা ব্যাখ্যা করল ঠিক কি করতে চায় ও। কোন্ পথে যাবে ওরা তাও ঠিক করা হলো। আগের জায়গাতেই রেখে যাওয়া হবে স্যাবটাকে, তালা মারা এবং অ্যালার্ম সেনসর সেট করা অবস্থায়। অভিযানে বেরুবে ওরা পিক-আপ নিয়ে।

'পিক-আপে ঝান সিকিউরিটির প্রতীক আঁকা রয়েছে, কেউ এটাকে বাধা দেবে বলে মনে হয় না।' তোবড়ানো পিক-আপের গায়ে মৃদু চাপড় মারল রানা।

ঢাল থেকে খুব তাড়াতাড়ি কনফারেন্স সেন্টারের দিকে নেমে যাবে ওরা, রিটাকে ওখানে টানেলে নামার কৌশলটা শেখানো হবে। মনো-রেল স্টেশনটাকে একবার চক্কর দিয়ে, সবশেষে, ফিরে আসবে ল্যাবরেটরি এলাকায়।

'কাছাকাছি কোথাও পিক-আপটা লুকিয়ে রাখব, ভেতরে ঢুকব পায়ে হেঁটে,' সাবধান করে দিল রানা। 'তারপর, এখানে ফেরার সময়, রাস্তার ধারের দুর্ভাগা বন্ধুটিকে আবার একটা অ্যাক্সিডেন্টের সাথে জড়াতে হবে।'

'আরেকটা অ্যাক্সিডেন্ট...?' তাকিয়ে থাকল রিটা।

'রাস্তার কিনারা থেকে কত গাড়িই তো খাদে পড়ে যায়।'

অ্যালার্ম সিস্টেমের সেনসরগুলো জ্যান্ত করল রানা, তালা দিল গাড়িতে। নিহত ড্রাইভারের স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন হাতে নিয়ে পিক-আপে উঠতে যাবে, হঠাৎ স্থির হয়ে গেল ও।

'রানা! কি ব্যাপার?'

চিন্তাটা হঠাৎ করে খেলে গেছে মাথায়। 'রিটা, পুরোপুরি নিশ্চিত হবার জন্যে আমাদের বোধহয় বিছানায় ডামি রেখে যাওয়া উচিত। ঝান বা ল্যাচাসি আমাদের জন্যে কি চিন্তা করে রেখেছে কেউ জানি না আমরা। বিছানায় কিভাবে ডামি সাজাতে হয় তোমার জানা আছে?'

ঝাঁঝের সাথে জবাব দিল রিটা, সেই কৈশোর থেকে একবারও ধরা না পড়ে দক্ষতার সাথে কাজটা করে আসছে সে। ঘুরে দাঁড়াল, লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল স্যান্ড ক্রীকের দিকে। একটা সিগারেট ধরিয়ে ধীরেসুস্থে ফেটারম্যান-এ ঢুকল রানা, ভারী চাদরের তলায় বালিশগুলোকে মানুষের আকৃতিতে সাজাতে খুব বেশি সময় লাগল না। কেবিনের ভেতর অন্ধকার, ফুলে থাকা আকৃতিটাকে মানুষ ছাড়া আর কিছু মনে হবে না।

পিক-আপের কাছে ফিরে এসে রানা দেখল রিটা আগেই পৌঁছে গেছে।

'ওরা যদি কেউ আসে,' কৌতুক করে বলল রিটা, 'যে-কোন একটা বিছানায় একজনকেই শুয়ে থাকতে দেখবে। বলতে পারো, কি ভাববে ওরা?'

'ভাববে তোমাকে আমি পটাতে পারিনি।'

'অথচ তা সত্যি নয়। কিন্তু না, আমার ধারণা ওরা ভাববে তুমি একটা অক্ষম পুরুষ।'

'ভাবতে দাও,' হেসে বলল রানা, পিক-আপে উঠতে গেল। 'ইচ্ছে করলে তুমিও তা ভাবতে পারো।'

'ধ্যেৎ, আমি কেন তা ভাবতে যাব। আমি জানি তুমি কি...।' পিছন থেকে রানার কোমরে হাত রাখল রিটা, কাছে টানল। 'নিশ্চয়ই বলবে না কেউ আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে?' নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে ঘুরে রিটার মুখোমুখি হলো রানা, অমনি মুখ তুলে ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াবার জন্যে পায়ের পাতার ওপর উঁচু হলো রিটা।

মাথা পিছিয়ে নিল রানা। ওর ঠোঁটের নাগাল না পেয়ে থতমত খেয়ে গেল

রিটা, তারপর আবেদন ভরা চোখে তাকাল সে। 'রানা?'

'দুঃখিত,' বলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা, আর একটাও কথা না বলে ঘুরে দাঁড়াল, উঠে বসল পিক-আপে।

পাশের সীটে উঠে বসল রিটাও, রাগে আর অপমানে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে, আড়ষ্ট হয়ে আছে শরীর, সোজা সামনের দিকে দৃষ্টি।

পরিচয়ের প্রথম দিকে রিটার ব্যবহারে তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেয়েছিল। এক সাথে কাজ করতে হলে সম্পর্কটা স্বাভাবিক হওয়ার দরকার, তাই ভদ্রতা বজায় রেখেই একটু ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছিল রানা। ফল হয় বড় খারাপ, যাচ্ছেতাই বলে রানাকে রীতিমত অপমান করে রিটা। পরে নিজের ভুল বুঝতে পারে রিটা, কিন্তু অপমানটার কথা ভোলেনি রানা।

'টেনশন থাকলে ঝেড়ে ফেলো,' মৃদু কণ্ঠে বলল ও। 'আমার ওপর ভরসা রাখো। বিপদ এলে নিজের আগে তোমাকে রক্ষা করব।' পরিবেশটা হালকা করার চেষ্টা। 'দেখো দেখি, সব নেয়া হয়েছে তো?'

ধীরে ধীরে ঢিল পড়ল রিটার পেশীতে।

ভি-পি-সেভেনটি রয়েছে রানার নিতম্বের কাছে হোলস্টারে, নিহত ড্রাইভারের স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনটা পায়ের কাছে মেঝেতে। রিটার সাথেও একটা রিভলভার রয়েছে। পিক-লক আর টুলস-এর রিঙটা নিতে ভোলেনি রানা, ভোলেনি স্যাব থেকে টর্চ আনতে। রানার দিকে তাকাল না রিটা, তবে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল।

পিক-আপ ছেড়ে দিল রানা। প্রসঙ্গটা ও-ই আবার তুলল, ইতি টানার জন্যে। বলল, 'দেখো সিস্টার, রাগ পুষে রেখো না। অপরাধ হয়ে থাকলে ক্ষমা করে দাও।' অপরাধ যে হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, এভাবে কোন মেয়েকে প্রত্যাখ্যান করা ঠিক নয়, কাজেই ক্ষমা-প্রার্থনা বিধেয়।

'তুমি একটা অদ্ভুত মানুষ,' রাগ নয়, বিস্ময়ও নয়, উপলব্ধির শান্ত প্রকাশ। যদিও মনে মনে বলা রিটার বাকি কথাগুলো রানা শুনতে পেল না, 'তোমার সংস্পর্শে এলে ভাল না বেসে উপায় নেই, মাসুদ রানা। তোমাকে পাবার জন্যে দরকার হলে আমি তপস্যা করব।'

খুক করে কেশে রানা শুরু করল, 'দেখো সিস্টার…!'

'খবরদার!' চোখ রাঙাল রিটা। 'আবার যদি সিস্টার বলো…'

'সবচেয়ে ভাল হত তোমাকে যদি মিস্টার বলা যেত…'

'ভুলে যাচ্ছ কেন, সেক্ষেত্রে আমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতাম। বেলাডোনাকে তুমি একা…'

'ভাল কথা মনে করেছ,' হঠাৎ চিন্তিত হয়ে পড়ল রানা। 'সময়ের আগে আমাদের যদি পালাতে হয়, বাননা বেলাডোনাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাব আমরা, কেমন?'

'আগে দেখো নিজেরাই উদ্ধার পাই কিনা…'

ঢাল বেয়ে নেমে এল ওরা, নাম মাত্র চালু এঞ্জিন প্রায় কোন শব্দই করছে না। পথে চাকা গড়াবার অস্পষ্ট আওয়াজের সাথে বাতাসের মৃদু শোঁ শোঁ শোনা যাচ্ছে, মাথার ওপর খিলান আকৃতির ফার গাছের পাতা কাঁপছে খস খস শব্দে। পিক-

আপের শুধু সাইডলাইটগুলো জ্বালানো।

অপ্রশস্ত আরেক রাস্তায় নেমে এল পিক-আপ। ইতিমধ্যে দিগন্তরেখা ছাড়িয়ে পুরোপুরি উঠে এসেছে চাঁদ। শুধু চাঁদের আলোতেও চালানো যায়, কিন্তু তাতে সন্দেহের কারণ সৃষ্টি করা হবে, কাজেই হেডলাইট অন করল রানা। ডান দিকে বাঁক নিল গাড়ি, উঠে এল হাইওয়েতে, আর পনেরো মাইল এগোলে প্রধান প্রাচীরের কাছাকাছি এবং কনফারেন্স সেন্টারকে ঘিরে থাকা জঙ্গলের পাশে পৌঁছে যাবে ওরা।

টানেলের মুখটা খুঁজে পেতে কোন অসুবিধে হলো না। মুখ খোলার কৌশলটা রিটাকে দেখাবার পর আবার রাস্তায় ফিরে এল রানা, তারপর সারাক্ষণ র‍্যাঞ্চের আউটার পেরিমিটারের কাছাকাছি থাকল। 'কনফারেন্সটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে,' রিটাকে বলল ও, আগের চেয়ে আরও সতর্কতার সাথে গাড়ি চালাচ্ছে। 'ডেলিগেটরা এসে পৌঁছুবার আগেই জায়গাটা একবার দেখে রাখতে পারলে ভাল হত। হার্মিস যদি বড় ধরনের কোন অপারেশনের প্ল্যান করে থাকে, এজেন্টদের ব্রিফিং করার জন্যে কনফারেন্স সেন্টার আদর্শ জায়গা।'

'ওরা কাল রাত থেকে আসতে শুরু করবে,' বলল রিটা, কণ্ঠস্বর থেকে কৌতুকের ভাব লুকোতে পারল না।

'কি?'

'তোমার বান্ধবী বেলাডোনা বলল। ডিনারের আগে, পাউডার রুমে। প্রথম দলটা আসবে প্লেনে করে, কাল সন্ধ্যায়–তার মানে আজ সন্ধ্যায়–,' দু'জনেই খেয়াল করল, ইতিমধ্যে মাঝরাত পেরিয়ে গেছে।

'মরে না গেলে ওদের সভায় হাজির থাকবে বান্দা।'

মনো-রেল স্টেশনটা ফাঁকা, কোথাও কেউ নেই: যদিও জায়গামত বসানো ভেহিকেল র‍্যাম্পসহ ট্রেনটাকে দেখে মনে হলো যে-কোন মুহূর্তে ছাড়ার জন্যে তৈরি রাখা হয়েছে। কোন গার্ড বা ঝান পেট্রল কার, কিছুই দেখা গেল না। রাস্তার ওপর গাড়ি ঘুরিয়ে নিল রানা, তারপর সাদা বাড়ি টারার লন ঘিরে থাকা বেড়া ছাড়িয়ে এল। বড়সড় বাড়িটা আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। আরও দু'মাইল এগিয়ে ঘন গাছপালার বেষ্টনীর কাছে পৌঁছে গেল গাড়ি, ল্যাবরেটরির পিছনের বিল্ডিংটাকে আড়াল করে রেখেছে এই বেষ্টনী, ফাঁক-ফোকর দিয়ে লোকজনকে ভেতরে কাজ করতে দেখল ওরা। পিছনের দিকটা মনে হলো নির্জন, তবে ছোট বিল্ডিংটা ক্রিস্টমাস ট্রী-র মত জ্বলছে।

গাছপালার আড়ালে পিক-আপ রাখল ওরা, বড় বিল্ডিংটা থেকে চল্লিশ ফুটের মত দূরে। কাছ থেকে বোঝা গেল, ওটা একটা অয়্যারহাউস। এককোণে, কার্নিসওয়ালা ছাদের নিচে উঁচু স্লাইডিং ডোর। পাশাপাশি অনেকগুলো জানালা, লোহার বার দিয়ে শক্তভাবে আটকানো। কিন্তু কাছ থেকেও ভেতরটা দেখা গেল না অন্ধকারে।

সতর্কতার সাথে সামনে বাড়ল ওরা, ঘাড় আর মাথা নিচু করে। চোখ কুঁচকে চাঁদের আলোর ভেতর তীক্ষ্ণদৃষ্টি ফেলল রানা, ছায়ার ভেতর স্থির দাঁড়িয়ে থাকা গার্ডের অস্তিত্ব উড়িয়ে দেয়া যায় না। একইভাবে ওদের পিছন দিকটায় লক্ষ

রাখছে রিটা, ভোঁতা-নাক রিভলভারটা ধরে আছে শক্ত হাতে।

অয়্যারহাউস আর ছোট ল্যাবরেটরি বিল্ডিংটার মাঝখানে একটা ফাঁক আছে। মাঝ বরাবর দৃষ্টি লম্বা করে রানা দেখল দুটোর মধ্যে একটা সংযোগ আছে, সম্ভবত সরু একটা প্যাসেজ। একটু পরই ল্যাবরেটরির প্রথম জানালার কাছে পৌঁছে গেল ওরা। অত্যন্ত উজ্জ্বল আলো বেরিয়ে আসছে, ঘাসের ওপর লম্বাটে একটা নকশা, আরেকটু হলে গাছের বেষ্টনী ছুঁয়ে দিত।

দু'জন জানালার দু'ধারে, ধীরে ধীরে সিধে হলো। উঁকি দিল একসাথে।

অনেকগুলো মেয়ে, সচল মেশিনে কাজ করছে, প্রত্যেকের পরনে সাদা ওভারঅল, হাতে চামড়া সেঁটে থাকা রাবার গ্লাভ, মাথায় জড়ানো কাপড়ের ভেতর ঢাকা সমস্ত চুল। সবার পায়ে এক ধরনের ছোট বুট, হাসপাতালের অপারেটিং থিয়েটারে দেখা যায়। শান্ত পরিবেশ, দক্ষ হাতে নীরবে কাজ করে যাচ্ছে মেয়েগুলো।

'আইসক্রীম প্ল্যান্ট,' ফিসফিস করল রিটা। 'খুকী রিটাকে একবার এইরকম একটা ফ্যাক্টরিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। একেবারে শেষ মাথায় ওটা কি বলো তো? পাস্তুরাইজার—ওখানেই সব মেশানো হয়; দুধ, ক্রীম চিনি আর ফ্লেভার।'

বোবার অঙ্গভঙ্গি আর নেহাত প্রয়োজনীয় দু'চারটে শব্দের সাহায্যে আইসক্রীম ফ্যাক্টরির কোন্ অংশের কি কাজ ব্যাখ্যা করল রিটা। রানার ভুরু সামান্য একটু কুঁচকে থাকল, মেশানোর পর পাস্তুরাইজারে সব কিভাবে গরম করা হয় সে-সম্পর্কে রিটার অভিজ্ঞতা দেখে অবাক হয়ে গেছে। গরম করার উদ্দেশ্য জীবাণু নিধন। তারপর সব ভ্যাট-এ ভরা হয়। ভ্যাট থেকে পাঠানো হয় পাইপে, ঠাণ্ডা করার জন্যে। পাইপ থেকে চলে যায় স্টেনলেস স্টীলের তৈরি বিশাল ট্যাংকে, এই ট্যাংকই স্রোতটাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখে ফ্রিজারে পাঠিয়ে দেয়। এরপর আছে অসংখ্য ইউনিট, ওখানে আকৃতি পায় আইসক্রীম, প্রান্ত জোড়া সচল একটা বেল্ট ওগুলোকে পৌঁছে দেয় ধাতব দরজা লাগানো হার্ডেনিং রূমে—আইসক্রীম শক্ত করা হয় ওখানে। জানালা থেকে ওরা দেখল, প্রতিটি কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হচ্ছে।

মাথা নামিয়ে ইঙ্গিত করল রানা, নিচু হয়ে জানালাটাকে পাশ কাটিয়ে ওর পাশের দেয়ালে চলে এল রিটা। 'মনে হচ্ছে সবটুকুই তোমার জানা। বলতে পারো সিস্টেমটা কতটুকু প্রফেশনাল?'

'হানড্রেড পার্সেন্ট। ওরা এমনকি খাঁটি ক্রীম আর দুধ ব্যবহার করছে। কেমিক্যাল নয়।'

'মাত্র একবার একটা ফ্যাক্টরিতে ঢুঁ মেরে এত কিছু শিখে ফেলল খুকী?'

নিঃশব্দে হাসল রিটা। 'আইসক্রীম আমি পছন্দ করি,' ফিসফিস করে বলল সে। 'আগ্রহ থাকলে খোকাও শিখতে পারত। ওটা যে প্রফেশনাল সেট-আপ তাতে কোন সন্দেহ নেই। ছোট বটে, তবে প্রফেশনাল।'

'বাজারে ছাড়ার জন্যে প্রচুর পরিমাণে বানাতে পারবে?'

মাথা ঝাঁকাল রিটা বলল, 'ছোট আকারে, হ্যাঁ পারবে। তবে ওরা সম্ভবত স্থানীয় চাহিদা মেটাচ্ছে।'

রিটার হাত ধরে টানল রানা, পরবর্তী সেকশনের দিকে এগোল। এদিকের জানালাগুলো আকারে ছোট, উঁকি দিয়ে এবার ওরা বড় একটা ল্যাবরেটরি দেখল। প্রচুর জায়গা নিয়ে বসানো হয়েছে গ্লাস টিউবিং, ভ্যাট, জটিল ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি।

ল্যাবরেটরিটা খালি, শুধু দূর প্রান্তের দরজায় ঝান সিকিউরিটির একজন গার্ড দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'শালা একটা বাধা,' রিটার কানে কানে বলল রানা। 'যদি ধরে নিই কিছু ঘটছে, তো ওখানেই। আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে, বুঝলে। অপর দিকে যেতে হলে...'

'পিক-লক বের করো,' রানার হাত ছুঁয়ে বলল রিটা। 'দেখি অয়্যারহাউসের ভেতর ঢোকা যায় কিনা। আর তুমি শেষ মাথায়, কোণে চলে যাও, দেখো জানালা খুলে ঢোকা যায় কিনা।'

দেয়াল ধরে পিছিয়ে এল ওরা। স্লাইডিং ডোরের কাছে এসে পিক-লক কিটটা হাত-বদল করল রানা, সেটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠা রিটাকে পিছনে ফেলে সামনে এগোল, জানালা গুনতে গুনতে হিসেব পাবার চেষ্টা করছে ল্যাবরেটরির পাশের কামরা কোথায় শুরু হয়েছে। দু'বার ভুল করার পর ঠিক জানালাটা খুঁজে পেল ও। বাঁ দিকের কোণ থেকে উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকাতেই মলিয়ের ঝান আর পিয়েরে ল্যাচাসিকে দেখতে পেল ও-ছোট একটা চেম্বারে পায়চারি করছে দু'জন। চেম্বারটা যে আসলে একটা সেল, বুঝতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল রানার। প্যাড লাগানো সেল। সেলের মাঝখানে মেঝের সাথে আটকানো নরম দুটো চেয়ার রয়েছে, দুটোতেই বসে রয়েছে ঝানের দু'জন ইউনিফর্ম পরা কর্মচারী। প্রাণবন্ত আলোচনা চলছে, কর্মচারীদের সাথে ঝান আর ল্যাচাসির।

রানা, এখনও মাথা নামিয়ে, জানালায় কান ঠেকিয়ে কোন রকমে শুনতে পেল কথাগুলো, কিন্তু অর্থ করতে পারল না, তারপরই আলোচনার মাঝখানে স্বভাবসুলভ ভরাট গলায় হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল ঝান। তারপর, হঠাৎ, গম্ভীর হয়ে উঠল সে, যেন এরচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আর হয় না।

'তাহলে, জনি,' চেয়ারে বসা লোকদের একজনকে বলল সে, 'তুমি আমাকে তোমার বাড়ির চাবি দেবে, গাড়ি নিয়ে ঢুকতে দেবে ভেতরে, আর তারপর আমি তোমার স্ত্রীর ওপর জোর খাটালেও তুমি আপত্তি করবে না, তাই তো?'

জনি নামের লোকটা একগাল হাসল। 'আপনার যা খুশি, বস্। যান না, যান; কেউ আপনাকে বাধা দিচ্ছে না।' স্পষ্ট স্বরে, পরিষ্কার উচ্চারণে, সুস্থ অবস্থায় সজ্ঞানে কথা বলছে সে, নিজের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।

অপর লোকটা যোগ দিল আলোচনায়, 'সবাই খুশি থাকলেই আমি খুশি। শুধু বলে দিন কি করতে হবে। নিন না, নিন, আমার চাবিটাও নিয়ে যান। কোন সমস্যা নেই। গাড়িটা নিয়ে রওনা হয়ে যান। লোকের কিসে আনন্দ শুধু সেদিকটা দেখি আমি। আমাকে যা করতে বলা হবে ঠিক তাই করব।' স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলছে সে, কোন হুমকি, চাপ বা প্রভাবের মুখে বাধ্য হয়ে নয়।

'তারপরও কি তুমি কাজ করবে এখানে?' প্রশ্নটা এল পিয়েরে ল্যাচাসির কাছ

থেকে।

'কেন করব না!' দ্বিতীয় লোকটা বিস্ময় প্রকাশ করল।

'এখানের কাজ ছাড়তে আমার খুব খারাপ লাগবে। এখানকার পরিবেশ, সব কিছু আমার ভারি ভাল লাগে,' প্রথম লোকটা অর্থাৎ জনি বলল।

'মন দিয়ে আমার কথা শোনো, জনি।' হেঁটে জানালার পাশে চলে এসেছে মলিয়ের ঝান, কাঁচ আর পর্দা না থাকলে বাইরে থেকে তাকে ছুঁতে পারত রানা। 'তোমার কি একটুও দুঃখ বা রাগ হবে না আমি যদি তোমার স্ত্রীকে রেপ করি, আর তারপর তাকে খুন করে ফেলি? রাগ বা ঘৃণা, কিছুই হবে না?'

'করে ফেলি না বলে করে ফেলুন, মি. ঝান, প্লীজ।' লোকটা শুধু যে হাসছে তাই নয়, তার চেহারায় অকৃত্রিম আবেদনের ভাব ফুটে উঠল। 'বলেছি তো, আপনার সুখই আমার আনন্দ। এই নিন, চাবি। বলেছিলাম না, দেব?'

ঘরের আরেকপ্রান্ত থেকে মলিয়ের ঝানের দিকে তাকাল পিয়েরে ল্যাচাসি। তার কণ্ঠস্বর শান্ত হলেও, বাইরে থেকে প্রতিটি শব্দ পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। 'দশ ঘণ্টা, ঝান। দ-শ ঘ-ণ্টা! অথচ এখনও ওদের দু'জনের ওপরই প্রভাব রয়েছে।'

'বিস্ময়কর। যা আশা করেছি তারচেয়ে অনেক ভাল।' মলিয়ের ঝান তার গলা চড়াল, 'জনি, তোমার স্ত্রীকে তুমি ভালবাস। তোমাদের বিয়েতে আমি উপস্থিত ছিলাম। তোমরা খুব সুখী দম্পতি। কেন তুমি আমাকে এ-ধরনের জঘন্য একটা কাজ করতে দেবে?'

'কারণ সব দিক থেকে আপনি আমার চেয়ে বড়, মি. ঝান। আপনি হুকুম করবেন, আমি পালন করব। দুনিয়াটাই তো এভাবে চলছে।'

'মি. ঝানের হুকুম তোমার মনে কোন প্রশ্ন তুলবে না?' জিজ্ঞেস করল ল্যাচাসি, তার সরু গলা কানের জন্যে অত্যাচার বিশেষ।

'কিসের প্রশ্ন? এই না আমি বললাম, দুনিয়াটাই চলছে এভাবে? আর্মিতে কি হয়? সিনিয়র অফিসারের কাছ থেকে অর্ডার পান আপনি, তার অর্ডার পালন করেন।'

'কোন প্রশ্ন ছাড়াই?'

'একশোবার।'

'একশোবার।' অপর লোকটা মাথা ঝাঁকাল। 'তাই তো নিয়ম। আমরা নিয়মের দাস।'

জানালার কাছ থেকে বিড়বিড় করে কি যেন বলল ঝান, শুনতে পেল না রানা। তবে ঘন ঘন মাথা নাড়তে দেখে বুঝল, লোক দুটোর প্রতিক্রিয়া বিশ্বাস করতে পারছে না সে।

একপাশে খানিকটা ঘুরল ল্যাচাসি, মুহূর্তের জন্যে বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠার সাথে রানার মনে হলো কাঁচ ভেদ করে তার দৃষ্টি সরাসরি ওর ওপর নিবদ্ধ হলো। 'হতে পারে অবিশ্বাস্য, ঝান, হতে পারে প্রায় অলৌকিক–কিন্তু সত্যিকার ব্রেক-থ্রু। উই হ্যাভ ডান ইট, ফ্রেন্ড! অসম্ভবকে সম্ভব করেছি! ফলাফলটা কি দাঁড়াবে ভাবো একবার!'

ঝানকে মনে হলো গভীর চিন্তায় মগ্ন, কথা বলছে ঘোরের মধ্যে, 'ফলাফল সম্পর্কেই ভাবছি আমি...,' বাকিটা রানা শুনতে পেল না, জানালা থেকে মাথা নামিয়ে পিছিয়ে এল ও, দেয়াল ঘেঁষে নরম পায়ে ফিরে চলল। তারপরই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ও, শরীরটা শক্তভাবে সেঁটে গেল দেয়ালের সাথে। ওর দিকে কি যেন আসছে।

অভ্যাসবশত আগেই হাতে চলে এসেছে ভি-পি-সেভেনটি।

গার্ড? কিন্তু পাহারায় থাকার সময় এত জোরে কেউ হাঁটে না। তারপর রানা চিনতে পারল। রিটা।

'চলো ভাগি। জলদি!' রীতিমত হাঁপাচ্ছে রিটা। 'একজন গার্ড আরেকটু হলে দেখে ফেলেছিল আমাকে। আর ওই অয়্যারহাউসে–ফ্রিজিং ইউনিটে এত আইসক্রীম আছে গোটা টেক্সাস রাজ্যে এক মাস সাপ্লাই দেয়া যাবে।'

ওরা যখন পিক-আপের কাছে পৌঁছুল, ততক্ষণে ওভারটাইম খাটতে শুরু করেছে রানার মাথা। এঞ্জিন স্টার্ট দিল ও, কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর ক্লাচ ছেড়ে ধীরগতিতে এগোল।

রাস্তা ফাঁকা। 'ওরা তাহলে আইসক্রীম স্টক করছে,' হাইওয়ে থেকে বাঁক নেয়ার পর বলল ও।

'হ্যাঁ।' ইতিমধ্যে দম ফিরে পেয়েছে রিটা। 'অয়্যারহাউসের ভেতর অনেকগুলো প্রকাণ্ড আকারের রেফ্রিজারেটর আছে, আমি মাত্র তিনটেতে উঁকি দিয়েছি। তারপরই গার্ডটা ভেতরে ঢুকল। ভাগ্যিস রেফ্রিজারেটরের কোন দরজা খুলে রাখিনি...কি যে ভারী এক একটা। মেইন ডোরটাও প্রায় বন্ধ করে রেখেছিলাম, শুধু মাথা গলাবার মত একটু ফাঁক ছিল...'

রানা জানতে চাইল, 'গার্ড বা আর কেউ তোমাকে দেখেছে?'

'না।'

'ঠিক জানো?'

'হ্যাঁ। গার্ড ছাড়া আর কেউ ছিল না। দেখতে পেলে বুলেটের মত ছুটে আসত। প্রকাণ্ড একটা কোল্ড স্টোরের গায়ে লেপ্টে ছিলাম ভয়ে। দরজা খুলে উঁকি দিল সে, তারপর ফিরে গেল...ল্যাবরেটরি সেকশনের দিকে।'

'গুড। এবার আমার তরফ থেকে কিছু দুঃসংবাদ শোনার জন্যে তৈরি হও।' ঢালের কাছে পৌঁছুল পিক-আপ, ওপরে ওঠার সময় কি কি দেখেছে আর শুনেছে সব রিটাকে বলল রানা।

'প্যাড লাগানো সেল? সেলে দু'জন লোক, অস্বাভাবিক যে-কোন হুকুম মানার জন্যে একপায়ে খাড়া? স্ত্রীকে রেপ করে মেরে ফেললেও আপত্তি নেই!' শিউরে উঠল রিটা।

রিটা যে ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দেয়নি সেজন্যে কৃতজ্ঞবোধ করল রানা। হ্যাঁ, দেখে লোক দু'জনকে অত্যন্ত সুস্থ আর স্বাভাবিকই মনে হলো বটে। ঝান আর ল্যাচাসি যে ওদেরকে কিছু দিয়েছে, বোঝার কোন উপায় নেই। বলতে শুনেছি দশ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রভাবের মধ্যে রয়েছে ওরা। আর যদি প্যাড লাগানো সেলের কথা মনে রাখো, বুঝতে অসুবিধে হয় না লোক দু'জনকে আসলে

হিউম্যান গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।'

'চোখের মণি পর্যন্ত ওষুধে ঠাসা?'

'হ্যাঁ। চিন্তার বিষয় হলো, ওদের চেহারায় বা কথায় ব্যাপারটা ধরা পড়ে না। হুকুম শুনছে, পালন করছে, ব্যস। যুক্তি বা বিবেকের ধার ধারছে না। কেন, রিটা? মানুষকে ওরা বিচার বুদ্ধিহীন খুনী বানাতে চাইছে, কিংবা এ-ধরনের অন্য কিছু? কেন?'

'কিভাবে?' জবাব জানা নেই, রিটাও প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল। 'এই, তুমি থামছ কেন?'

রানা বলল রিটাকে পিক-আপে বসে থাকতে হবে। 'ড্রাইভারকে ঢালের মাথায় নিয়ে যাব আমরা, আর কোন উপায় নেই। গাড়ির পিছনে আমিই ওকে তুলব। এ-ধরনের কাজে তোমার হাত না লাগালেও চলবে।'

রানাকে মহৎপ্রাণ, সাহসী ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করার পর রিটা জানাল, তাকে লাশ দেখে ভয় পাবার পাত্রী মনে করার কোন কারণ নেই। যদিও রানার সাথে তর্ক না করে ক্যাবেই বসে থাকল সে। নেমে গেল রানা, লাশ নিয়ে ফিরে এল একটু পরই। ট্রাকের পিছন থেকে নেমে আবার গাছপালার ভেতর ফিরে গেল ও, চিহ্ন থাকলে নষ্ট করে আসবে।

'ওরা যদি এমন কোন ওষুধ বানিয়ে থাকে, বাইরে থেকে যার প্রভাব ধরা পড়ে না...,' রানা ফিরে আসতেই শুরু করল রিটা।

'হ্যাঁ।' ঢাল বেয়ে ওপরে উঠছে পিক-আপ। 'হ্যাঁ।' এরই মধ্যে সামান্য হলেও যেন অর্থবহ হয়ে উঠছে ধারণাটা। 'কোন পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নেই। চোখ ঢুলুঢুলু নয়, মুখে কথা আটকাচ্ছে না, হাত কাঁপছে না। ওষুধ দেয়ার পরও যদি মানুষ স্বাভাবিক কাজ কর্ম করতে পারে...'

'শুধু একটা ব্যাপার বাদে,' চিন্তার ঘোড়াটাকে রানার সাথে রিটাও ছুটিয়ে নিতে চেষ্টা করছে। 'তারা এমন সব হুকুম পালন করতে রাজি, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যেগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হবে, বা মনে বাধার সৃষ্টি হবে...'

'হাজার অস্ত্রের সেরা অস্ত্র হতে পারে,' বলল রানা। তারপর, কেবিনের সামনে পৌঁছে, জিজ্ঞেস করল, 'আইসক্রীম, তাই না? তোমার ধারণা ওটাই ডেলিভারি সিস্টেম?'

মুহূর্তের জন্যে কাঁপ উঠল রিটার শরীরে, যেন গা ঘিন ঘিন করছে। 'পরিমাণে বিষটা যথেষ্ট।'

'আমি ভেবেছিলাম আইসক্রীম তুমি পছন্দ করো।'

'করতাম। এখন ঘেন্না লাগছে।'

গাড়ি থেকে নামল ওরা, লাশটাকে ক্যাবে এনে হুইলের পিছনে বসাতে রানাকে এবার সাহায্য করল রিটা। পিক-আপে নিজেদের কিছু রয়ে গেছে কিনা পরীক্ষা করে দেখল রানা, ড্রাইভারের হোলস্টারে ফেরত দিল রিভলভারটা। লাশের পাশে বসে হুইল ধরল রানা, এঞ্জিন স্টার্ট দিল। রিটা জেদ ধরে চেপেচুপে রানার পাশে বসল। লাশের ওপর ঝুঁকে ট্রাক ছেড়ে দিল রানা, ধীরগতিতে ঢাল বেয়ে নামতে লাগল ওরা।

ঢালগুলোর মধ্যে যেটা সবচেয়ে খাড়া সেটার মাথায় পৌছে হ্যান্ডব্রেকের সাহায্যে পিক-আপ দাঁড় করাল রানা, নামতে সাহায্য করল রিটাকে। সাবলীলভাবে চালু রয়েছে এঞ্জিন, চাকাগুলো রয়েছে একটু তেরছাভাবে। রিটার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল ও, পথ থেকে যেন সরে থাকে সে। ড্রাইভারের পাশের জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়ল ও, তারপর হ্যান্ডব্রেক ছেড়ে দিল।

কয়েক গজ এগোল ট্রাক, তারপর লাফ দিল রানা। ঘাসের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে দেখল পিক-আপের গতি বাড়ছে, রাস্তার একদিক থেকে চলে যাচ্ছে আরেক দিকে।

কি ঘটবে দেখার জন্যে এতই মগ্ন, খেয়ালই নেই যে পাশে চলে এসে ওর একটা হাত চেপে ধরেছে রিটা।

হেডলাইটের আলোর ওপর চোখ রেখে পিক-আপের গতি ঠাহর করছে ওরা। ঢাল বেয়ে দ্রুত নেমে যাচ্ছে ট্রাকটা, অস্থির এবং দিক্‌ভ্রান্ত। প্রথম কর্কশ আওয়াজটা শুনে বুঝতে পারল, গাছের সাথে ধাক্কা খেয়েছে। হেডলাইটের আলো শূন্যে ছুটোছুটি করার ভঙ্গিতে নাচল কিছুক্ষণ। শব্দ শুনে বোঝা গেল গাছের সাথে ধাক্কা খেতে খেতে একটু একটু করে ভাঙছে পিক-আপ।

ব্যাপারটা শেষ হতে প্রায় বিশ সেকেন্ডের মত সময় লাগল। দূর থেকে বোঝা গেল না ট্রাকটা উল্টে গেছে কিনা, তবে সংঘর্ষ বা পতনের জোরাল একটা আওয়াজ পেল ওরা। ট্যাংক বোধহয় ফেটে গিয়েছিল, দপ করে আগুন জ্বলে উঠল।

'রানা, গাছগুলোকে জ্যান্ত মনে হচ্ছে আমার,' বিড়বিড় করে উঠল রিটা।

'শুধু জ্যান্ত নয়, প্রাচীন মানুষ ওগুলোকে পবিত্র বলেও মনে করত,' বলল রানা। আগুন জ্বলে ওঠায় জঙ্গলের ভেতর নানারকম ছায়া আর নড়াচড়া লক্ষ করল ও, সব কেমন যেন পুরানো আর ভীতিকর। 'আধুনিক মানুষও—কেউ কেউ। গাছ তো আসলেও জ্যান্ত জিনিস। কি বলতে চাইছ বুঝতে পারছি।'

'চলো ফিরি।' রানার হাত ছেড়ে দিয়ে দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল রিটা, হন হন করে এগোল, যেন দৃশ্যটা সহ্য করতে পারছে না। 'গোটা র‍্যাঞ্চ থেকে দেখা যাবে এই আগুন। দেখো না কত তাড়াতাড়ি লোক চলে আসে।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে রিটাকে ধরে ফেলল রানা, দু'জন পাশাপাশি কেবিনের দিকে উঠতে শুরু করল ওরা।

'কয়েকটা ব্যাপারে মাথা ঘামানো দরকার,' স্যান্ড ক্রীকের দরজায় পৌছে বলল রিটা।

'ঠিক বলেছ। প্রথম যে চিন্তাটা খোঁচা দিচ্ছে, কেন এখুনি আমরা পালাবার চেষ্টা করছি না? যোগাযোগ করার কোন উপায় নেই, কাজেই আমাদেরকে বেরুতে হবে। তারপর পুলিসের সাহায্যে, দলবল নিয়ে ফিরে আসা যাবে...।' বলার সময়ই জানে রানা, এটা কোন উপায় নয়।

'এখুনি যদি এখান থেকে পালাতে পারি তো আমার চেয়ে খুশি আর কেউ হবে না।' হঠাৎ উঁচু হলো রিটা, চুমো খেলো রানার ঠোঁটে, আলতোভাবে। কাছে সরে এসে আরও ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছিল, আলতোভাবে তাকে দূরে সরিয়ে

রাখল রানা। বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রিটা। 'আমি জানি, রানা। আমি জানি। আমাকে তুমি সহ্য করতে পারছ না। ভয় পাচ্ছ—আবার যদি অপমান করে বসি। যেমন জানি, নিরেট কোন প্রমাণ হাতে না পেলে এই জায়গা ছেড়ে তুমি পালাবে না।'

মৃদু হেসে রানা বলল, দেরি করে হলেও রিটা তাকে চিনতে শুরু করেছে।

'তোমার সম্পর্কে আরও কিছু জানি আমি, মাসুদ রানা,' সহাস্যে বলল রিটা। ড্রাগন লেডি রাননা বেলাডোনাকে এ-সবের সাথে ঠিক কিভাবে জড়াবে ভেবে পাচ্ছ না তুমি। সে-ও যে জড়িত, তোমার নিজের এই বিশ্বাস তুমি মেনে নিতে পারছ না…'

'পাগল নাকি!' জোর করে হাসল রানা।

'যদি জড়াতে পারো, সবচেয়ে সুখী হব আমি। গুডনাইট, রানা। ভাল ঘুমিয়ো।'

স্যাবকে পাশ কাটিয়ে হাঁটা ধরল রানা, সোজা যাচ্ছে ফেটারম্যানের দিকে। দরজার হাতলে হাত দিয়েছে, এই সময় অপর কেবিনের ভেতর থেকে শুরু হলো রিটার আর্তচিৎকার।

দুই

চিৎকারের পর মাত্র কয়েক সেকেন্ড পেরিয়েছে, স্যান্ড ক্রীকের দরজায় পৌঁছুল রানা, হাতে ভি-পি-সেভেনটি।

বাঁ পায়ের প্রচণ্ড লাথিতে ভেঙে গেল হাতল, কব্জা থেকে প্রায় খসে পড়ল দরজার কবাট। লাফ দিয়ে দোরগোড়ায় পৌঁছুল রানা, পরমুহূর্তে স্যাৎ করে সরে গেল একপাশে, দু'হাতের মুঠোর ভেতর ভি-পি-সেভেনটি, ঠোঁট থেকে বেরুতে যাচ্ছে হুঙ্কার, 'হল্ট!'

কিন্তু সামনে শুধু একা রিটাকে দেখল ও, বেডরুমের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে, কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেছে শরীরটা, কাঁপতে কাঁপতে পিছিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

লিভিংরুমে ঢুকে এগোল রানা। রিটার কাঁধ খামচে ধরল—জন্তু, সরীসৃপ, মানুষ, বেডরুমের ভেতর যাই থাক গুলি করার জন্যে তৈরি।

তারপর, আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি বশে, সে-ও এক পা পিছিয়ে এল। গোটা কামরা জ্যান্ত হয়ে আছে—আকারে বড়, গাঢ় রঙের, বিষাক্ত পিঁপড়েতে। মেঝে, দেয়াল, সিলিং—সব ঢাকা পড়ে গেছে। পিঁপড়ের সচল স্তূপে বিছানাটা সম্পূর্ণ কালো।

কয়েক হাজার হবে, সবচেয়ে ছোটগুলোও লম্বায় এক ইঞ্চির কম নয়, গায়ে গায়ে জড়িয়ে থেকে বিছানায় ওঠার জন্যে পরস্পরের সাথে যুদ্ধ করছে। বিছানার ওপর লম্বাটে পাহাড়ের মত লাগছে ডামিটাকে।

দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল রানা, তারপর ঝুঁকে পরীক্ষা করল দরজার কবাট আর মেঝের মাঝখানে কতটুকু ফাঁক।

'সম্ভবত হার্ভেস্টার, রিটা। হার্ভেস্টার অ্যান্ট। নিজেদের এলাকায় নেই,

কাজেই খাবার খুঁজছে।'

ওগুলো যদি হার্ভেস্টার হয়, ভাবল রানা, নিজেদের ইচ্ছায় বা দুর্ঘটনাবশত এখানে আসেনি। হার্ভেস্টার পিঁপড়েরা শুকনো এলাকায় বাস করে এবং খাওয়ার জন্যে বীজ জমা করে রাখে। মরুভূমি থেকে এতদূর আসবে না ওগুলো—অন্তত একসাথে এতগুলো আসবে না।

ব্যাখ্যা করার সময় খানিক ইতস্তত করল রানা, হার্ভেস্টার পিঁপড়ের একটা মাত্র হুল যদি ফোটে ব্যথায় ছটফট করবে মানুষ, কোন কোন ক্ষেত্রে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু এখানে ওগুলো সংখ্যায় কয়েক হাজারই শুধু নয়, নিজেদের পরিচিত পরিবেশ থেকে দূরে থাকায় উত্তেজিত হয়ে আছে, হন্যে হয়ে খুঁজেও খাবার পাচ্ছে না। অস্থির এই বিষাক্ত পিঁপড়ের গোটা কয়েক কামড় খেলে মৃত্যু হবে ভারি যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা।

'সমস্যার একটাই সমাধান আছে।' রিটাকে জড়িয়ে ধরে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল রানা, চট্ করে একবার পিছনে তাকিয়ে দেখে নিল লিভিংরুমে দু'একটা পিঁপড়ে ঢুকে পড়েছে কিনা। তারপর বন্ধ করে দিল দরজা।

রিটাকে নিজের কেবিনে নিয়ে এল রানা, মেইন রুমে থাকতে বলল তাকে। 'চোখ-কান খোলা রেখে, সাবধানে, কেমন?' ছুটে বেডরুমে ঢুকল, ব্রীফকেসটা দরকার।

ব্রীফকেস খুলে ফলস্ বটম সরাল, ভেতর থেকে বের করল ছোট একটা ডিটোনেটর আর ইঞ্চি দুয়েক ফিউজ। ব্যস্ত হাতে ডিটোনেটরের ভেতর ফিউজ ঢোকাল, তারপর সতর্কতা অবলম্বনের সমস্ত নিয়ম লজ্মন করে দাঁত দিয়ে ডিটোনেটরে চাপ দিল যাতে ফিউজটা আটকে থাকে। ওকে যারা ট্রেনিং দিয়েছে সেই ইনস্ট্রাক্টররা দেখলে হাঁ হয়ে যেত। শুধু দাঁত নয়, ইকুইপমেন্টটাও বাতিল হয়ে যেতে পারে।

ব্রীফকেস থেকে এরপর একটা ব্যাগ বের করল রানা, ভেতরে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ। জিনিসটা নরম, খানিকটা নিয়ে গোল পাকাল, হাতের তালুতে গলফ বলের আকৃতি পেলো সেটা।

ফিউজ আর ডিটোনেটর প্লাস্টিকের কাছ থেকে দূরে রেখে কামরা থেকে ছুটে বেরিয়ে এল ও। আবার রিটাকে সাবধান করে দিল, জায়গা ছেড়ে নড়বে না সে, মাথা তোলা বারণ। লিভিংরুমে না থেমে চলে এল স্যাবের পাশে। প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগাচ্ছে, একটা কাজ শেষ করার আগেই জানে এরপর কি করতে হবে। অ্যালার্ম সেনসরগুলো অফ করল, তালা খুলল বুটের।

প্লাস্টিকের পাত্রে দু'গ্যালন পেট্রল সব সময় রাখে ও।

স্যান্ড ক্রীকের দরজায় পৌঁছে পেট্রল ভরা পাত্রের ছিপি খুলল, প্লাস্টিক বলটাকে চাপ দিয়ে বসিয়ে বন্ধ করে দিল মুখ। ফিউজের কাছ থেকে এখনও দূরে রেখেছে এক্সপ্লোসিভ, বেডরুমে থেমে প্লাস্টিকের ভেতর শক্তভাবে সেঁধিয়ে দিল ডিটোনেটরটা। এখন একটাই সমস্যা, ফিউজে আগুন দেয়ার সময় পেট্রল যেন জ্বলে না ওঠে।

সাবধানে বেডরুমের দরজা খুলল রানা। অশ্লীল ঢেউয়ের আকৃতি নিয়ে গোটা

কামরা আলোড়িত হচ্ছে, মোটা তাজা কালো পিঁপড়ের সাগর যেন। গা ঘিন ঘিন করে উঠল ওর। পেট্রল ভরা পাত্রটা দরজার ঠিক ভেতরে রেখে পকেট থেকে ডানহিল লাইটার বের করল। পেট্রল আর লাইটারের মাঝখানে হাতের আড়াল তৈরি করল, তারপর লাইটার জ্বালল। আগুনের শিখা দেখা গেল। ফিউজে ঠেকাতেই জ্বলে উঠল সেটা।

দরজাটা আস্তে আস্তে বন্ধ করল রানা, তা না হলে বাতাসের ধাক্কায় হাতে তৈরি বোমাটা পড়ে যেতে পারে। ধীর পায়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল ও। হাঁটবে, কক্ষনো দৌড়াবে না, পই পই করে শেখানো হয়েছে ওকে। দৌড়ালে জ্যান্ত ফিউজের কাছাকাছি আছাড় খেয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

ফেটারম্যানের দরজার কাছে মাত্র পৌঁচেছে রানা, ভোঁতা একটা আওয়াজের সাথে বিস্ফোরিত হলো বোমাটা। বিস্ফোরণের ধাক্কায় আগুনে বলের মত নিক্ষিপ্ত হলো পেট্রল, কেবিনের ছাদ ভেদ করে শূন্যে উঠে গেল উজ্জ্বল শিখায় তৈরি একটা হাত, তারপর ছড়িয়ে পড়ল স্যান্ড ক্রীকের ভেতর। চোখের পলকে গোটা কেবিন এক খণ্ড আগুনে পরিণত হলো।

এক ঝটকায় খুলে গেল ফেটারম্যানের দরজা। মুহূর্তের জন্যে ভুল বুঝল রানা, দরজাটা বিস্ফোরণের ধাক্কায় খুলে গেছে। কিন্তু না, খোলা দরজার সামনে রিটা, কেউ যেন মেঝের সাথে গেঁথে রেখেছে। ধাক্কা দিয়ে তাকে ভেতরে পাঠাল রানা, চরকির মত ঘুরতে শুরু করে পড়ে গেল সে, ডাইভ দিয়ে তার ওপর পড়ল রানা। আগুনের শিখা আর জ্বলন্ত আবর্জনা বৃষ্টির মত ঝরছে ফাঁকা জায়গাটায়। রানার নিচে হাঁসফাঁস করছে রিটা।

'নোড়ো না, আরও কিছুক্ষণ এভাবে থাকো,' নির্দেশ দিল রানা।

'যদি বলো সারাজীবন নড়তে পারব না তাতেও আমি রাজি, রানা!' প্রথমে পিঁপড়ে, তারপর বিস্ফোরণ, দুটো ধাক্কাই সামলে নিয়েছে রিটা, মৃদু হলেও শব্দ করে হাসতে পারল।

তাড়াতাড়ি একটা গড়ান দিয়ে রিটার ওপর থেকে নামল রানা। 'শুয়ে থাকো,' বলে দরজার দিকে এগোল আবার।

চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে টুকরো টুকরো জ্বলন্ত জঞ্জাল। গুরুত্ব অনুসারে প্রথমে স্যাবের দিকে দৃষ্টি দিল রানা, বড় কোন কাঠ বা জ্বলন্ত কিছু গাড়িটাকে আঘাত করেনি দেখে স্বস্তিবোধ করল। তারপর ফেটারম্যানকে ঘিরে চক্কর দিয়ে এল একটা, নিশ্চিত হলো দ্বিতীয় কেবিনটার নাগাল পায়নি আগুন।

এতক্ষণে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তীক্ষ্ণ খোঁচা দিয়ে রানার মনোযোগ দাবি করল। প্রথমটা আগেই রানা উপলব্ধি করেছে–পিঁপড়ের এত বড় একটা কলোনি আপনাআপনি বা দুর্ঘটনাবশত এখানে আসতে পারে না। দ্বিতীয়টা আরও বেশি অর্থবহ–পিঁপড়েগুলোকে নিয়ে আসা হয়েছে হুল ফোটাবার জন্যেই অর্থাৎ এটা একটা হত্যা ষড়যন্ত্র, এবং টার্গেট ছিল রানা। মনে পড়ল, প্রশ্নের উত্তরে মলিয়ের ঝানকে মিথ্যে কথা বলেছিল ও। ঝান কথাচ্ছলে জানতে চেয়েছিল ওরা দু'জন কে কোন কেবিনে থাকছে। হাজার হোক রিটা মেয়ে, তার নিরাপত্তার কথা ভেবেই ঝানকে জানিয়েছিল স্যান্ড ক্রীকে থাকছে ও।

এরইমধ্যে এঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে রানা। ছুটে আসছে একাধিক গাড়ি।

ঝড় উঠল রানার মনে। সাহায্য আসছে এ কথা বলা যাবে না, তবে আসছে ওরা। ওরা পৌঁছুবার পর দুটোর একটা ব্যাপার ঘটতে পারে। রানা আর রিটাকে অক্ষত দেখে ঝান চট্ করে নতুন কোন বুদ্ধি আঁটতে পারে, সাথে করে নিয়ে আসা খুনীদের দিয়ে বীভৎস কিছু ঘটিয়ে বসতে পারে। কিংবা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দু'জনকে আলাদা করতে পারে, হয় রানাকে অথবা রিটাকে কেবিন থেকে সরিয়ে টারায় তুলতে পারে। যাই ঘটুক, আগামীকাল বা তারপর দিন দু'জনকে একসাথে থাকার সুযোগ অবশ্যই দেবে না ঝান। দ্রুত একটা প্ল্যান করা দরকার, কাছাকাছি কেউ চলে আসার আগেই।

ছুটে কেবিনে ফিরে এল রানা, একটা চেয়ারে বসে কড়া ব্র্যান্ডির গ্লাসে ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছে রিটা। 'আমার কাপড়!' রানা মুখ খোলার আগেই কাঁদ কাঁদ গলায় বলল সে। 'সব গেছে, রানা! একজোড়া প্যান্টি পর্যন্ত নেই।'

একমাত্র সমাধানটা চেপে রাখতে পারল না রানা। 'চিন্তা কোরো না, রিটা–তোমার আর বেলাডোনার সাইজ বোধহয় এক।'

ঝাঁঝের সাথে কিছু বলতে যাচ্ছিল রিটা, ব্যস্ত ভঙ্গিতে কথা শুরু করে তাকে থামিয়ে দিল রানা। ওদেরকে বিচ্ছিন্ন করা হতে পারে, জানাল ও, সেক্ষেত্রে যোগাযোগের একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার। স্যাবের অতিরিক্ত চাবিটা রিটার হাতে গুঁজে দিল ও। ওকে যদি হঠাৎ করে গা ঢাকা দিতে হয় তাহলে কোথায় লুকানো থাকবে, গাড়িটা জানিয়ে রাখল। যেখানেই থাকুক রিটা, যেভাবেই হোক সেখান থেকে বেরুবার একটা ব্যবস্থা তার নিজেকেই করতে হবে।

'তোমার ইনফরমেশন যদি ঠিক হয়, ডেলিগেটরা যদি আজ রাতে আসতে শুরু করে, চেষ্টা করব আমি যাতে কাল খুব ভোরে কনফারেন্স সেন্টারে ঢুকতে পারি।' ইতস্তত করল রানা, হঠাৎ করে মনে পড়ে গেছে বান্না বেলাডোনার সাথে দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ও। 'মাঝরাতে,' বলল ও, 'কাল মাঝরাতে। ওখানে যদি না থাকি আমি পরের রাতে খুঁজবে আমাকে। যদি দেখো গাড়িটা নেই, ধরে নেবে তোমাকে আমি বিপদের মধ্যে ফেলে গেছি। কিন্তু রিটা, সেটা হবে একেবারে শেষ উপায়, এবং অবশ্যই আবার আমি ফিরে আসব–সম্ভবত বি.সি.আই. বা সি.আই.এ. আর স্টেট ট্রুপারদের নিয়ে। কাজেই গা বাঁচিয়ে থেকো।'

কোথায় দেখা হবে, কোথায় লুকানো থাকবে গাড়ি ইত্যাদি বিশদভাবে রিটাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে রানা তখনও, এই সময় একজোড়া পিক-আপ আর একটা কার সবেগে ঢুকে পড়ল ফাঁকা জায়গাটায়।

'হে…হেই দেয়ার! মি. রানা, মিসেস লুগানিস…আপনারা ভাল তো?' চেঁচামেচি আর ছুটোছুটির মধ্যে মলিয়ের ঝানের ভরাট গলা ভেসে এল।

দরজার কাছে এল রানা। 'আমরা এখানে কাভার নিয়েছি। খুব দেখালেন বটে, ঝান! মেহমানদারির এই বুঝি নমুনা?'

'কি!'

প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে দরজার কয়েক ফুট সামনে উদয় হলো মলিয়ের ঝান। তার পিছনে বান্না বেলাডোনার মুখ, চোখাচোখি হলো রানার সাথে। ওকে সুস্থ দেখে, রানার মনে হলো, মেয়েটার চেহারায় স্বস্তির ছায়া খেলে গেল।

'বলি কি ঘটল কি এখানে?' নিষ্প্রভ আগুনের দিকে একটা হাত তুলল ঝান, খানিক আগে যেখানে স্যান্ড ক্রীক কেবিনটা ছিল। ধ্বংসস্তূপের চারদিকে ছুটোছুটি করছে লোকজন। রানা লক্ষ করল, ঝানের লোকেরা তৈরি হয়েই এসেছে। একটা পিক-আপ ট্রাকে প্রেশারাইজড্ ফোমের ড্সড় ট্যাংক দেখা গেল। ঝানের কর্মচারীরা এরই মধ্যে আগুন নেভাতে শুরু করেছে।

'ওখানে, কেবিনের ভেতর...,' শুরু করল রিটা।

'ছারপোকা ছিল, অল্প কয়েকটা,' বলল রানা, সহজ ভঙ্গিতে দরজার ফ্রেমে হেলান দিয়ে রয়েছে। 'তাই বেরিয়ে গাড়ির কাছে আসি আমি, ওতে সব সময় একটা ফার্স্টএইড কিট থাকে। পোকা মারার খানিকটা ওষুধ দরকার ছিল আমার। শব্দ শুনে রিটা ভাবল চোর-টোর এসেছে।' হেসে উঠল ও। 'সত্যি মজার ব্যাপার। তাহলে ব্যাখ্যা করতে হয়–আপনাকে বলেছিলাম আমি স্যান্ড ক্রীকে আর রিটা ফেটারম্যানে থাকছি, আসলে গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। আসলে উল্টোটা হবে। কিন্তু আজ রাতে আমরা ফেরার পর, রিটা বলল সে বরং ফেটারম্যানেই থাকবে। স্যান্ড ক্রীকের ছবিগুলো নাকি পছন্দ নয় ওর। ভীষণ ক্লান্ত ছিলাম আমরা, ঘুমে বুজে আসছিল চোখ, কাজেই জিনিস-পত্র-কিছুই সরানো হয়নি। রিটা বলল সকালে যে যার জিনিস সরিয়ে নেবে। রিটার যা কিছু সব ওখানে ছিল,' ভস্মীভূত স্যান্ড ক্রীকের দিকে হাত তুলল রানা। 'আমারগুলো সব ঠিক আছে, কিন্তু পরনের কাপড় ছাড়া রিটার কিছু নেই...'

'প্রিন্ট?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বাধা দিল ঝান। 'আমার প্রিন্টগুলো? ওগুলো কোথায়? ওগুলো সব ঠিক আছে তো? আপনি নিশ্চয়ই...?'

'প্রিন্ট ঠিক আছে, এটুকু বলতে পারি।'

'থ্যাঙ্ক দা গুড লর্ড ফর দ্যাট।' ঝানকে দেখে মনে হলো এইমাত্র ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল তার।

'ঝান,' কঠিন সুরে বলল রানা, 'জাহাজডুবির পর মাতাল নাবিক যেভাবে কথা বলে আপনি ঠিক সেভাবে কথা বলছেন–"ব্র্যান্ডির বোতলগুলো ঠিক আছে তো?" অথচ প্রশ্নটা হওয়া উচিত, "ক'জন বাঁচলাম আমরা?" ঠিক না?'

'হ্যাঁ, রানা তো ঠিক কথাই বলছে।' দরজার কাছাকাছি দলটার দিকে এগিয়ে এল বান্না বেলাডোনা। 'মি. ঝান, মাঝে মাঝে আপনি খেই হারিয়ে ফেলেন। বুঝতে পারছেন না, রানা মারা যেতে পারত!'

'আরেকটু হলে গিয়েছিলাম। কেবিনগুলোয় রান্নার কাজে কি ব্যবহার করেন আপনারা? বোতলের গ্যাস?'

'সত্যি কথা বলতে কি...,' শুরু করল ঝান।

'বুঝলাম, কি ঘটেছে বুঝলাম! কোন গাধা সিলিন্ডার লিক করেছে কিনা চেক করেনি। আমি সিগারেট ধরিয়েছিলাম, বেডরুমের অ্যাশট্রেতে রেখে বেরিয়ে আসি। গাড়ির কাছে শুধু আসতে পেরেছি, এমন সময় হু-উ-প করে আওয়াজ

হলো, তাকিয়ে দেখি স্যান্ড ক্রীক জ্বলছে।'

'ওহ্, রানা, ভয়ে আমার হাত-পা কাঁপছে!' তাকিয়ে দেখল রানা, শুধু যে হাত-পা কাঁপছে তাই নয়, বান্না বেলাডোনার চোখ জোড়াও ভেজা ভেজা। ওর দিকে মায়াভরা চোখে তাকিয়ে রয়েছে মেয়েটা, এই দৃষ্টি রানাকে তার চুলের গন্ধ আর চুমোর তৃপ্তি স্মরণ করিয়ে দিল। বেলাডোনার দিক থেকে চোখ সরানো সত্যি কঠিন হয়ে উঠল ওর জন্যে। তারপর খেয়াল করল ও, ঢাল বেয়ে আরেকটা গাড়ি উঠে আসছে।

ঝানের দিকে এক পা এগিয়ে থামল রানা। 'এবার শোনা যাক, ঝান,' ঝগড়াটে, আক্রমণাত্মক সুরে বলল ও, 'ছারপোকা সম্পর্কে আপনার কি বলার আছে।'

'ছারপোকা?' নিজের পায়ের চারদিকে তাকাল ঝান, যেন ভয় করছে মহামারীর ছোঁয়া লাগতে পারে।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ছারপোকা। বড়, কালো, জঘন্য প্রাণী—এক একটা মস্ত পিঁপড়ের মত।'

'ওহ্ মাই গড!' এক পা পিছিয়ে গেল মলিয়ের ঝান। 'হার্ভেস্টার নয় তো?'

'আমার তাই ধারণা।' রানার চোখ-মুখ রাগে ফেটে পড়ার অবস্থা। 'চারপাশে ওগুলো বিস্তর আছে, তাই না, ঝান? তাহলে আমাদেরকে সাবধান করে দেননি কেন? শুনেছি হার্ভেস্টার…নাকি ভুল শুনেছি?'

'হ্যাঁ, হার্ভেস্টারের কামড়ে মানুষ মারা যেতে পারে।' শিউরে উঠল ঝান।

'তাহলে? প্রায়ই এদিকে দেখা যায়?'

ঝান উত্তর দিল অন্য দিকে তাকিয়ে, 'মাঝে মধ্যে। তবে খুব বেশি নয়।'

'ওখানে কয়েক হাজার ছিল। দু'জনেই আমরা মারা যেতে পারতাম। অথচ দেখতে পাচ্ছি ব্যাপারটাকে আপনি বেশ সহজভাবেই নিচ্ছেন।'

উত্তরে কি বলতে যাচ্ছিল ঝান জানা হলো না, পৌঁছুবার সাথে সাথে ওদের মনোযোগ কেড়ে নিল শেষ গাড়িটা। হুইলে রয়েছে পিয়েরে ল্যাচাসি, সাথে দু'জন সঙ্গী। গাড়িটা তখনও থামেনি, ব্রেক করায় ধুলোর মেঘে ঢাকা রয়েছে, ঝানের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল ল্যাচাসি।

ঝান এত ব্যস্ততার সাথে চলে গেল, লক্ষ করে চিন্তায় পড়ে গেল রানা। তবে কি ল্যাচাসিই নেতৃত্ব দিচ্ছে?—প্রশ্ন জাগল মনে। অদূরে দাঁড়িয়ে নিভৃতে আলাপ করছে তারা, ঘন ঘন ঝাঁকি খাচ্ছে ল্যাচাসির খুলি।

'আজ রাতে তুমি এখানে নিরাপদ, রানা?' কেবিনে ঢুকেছে বান্না বেলাডোনা।

'এখানে আমরা দু'জন থাকতে পারি,' মাঝখান থেকে তাড়াতাড়ি বলল রিটা। 'টস করে জেনে নেব কে সোফায় শোবে।'

'তা আমি শুনব না, মাই ডিয়ার।' বেলাডোনা মিষ্টি করে হাসল। 'আপনি ভাই টারার গেস্টরুমে থাকবেন। তবে প্রথমে দেখতে হবে আপনার কাপড়চোপড়ের কি ব্যবস্থা করা যায়। সাইজ জানতে পারলে আমার বুদ্ধিমতীদের একজনকে শহরে পাঠিয়ে সব আনিয়ে নেয়া যাবে। আর কাজ চালাবার জন্যে

আমার কিছু কাপড় নিতে পারবেন···তবে একটু বোধহয় লম্বা আর আঁটসাঁট হবে।'

'আপনার খুব দয়া,' বলল বটে রিটা, কিন্তু প্রায় শুনতে না পাবার মত করে।

বেলাডোনা ঘুরল, মলিয়ের ঝান ফিরে এসেছে। 'রাতটুকু মিসেস লুগানিস টারায় থাকবেন, মি. ঝান।'

'গুড।' ঝান অন্যমনস্ক। 'মি. রানা, আরেক কাণ্ড ঘটেছে। ভারি অপ্রীতিকর। যে লোকটা আপনাদের পথ দেখিয়ে এখানে এনেছিল, যাকে আপনারা অনুসরণ করে এসেছিলেন, পিক-আপ ট্রাক চালিয়ে···'

'হ্যাঁ, বলুন!'

'সে চলে যাবার পর কি ঘটেছিল?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, ভুরু কোঁচকাল। 'কি বলতে চান ঠিক বুঝলাম না। হাত নেড়ে গুডনাইট বলে চলে গেল, তারপর আবার কি?'

'তার চলে যাবার পর কিছু শুনেছেন?'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। 'না। দু'জন আমরা আমার কেবিনে ঢুকি, খানিকক্ষণ গান শুনি, গলা ভেজাই–তখনই তো ঠিক করলাম কেবিন বদল করব। মিসেস লুগানিস বলল স্যান্ড ক্রীকের চেয়ে এটাই তার বেশি পছন্দ। আমার মনে হয় ছবিগুলো দেখেই ওর এই ধারণা হয়ে থাকবে–প্রচুর সাদা লোক ঘোড়ায় চড়ে চক্কর দিতে দিতে পাইকারীভাবে ছেলে-বুড়ো-মেয়ে যাকে পাচ্ছে তাকেই খুন করছে। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন, ঝান?'

দৃষ্টিতে অভিযোগ, কণ্ঠস্বরে বিদ্বেষ নিয়ে ঝান বলল, 'আপনাদের গাইড অত্যন্ত ভাল একজন লোক ছিল···'

'টমসন?' জিজ্ঞেস করল বেলাডোনা, সামান্য উদ্বিগ্ন।

মাথা ঝাঁকাল ঝান। 'হ্যাঁ। আমাদের সেরা লোকদের একজন।'

'কি ঘটেছিল?' বেলাডোনা যে ঘাবড়ে গেছে এখন আর তাতে কোন সন্দেহ নেই, চমকে ওঠা ভাবটা সে গোপন করতে পারল না।

বড় করে শ্বাস টানল ঝান। 'মনে হচ্ছে আজ রাতে মাত্রা ছাড়িয়েছিল। ওই একটাই অসুবিধে ছিল টমসনকে নিয়ে–মাঝে মধ্যেই বেশি খেয়ে ফেলত।'

'মদ!' রানাও শব্দ করে নিঃশ্বাস ছাড়ল। 'মুড ভাল থাকলে অতিরিক্ত কয়েক গ্লাস টানত। লক্ষণগুলো আমার জানা আছে।' চেহারায় কাতর কোন ভাব নেই।

'আপনাকে বোধহয় বলে ফেলাই ভাল। টমসনের কাজ ছিল···কিভাবে বলা যায়···মানে, আপনাদের ওপর নজর রাখার দায়িত্ব ছিল তার ওপর। জঙ্গলের ভেতর গা ঢাকা দিয়ে থাকতে বলা হয়েছিল তাকে, লক্ষ রাখবে আপনাদের যেন কোন সমস্যা না হয়। এদিকে বুনো জন্তু-জানোয়ার দু'একটা আছে কিনা।'

'হার্ভেসটার পিঁপড়ের মত?'

'জন্তু-জানোয়ার,' পুনরাবৃত্তি করল ঝান।

'তার বদলে সে মদ নিয়ে বসে?' জিজ্ঞেস করল রিটা।

মাথা নাড়ল ঝান। 'বসেনি। খেয়েও যদি থাকে, এখানে আসার আগেই দু'চার গ্লাস খেয়েছিল। হতে পারে আরও খাবার জন্যে যাচ্ছিল সে।'

'যাচ্ছিল?' প্রশ্নটা বেলাডোনার।

'রাস্তা থেকে পড়ে গেছে পিক-আপ। ঢালের নিচে, জঙ্গলের কিনারায়–আগুন ধরে গিয়েছিল। এত তাড়াহুড়ো করে এসেছি আমরা, চোখেই পড়েনি। কিন্তু ল্যাচাসি ঠিকই দেখতে পেয়েছে।'

'আর টমসন?' তাকিয়ে আছে বেলাডোনা।

'দুঃখিত, হানি। জানি ওকে তুমি খুব পছন্দ করতে। টমসন পুড়ে গেছে।'

'ওহ্ মাই গড! আপনি বলতে চাইছেন···?'

'হাাঁ। অত্যন্ত দুঃখজনক, অত্যন্ত।' রানার দিক থেকে রিটার দিকে, তারপর আবার রানার দিকে তাকাল ঝান। 'আপনারা ঠিক বলছেন, কিছুই শোনেননি?'

'কিচ্ছু না।'

'কিছুই না।'

'বেচারা টমসন,' ঘুরে গেল বেলাডোনা, চেহারায় ভাঁজ। 'ওর বউ···'

'খুব ভাল হয় তুমি যদি খবরটা দাও তাকে, মাই ডিয়ার,' দীর্ঘশ্বাস চাপতে চাপতে ঘুরে দাঁড়াল ঝান।

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, মি. ঝান। আগে মিসেস লুগানিসকে টারায় পৌছে দেয়া দরকার।'

'গুড। ইয়েস।' বোঝাই যায় মলিয়ের ঝান অন্য কিছু নিয়ে চিন্তিত। 'আপনি এখানে নিরাপদ থাকবেন তো, মি. রানা?'

রানা জানাল কোন সমস্যা হবে না, তারপর সহাস্যে জানতে চাইল, গ্রাঁ প্রি-র আয়োজন ঠিক আছে কিনা। 'মানে এত কিছু ঘটে গেল, তাই জানতে চাইছি।'

কেবিন আর হেডলাইটের আলোয় ঠিক বোঝা গেল না, ঝানের মুখে যেন মেঘের ছায়া পড়েই সরে গেল। বিশালদেহী লোকটা জবাব দিল আকস্মিক উৎসাহের সাথে, 'ওহ্, ইয়েস, মি. রানা! টমসনের মৃত্যু···বিদায়, দুঃখজনক বটে, কিন্তু গ্রাঁ প্রি অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে। সকাল দশটায়। ল্যাচাসি তো অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, আমি জানি।'

'তাহলে দেখা হচ্ছে আমাদের। ট্র্যাকে। নাইট, রিটা। যা ঘটেছে ঘটেছে, এ-সব নিয়ে চিন্তা কোরো না–ঘুমিয়ো।'

'ধ্যেৎ, আমার চিন্তা করার কি আছে।' রিটার মুখে কৃত্রিম হলেও উজ্জ্বল হাসি।

'আর আমিও কাল তোমার সাথে দেখা করব, রানা।' রানার গোটা শরীরে চোখ বুলাল বেলাডোনা। বনভূমিতে আলোর কারসাজি ছিল, কিন্তু এখন বেলাডোনার মায়াভরা চোখের গভীরে কোমল আগুন পরিষ্কারই দেখতে পেল রানা। তার হাসি যেন অনেক রঙিন সম্ভাবনার আগাম ইঙ্গিত।

সবাই চলে যাবার পর পরীক্ষা করে স্যাবের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হলো রানা, তারপর ফিরে এল কেবিনে। দরজায় একটা চেয়ার ঠেকিয়ে রাখল, জানালার সরু ফাঁকগুলো বন্ধ করল মোম দিয়ে। ঘুমের মধ্যে হার্ভেস্টার পিঁপড়ের দ্বিতীয় ডোজ সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠবে।

ব্রীফকেসটা নতুন করে গোছাতে মিনিট দশেক লাগল। এরপর বিছানায় লম্বা

হলো রানা, পুরোদস্তুর কাপড় পরে আছে, হেকলার অ্যান্ড কচ অটোমেটিকটা নাগালের মধ্যে।

ষড়যন্ত্র, অশুভশক্তি ইত্যাদি সম্পর্কে আভাস দিয়েছিল বান্না বেলাডোনা। রানা নিজেও এখন ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারছে, যেন গোটা ঝান র‍্যাঞ্চে পাপাচারীরা আড্ডা গেড়েছে, দুষ্কর্মে মেতে উঠেছে। প্রথম দিকে এখানে হার্মিসের অস্পষ্ট ছায়া দেখতে পেয়েছিল ও, এখন তীব্র গন্ধ পাচ্ছে। ইউনিয়ন কর্সের সাথে আগেও লড়তে হয়েছে ওকে, ওদের উপস্থিতি সহজেই ধরা পড়ে ওর চেতনায়, ওদের লীডার উ সেন ওরফে সও মং-এর গন্ধও দূর থেকে চিনতে পারত রানা। এমনকি এখনও, মরুভূমির মাঝখানে বনভূমি ঘেরা ঢালের মাথায় একা বসে, তার গন্ধ পাচ্ছে ও–বহুদূর নরক থেকে উঠে আসছে, যে নরকে ও-ই তাকে পাঠিয়েছিল।

মলিয়ের ঝান আর পিয়েরে ল্যাচাসি। পুরানো শত্রু উ সেনের সাথে এই দু'জনের একজনের সম্পর্ক আছে। কার সাথে? ঝান, নাকি ল্যাচাসি? রানা বলতে পারে না। তবে জানে সত্য চাপা থাকবে না।

ডেলিগেটদের কথা ভাবল ও, বারো ঘণ্টার মধ্যে এসে পৌঁছুবে। কারা তারা? কি তাদের উদ্দেশ্য? প্যাড লাগানো সেলের কথা মনে পড়ল, আইসক্রীম প্ল্যান্টের পাশের ল্যাবরেটরিতে। কি আবিষ্কার করেছে ওরা? কি ধরনের মেডিসিন? এক ধরনের হিপনোটিক ড্রাগ–"হ্যাপি পিল"? খেলে নৈতিক বোধ-বুদ্ধি সব লোপ পায়? বাইরে থেকে দেখলে ওষুধের কোন প্রভাব ধরা পড়ে না, কিন্তু যে-কোন আদেশ পালনে সাবজেক্ট অবিশ্বাস্য রকম তৎপর।

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল রানা। ভোর পাঁচটা বাজতে চলেছে, খানিক পরই দিনের আলো ফুটবে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আন্ডারগ্রাউন্ডে লুকাতে হবে ওকে, আক্ষরিক অর্থেই। টানেল হয়ে কনফারেন্স সেন্টারে ঢুকবে। অন্ধকারে আপনমনে হাসল রানা। গোটা ব্যাপারটা হাস্যকর প্রহসনের মত লাগবে যদি দেখা যায় ডেলিগেটরা আসলে সত্যি সত্যি নির্দোষ ব্যবসায়িক আলোচনার জন্যে মিলিত হয়েছে। যদিও ওর ট্রেনিং আর হার্মিস সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারল ব্যাপারটা সেরকম হবে না।

তিন

আকাশ যেন স্বচ্ছ হীরে, উঠে এল সূর্য, রোদের ভেতর ঝাঁঝাল একটা ভাব দিনের প্রথম প্রহরেই টের পাওয়া গেল। আর এক ঘণ্টার মধ্যে আগুন ধরে যাবে চারদিকে। বরফ দেয়া পানীয় নিয়ে ঠাণ্ডা ছায়ায় বসে থাকার একটা দিন, সময়কে অগ্রাহ্য করে কুঁড়েমিকে প্রশ্রয় দিতে পারলে মন্দ হত না, আরও ভাল হত পাশে যদি গল্প করার কেউ থাকত–বিশেষ করে পুঁইডাঁটার মত কোন লাবণ্যময়ী··· অবাস্তব চিন্তাটাকে বেশি দূর বাড়তে দিল না রানা।

বেশিক্ষণ ঘুমোয়নি ও। প্রায় পুরো এক ঘণ্টা কাটিয়েছে স্যাবকে নিয়ে।

এখানকার লোকদের আস্তিনে গোপন কৌশলের কোন অভাব নেই, তবে এম.আর. নাইনের স্যাব টারবোও কম যায় না, তবু অসাবধান হবার ঝুঁকি নিতে চায়নি ও। স্যাবের কোথাও কোন খুঁত আছে কিনা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হয়েছে ওকে। সঙ্গতভাবেই আত্মবিশ্বাসের মাত্রা আগের চেয়ে বেড়েছে ওর। প্রতিপক্ষ শেলবি-আমেরিকান গাড়ির এঞ্জিনে যতই কারিগরি ফলিয়ে থাকুক, স্যাবের সাথে পেরে ওঠার সুযোগ খুবই কম। পিয়েরে ল্যাচাসি যত ভাল ড্রাইভারই হোক, আজ তাকে পরাজয় স্বীকার করতে হবে।

টার্বো-চার্জার সহ সাধারণ একটা স্যাব নাইন হানড্রেড অনায়াসে ঘণ্টায় একশো পঁচিশ মাইল স্পীড তুলতে পারে। আইনে নিষেধ আছে, কমার্শিয়াল মডেলগুলো এই গতিসীমা পেরোতে পারবে না, কাজেই স্যাবগুলোকে সেভাবেই তৈরি করা হয়। কিন্তু তারপরও হাতের কারসাজি থাকে—যে জানে। ফুয়েল লাইন প্রেশার বাড়িয়ে দেয়া যায়, সাহায্য নেয়া যায় স্পেশাল র‍্যালি কনভারশন কিট-এর, গতিসীমা তুঙ্গে উঠে যাবে।

রানা জানে পশ্চিম ইউরোপ আর আমেরিকার পুলিস বাহিনী এ-ধরনের পরিবর্তিত স্যাবই ব্যবহার করে। 'যদি একটা কমার্শিয়াল টার্বোকে ধরতেই না পারি, টার্বো আমাদের কি কাজে আসবে?' এফ. বি. আই-এর একজন সিনিয়র অফিসার জিজ্ঞেস করেছিল রানাকে।

নিজের স্যাব নিয়ে এরইমধ্যে খোলামেলা একটা রাস্তায় ঘণ্টায় একশো আশি মাইল স্পীড তুলেছে রানা, নতুন ওয়াটার-ইঞ্জেকশন সিস্টেম ফিট করার পর। একই স্পীড আজও না ওঠার কোন কারণ নেই। চাকা বিস্ফোরিত হবে সে-ভয় নেই রানার, এমনকি টায়ারে ঠিকভাবে লাগা বুলেটও কোন ক্ষতি করতে পারবে না, কারণ ওর ব্যক্তিগত গাড়িটা চলে মিচেলিন অটোপোর্টার টায়ারে। গাড়ি তৈরির কারখানাগুলোয় চাপাস্বরে যে উপাদানের নাম করা হয় তা শুধু অটোপোর্টার টায়ারে আছে।

নো প্রবলেম, ভাবল রানা, পুরোদমে চালু রয়েছে এয়ার কন্ডিশনিং, সাইড রোড ধরে সিলভার বীস্টকে অনায়াসে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ও, সাইড রোডটা সার্কিটের পাশে সমান্তরালভাবে রয়েছে। মলিয়ের ঝানকে পরিষ্কার দেখা গেল, সাথে বান্না বেলাডোনা আর রিটা, গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডের সামনে। গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডে এরইমধ্যে ভিড় জমে উঠেছে। ঝানের কর্মচারীদের ডেকে আনা হয়েছে—কে জানে বেঁধে আনাও হয়ে থাকতে পারে—আজকের উত্তেজক প্রতিযোগিতার দর্শক হবার জন্যে।

স্যাব নিয়ে স্লিপ রোডে উঠে এল রানা, রোডটা পিটগুলোর দিকে চলে গেছে, থামল ঝান গ্রুপের সামনে। চারদিকে কোথাও পিয়েরে ল্যাচাসি বা শেলবি-আমেরিকানের ছায়া পর্যন্ত নেই।

'রানা, দেখে মনে হচ্ছে আজকের দিনে তুমিই বাদশা!' বান্না বেলাডোনার হাসি এত মিষ্টি আর আন্তরিক পুলকের একটা ধাক্কা অনুভব করল রানা, চুম্বনের লোভ হলো। পরমুহূর্তে খেয়াল করল, ওর দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে রিটা।

'মর্নিং, রিটা,' সহাস্যে বলল ও।

আরামের কথা ভেবে হালকা নীল আর লাল ট্র্যাক সুট পরেছে রানা, অন্যান্য

আর সব কিছুর সাথে স্প্রিঙফিল্ড থেকে কেনা হয়েছিল। এয়ার কন্ডিশনিং থাকলেও, ও জানে, প্রতিযোগিতা শুরুর পর স্টিয়ারিঙের পিছনে রীতিমত ঘামতে হবে ওকে, বিশেষ করে ল্যাচাসি যদি ওর দিকে চাপার চেষ্টা করে।

'মি. রানা, আশা করি রাতে আপনার ভাল ঘুম হয়েছে?' স্বভাবসুলভ ভরাট গলায় হেসে উঠল মলিয়ের ঝান, রানার পিঠে সশব্দে চাপড় মারল একটা, জ্বালা ধরে গেল চামড়ায়।

'হ্যাঁ, অবশ্যই, একেবারে মড়ার মত।' সরাসরি ঝানের চোখে তাকাল রানা। কাল রাতের উদ্বেগ-উত্তেজনার ছিটেফোঁটাও নেই চেহারায়।

'দু'একটা প্র্যাকটিস রান হবে নাকি, শুরু করার আগে, মি. রানা? এখান থেকে দেখে মনে হচ্ছে বটে পানির মত সহজ ব্যাপার, কিন্তু আমি আপনাকে কথা দিতে পারি যে শিকেইন আর দূর প্রান্তের আঁকাবাঁকা অংশটুকু সত্যিকার অভিশাপ। আমি জানি, নিজের হাতে তৈরি কিনা।'

'ঠিক আছে, দু'বার চক্কর দিয়ে পরিচয়টা সেরে নিই।' পেট্রল পাম্পের দিকে ইঙ্গিত করল রানা। 'তারপর তেল ভরতে পারব তো?'

'বলেন কি! নিজের হাতে এ-সব কিছুই আপনাকে করতে হবে না। আপনার জন্যে পুরো একদল ক্রু-র ব্যবস্থা করা হয়েছে, মি. রানা।' নিজের পাঁচজন লোকের দিকে ইঙ্গিত করল ঝান, সবাই ওভারঅল পরা। 'সত্যিকার গ্রাঁ প্রি! আপনার স্পেয়ার হুইলটা বের করতে চান, যদি মনে করেন বদলানো দরকার? আপনার জন্যে সবরকম সুযোগ-সুবিধেই রাখা হয়েছে।'

'আমি নিজেই পারব। টেন ল্যাপস, তাই না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ভুলবেন না, সাহায্য দরকার হলে ক্রুরা কাছে পিঠেই আছে। ট্র্যাক মার্শালরাও দাঁড়িয়ে থাকবে, যদি বড় ধরনের কোন বিপর্যয় ঘটে।'

রানা কি ঝানের সুরে বা বলার ভঙ্গিতে কিছু টের পেল? কোন আভাস? ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয়া হলো ওর বারোটা বাজাবার আয়োজন করে রাখা হয়েছে? অপেক্ষা করো, নিজেরাই দেখতে পাবে। সবশেষে দেখা যাবে ফিনিশিং লাইন পেরিয়ে গেছে সেরা ড্রাইভার, সেরা গাড়ি নয়।

গ্রুপটার উদ্দেশে হাত নাড়ল রানা, রিটার উদ্দেশে চোখ মটকাল, তারপর উঠে বসল স্যাবে। স্টার্ট দেয়ার আগে পোলারয়েড সান গ্লাস অ্যাডজাস্ট করে নিল।

পজিশন নেয়ার জন্যে গ্রিড-এ যাচ্ছে রানা, এই ফাঁকে দ্রুত একবার ইনস্ট্রুমেন্টগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। দু'বার চক্কর দেবে ও–প্রথমবার একটু আস্তে-ধীরে, যেখানে সম্ভব ঘণ্টায় সত্তর মাইল বেগে, দ্বিতীয়বার দ্রুতগতিতে, স্যাবকে একশো মাইল স্পীডে হাঁকাবে, তবে তার বেশি নয়। তুরুপের তাসটা হাতে রাখা দরকার। ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে ফার্স্ট গিয়ার দিল ও, হ্যান্ডব্রেক রিলিজ করল, ছেড়ে দিল গাড়ি। স্পীড বাড়াল, গিয়ার বদলাচ্ছে। স্পীডমিটারের কাঁটা পঞ্চাশের ঘর ছুঁলো, ফোর্থ গিয়ার দিল রানা। রেভ কাউন্টারের কাঁটা স্পর্শ করল তিন হাজারের ঘর। এতক্ষণে টার্বোর সাহায্য নিল রানা, বোতাম স্পর্শ করা মাত্র স্পীড পৌঁছে গেল সত্তরে।

প্রথম দফায় রানা সরাসরি ফিফথ্ গিয়ার দিল না। এঞ্জিনটাকে সামলে রাখল, অল্প স্পীড তুলে ট্র্যাকের উত্থান-পতন, ঢাল ইত্যাদি অনুভব করল।

গ্রিড থেকে শিকেইন পর্যন্ত আড়াই মাইল সুন্দর সোজা-সরল ট্র্যাক, কিন্তু শিকেইনে পৌঁছুবার পর গাড়ি এবং ড্রাইভারের টনক নড়ে। দূর থেকে দেখে মনে হবে ট্র্যাক শুধুমাত্র সরু হয়ে গেছে, তারপর নিখুঁত আকৃতি নিয়ে ইংরেজী এস অক্ষরের মত বাঁক নিতে শুরু করেছে। এস-এর শেষ বাঁক নেয়ার পর রানা উপলব্ধি করল শিকেইন-এর শেষ মাথায় রয়েছে অকস্মাৎ, অপ্রত্যাশিত স্ফীতি, ঠিক যেন উটের পিঠে কুঁজ।

বাঁকগুলো কোন সমস্যা সৃষ্টি করল না, ঘণ্টায় ষাট মাইল গাড়ি ছোটাবার সময় শুধু হুইল ঘোরাতে হলো দ্রুত—বাম, ডান, বাম, ডান। বাঁকা স্পয়লার আর স্পয়লারের ওজন স্যাবকে ট্র্যাকের সাথে আঠার মত আটকে রাখল। বিপদ টের পেল রানা ফোলা কুঁজের সাথে ধাক্কা খাবার সময়।

ষাট মাইল স্পীড, এক সেকেন্ডের জন্যে শূন্যে উঠে গেল গাড়ি। চাকা যদি রাস্তার সংস্পর্শ ত্যাগ করে, গাড়ির নিয়ন্ত্রণ ড্রাইভারের হাতে থাকে কি? তুমুলবেগে চারটে চাকাই ঘুরছে, ঘুরন্ত অবস্থায় রাস্তা স্পর্শ করবে, লাইন-চ্যুতি ঠেকাতে হলে গভীর মনোযোগ এবং দক্ষতা দুটোই দরকার, সেই সাথে বেশ খানিকটা ভাগ্যের সহায়তা। ধাতব-মসৃণ সারফেসের সাথে ঘর্ষণে তীক্ষ্ণ কর্কশ আওয়াজ উঠল।

নিঃশ্বাস ফেলল রানা, সমস্ত বাতাস বের করে দিল ফুসফুস থেকে, বুঝতে পারছে সত্যিকার স্পীড তুললে কুঁজটা কি ভয়ঙ্কর বিপদ হয়ে দাঁড়াবে। বাঁক নেয়া শেষ করে সামনের আরও এক মাইল সোজা ট্র্যাক পেরিয়ে এল ও। সামনে এবার ডান-হাতি বাঁক, বিপজ্জনক বটে কিন্তু অপ্রত্যাশিত নয়।

গতিসীমা সত্তরেই রাখল রানা, গিয়ার বদলের কাজটা বাকি থাকল একেবারে শেষ মুহূর্তের জন্যে। বাঁকটা ঘুরতে শুরু করার পূর্ব-মুহূর্তে থার্ড গিয়ার দিল ও, তবে পাওয়ার সাপ্লাই ঠিক রাখল যাতে সামনের দিকে পিছলে যাবার প্রবণতা দেখা না দেয়। এবারও জাদু দেখাল স্যাব। প্রিয় গাড়ি নিয়ে তুমুল বেগে বাঁক ঘুরতে ভালবাসে রানা, এ-সময়টায় ওর যেন মনে হয় অদৃশ্য একটা হাত রাস্তার সাথে চেপে রেখেছে গাড়িটাকে।

বাঁক ঘোরার পর দেখা গেল স্পীডমিটারের কাঁটা এখনও ষাটের ঘরে। সামনে আবার আধ মাইল সোজা ট্র্যাক, আরও স্পীড তোলা যাবে। ঝোঁকটা দমন করে সত্তরেই থাকল রানা, ফোর্থ গিয়ার দিল, আরেক অভিশাপতুল্য ইংরেজী অক্ষর জেড আকৃতির বাঁক ঘুরল সেকেন্ড গিয়ারে, ফলে স্পীড কমে গিয়ে দাঁড়াল পঞ্চাশে।

জেডটা আসলেও জঘন্য। উচিত ছিল, নিজেকে তিরস্কার করল রানা, আরও সময় নিয়ে প্র্যাকটিস করা। সে অধিকার তার পাওনাও বটে। এই বাঁকটা নেবার সময় আক্ষরিক অর্থেই চাকাগুলোকে হিচড়ে ঘোরাতে হলো, অথচ এমনকি এই স্পীডেও স্যাবকে আবার ফোর্থ গিয়ারে তোলা সম্ভব নয়।

বাকিটা সহজ—তিন মাইলের মত সোজা ট্র্যাক, ডান দিকে সহজ বাঁক, দেড়

মাইল সরল বিস্তৃতি, এরপর দ্বিতীয় ডান-হাতি বাঁক, শেষ মাইলের মাথায় গ্রিড।

শেষ বাঁকটা, সহজেই আবিষ্কার করল রানা, খানিকটা ধোঁকায় ফেলে দেবে। আগে থেকে বোঝা যায় না, ঘুরতে শুরু করার পর হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। তবে যত তীক্ষ্ণই হোক, সামলাতে না পারার মত কিছু নয়। প্রথম দৌড়ে, কোণটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে দেখে থার্ড গিয়ার দিল ও, এঞ্জিনের শক্তি বাড়াল, সোজা হতে শুরু করায় লম্বা ফিতের মত উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ট্র্যাক, স্পীড আবার বাড়তে শুরু করেছে স্যাবের। স্ট্যান্ডকে পাশ কাটিয়ে এল রানা, সামনে শিকেইনের আগে সমতল আড়াই মাইল।

স্ট্যান্ড থেকে এক মাইল এসে ফিফথ গিয়ার দিল রানা, দ্বিতীয় দফা দৌড়ের জন্যে স্পীড তুলতে শুরু করল। স্পীডমিটারের কাঁটা একশোর ঘর ছুঁলো, স্যাঁৎ করে পিছিয়ে গেল গ্র্যান্ডস্ট্যান্ড। শিকেইন আধমাইল দূরে, স্পীড একশোই রাখল ও।

সহজ বাঁকগুলো নব্বুইতে পেরোল, কুঁজটার জন্যে কমিয়ে আনল সত্তরে, সত্তরেই চড়ল কুঁজের ওপর–কারণ এবার ওটার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। কুঁজের ওপর থেকে লাফ দিল স্যাব, নিক্ষিপ্ত তীরের মত সোজা, রানা অপেক্ষা করছে চারটে চাকাই ট্র্যাক স্পর্শ করবে। একযোগে, একসাথে নামল ওগুলো; সম্ভাব্য লাইন-চ্যুতি এড়াবার জন্যে হালকাভাবে হুইল ঘোরাল ও।

ধীরে ধীরে বাড়িয়ে আবার একশোয় তোলা হলো স্পীড, নিজের ডান দিকে সরে বসল রানা যাতে বাঁক নেয়ার সময় প্রচুর জায়গা পাওয়া যায়। পারব নাহয় বাতিল হয়ে যাব, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। অভিশাপের সামনে চলে এল স্যাব, আশি মাইল তীক্ষ্ণ ডান-হাতি বাঁক ঘুরে একই স্পীডে থাকল রানা, যতটুকু সম্ভব ডান দিকে কাত করে রেখেছে গাড়িটাকে–নিয়ন্ত্রিত থাকার জন্যে নির্ভর করছে ওজন, ভর, টায়ার আর স্পয়লারের ওপর।

মাথার ওপর ডিসপ্লে স্ক্রীনের সংখ্যা আর কাঁটা এক চুল নামল না, গোটা বাঁক ঘোরার প্রতিটি মুহূর্তে আশির ঘরে থাকল। যদিও, যেন খেসারত দেয়ার ভঙ্গিতে, রানার শরীর ডান দিকে কাত হয়ে থাকল সারাক্ষণ, আর সামান্য একটু বাম দিকে ঘোরার প্রবণতা থাকল চাকাগুলোর।

পারবে রানা। এই ডান-হাতি বাঁকটাকে, আশি মাইলে নয়, সম্ভবত একশো মাইলেও পেরোনো যাবে, শুধু যদি ডান দিকে সঠিকভাবে পজিশন নেয়া যায়।

জেড আকৃতির বাঁকে ব্যাপারটা অত সোজা নয়, নিজেকে সাবধান করে দিল রানা। এখানে তোমাকে গিয়ার বদলাতে হবে, তারপর দ্রুত ব্যবহার করতে হবে অ্যাকসিলারেটর, ব্রেক, অ্যাকসিলারেটর, ব্রেক–বারবার।

শেষ দুটো বাঁকের প্রথমটা ঘণ্টায় নব্বুই মাইলে পেরোল স্যাব, কোন সমস্যা হলো না; দ্বিতীয় বাঁকের তীক্ষ্ণ কোণে গিয়ার নামাল রানা। শেষ সোজা রাস্তাতেও নব্বুই মাইল গতিতে ঢুকল স্যাব, পিট আর স্ট্যান্ড নিজের দিকে ছুটে আসছে দেখে স্পীড কমাতে শুরু করল রানা–চল্লিশ, ত্রিশ, বিশ···ধীরে ধীরে থেমে গেল।

উইন্ডস্ক্রীনের ভেতর দিয়ে ঝানের মুখ দেখতে পেল রানা, দু'চোখের মাঝখানে ছোট্ট একটা ভাঁজ। ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে পিয়েরে ল্যাচাসি, পরনে

পুরোদস্তুর রেসিং ওভারঅল, ঝান র‍্যাঞ্চের প্রতীক চিহ্ন আঁটা। রানাকে সে গ্রাহ্য করল না, যেন দেখতেই পায়নি। রূপালি শেলবি-আমেরিকান নিয়ে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল সচল কঙ্কাল, যদিও তার ক্রুরা ব্যস্তভাবে যত্ন নিচ্ছে গাড়িটার।

কয়েক মুহূর্ত স্যাবে বসে থাকল রানা, শেলবি-আমেরিকানের ওপর চোখ, স্মরণ করার চেষ্টা করছে গাড়িটা সম্পর্কে কতটুকু কি জানে।

ফোর্ড মাস্টাঙ নিজের যুগে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছে, উনিশশো চৌষট্টি সালে ট্যুর দ্য ফ্রান্স প্রতিযোগিতায় প্রথম এবং দ্বিতীয় হয়েছিল, মাস্টাঙের অন্যান্য সংস্করণগুলোও চমৎকার নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখে। মাস্টাঙেরই নতুন আধুনিক সংস্করণ শেলবি-আমেরিকান, ডিজাইনের নামকরণ করা হয় জি-টি-থ্রী-হানড্রেড-ফিফটি। যতদূর মনে পড়ে রানার, আদি পিতা মাস্টাঙের চেয়ে নতুন গাড়িটা হালকা হলেও গতিসীমা একশো ত্রিশের ঘরকে ছাড়িয়ে যাবে।

গাড়িটাকে কাছ থেকে দেখার সময় একটা সন্দেহ জাগল রানার মনে, এটা বোধহয় অরিজিনাল নয়। বডিওঅর্ক অত্যন্ত নিরেট লাগল, কতটুকু পুরু আন্দাজ করা যায় না। ইস্পাত, ভাবল ও। দেখতে শেলবি-আমেরিকান, কিন্তু মিলটা শুধু মসৃণ বডি লাইনে। টায়ারগুলো যে হেভী-ডিউটি বোঝাই যায়। অন্তত বাহন প্রসঙ্গে একটা কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, উপলব্ধি করল রানা, স্যাবের চেয়ে শেলবি-আমেরিকান অনেক মজবুত আর শক্তিশালী। বনেটের নিচেটা একবার দেখতে পারলে হত। মলিয়ের ঝান যে-ধরনের মানুষ, স্যাব টার্বোর বিরুদ্ধে এমন একটা গাড়ি কি ব্যবহার করবে যেটাকে বাইরে থেকে দেখে যা মনে হয় ভেতরেও ঠিক তাই? শেলবি-আমেরিকানের খোলস ওটা, ভেতরে অন্য জিনিস, এবং অবশ্যই টার্বো-চার্জড্।

স্যাব থেকে নেমে এগোল রানা। শেলবি-আমেরিকানের কাছ থেকে এক গজ দূরে থাকতে পিয়েরে ল্যাচাসির নাম ধরে ডাকল।

অপ্রত্যাশিত ক্ষিপ্রতার সাথে গাড়ি আর রানার মাঝখানে চলে আসার চেষ্টা করল ঝান। শেষ পর্যন্ত বাধা দিতে পারলেও, তার আগেই হাত দিয়ে গাড়ির বনেট ছুঁয়ে ফেলল রানা। আর কোন সন্দেহ নেই, ইস্পাতই। অন্তত তালুর স্পর্শ সে-কথাই বলে। দ্রুত একবার মাত্র নিচের দিকে চাপ দেয়ার সুযোগ হওয়ায় আরও জানা গেল, সাসপেনশনটাও অত্যন্ত শক্ত।

'গুড লাক, ল্যাচাসি...,' শুরু করল রানা, তখুনি শেলবি-আমেরিকান আর রানার মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়াল ঝান।

'আমি শুধু ল্যাচাসিকে গুড লাক জানাতে চেয়েছিলাম,' চেহারায় রাগ এবং বিস্ময় নিয়ে বলল ও, যেন আহত হয়েছে, ঝানের বিশাল হাত তখনও ওর বাহু আঁকড়ে ধরে আছে, আক্ষরিক অর্থেই টেনে সরিয়ে নিচ্ছে ওকে।

'রেসের আগে কেউ কথা বললে ল্যাচাসি খুব বিরক্ত হয়, মি. রানা,' ঘেউ ঘেউ করে উঠল ঝান। 'গত যুগের প্রফেশনালদের মত...'

'অথচ এটা একটা ফ্রেন্ডলি রেস, ঝান—গুরুত্বপূর্ণ সাইড বেটটা ওর সাথে নয়, আমার সাথে আপনার,' শুনে মনে হলো শান্ত হয়ে গেছে রানা, যদিও এরইমধ্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে।

দেখে যা মনে হয় তারচেয়ে অনেক বেশি নৈপুণ্য দেখাবে ঝানের শেলবি-আমেরিকান, কিন্তু স্যাবের ওয়াটার ইঞ্জেকশন বা ইনক্রিজড় বুস্ট-এর কথা জানা নেই তার। অবশ্য ল্যাচাসি সম্পর্কে রানার কোন ভুল ধারণা নেই। প্রতিপক্ষ প্রকৃত অর্থেই রেস কাকে বলে জানে, তাছাড়া ট্র্যাক সম্পর্কেও অভিজ্ঞ সে।

'ঠিক আছে, ঝান। আপনি আপনার প্রফেশনালকে জানিয়ে দিন যে আমি আশা করছি সেরা প্রতিদ্বন্দ্বীই জিতবে। ব্যস, এইটুকুই। এবার, তেল ভরতে পারি তো?'

রানার দিকে তাকাল কিন্তু ঝানের চোখে ভাষা নেই, শূন্য দৃষ্টি। তাকাবার এই ভঙ্গির মধ্যে অশুভ কি যেন একটা আছে–মড়ার খোলা চোখ, ভাবলেশহীন, ফোলা ফোলা ভাব নিয়ে ঝুলে পড়েছে মুখ–চেহারা থেকে কোটিপতি ভাঁড়ের সমস্ত লক্ষণ উধাও। তলপেটে অকস্মাৎ শীতল অনুভূতির সাথে চিনতে পারল রানা দৃষ্টিটা।

এই অভিব্যক্তি অতীতে বহুবার লক্ষ করেছে রানা, শুধু পেশাদার খুনির চেহারাতেই ফোটে, কাজ সারার ঠিক আগের মুহূর্তে।

অশুভ ভাবের এই প্রকাশ চেহারায় ফুটে উঠেই এক নিমেষে মিলিয়ে গেল, হাসল ঝান, উদ্ভাসিত হয়ে উঠল গোটা মুখ। 'আমার ছেলেরা আপনার হয়ে সব কাজ করে দেবে, মি. রানা।'

'না, ধন্যবাদ। গ্যাস, অয়েল, হাইড্রলিক, কূল্যান্ট–সব আমি নিজের হাতে ভরতে চাই।'

শেষবার সব দেখে নিতে বিশ মিনিটের মত লাগল। কাজ শেষ করে দলটার দিকে এগোল রানা, অমায়িক হাসির সাথে বাননা বেলাডোনা আর রিটাকে চুটকি শোনাচ্ছে ঝান।

'আমি তৈরি,' ঘোষণা করল রানা, তিনজোড়া চোখকেই নিজের দিকে ফেরাল।

ওদের হাসির শব্দ থামল, কয়েক সেকেন্ড কথা বলল না কেউ। তিনজনকেই লক্ষ করছে রানা। তারপর মাথা ঝাঁকাল ঝান, বলল, 'গুড, ভেরি গুড। এখন তাহলে, মি. রানা, যদি ইচ্ছে করেন, গ্রিড পজিশনের জন্যে ড্র করতে পারেন...'

'ধুত,' হাসল রানা। 'ফ্রেন্ডলিই থাক না। গ্রিড পজিশনের জন্যে এখানে আমরা টস্ করতে পারি। আশা করি ল্যাচাসিও মানবে, কি...'

'মি. রানা,' নরম, অস্ফুট স্বরে বলল ঝান। তার বলার ভঙ্গি আর সুরে কি হুমকির রেশ? নাকি উত্তেজিত হয়ে আছে রানা, প্রতিপক্ষের শব্দের ভেতর দৈত্য-দানো কল্পনা করছে? 'মি. রানা। ল্যাচাসির ব্যাপারটা আপনাকে বুঝতে হবে। ল্যাচাসি এটাকে অত্যন্ত সিরিয়াসলি নিয়েছে। দাঁড়ান, দেখি সে তৈরি কিনা।'

মেয়েদের সাথে একা হয়েও গল্প জমাবার কোন চেষ্টা করল না রানা। 'এখুনি আমি ফেয়ারওয়েল বলছি, লেডিজ,' বিজয়ীর হাসিতে প্রসারিত হলো ঠোঁট জোড়া। 'রেসের পর দেখা হবে।'

'ফর গডস সেক, রানা, সাবধান হও।' কয়েক সেকেন্ড রানার সাথে হাঁটল রিটা, নিচু গলায় কথা বলছে। 'তোমাকে ওরা ছাড়বে না। ভুলেও কোন ঝুঁকি

নিয়ো না। এটা ঝুঁকি নেয়ার মত কোন ব্যাপার নয়। প্লীজ।'

'চিন্তা কোরো না।' সহাস্যে হাত নাড়ল রানা, ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ল্যাচাসিকে সাথে নিয়ে এগিয়ে আসছে ঝান।

নিয়ম পালনে দারুণ আন্তরিকতার পরিচয় দিল ল্যাচাসি। করমর্দন করল ওরা, পরস্পরকে বলল সেরা প্রতিদ্বন্দ্বী যেন জেতে, তারপর গ্রিড পজিশনের জন্যে টস্ করল। টসে হারল রানা। ভেতর দিকের, ডান-হাতি লেনটা নিল ল্যাচাসি।

আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে বক্তব্য রাখল ঝান, পরিবেশে গাম্ভীর্য এবং পবিত্র ভাব আনার চেষ্টা। 'দশবার সার্কিট চক্কর দেয়ার রেস এটা। আপনাদের ল্যাপ নাম্বার দেখতে পাবেন পিটকে পাশ কাটাবার সময়। ল্যাচাসিরটা লাল; মি. রানা, আপনারটা নীল। আমি চীফ মার্শালের ভূমিকায় থাকছি, আপনারা আমার নির্দেশ মানবেন। গ্রিডে যে যার নিজের পজিশনে চলে যাবেন, তারপর বন্ধ করবেন এঞ্জিন। আমি থাকছি স্টার্টার'স রস্ট্রামে—ওদিকে—ওখান থেকে ফ্ল্যাগ তুলব। বুড়ো আঙুল খাড়া করে আপনারা ইঙ্গিত করবেন যে আমাকে দেখতে পেতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। তখন আমি বৃত্তাকারে ফ্ল্যাগটা ঘোরাব মাথার ওপর, সেই সাথে আপনারাও এঞ্জিন স্টার্ট দেবেন। এরপর আবার আমি ফ্ল্যাগ তুলব, দশ থেকে শুরু করে শূন্য পর্যন্ত গুনবো, তারপর নামাব ফ্ল্যাগ। তখন আপনারা গাড়ি ছাড়তে পারেন। বিজয়ী ব্যক্তি তার গাড়ি নিয়ে রস্ট্রামকে পাশ কাটাবার আগে ফ্ল্যাগ আর নামবে না, দশ ল্যাপ পুরো হবার পর। সব পরিষ্কার?'

ধীরে ধীরে চালিয়ে গ্রিডে নিজের জায়গায় গাড়ি নিয়ে এল রানা। কৌশল, চাতুর্য ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কমই পাওয়া গেছে, একেবারে শেষ মুহূর্তে তাই ঝড় বয়ে যাচ্ছে মাথার ভেতর। প্রতিদ্বন্দ্বী এবং তার বাহন সম্পর্কে সত্যিকার কোন ধারণা নেই ওর কাজেই প্রথম কাজ হবে ল্যাচাসি আর শেলবি-আমেরিকান কতটুকু কি করতে পারে তার হিসেব রাখা।

রানা আশা করল, স্যাব সম্পর্কে ওদের একটা ভুল ধারণা আছে। প্র্যাকটিস রান-এর সময় স্যাবকে দেখে ওরা ধরে নিয়েছে ওই পর্যন্তই ওটার দৌড়—ঘণ্টায় একশো মাইল। কৌশল যদি কাজে লাগাতে হয়, এখনই ঠিক হওয়া দরকার কি হবে সেটা। তা না হলে কোন সুযোগই পাওয়া যাবে না।

রেখার ওপর স্যাবকে দাঁড় করাবার সময় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। অন্তত প্রথম পাঁচটা ল্যাপ ল্যাচাসিকে সামনে থাকতে দেবে ও। তাতে করে বিভিন্ন গতিতে পুরো সার্কিটটা চক্কর দেয়ার মূল্যবান অভিজ্ঞতা হবে ওর, সেই সাথে ওর একটা সন্দেহেরও নিরসন ঘটবে—ওভারটেক করার চেষ্টা হলে তা ঠেকাবার জন্যে ল্যাচাসি সত্যিকার বিপজ্জনক পদক্ষেপ নেয় কিনা।

রানা যদি ল্যাচাসির নৈপুণ্যের সাথে পাল্লা দিতে পারে, আর স্যাব যদি শেলবি-আমেরিকানের পিছনে লেগে থাকার মত যথেষ্ট শক্তিশালী হয়, তাহলে ছয় নম্বর ল্যাপের শুরু থেকে আগে বাড়ার চেষ্টা করবে ও। তারপর, সামনে একবার পৌঁছুতে পারলে, রিজার্ভ পাওয়ার কাজে লাগিয়ে বাজি জিতে নেবে। রিজার্ভ পাওয়ার সবটুকু ব্যবহার না করারই চেষ্টা করবে ও, কারণ সার্কিটের কোথাও কোথাও খুব বেশি স্পীড তোলা মৃত্যুকে ডেকে আনার সমান হবে। তবু রানা

আশা করছে সব ঠিকঠাক মত ঘটলে ল্যাচাসিকে অন্তত আধ ল্যাপ পিছনে ফেলতে পারবে ও। অষ্টম ল্যাপ শেষ হবার আগেই দু'জনের মাঝখানে এই ব্যবধান তৈরি করা চাই।

ওর দিকে তাকিয়ে আছে ঝান। বুড়ো আঙুল খাড়া করল রানা, বৃত্ত রচনার ভঙ্গিতে শূন্যে আন্দোলিত হলো ফ্ল্যাগ। সগর্জনে চালু হলো ল্যাচাসির এঞ্জিন, একটা শেলবি-আমেরিকানের এঞ্জিন থেকে আরও অনেক কম শব্দ বেরুবার কথা।

গম্ভীর আওয়াজ করল স্যাব, এঞ্জিনে অস্থির কোন ভাব নেই। চারদিকে তাকাল রানা, দুই গাড়ির মধ্যবর্তী দূরত্ব দেখে নিয়ে দৃষ্টি দিয়ে বিদ্ধ করল গর্তে ঢোকা ল্যাচাসির চোখ। ল্যাচাসির দৃষ্টি রানার মুখে গেঁথে আছে, চামড়ায় ঘৃণা আর ক্রোধের স্পর্শটুকুও যেন অনুভব করতে পারল রানা।

সামনে তাকাল রানা, সঙ্কেত দিল ঝানকে।

উঠে গেল ফ্ল্যাগ। ফার্স্ট গিয়ার দিল রানা, হ্যান্ড ব্রেক রিলিজ করল, অ্যাকসিলারেটরের ওপর তৈরি ডান পা।

নিচে নামল ফ্ল্যাগ।

আঁকাবাঁকা বিদ্যুৎচমকের মত ছুটল ভুয়া শেলবি-আমেরিকান, পিছনটা অনবরত ঝাঁকি খেলো। শুরুটাই যার এত দ্রুত, বোঝাই যায় প্রতিপক্ষকে কোন সুযোগই দিতে রাজি নয় সে। স্পীড বাড়াতে শুরু করে রানা ভাবল, ঝানের ড্রাইভার সম্ভাব্য কম সময়ের মধ্যে দু'জনের মাঝখানে বিস্তর ব্যবধান আনতে চায়। অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিয়ে তাড়াতাড়ি টার্বো চার্জারের বোতামে টিপ দিল ও, একটা চোখ স্পীডমিটারের ওপর।

শিকেইন পর্যন্ত বিস্তৃত সোজা ট্র্যাকে স্পীড সম্ভবত একশোয় তুলল ল্যাচাসি। জেট এঞ্জিনের মত গুঞ্জন তুলছে টার্বো, ফিফথ গিয়ার দিয়ে গতিসীমা একশো বিশ ছাড়িয়ে গেল রানা, শেলবি-আমেরিকানের পিছনে চলে এল স্যাব। মাত্র কয়েক ফুট দূরত্ব লক্ষ করে অ্যাকসিলারেটরে চাপ কমিয়ে গিয়ার নামাল রানা, একশোয় ফিরে এল, সরাসরি ল্যাচাসির পিছনে থাকছে। শিকেইন কাছে চলে আসতে ব্রেক লাইট জ্বলে উঠতে দেখল ও, এস-আকৃতিতে ঢোকার মুহূর্তে গাড়ির লাগাম টানল, কুঁজ থেকে ল্যাচাসি যখন শূন্যে উঠছে স্যাবের গতি তখন সত্তরের কাছাকাছি।

সত্তর ছুঁই ছুঁই করছে স্পীডমিটারের কাঁটা, কুঁজ স্পর্শ করল স্যাবের চাকা। হুইলের ওপর শিথিল করল রানা হাত দুটো, যতক্ষণ না ঝাঁকির সাথে নিরেট ট্র্যাকে ফিরে এল চাকা ততক্ষণ ঢিল করেই রাখল, তারপর গিয়ার বদলে চাপ দিল অ্যাকসিলারেটরে।

মনে হলো ঘণ্টায় একশো মাইল ল্যাচাসির নিরাপদ গতিসীমা। গতি না বাড়িয়ে তার পিছনে লেগে থাকল রানা, ডান-হাতি বাঁকটা ঘুরল। স্যাবকে শেলবি-আমেরিকানের পিছনে খানিকটা ডান ঘেঁষে রাখল রানা, তারপর পুরোপুরি ডান দিকে সরিয়ে আনল–ট্র্যাক কামড়ে থাকতে অস্বীকার না করলেও প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠল পিছনের চাকাগুলো। এরকম আট-দশ বার হলে পুড়তে শুরু করবে রাবার, ভাবল ও। জ্ঞান চক্ষুও খুলল, জেড-আকৃতির বাঁকেও পৌছে গেল ওরা।

এখানে নিজস্ব কৌশল দেখাল ল্যাচাসি। প্রতিটি মোড়ে একাধিক ছোট ছোট

বাঁক রয়েছে, এবং একজোড়া মোড়ের মধ্যবর্তী বিস্তৃতিটুকুও ঘন ঘন এঁকেবেঁকে এগিয়েছে। অনবরত ব্রেক ব্যবহার করল সে, কিন্তু স্পীড বাড়িয়ে চলেছে, এমনকি বাঁকগুলো ঘোরার সময়ও।

জেড পিছনে পড়ল, সামনে পরবর্তী সরল বিস্তৃতি। রানার ধারণা হলো জেডটা ওরা নির্ঘাত কম করেও সত্তরে পেরিয়েছে, কাঁটা আশির দিকে উঠছিল। ল্যাচাসি শুধু যে আত্মবিশ্বাসী টেকনিকাল এক্সপার্ট তাই নয়, তার নার্ভও ইস্পাতের মত শক্ত। অথচ জেড পেরিয়ে আসার পর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তার স্পীড একশোর ওপর উঠল না।

শেষ বাঁক দুটোর প্রথমটায় পৌছুবার আগে রানা আন্দাজ করল ঘণ্টায় প্রায় একশো মাইল গতিতে গাড়ি হাঁকালেও ল্যাচাসি চল্লিশ, সম্ভবত পঞ্চাশ মাইল হাতে রাখছে।

টেকনিকটা ভাল। সার্কিটের যে প্রকৃতি, এখানে খুব বেশি স্পীড তুলতে হলে ঝুঁকি নিতে হবে, অমানুষিক পরিশ্রম করতে হবে, সেই সাথে দরকার হবে গভীর মনোযোগ। ল্যাচাসি ঠিক করে রেখেছে তিন কি চার ল্যাপ বাকি থাকতে একশোর ঘর ছাড়াবে, স্বাভাবিকভাবেই মনে করছে ততক্ষণে ক্লান্ত হয়ে পড়বে রানা, ইতিমধ্যে স্যাবের ম্যাক্সিমাম স্পীডও জানা হয়ে যাবে তার।

স্যাঁৎ করে স্ট্যান্ডকে পাশ কাটাল ওরা। স্পীডমিটারের কাঁটার দিকে চট করে একবার তাকাল রানা, গতিসীমা একশোর সামান্য বেশি। ল্যাচাসি খানিকটা এগিয়ে গেছে।

সম্ভবত কৌশল পরিবর্তনের সময় হয়েছে, প্রতিযোগিতার শেষ দিকের জন্যে অপেক্ষা না করাই ভাল। এবারেরটায় ল্যাচাসির পিছনে থাকা যাক, তারপর পাশ কাটাবার চেষ্টা করতে হবে।

দ্বিতীয় ল্যাপ শুরু হলো। স্ট্যান্ডকে পাশ কাটিয়ে এল ওরা। দরদর করে ঘামছে রানা, কঠিন পরিশ্রম করছে, ব্রেক ব্যবহার করতে এখনও অনিচ্ছুক, গতি নিয়ন্ত্রণে রাখছে গিয়ার আর অ্যাকসিলারেটরের সাহায্যে।

শিকেইনের দিকে ছুটছে গাড়ি, রানা ভাবল এটাই আদর্শ জায়গা। এরপরের বার অর্থাৎ তৃতীয় ল্যাপ শেষ করে পাশ কাটাবে।

তৃতীয় চক্কর শেষ করার পর দেখা গেল শেলবি-আমেরিকানের ছয় ফুট পিছনে রয়েছে স্যাব। এখনই, ভাবল রানা। সামান্য বাঁ দিকে সরে গেল ল্যাচাসি। মোটেও যথেষ্ট প্রশস্ত নয় ফাকটুকু, তবে সে যদি নিয়ম মানে, ফাঁক গলে রানাকে বেরিয়ে যেতে দিতে হবে তার।

সামান্য চাপ পড়ল হুইলে, এক পলকে ডান দিকে সরে এল স্যাব, সেই সাথে বিপজ্জনকভাবে কাছে চলে এল শেলবি-আমেরিকান। আরও ডান দিকে সরে এসে রানা দেখল ট্র্যাকের কিনারা ওর সামনের ভেতর দিকের চাকার খুব কাছে, তবু ইতস্তত করল না, গিয়ার তুলে আনল ফিফথে, তারপর অ্যাকসিলারেটরে পা চাপল। সাড়া দিল টার্বো, জেট এঞ্জিনের মত ধাক্কা অনুভব করল রানা। নাক বাড়িয়ে দিয়েছে স্যাব, শেলবি-আমেরিকানের অর্ধেকটা পেরিয়ে এসেছে, সন্দেহ নেই ওভারটেক করার জন্যেই এগোচ্ছে।

তারপর রানা যেন দুঃস্বপ্ন দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। গাড়ির নাক ঘুরিয়ে স্যাবের সামনে বাধা তৈরি করল ল্যাচাসি, ওভারটেক করতে দেবে না। সংঘর্ষের ভয়ে ব্রেক চাপল রানা। এক পলকের মধ্যে পিছনে চলে এল স্যাব, পিছিয়ে পড়ছে। বাসটার্ড! দাঁতে দাঁত চাপল রানা। গিয়ার বদলাল ও, শিকেইন পেরোবার জন্যে স্পীড কমাল।

শিকেইন পেরিয়ে এসে আবার অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিল রানা, মধ্যবর্তী দূরত্ব কমিয়ে এনে ডান-হাতি বাঁকটা ঘুরল, দুটো গাড়ির লেজে আর নাকে প্রায় কোন ব্যবধান নেই বললেই চলে।

বাঁক নেয়ার শেষ মুহূর্তে এবার রানা বাঁ দিকে সেঁটে থাকল। স্পীডমিটারের কাঁটা একশো পাঁচের ঘরে দেখে মোটেও বিস্মিত হলো না। জেড-এর কাছে চলে এসে স্পীড দাঁড়াল একশো পঁচিশ।

দরকার হলে শালাকে ট্র্যাক থেকে সরিয়ে দেব, ভাবল রানা। কাজটা করার জন্যে যে ওজন দরকার স্যাবের তা আছে।

জেড থেকে বেরিয়ে এল ওরা, ল্যাচাসি এখনও স্পীড বাড়াচ্ছে, আর রানা এক ইঞ্চিও পিছিয়ে পড়তে রাজি নয়, সেই সাথে ওভারটেক করার জন্যে পজিশন পাবার চেষ্টা করছে।

এরপরই ঘটল ব্যাপারটা ।

রানা জানে, পরে কিছুই সে প্রমাণ করতে পারবে না। জোরাল যুক্তি দেখিয়ে ওভারহিটেড টার্বোকে দায়ী করা হবে, কিংবা অন্য কোন অজুহাত তৈরি করা হবে। তবে ঘটনাটা ঘটার সময় প্রতিটি দৃশ্য পরিষ্কার দেখতে পেল ও।

হঠাৎ করে সামান্য এগিয়ে গেল শেলবি-আমেরিকান, তিন কি চার ফুটের মত। রানাও স্যাবের অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিল, ঠিক সেই মুহূর্তে ছোট্ট জিনিসটাকে ল্যাচাসির পিছনে বাম্পার থেকে পড়তে দেখল ও। এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের জন্যে ওর মনে হলো, ল্যাচাসি বোধহয় বিপদে পড়েছে, তীব্রগতির ধকল সহ্য করতে না পেরে তার গাড়ির পিছনের কোন অংশ ভেঙে পড়ছে। কিন্তু স্যাবের নিচে হুস করে একটা আওয়াজ উঠল, ফাঁস হয়ে গেল আসল সত্য।

এমন একটা কিছু ফেলেছে ল্যাচাসি, ট্র্যাকে পড়ার সাথে সাথে যেটা থেকে আগুন বিস্ফোরিত হয়।

রানা শুধু দেখল আগুনের একটা পর্দা চারদিক থেকে গ্রাস করছে স্যাবকে, কমলা রঙের পর্দার ভেতর আটকা পড়ে যাচ্ছে ও। মাত্র কয়েক মুহূর্ত, তারপরই লকলকে শিখাগুলো আকারে ছোট হতে শুরু করল, দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

শেষ দুটো বাঁকের একটায় রয়েছে ওরা, রানা ধারণা করল বিপদ বোধহয় কেটে গেছে। আগুন মাত্র এক সেকেন্ডের জন্যে ঘিরে রেখেছিল স্যাবকে, সম্ভবত প্রচণ্ড গতিবেগের সাহায্যেই সেটাকে নিভিয়ে দিতে পেরেছে ও। পরমুহূর্তে ফায়ার অ্যালার্ম বেজে ওঠার সাথে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা। ড্যাশবোর্ডের লাল আলো ঘন ঘন জ্বলছে আর নিভছে।

স্যাবে ফায়ার ডিটেকশন ও ফায়ার এক্সটিংগুইশার সিস্টেম নতুন লাগিয়েছে রানা, সাথে টেমপারেচার ডিটেকটর–এঞ্জিন আর গাড়ির নিচের অংশ মনিটর

করে। সিস্টেমটার প্রধান অংশ রয়েছে স্যাবের বড়সড় বুটের ভেতর। ক্রোম আর স্টীল দিয়ে তৈরি একটা কনটেইনারে রয়েছে সেরা এক্সটিংগুইশ্যান্টগুলোর একটা–হ্যালোন বারোশো এগারো। কনটেইনার থেকে স্প্রে পাইপ বেরিয়ে চলে গেছে এঞ্জিন কমপার্টমেন্টে আর গাড়ির চারদিকে, বিশেষ করে নিচের অংশে।

ডিটেকটর আগুন লাগার সঙ্কেত দিলে এক্সটিংগুইশার নিজে থেকেই স্প্রে শুরু করে, যদিও গোটা সিস্টেমটা ড্যাশবোর্ডের একটা বোতাম টিপে হাত দিয়েও চালু করা যায়। এক্ষেত্রে অবশ্য গাড়িটাকে গ্রাস করেছিল আগুন, নিচের দিকটায় ছড়িয়ে পড়ে, সেই সাথে রানার সাহায্য ছাড়াই চালু হয়ে যায় সিস্টেমটা।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দশ কিলোগ্রাম হ্যালোন বারোশো এগোরো মুড়ে ফেলে স্যাবকে, ঢেকে ফেলে এঞ্জিন কমপার্টমেন্ট, সাথে সাথে নিভে যায় আগুন। হ্যালোন এঞ্জিন, ইলেকট্রিক অয়্যারিং বা মানুষের কোন ক্ষতি করে না, লোহাতে মরচেও ধরায় না। কাজ শেষ করে পদার্থটি দ্রুত মিলিয়ে যায় বাতাসের সাথে।

কি ঘটছে পরিষ্কার জানা আছে রানার; গিয়ার বদলাল, ব্রেক করল, এবং শেষ বাঁক দুটো পেরোল ঘণ্টায় পঁয়ষট্টি মাইল স্পীডে। দীর্ঘ বিস্তৃতিতে আসার পর–স্ট্যান্ডকে পাশ কাটিয়ে–খেয়াল হলো পঞ্চম ল্যাপে প্রবেশ করছে সে, স্পীড আবার বাড়াতে শুরু করলেও ঠিকভাবে সাড়া দিচ্ছে এঞ্জিন। তারমানে আগুন কোন ক্ষতি করতে পারেনি। স্বস্তিবোধ করল রানা।

যদিও অনেকটা সামনে এগিয়ে গেছে ল্যাচাসি, প্রায় দু'মাইলের মত, এইমাত্র শিকেইনে ঢুকছে সে। মাথার গভীরে ক্রোধ টগবগ করে ফুটলেও, নিজেকে শান্ত থাকার পরামর্শ দিল রানা। ট্র্যাকের ওপর ওকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল ল্যাচাসি, ভেবেছিল আগুনে বোমাটা স্যাবের পেট্রল ট্যাংক এবং সম্ভবত টার্বো চার্জার ফাটিয়ে দেবে।

নড়েচড়ে শক্ত হয়ে বসল রানা, সামনের রাস্তা থেকে মুহূর্তের জন্যেও চোখ তুলল না। দ্রুত গিয়ার বদলে স্পীড বাড়াল, সরল বিস্তৃতি ধরে শিকেইনের দিকে ছুটছে। বাড়তে বাড়তে স্পীডমিটারের কাঁটা একশো ত্রিশের ঘর ছুঁয়ে ফেলল।

গিয়ার নামালেও, এবার শিকেইন পেরোবার গতি সব রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেল। প্লেনের মত ট্র্যাক ত্যাগ করল স্যাব, শূন্যে উঠে গেল, তারপর চার চাকা দিয়ে পড়ল আবার ট্র্যাকে, নিয়ন্ত্রণ প্রায় থাকলই না। হুইলের সাথে কুস্তি শুরু করল রানা। ট্র্যাকের কিনারা থেকে গাছপালার পর্দাগুলো খিলানের আকৃতি পেল চোখে। প্রতিবাদে সোচ্চার হলো টায়ার, যতক্ষণ না আবার স্যাবকে লাইনে ফিরিয়ে আনতে পারল রানা। অসমসাহসের পরিচয় দিয়েছে ও, কয়েকটা মুহূর্ত মৃত্যুর কিনারায় ছিল, তবু স্পীড বাড়িয়ে গেছে। একটু কমাতে হলো, সামনে জেড।

এরপর থেকে ব্যাপারটা দাঁড়াল শুধু সরল বিস্তৃতিতে স্পীড বাড়ানো, স্যাবের সবটুকু ক্ষমতা ব্যবহার না করে। আগে থাকার সুবিধেটুকু পুরোমাত্রায় ধরে রাখার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ল্যাচাসি, আর রানা ঠিক তার পিছনে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে।

প্রতিপক্ষকে নাগালের মধ্যে পেল স্যাব আরও দুটো ল্যাপ শেষ করার পর।

গাড়ি দুটো অষ্টম ল্যাপ পেরোল, ঠিক যেন জোড়া লাগা অবস্থায়। পিছনে থেকে সুযোগের সন্ধান করছে রানা, ফাঁক খুঁজছে নাক গলাবার, আর প্রতি মুহূর্তে স্পীড বাড়িয়ে নাগালের বাইরে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করছে ল্যাচাসি।

ঘাবড়ে গেছে হারামজাদা, ধারণা করল রানা। যত বেশি চাপ সৃষ্টি করল ও, তত বেশি ঝুঁকি নিচ্ছে সে। এখনও সে দক্ষতার সাথে ড্রাইভ করছে, রানার প্রতিটি চালের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে, কিন্তু তবু ফাঁস হয়ে গেছে, গতি-ই তার একমাত্র অবলম্বন। শিকেইন, ডান-হাতি আর জেড বাঁকগুলোতেও স্পীডের সেফটি লিমিট মানল না সে।

ল্যাপ নাইন। আর মাত্র একটা বাকি, তারপর শেষ। স্যাঁৎ করে পিছিয়ে গেল স্ট্যান্ড। চোয়াল ব্যথা করছে রানার, নিজের অজান্তেই দাঁতে দাঁত পিষছে। পরিণতি যাই হোক, ল্যাচাসিকে ওভারটেক করার নিশ্চয়ই কোন না কোন উপায় আছে।

দ্রুত বিকশিত হলো আইডিয়াটা। হাজার বারে একবার সফল হবার আশা, এমন একটা ঝুঁকি যার শেষ পরিণতি হতে পারে ধ্বংস। শিকেইন পেরোচ্ছে ওরা, কুঁজ স্পর্শ করার সময় এবার ল্যাচাসি স্পীড কমাল। এতক্ষণে হয়তো ড্রাইভারের নার্ভ ভোঁতা হতে শুরু করেছে। সামনে এবার বিপজ্জনক মৃত্যুফাঁদ, ডান-হাতি বাঁক।

বাঁক নেয়ার জন্যে শেলবি-আমেরিকানকে পজিশনে আনল ল্যাচাসি, ডান দিকে সবটুকু ঘেঁষে রয়েছে সে–ট্র্যাকের কিনারায় গজানো ঘাস ছুঁই ছুঁই করছে তার চাকা–কঠিন বাঁকটা একশো মাইলে পেরোতে যাচ্ছে।

ঘুরতে শুরু করল শেলবি-আমেরিকান, ডান দিকেই সেঁটে থাকল ল্যাচাসি, যতক্ষণ পারা যায় কিনারা ঘেঁষে থাকার ইচ্ছে, অন্তত যতক্ষণ প্রেশার আর স্পীড জোর করে গাড়িটাকে বাঁ দিকে ঠেলে না দেয়। যতটা ঘোরার ক্ষমতা সবটুকু ঘুরল চাকাগুলো; কোণ, গতি আর মোচড়ের চাপে বাইরের দিকে পিছলাতে শুরু করল। ব্রেকের ওপর ক্ষীণ একটু চাপ, পলকের জন্যে মন্থর হলো শেলবি-আমেরিকান।

ঠিক এই মুহূর্তটির জন্যেই অপেক্ষা করছিল রানা–কখন ল্যাচাসি বাঁ দিকে সরে আসতে এবং স্পীড কমাতে বাধ্য হবে। প্রথম এবং শেষ সুযোগ, লুফে নিল রানা।

আমেরিকানের সরাসরি পিছনে না থেকে, অকস্মাৎ লাইন থেকে বেরিয়ে এল স্যাব, স্যাঁৎ করে সরে এল বাঁ দিকে। চাকার ঘূর্ণন নিয়ন্ত্রণ করল ও, অনুভব করল কঠিন চাপের মুখে যতটুকু চেয়েছিল তারচেয়ে বেশি বাঁ দিকে সরে যাচ্ছে স্যাব, হুইল ঘুরিয়ে সেটা থামাল, জানে এখন যদি হুইলগুলো লক হয়ে যায়, লাটিমের মত পাক খেতে শুরু করবে গাড়ি, ছিটকে বেরিয়ে যাবে ট্র্যাক থেকে।

উড়ে চলেছে স্যাব। তারপর, মাত্র এক সেকেন্ডের জন্যে, একটা ফাঁক তৈরি হলো–বাঁকের মধ্যে, ল্যাচাসির বাঁ দিকে ফাঁকা রাস্তা।

এখুনি, যে-কোন মুহূর্তে, ফাঁকা জায়গাটায় পৌঁছে যাবে ল্যাচাসির গাড়ি, ঠিক যেমন ডান-হাতি বাঁক নেয়ার সময় প্রতিবার পৌঁছে গেছে। সময়ের ক্ষুদ্রতম ওই মুহূর্তটিতে রানা অনুভব করল, সিধে হয়ে গেছে স্যাব। অ্যাকসিলারেটরে লাথি

মারল রানা, চেপে রাখল পা, টের পেল স্যাবের স্পয়লার গাড়ির পিছনটা রাস্তার দিকে ঠেসে ধরেছে। এতক্ষণে, এই প্রথম, স্যাবের ফুল পাওয়ার কাজে লাগতে যাচ্ছে। চাপ খেয়ে ড্রাইভিং সীটের সাথে সেঁটে গেল রানা।

রানার এখন একটাই প্রার্থনা, আবার যদি গাড়ি বাঁদিকে পিছলে যেতে শুরু করে, বিরতিহীন বাড়তে থাকা টার্বোর সম্মুখগতি যেন তাতে বাধা দেয়, এবং বাঁকের মধ্যে ট্র্যাকের কিনারা স্পর্শ না করেও যেন নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে স্যাবকে। বিড়বিড় করছে ও।

তারপর, চোখের পলকে ব্যাপারটা ঘটল। পিছলে যাচ্ছে শেলবি-আমেরিকান, সেটা বাইরের দিকের ফাঁক গলে পাশ কাটাল স্যাব, স্পীডমিটারের কাঁটা একশো চল্লিশের ঠিক নিচে। গাড়ি সিধে করে নিল রানা, আরও শক্তি জোগাল এঞ্জিনে।

পাশ কাটাবার সময়, সন্দেহ নেই, একটুর জন্যে স্যাবের পিছনে নাক ঘষতে পারেনি আমেরিকান। মুহূর্তের জন্যে দ্বিতীয় গাড়ির বডি আর উইন্ডস্ক্রীন স্যাবের রিয়্যার-ভিউ মিররে ফুটে উঠল, তারপরই কয়েক ফুট পিছিয়ে পড়ল। জেড বাঁক ঘোরার সময় স্পীড কমাল ওরা, কাছাকাছি থাকতে সমর্থ হলো ল্যাচাসি, যেন স্যাবের পিছনে রশি দিয়ে বাঁধা রয়েছে আমেরিকান। কিন্তু বাঁক ঘোরা শেষ করে টপ গিয়ার দিল রানা, পা চেপে রেখেছে অ্যাকসিলারেটরে।

সামনে অবশেষে ফাঁকা রাস্তা পেয়ে লাফ দিল স্যাব। সরল বিস্তৃতিতে স্পীড তুলল রানা একশো পঞ্চাশ, বাঁক দুটোয় নামিয়ে আনল। তারপর, শেষ ল্যাপে, আবার স্পীড বাড়াতে শুরু করে একশো পঞ্চাশকেও ছাড়িয়ে গেল। শিকেইনের আগে, এক পর্যায়ে, জাদু দেখাল স্পীডমিটারের কাঁটা–ছুঁয়ে দিল একশো পঁচাত্তরের ঘর। পরের সরল বিস্তৃতিতে আরও সামান্য বাড়ল গতি। ইতিমধ্যে তিন কি চার মাইল পিছিয়ে পড়েছে ল্যাচাসি।

শেষ দুটো বাঁকের কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত স্পীড কমাল না রানা। দশম ল্যাপ শেষ করার পর অতিরিক্ত আরেকটা ল্যাপ ঘুরে এল ও, এঞ্জিনকে শান্ত আর নিজেকে মানিয়ে নেয়ার জন্যে। ইতিমধ্যে মলিয়ের ঝানের মুখ দেখে নিয়েছে ও, টকটকে লাল আর রাগে ফোলা, ফ্ল্যাগ নামাবার সময়। রানাকে বিজয়ী ঘোষণা করেছে সে।

তবে রানা পিটে ফিরে আসার পর ঝান অভিনন্দন জানাল ওকে। শান্তই দেখাল তাকে, অবশ্য খুব গম্ভীর। গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডে দাঁড়ানো লোকগুলো হাততালি দিচ্ছে, যদিও তাদের নিজেদের লোক হেরে গেছে।

'ফেয়ার রেস, সন্দেহ নেই, মি. রানা,' বলল ঝান। 'আ ফেয়ার অ্যান্ড একসাইটিং রেস। আপনার ওই গাড়ি কিভাবে ছুটতে হয় জানে।'

সারা শরীর থেকে ঝর ঝর ঘাম ঝরছে, সাথে সাথে কিছু বলল না রানা, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ল্যাচাসির দিকে। হাড়সর্বস্ব মুখ আগের চেয়ে ভীতিকর, ওর পিছনে পাথর হয়ে আছে।

'কতটুকু ফেয়ার বলতে পারব না, ঝান,' অবশেষে মুখ খুলল রানা। 'ওটা যদি অরিজিন্যাল শেলবি-আমেরিকান হয়, চিবিয়ে এই সুট খেয়ে ফেলব। আর যদি আতসবাজির কথা তোলেন...'

'হ্যাঁ. কি হয়েছিল ওখানে?' নিরীহ ভালমানুষের মত সরল চেহারা ঝানের।

'আমার ধারণা তাড়াহুড়ো করে সিগারেট ধরাতে গিয়েছিল ল্যাচাসি, দিয়াশলাইটা পড়ে যায়। আমার বোনাসের কথা মনে রাখবেন, ঝান। আ গ্রেট রেস। এবার, আপনি যদি ক্ষমা করেন…'

ঘুরল রানা, দৃঢ় পায়ে হেঁটে ফিরে এল স্যাবের কাছে। গাড়িটার যত্ন নেয়া দরকার। ওর পিছু নিয়েছে ঝান।

'সমস্ত ঋণ আজ রাতেই হিসেব করব, মি. রানা–টাকা, বলতে চাইছি। প্রিন্টগুলো তো আমারই, শুধু আনুষ্ঠানিকতাটুকু বাকি। ও, হ্যাঁ, আরও একটা কথা মনে দুঃখ নিয়ে বলতে হচ্ছে–আতিথেয়তার পর্ব এবার শেষ করতে হয়। আজ রাতে সাড়ে সাতটার ডিনারে সাতটায় হাজির হলেই চলে, তাহলে খেতে বসার আগে ব্যবসায়িক আলোচনাটা সেরে ফেলা যাবে? ঠিক আছে তো?'

'ফাইন।'

'সত্যি দুঃখিত, কিন্তু সকালে আপনাদেরকে বিদায় না জানিয়ে উপায় নেই। জানেনই তো, আমাদের একটা কনফারেন্স হতে যাচ্ছে…প্রথম দলটা আজ রাতে এসে পৌঁছুচ্ছে…'

'আমার ধারণা ছিল কনফারেন্স ইত্যাদি এড়িয়ে চলেন আপনি।' স্যাবের ভেতর শরীরের অর্ধেকটা গলিয়ে বনেট রিলিজে টান দিল রানা।

ইতস্তত করল ঝান, তারপর হাসল–স্বভাবসুলভ অট্টহাসি নয়, অপ্রতিভ হে হে। 'হ্যাঁ। হ্যাঁ, তা সত্যি। কনফারেন্স আমার সহ্য হয় না। আসলে লোকজনকেই আজকাল আর তেমন সহ্য করতে পারি না। আমার মনে হয় এটাই আমাকে চূড়ান্তভাবে বুঝতে সাহায্য করে যে রাজনীতি আমার বিষয় নয়। আপনি কি জানেন এক সময় রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ ছিল আমার?'

'না, তবে বিশ্বাস করা যায়,' মিথ্যে বলল রানা।

'সাধারণত এখানকার কনফারেন্সগুলো এড়িয়ে চলি আমি।' যেন শব্দের অভাবে কথাগুলো গুছিয়ে নিতে অসুবিধে হচ্ছে ঝানের। 'ইউ সি,' বলে চলেছে, 'মানে, আজ যে লোকগুলো আসছে তারা সবাই অটোমোটিভ এঞ্জিনিয়ার। এ বিষয়ে ল্যাচাসি একজন এক্সপার্ট।' মৃদু, ধূর্ত হাসির আধার হয়ে উঠল মুখ। 'ইতিমধ্যে সেটা আপনি নিজেও আশা করি ধরতে পেরেছেন। বিশ্বাস করবেন, শেলবির ওই নকলটা নিজের হাতে তৈরি করেছে ও?'

'এক্সট্রাজ্ অ্যান্ড অল?' রানার ভুরু টলে উঠল।

ঝানের কণ্ঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে এল অট্টহাসি, গোটা ব্যাপারটা যেন মজাদার কৌতুক। ওই গাড়িটার কারণে দু'জনের একজন ট্র্যাকে মারা যেতে পারতাম আমরা, চিন্তা করল রানা, অথচ ঝানের কাছে ব্যাপারটা হাসির খোরাক।

হাসি থামার পর প্রকাণ্ড ভাল্লুক আকৃতির লোকটা এমনকি নিঃশ্বাস ফেলার জন্যেও থামল না। 'যা বলছিলাম…লোকগুলো এঞ্জিনিয়ার, এবং…তাদের উদ্দেশে ল্যাচাসি একটা বক্তৃতা দিচ্ছে কাল সকালে–মেকানিকস্-এর ওপর অত্যন্ত অ্যাডভ্যান্সড্ কথাবার্তা, ঠিক কি জিনিস আমার জানা নেই। বলতে পারেন নির্বোধের মত–এবং ওকে খুশি করার জন্যে–কথা দিয়েছি ওখানে আমি উপস্থিত

থাকব…কাজেই, বুঝতেই পারছেন, মিসেস লুগানিস বা আপনার খাতির যত্ন করার সময় হবে না আমার।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ওকে। সকালে চলে যাব আমরা, ঝান।' গাড়ির দিকে পিছন ফিরল ও।

'হেলপ ইওরসেলফ ফ্রম দা বারবিকিউ,' ফিরে যাবার সময় কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে বলল ঝান।

দশাসই লোকটার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থেকে রানা ভাবছে, কে জানে কখন শুরু হবে অ্যাকশন। দুটোর একটা কাজ করতে পারে ঝান। হয় তাদেরকে র‍্যাঞ্চ থেকে বেরিয়ে যেতে দেবে সে, হামলা করবে বাইরে কোথাও; নয়তো অত ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে এখানে তার নিজের ঘাঁটিতেই একজোড়া কবর খুঁড়বে।

যাই ঘটুক, তৈরি থাকতে হবে রানাকে। হাতে অনেক কাজ, তার মধ্যে একটা হলো বান্না বেলাডোনার সাথে কথা বলা। কনফারেন্সে উপস্থিত থাকার জন্যে টানেলেও ঢুকতে হবে ওকে, নিরেট প্রমাণ সংগ্রহ করার ওটাই ওর শেষ আশা। কিন্তু ঝান যদি প্রথম আঘাত হানে, ব্যর্থ হয়ে যাবে মিশন।

প্রথম থেকেই নিশ্চিত ছিল রানা, নিখুঁত, দর্শনীয় প্লেন হাইজ্যাকগুলো পুনরুজ্জীবিত হার্মিসের কীর্তি–আরও ভয়ঙ্কর কিছু করার জন্যে টাকা সংগ্রহের চেষ্টা। আমেরিকায় আসার পর থেকে যা দেখেছে বা উপলব্ধি করেছে ও, বিশেষ করে ঝান র‍্যাঞ্চে, প্রায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে হার্মিস-পরিচালিত খুব বড় ধরনের একটা অভ্যুত্থান ঘটতে চলেছে। ঝান র‍্যাঞ্চকে বলা যায় চক্রের মাঝখানটা, এখানে সও মঙের টাইটেলধারীও উপস্থিত।

ঝান যা বলে গেল তারপর আর প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ানো একদম উচিত নয়। তৈরি থাকতে হবে, যে-কোন মুহূর্তে গা ঢাকা দেয়ার দরকার হতে পারে। রিটাকে বাঘের মুখে রেখেই হয়তো আড়াল নিতে হবে।

'ঝান না ল্যাচাসি? কে ওদের মধ্যে নতুন সও মং? দু'জনের মধ্যে কার হাতে চাবি?'

স্যাব নিয়ে কাজ করার সময় উদ্বেগ বাড়তেই লাগল রানার। কাজ শেষ করে পেট্রল পাম্পের দিকে রওনা দিল। ট্যাংকটা অন্তত ভরে রাখতে হবে, কখন কি প্রয়োজন হয়।

বিজয়ীকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে হ্যান্ডশেক করতে আসেনি ল্যাচাসি।

রানার সাথে একটাও কথা না বলে অদৃশ্য হয়েছে রিটাও–সিকিউরিটি স্টাফরা প্রায় জোর করেই নিয়ে গেছে ওদেরকে। রিটার সাথে বান্না বেলাডোনাকেও।

চারদিকে চোখ বুলিয়ে মলিয়ের ঝানকেও কোথাও দেখল না রানা। বিপজ্জনক প্রতিযোগিতার পর কেমন যেন নিস্তেজ আর মনমরা লাগছে নিজেকে ওর। খোলা জায়গায় আস্ত গরু আর ভেড়া আগুনে ঝলসানো হচ্ছে–পরিত্যক্ত বারবিকিউ, দু'জন মাত্র শেফ দাঁড়িয়ে আছে নির্বোধের মত। এগিয়ে গিয়ে বড় একটা স্টেক, রুটি আর কফি নিল রানা। খিদের জ্বালায় কষ্ট পেতে রাজি নয়।

স্যাবে তাড়াতাড়ি তেল ভরল রানা, চোখ তুলে খালি হয়ে যাওয়া স্ট্যান্ডটা

দেখে নিল একবার। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে–পিঠ বাঁচিয়ে ফিরে যাবে কেবিনে, দু'একটা কাজ সেরে তাড়াতাড়ি আবার বেরিয়ে এসে রাত না নামা পর্যন্ত লুকিয়ে থাকবে কোথাও। তারপর টারায় যাবে ডিনার খেতে, সাথে অস্ত্র নিয়ে।

ডিনারের পর গা ঢাকা দেবে আবার, ঢুকবে কনফারেন্স সেন্টারে। আশা–তার আগে ওর ওপর হামলা হবে না।

পিট থেকে বেরিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে স্যাব। ঠোঁটের নিচে সামরিক অফিসারদের মত চওড়া গোঁফ নিয়ে এক লোক, পরনে সাদা সিল্ক জ্যাকেট, উঁচু গ্র্যান্ডস্ট্যান্ড থেকে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল গাড়িটা, বনভূমি ঘেরা ঢালের দিকে ছুটছে।

মুচকি হেসে গ্র্যান্ডস্ট্যান্ড থেকে নেমে এল হেনরি ডুপ্রে।

চার

দিনের ভাপসা গরম রাত সাড়ে এগারোটাতেও তেমন একটা কমেনি।

গাঢ় রঙের স্ল্যাকস, কালো টারটল-নেক আর জ্যাকেট পরেছে রানা, জ্যাকেটের নিচে ভি-পি-সেভেনটি; জঙ্গলের ভেতর নরম ঘাসে উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে। চারপাশে ঝোপ-ঝাড় আর গাছপালা।

রাত জাগা পাখি আর অন্যান্য প্রাণীরা শব্দ করছে, ঝিঁঝিগুলোর একটানা চিৎকারে কান ঝালাপালা, তবু কাছাকাছি এগিয়ে এলে মানুষের পায়ের বা গলার আওয়াজ ঠিকই চিনতে পারবে ও।

এক অর্থে, কার রেসের পর, তেমন নাটকীয় কিছুই ঘটেনি আজ। পিট থেকে কেবিনে ফিরে গিয়ে চট্ করে শাওয়ার সেরেছে ও, কাপড় পাল্টেছে, নিশ্চিত হয়েছে মুহূর্তের নোটিশে কেটে পড়ার জন্যে সব তৈরি আছে কিনা। ডিনারে পরার জন্যে কাপড় রেখে বাকিগুলো ভরেছে সুটকেসে, প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসগুলোও নিতে ভোলেনি। ব্রীফকেসটাও নতুন করে গুছিয়েছে ও।

ব্রীফকেস নিজের জায়গাতেই আছে, স্যাবের ভেতর তালা দেয়া অবস্থায়। সুটকেসটাও।

সাথে রানা শুধু পিক-লক আর টুলস সেটটা নিয়েছে, আর স্পেয়ার ম্যাগাজিন সহ হেকলার অ্যান্ড কচ। এই মুহূর্তে যা পরে রয়েছে কেবিন থেকে বেরুবার সময় তাই ছিল পরনে, শুধু টারটল-নেকটা বাদে–ওটার বদলে গায়ে একটা কালো শার্ট ছিল।

লুকানোর ঠাঁইটাও তাড়াহুড়োর মধ্যে বেছে নিয়েছে ও–ফাঁকা জায়গাটার এক কোণে, গাছপালার ভেতর। রাস্তা কেবিন আর স্যাব, তিনটেকেই যাতে পরিষ্কার দেখতে পায়।

ছ'টা পর্যন্ত ওখানে লুকিয়ে থাকল রানা। তারপর ডিনারের জন্যে তৈরি হয়ে গাড়ি নিয়ে রওনা হলো টারার উদ্দেশে।

মলিয়ের ঝানকে হাসিখুশিই দেখতে পেল ও, বারান্দায় বসে পানীয় ধ্বংস

করছে। গাঢ় নীল স্কার্ট আর ব্লাউজে শান্ত, ঠাণ্ডা লাগল রিটাকে। কিন্তু হীরকখণ্ডের মত উজ্জ্বল আলোর দ্যুতি ছড়াচ্ছে বাননা বেলাডোনা, মায়াভরা চোখে কিসের যেন ঝিলিক, মধুকণ্ঠ যেন দেহ-মনে পুলক জাগানো মিষ্টিমধুর হাসির নির্ঝর।

ও পৌঁছুনোর প্রায় সাথে সাথেই বাননা বেলাডোনা জিজ্ঞেস করল পান করার জন্যে কি দেয়া হবে তাকে, দুজোড়া চোখকে মিলিত হওয়ার অনুমতি দিল, এবং সেই মিলনের মধ্যে সঙ্কেত থাকল—সে ভোলেনি গোপনে ওদের দেখা হবার কথা আছে।

রিটা আগাগোড়া শান্তই থাকল, তবে সে-ও যেন সঙ্কেত দিল রানাকে—তার সাথে ওর কথা হওয়া দরকার।

ইনস্ট্রুমেন্টগুলোর মধ্যে বেসুরো বাজছে একা শুধু পিয়েরে ল্যাচাসি। আরও হাড্ডিসার লাগছে তাকে, কোটরে ঢোকা চোখ প্রায় নড়লই না, প্রায় কারও সাথেই কথা বলল না। আ ব্যাড লুজার, ভাবল রানা। কিংবা গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয়ে চিন্তা-ভাবনায় মগ্ন। চিন্তা-ভাবনার মধ্যে ঝানেরও থাকার কথা, কিন্তু দেখে মনে হলো না—হাস্যরসের স্রোত বইয়ে দিচ্ছে সে, খই ফুটছে মুখে।

একটা মাত্র ড্রিঙ্ক শেষ করার পর ঝান প্রস্তাব দিল, রানা যদি প্রিন্টগুলো নিয়ে এসে থাকে, ব্যবসায়িক ঝামেলাটা চুকিয়ে ফেলাই ভাল। 'আমি কথা দিয়ে কথা রাখি, মি. রানা,' চোখ মটকাল সে। 'অথচ তবু, আর সব লোকের মতই, টাকা হাতছাড়া করতে পছন্দ করি না।'

বারান্দা থেকে সিঁড়ি বেয়ে স্যাবের কাছে নেমে গেল রানা, প্রিন্ট নিয়ে ফিরে এল আবার, ঝানকে অনুসরণ করে ঢুকল বাড়ির ভেতর। সরাসরি প্রিন্ট রূমে চলে এল ওরা। কোন কথা হলো না, দু'জনের কারও মধ্যেই ইতস্তত কোন ভাব নেই, ঝানের হাত থেকে খোলা একটা ব্রীফকেস নিয়ে তার হাতে প্রিন্টগুলো ধরিয়ে দিল রানা।

'যদি ইচ্ছে করেন গুনে নিতে পারেন,' আনন্দে ডগমগ করছে ঝান। 'তবে গুনতে শুরু করলে ডিনারটা হারাবেন, এই আর কি। পুরো টাকাটাই ওখানে আছে। এক মিলিয়ন ডলার প্রফেসর লুগানিসের জন্যে, আরেক মিলিয়ন আপনার।'

'বিশ্বাস করলাম,' ব্রীফকেস বন্ধ করল রানা। 'আপনার সাথে ব্যবসা করা সত্যি আনন্দময় অভিজ্ঞতা, ঝান। আমার আর যদি কিছু থেকে থাকে…'

'আমার ধারণা, আবার আপনি আমার কাজে আসবেন, মি. রানা।' দ্রুত, প্রায় সন্দিহান চোখে রানার দিকে একবার তাকাল ঝান। 'সত্যি কথা বলতে কি, এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। এবার, যদি কিছু মনে না করেন, দয়া করে ওদের কাছে ফিরে যান—জিনিসগুলো সরিয়ে রাখব আমি। আমার সত্যিকার দুর্লভ সম্পদগুলো কোথায় রাখছি কেউ জেনে ফেলতে পারে, এই আতঙ্ক আমি কাটিয়ে উঠতে পারি না।'

ব্রীফকেসে একটা টোকা দিল রানা। 'এটাকেও তালার ভেতর, নিরাপদে রাখা দরকার। ধন্যবাদ, ঝান।'

পোর্টিকোয় ফিরে এসে রিটা বাদে আর কাউকে দেখল না ও।

'তোমার বান্না বেলাডোনা কিচেন তদারক করতে গেছে, আর মড়ার খুলিটা কে জানে কোথায় গেল,' ফিসফিস করে, দ্রুত জানাল রিটা।

রানা ইতিমধ্যে সিঁড়ির অর্ধেকটা নেমে গেছে, শান্তভাবে ডাকল সে, 'এসো, আমাকে একটু সাহায্য করবে।'

গাড়ির পিছনে রানার সাথে মিলিত হলো রিটা, তার শরীর থেকে বেরিয়ে আসা ভয়ের কাঁপন সাথে সাথে অনুভব করতে পারল রানা।

'আসলেও ওরা মারাত্মক কিছু করতে যাচ্ছে, রানা। ক্রীস্ট, রেসের সময় কি ভয় যে পাইয়ে দিয়েছিলে!'

'আমি নিজেও খুব একটা স্বস্তিতে ছিলাম না, রিটা। শোনো।' সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল রানা, ডিনারের পর ওদেরকে যদি একা ছেড়ে দেয়া হয়, কেবিনে ফিরে যাবে ও। 'ঠিক যা প্ল্যান করা হয়েছিল তাই করব, তবে কাল সকালে বিদায় করে দেবার কথা জানিয়েছে ঝান। সন্দেহ করছি বেরিয়ে যাবার সুযোগ দিয়ে বাইরে কোথাও ফাঁদে ফেলবে, তবে আমার ভুলও হতে পারে। হয়তো এখানেই আজ রাতে আসবে আক্রমণ। অস্ত্রটা এখনও তোমার কাছে তো?'

ছোট করে মাথা ঝাঁকাল রিটা, নিচু গলায় জানাল তার ঊরুর ভেতর দিকে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো আছে জিনিসটা, খুব অস্বস্তিবোধ করছে।

'রাইট।' বুটে ব্রীফকেস রেখে বন্ধ করল রানা, চাবি ঘোরাল। 'ডিনারের পর যত তাড়াতাড়ি পারো। যেভাবে হোক বেরিয়ে আসবে তুমি। ঢাল বা কেবিনের কাছাকাছি যাবে না, যে জায়গার কথা বলেছি সেখানে যাবে। স্যাবটা ওখানেই রাখব। যদি পারো গাড়ি চুরি কোরো, নাহয় হেঁটে, কিন্তু পৌঁছুতেই হবে। স্যাবের খুব কাছাকাছি যাবে না, আশপাশে লুকিয়ে থেকো, চোখ খোলা। দেখা হবার সময় যেমন ঠিক করা আছে আগে।'

'ঠিক আছে। শোনো, আমারও কিছু কথা...'

'তাড়াতাড়ি।'

'আমরা কি বা কেন, সব ওরা জানে,' শুরু করল রিটা। 'আর কাল রাতে হেনরি ডুপ্রে এখানে পৌঁচেছে।'

'তার সাথে গুণ্ডা তিনটে?'

'জানি না, তবে ল্যাচাসি শুধু মারতে বাকি রেখেছে ডুপ্রেকে, নিজের লোকদের সামলাতে পারেনি বলে। বোঝা গেল নির্দেশ ছাড়াই কাজ করছিল ওরা ওয়াশিংটনে। তোমার কোন ক্ষতি করা চলবে না, রানা। আমার ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার নয়–ওরা কথা বলার সময় পুরো নামটা উচ্চারণ করছিল, রিটা হ্যামিলটন–তবে তোমাকে ওরা জ্যান্ত চায়।'

'কার রেস...?'

'ওটার আয়োজন করা হয় তোমাকে নার্ভাস করার জন্যে। হার্ভেস্টার পিঁপড়ে–ওগুলো আনা হয় একই উদ্দেশ্যে, তুমি যাতে ঘাবড়ে যাও। ওরা জানত ওই কেবিনে তুমি থাকছ না। পিঁপড়েগুলো আমার ক্ষতি করবে, এটাই চেয়েছিল ওরা। ল্যাচাসি কি রকম রেগেছিল তা যদি দেখতে তুমি! সব সত্যি, রানা, ভান বা অভিনয় নয়। ওদের সব কথা আড়াল থেকে শুনেছি আমি। হুকুম দেয়া হয়েছে

তোমাকে ব্যতিব্যস্ত রাখতে হবে, কিন্তু খুন করা যাবে না।'

'বেশ…'

'আরও আছে। অয়্যারহাউসে, বুঝলে, কিছু একটা ঘটেছে…'

প্রশ্নবোধক আওয়াজ করল রানা, 'উঁ?'

'হঠাৎ আমার চোখে পড়ে গেছে। জঙ্গলের ভেতর থেকে একটা রেফ্রিজারেটেড ট্রাক বেরিয়ে এল, আজ বিকেলে। অয়্যারহাউসের পিছন থেকে। ওখানে আরও অন্তত দুটো ট্রাক ছিল। প্রথম ট্রাকটা চলে গেল এয়ারফিল্ডের দিকে। আইসক্রীম, রানা—সব ওরা সরিয়ে নিচ্ছে।'

ভুরুর মাঝখানে রেখা এঁকে বিড়বিড় করে বলল রানা, 'আরও কিছু জানতে পারলে ভাল হত। কাল রাতের মধ্যে হয়তো সম্ভব হবে। খুব সাবধানে থাকবে, রিটা, খুব সাবধানে—সত্যি যদি ওরা ক্রিমিনাল বা টেরোরিস্ট অ্যাকটিভিটি শুরু করে থাকে, আর আমরা যদি গায়েব হয়ে যাই, আমাদের খোঁজে দরকার হলে গোটা র‍্যাঞ্চ খুঁড়বে ওরা। আমি…,' হঠাৎ থামল ও, পোর্টিকোয় কারও উপস্থিতি টের পেয়েছে।

এক সেকেন্ড পর বাননা বেলাডোনার গলা ভেসে এল, 'রানা? মিসেস লুগানিস? কেউ তোমাদের ডাকেনি? শুনছ, ডিনার সার্ভ করা হয়েছে।'

সিঁড়ি বেয়ে পোর্টিকোয় উঠে এল ওরা, বাড়ির ভেতর একা আগে ঢুকল রিটা, পিছনে রানাকে রেখে এল বেলাডোনার সাথে আস্তে-ধীরে আসার জন্যে। রিটাকে বেশ খানিকটা এগিয়ে যেতে দিল বেলাডোনা, তারপর মুখ ফেরাল রানার দিকে, নরম গলায় বলল, 'রানা। ডিনারের পর যত তাড়াতাড়ি পারি তোমার সাথে দেখা করব। প্লীজ সাবধানে থেকো। দোহাই লাগে তোমার। ভীষণ ভয় পাচ্ছি আমি। ভারি বিপজ্জনক…তোমার সাথে জরুরী কথা আছে।'

সামান্য মাথা নত করে জানিয়ে দিল রানা, বুঝেছে সে। বেলাডোনার মায়া মায়া চোখ আবেদনে ভরা, সফিসটিকেটেড এবং অত্যন্ত সুন্দরী ফরাসী যুবতীর চরিত্রের সাথে ঠিক যেন মানায় না, বিশেষ করে কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে ডাইনিং রূমের দিকে হেঁটে যাবার এই মুহূর্তটিতে।

কাজেই ডিনারের পর এই জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে অপেক্ষা করছে রানা। বাননা বেলাডোনার জন্যে? প্রায় নিঃসন্দেহে তাই, ভাবল ও। যদিও বাস্তবে অন্য কিছু, আরও অনেক কিছু ঘটতে পারে। ডিনারের সময় পরিবেশে বেশ খানিকটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল, অন্তত দু'বার চরিত্রের সাথে বেমানান আচরণ করেছে মলিয়ের ঝান—একবার চাকরদের সাথে কথা বলার সময়, দ্বিতীয়বার বেলাডোনার সাথে। মাত্রা ছাড়ানো টেনশনই হয়তো দায়ী। রানা আর রিটা যা দেখেছে তা থেকে দু'জনেই ধরে নিয়েছে, কিছু একটা ঘটতে চলেছে। মলিয়ের ঝান যদি সত্যি সও মং হয়ে থাকে তার মুখোশ খসে পড়তে আর বেশি দেরি নেই।

ঘাসের ওপর শুয়ে শুয়ে ভাবল রানা, পিয়েরে ল্যাচাসি ওদের সাথে ডিনার খায়নি, ব্যাপারটা কি তাৎপর্যপূর্ণ? ঝান কি সত্যি কথা বলেছে—কালকের জন্যে বক্তৃতা তৈরি করতে ব্যস্ত ছিল হাড্ডিসার লোকটা?

ল্যাচাসি, নাকি ঝান? মাঝে মধ্যেই প্রশ্নটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে রানার

মনে। অন্ধকার সয়ে গেছে, সামান্যতম নড়াচড়াও ধরা পড়বে সতর্ক চোখে।

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল। পরিষ্কার জ্বলজ্বল করছে ডায়াল। এগারোটা পঁয়ত্রিশ। ঠিক তখুনি দূর থেকে ভেসে এল শব্দটা।

এঞ্জিনের আওয়াজ। মাথা ঘোরাল রানা, কোন্ দিক থেকে আসছে বোঝার চেষ্টা। মনে হলো নিচে থেকে উঠে আসছে। ছোট একটা কার, আন্দাজ করল। গিয়ারের সাথে এঞ্জিনের আওয়াজও বদলে গেল, গাছপালা ঢাকা দীর্ঘ পথ বেয়ে উঠে আসছে।

মিনিট পাঁচেক পর হেডলাইটের আলো পড়ল ফাঁকা জায়গাটায়, পিছু পিছু এল ছোট গাড়িটা—কালো স্পোর্টস মডেল, দেখার সাথে সাথে চিনতে পারল রানা।

সরাসরি স্যাবের পিছনে থামল গাড়ি। বোঝাই যায়, স্যাবের নড়াচড়ায় একটা বাধা হয়ে দাঁড়াল। হুট্ করে যদি কেটে পড়ার দরকার হয়, সামনের অল্প জায়গায় বাঁক নিতে হবে রানাকে।

এঞ্জিন আর আলো অফ করল ড্রাইভার। রাতের স্থির বাতাসে সিল্ক-এর আওয়াজ পেল রানা। বান্না বেলাডোনার কাঠামোটা অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল গাড়ির পাশে, দাঁড়িয়ে রয়েছে স্থিরভাবে। তারপর তার গলা ভেসে এল, রানা? আছ তো, রানা?'

সাবধানে, ধীরে ধীরে খাড়া হলো রানা। ফাঁকা জায়গাটা পেরোচ্ছে, একটা হাত হোলস্টারে ভরা ভি-পি-সেভেনটির কাছে তৈরি। একেবারে পিছনে না আসা পর্যন্ত বেলাডোনা ওর অস্তিত্ব টেরই পেল না।

'ওহ্ গড!' আঁতকে উঠল বেলাডোনা। ধ্যেত, রানা, এরকম করে না!' কাঁপছে সে, রানাকে ধরে ঝুলে পড়ল।

'তুমিই তো বলে দিয়েছ সাবধানে থাকতে।' বেলাডোনার মুখটা দু'হাতে ধরে উঁচু করল রানা, হাসছে।

ডিনারের পোশাকটা বদলায়নি বেলাডোনা, সাদা কালো রেখা ও বৃত্তবহুল সিল্ক। সাধারণ একটা পোশাক, কিন্তু তার নিজস্ব স্টাইল আর ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হবার সুযোগ পেয়েছে। হয়তো সাধারণ, মসৃণ আর উত্তেজক সিল্ক, হাত দিয়ে স্পর্শ করে ভাবল রানা, কিন্তু সন্দেহ নেই বানাতে খরচ পড়েছে তার মত লোকের কয়েক মাসের বেতন।

'প্লীজ, রানা—আমরা ভেতরে যেতে পারি?' বেলাডোনার ঠোঁটের বাতাস রানার ঠোঁটে লাগল। প্রথম বারের মতই, তার গায়ের বিশেষ গন্ধটি প্রাণভরে উপভোগ করল রানা। রেশমী কোমল চুলের সাথে এবার অসম্ভব দামী কি যেন একটা মেশানো হয়েছে। মুহূর্তের জন্যে নিজের আরও কাছে টানল রানা তাকে।

'প্লীজ, রানা, প্লীজ!' কোমল সুরে তাগাদা দিল বেলাডোনা। 'ভেতরে, প্লীজ!'

এক পা সামনে বাড়ল রানা, কেবিনে আগে ঢুকতে দিল বেলাডোনাকে। তারপর বোতাম টিপে আলো জ্বালল ও। কেবিনের দরজা বন্ধ হবার সাথে সাথে রানার বাহুর ভেতর চলে এল বেলাডোনা, মৃদু কাঁপছে, তারপর নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। 'এসে ভুল করে ফেলেছি।' রুদ্ধশ্বাসে কথা বলার এই ভঙ্গিটি ভোলার নয়,

প্রথমবার বেলাডোনাকে স্যাবে বসে চুমো খাবার সময় শুনেছিল।

‘তাহলে এলে কেন?’ দু'হাত দিয়ে বেলাডোনাকে আলিঙ্গন করল রানা, ঘুরে ওর দিকে ফিরল বেলাডোনা, শরীরে তার হাত আর পায়ের জোরাল স্পর্শ অনুভব করল রানা।

‘কেন বুঝতে পারো না?’ মুখ তুলে রানার ঠোঁটে চুমো খেলো বেলাডোনা, আবার পিছিয়ে গেল তাড়াতাড়ি। ‘না। এখুনি নয়। কি যে ঘটতে যাচ্ছে কিছুই বুঝছি না, রানা। তোমাকে শুধু এটুকু বলতে পারি যে ঝান আর ল্যাচাসি দু'জনেই মানুষ মারার প্ল্যান করেছে। ওদের প্ল্যান…মোটকথা এরচেয়ে বিপজ্জনক আর কিছু হতে পারে না, রানা। আমি শুধু এটুকুই জানি, শুধু এটুকুই তোমাকে বলতে পারি। দু'জনেই ওরা আমার কাছ থেকে সব লুকিয়ে রাখে। কালরাতে লোকজন এসেছে–পুব থেকে, নিউ ইয়র্ক থেকে। ওদের কিছু কিছু কথা কানে এসেছে আমার। ল্যাচাসিকে বলতে শুনলাম, আজ যদি সে রেসে না জেতে…’

‘কিন্তু রেসের আগে তোমাকে তো বেশ স্বাভাবিকই লাগছিল…’

‘তোমাকে সাবধান করার কোন উপায়ই ছিল না, রানা। কেন দেখোনি, ঝানের লোকেরা আমাকে ঘিরে রেখেছিল?’ দ্রুত, ঘন ঘন মাথা নাড়ল বেলাডোনা। ‘কোন কথা শুনব না, তোমাকে পালাতে হবে, রানা।’

‘ঝান কাল সকালে বিদায় নিতে বলেছে…’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি…কিন্তু…,’ কাছে এসে রানার বুকের সাথে সেঁটে গেল বেলাডোনা, ‘…ওরা অপেক্ষা করবে, জানি আমি। নতুন অনেক লোককে দেখা গেছে, সাথে কুকুর নিয়ে ঘেরাও করে রাখবে গোটা র‍্যাঞ্চ…কাকে যেন বলতে শুনলাম হাফ-ট্রাক ব্যবহার করা হবে…হাফ-ট্রাক, তাই না?’

‘মরুভূমিতে হাফ-ট্রাক কাজের জিনিস, হ্যাঁ।’ ওর-ও যে তাই ধারণা সে-কথা বলল না রানা। কোন সন্দেহ নেই ঘুমের ভান করে পড়ে থাকবে ঝান নামের কুকুরটা, নিরাপদে বেরিয়ে যেতে দেবে ওদেরকে র‍্যাঞ্চের বাইরে, বেরিয়ে গিয়ে সরাসরি পেশাদার খুনীদের হাতে পড়বে ওরা।

শিউরে উঠে রানার বুকে মুখ গুঁজল বেলাডোনা।

‘শোনো, বাননা।’ দু'হাত তার কাঁধে রেখে মৃদু চাপ দিল রানা, দুটো মুখ সামনাসামনি হলো। ‘মন দিয়ে শোনো। রিটা চলে যাচ্ছে। আমি চলে যাচ্ছি। দু'জনেই আমরা গায়েব হয়ে যাব। কাল নয়, ঝান যেমন চাইছে, আজ রাতেই–কিংবা খুব ভোরের দিকে। আমিও জানি কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, তাই ঠিক করেছি গা ঢাকা দেব, র‍্যাঞ্চের ভেতরই…’

‘কিন্তু, রানা…র‍্যাঞ্চের ভেতর তো…’

‘জানি। গা ঢাকা দেব, আর চেষ্টা করব অন্তত একজন যাতে বেরিয়ে যেতে পারি…’

‘ঠিক আছে, বুঝলাম…কিন্তু কিভাবে? ভেবেছ ওরা তোমাদের পালাবার খোলা রেখেছে? অসম্ভব! টাকাগুলো, তাই না, রানা? ঠিক বুঝতে পারছি না।’

ক্ষণস্থায়ী নিস্তব্ধতা শেষ হবার আগেই শোনা গেল ভারী একটা প্লেনের আওয়াজ। বেশ নিচে দিয়ে র‍্যাঞ্চের আকাশ পাড়ি দিচ্ছে।

কেবিনের বন্ধ জানালার দিকে তাকাল বাননা বেলাডোনা। 'ওই আসতে শুরু করেছে ডেলিগেটরা! আজ রাতে দুটো আলাদা আলাদা ফ্লাইট। তা নয়তো ঝানের ফ্রেইটার…'

'ফ্রেইটার?'

বেলাডোনার গলায় সংক্ষিপ্ত, নার্ভাস হাসি। 'বুঝলে না, লোকটার আইসক্রীম! জানি ক্রিমিন্যাল একটা কিছুর মধ্যে ব্যস্ত সে, কিন্তু আইসক্রীমের কথা ভোলেনি। নতুন আরেকটা ফ্লেভার আবিষ্কার করেছে, কে জানে কোথাকার এক ডিসট্রিবিউটরকে বিক্রিও করে দিয়েছে। টন টন আইসক্রীম, রানা। আজ রাতেই তো ডেলিভারি দেয়ার কথা।'

ডিসট্রিবিউটরের কাছে আইসক্রীম পাঠানো হচ্ছে, তাৎপর্যটা কি? সাদামাঠা, নির্দোষ আইসক্রীম? নাকি ঝান আর ল্যাচাসির উদ্ভাবিত ওষুধ মেশানো আইসক্রীম? ওষুধের প্রতিক্রিয়া চাক্ষুষ করেছে রানা, নিজের অজান্তেই মানুষ শয়তানে পরিণত হয়, নিজের প্রিয়জনকেও খুন করতে পারে হাসিমুখে।

'কোথায়, রানা? কোথায় তুমি লুকাবে?' বেলাডোনা জিজ্ঞেস করল।

'না!' তীক্ষ্ণ, প্রতিবাদের সুর রানার কণ্ঠে। 'সে-কথা তোমার না জানাই ভাল। কিছুই যদি না জানো, ওরা তোমার ওপর টরচার করার সুযোগ পাবে না। স্রেফ গায়েব হয়ে যাব আমরা, কোথায় এই মুহূর্তে আমি নিজেও তা জানি না। তুমি অপেক্ষা করবে, বাননা। কোন রকম ঝুঁকি নেবে না, শুধু অপেক্ষা করবে। কেউ না কেউ আসবে, কথা দিলাম তোমাকে। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'তোমার সাথে আমার আর দেখা হবে না?'

'কেন হবে না!' বেলাডেনাকে কাছে টানল রানা, চুমো খেলো ঠোঁটে। 'বেঁচে থাকলে অবশ্যই হবে।'

রানা অনুভব করল তার একটা হাত ওর উরুতে আঙুল বুলাচ্ছে। 'সময় ফুরিয়ে আসছে, রানা!' জায়গা নেই আর, কিন্তু তবু আরও সরে আসার চেষ্টা করছে বেলাডোনা, যেন সেঁধিয়ে যেতে চায় রানার ভেতর, ফিসফিস করছে রানার কানে, 'রানা, তোমার যদি কিছু ঘটে…আমাদের কি হবে? আমি কি নিয়ে…?' নরম ঠোঁট দিয়ে রানার গলা ছুঁলো সে, মৃদু কামড় দিল চিবুকে। '…বলে দাও! আমার স্বপ্ন কি তাহলে পূরণ হবার নয়? তোমাকে চেয়েছি…যদি কিছু ঘটে…' একটু যেন ফোঁপাচ্ছে বেলাডোনা, রানার গালের সাথে গাল ঘষছে।

বেলাডোনাকে জড়িয়ে ধরে, ধীর পায়ে বেডরুমের দিকে এগোল রানা। বিছানায় ওঠার আগে নাইট-টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দিল ও।

'না, ননা!' কোমল সুরে আবদার জানাল বেলাডোনা। 'প্লীজ রানা, আমি আলো চাই না…অন্ধকার।'

'একটু সেকেলে হয়ে যায় না…?'

'প্লীজ, রানা,' সুর করে বলল বেলাডোনা, অনুরোধ।

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা, বোতাম টিপে নিভিয়ে দিল আলো, মেঝেতে খসে পড়া কাপড়চোপড় ছেড়ে উঠে এল, বেলাডোনার মাথা গলে বেরুতে থাকা সিল্কের খসখস শুনতে পাচ্ছে।

বিছানায় শুয়ে, নাগালের মধ্যে অটোমেটিকটা রাখতে গিয়ে হঠাৎ রানার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক হয়ে উঠল, স্যাৎ করে হাতটা লম্বা করে আবার আলো জ্বালল ও।

'কি হলো!' লজ্জায় কুঁকড়ে গেল বেলাডোনা, চোখ বন্ধ করে ফেলেছে।

'দুঃখিত, বাননা খানিকটা আলো না থাকলে আমার চলবে না।'

এক গড়ান দিয়ে রানার ওপর উঠে এল বেলাডোনা। 'ওরে পাজি! ওরে নির্লজ্জ!' প্রতিবার নতুন নতুন নামে ডাকছে সে রানাকে, আর পাগলের মত চুমো খেয়ে অস্থির করে তুলছে।

ভোর চারটের দিকে চলে গেল বাননা বেলাডোনা। যাবার আগে একশো একবার, পইপই করে সাবধান করে দিল, রানা যেন সতর্ক থাকে। 'আবার আমাদের দেখা হবে, রানা? বলো আবার দেখা হবে আমাদের।'

আলতো একটা চুমো খেয়ে কথা দিল রানা, অবশ্যই আবার মিলিত হবে ওরা।

'যদি,' সবশেষে রানাকে বলল সে, ওরা যখন গাড়ির কাছে পৌঁছুল, 'যদি খারাপ কিছু ঘটে, রানা, আমার ওপর ভরসা রেখো। তোমাকে সাহায্য করব আমি। সাধ্যের বাইরে চেষ্টা করব। তোমাকে ভাল…'

শেষ চুমো দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'বলাটা খুব সহজ।' অন্ধকারে হাসল ও। 'তারচেয়ে কি উপভোগ করলাম আমরা সেটার কথা ভাবো, আশা করো, আরও পাব।'

স্যাবের পাশে, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, গাছপালার ভেতর ছোট গাড়িটার আলো হারিয়ে যেতে দেখল ও। প্রেমময় সংস্পর্শে পরিচ্ছন্ন এবং সতেজ হয়ে ওঠা মাসুদ রানা এরপর নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে স্যাবে উঠে বসল, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল যার অর্থ নিজের কাছেও তেমন পরিষ্কার নয়, ছেড়ে দিল গাড়ি, শুধু পার্কিং লাইটগুলো ব্যবহার করছে। ঢালু পথ বেয়ে নেমে এল ও, তারপর ঢাল ঘিরে থাকা রাস্তা ধরল। সেই আগের জায়গায় ফিরে এল রানা, যেখানে বসে বাননা বেলাডোনার সাথে কথা হয়েছিল ওর, শুনেছিল কিভাবে তার সব টাকা-পয়সা হজম করে ফেলেছে মলিয়ের ঝান।

গাছপালার ভেতর গাড়িটা যতটা সম্ভব লুকাল রানা, বাকি সামান্য পথটুকু হেঁটে এল। বেলাডোনার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত ওর, সে-ই তো কনফারেন্স সেন্টারে ঢোকার পথটা দেখিয়েছে ওকে।

সকাল হতে খুব বেশি দেরি নেই, বড়জোর দু'ঘণ্টা, কাজেই জগিঙের ভঙ্গিতে নিঃশব্দে দৌড়ানোর কৌশলটা কাজে লাগাল রানা, দ্রুত হাঁটার বিকল্প, কমান্ডো ট্রেনিং-এর সময় শিখেছিল। পরনে এখনও ওর হালকা পোশাক, সাথে শুধু হেকলার অ্যান্ড কচ, স্পেয়ার অ্যামুনিশন, পিক-লক আর টুলস্ সহ রিঙটা রয়েছে।

যতটা ধারণা করেছিল তারচেয়ে লম্বা পথ, জঙ্গলের কিনারায় ম্যানহোলের কাছে যখন পৌঁছুল আকাশের ঘন কালো রঙ একটু যেন হালকা লাগল চোখে। ধাতব ঢাকনি সহজেই উঠে এল, ভেতরের বড়সড় হাতলটা ধরল রানা।

প্রবেশপথের মুখ খুলে গেল। মেটাল কভার জায়গামত রেখে গর্তের ভেতর নামল ও, সন্ধানী চোখে চারদিকে তাকাল—বেলাডোনার কথামত ভেতর থেকে পাথরটা প্রবেশপথের মুখে ফিরিয়ে আনার জন্যে একটা মেকানিজম আছে। রাস্তা থেকে প্রায় বারো ফুট নিচে নেমে এসেছে ও, টানেলে ঢোকার মুখটা দেখতে পাচ্ছে পরিষ্কার, দূরে ছোট একটা নীল বালব জ্বলছে।

শেষ ধাতব আঙটার কাছাকাছি দেখা গেল মেকানিজম। লিভার ধরে টান দিতেই একবারে কাছ থেকে শোনা গেল হাইড্রলিক গুঞ্জন, মাথার ওপর প্রবেশপথের মুখে ভারী পাথরটা ফিরে আসতে শুরু করায় থরথর করে কাঁপতে লাগল চারপাশটা।

চেম্বার থেকে খিলান আকৃতির প্রবেশপথ পেরিয়ে টানেলে ঢুকল রানা। সিলিংটা প্রায় আট ফুট উঁচু, দু'হাত দু'দিকে লম্বা করে দিয়ে দু'পাশের দেয়ালের স্পর্শ পেল রানা আঙুলের ডগায়। খুব বেশিদূর এগোয়নি, লক্ষ করল টানেলের মেঝে নিচের দিকে সামান্য ঢালু হতে শুরু করেছে। কোথাও কোন শব্দ নেই, নড়াচড়া নেই, তবু ঘন ঘন থেমে কান পাতল রানা। কনফারেন্স সেন্টারটা ব্যবহার করা শুরু হয়েছে, তারমানে ঝানের লোকেরা এ-পথে আসা-যাওয়া করছে। র‍্যাঞ্চ থেকে সেন্টারে ঢোকার এই একটাই তো পথ।

কারও সাথে দেখা হলো না, প্রায় এক মাইল হেঁটে এসেছে ও। নিচের দিকে নেমে যাবার পর মেঝেটা মাঝখানে সমতল হয়েছিল, তারপর শেষ দিকে উঁচু হয়ে উঠে গেছে। আগেও বেশ খানিকটা হাঁটা হয়েছে রানার, অনুভব করল কিছুটা আড়ষ্ট লাগছে উরুর পেশী।

আগের চেয়ে আরও সাবধান রানা, হাঁটার গতি কমিয়ে দিয়েছে। ধরে নিতে হবে সামনে লোকজন আছে। এদিকে আরও খাড়াভাবে উঠে গেছে মেঝে, ধীরে ধীরে এক দিকে-বেঁকে গেছে টানেল। তারপর, কোন আভাস ছাড়াই, হঠাৎ করে গোটা টানেল চওড়া হয়ে গেল, শেষ মাথা পর্যন্ত পরিষ্কার। খিলান আকৃতির আরেকটা প্রবেশপথ, ভেতরে চেম্বার। পথের প্রথম মাথাটার চেয়ে আকারে বড় এটা।

রানার সামনে মসৃণ দেয়াল, সাদা মার্বেল পাথরের তৈরি। গোটা চেম্বারটা পরীক্ষা করল রানা, মনে আছে বেলাডোনা বলেছিল এদিকের মাথাতেও একটা মেকানিজম থাকবে, যার সাহায্যে দারোয়ানের কুজিটে যাওয়া যায়। কিন্তু ডিভাইসটা সম্পর্কে বিশদ কিছু বলেনি সে। রানা শুধু সাদা পাথরের মসৃণ দেয়ালে নীল আলো দেখতে পাচ্ছে—কোথাও কোন বাক্স, ধাতব ঢাকনি বা সুইচ নেই।

সাধারণ বুদ্ধিতে বলে চেম্বারে ঢোকার সময় নাক বরাবর সামনে যে দেয়াল পড়ে, ওটাতেই বেরিয়ে যাবার পথ করা আছে। আরও বলে, দরজাটা যদি কুজিটের পিছন দিকে হয়, ডান হাতের বরাবর থাকবে হ্যাণ্ডেল।

দেয়ালের মাঝখান থেকে শুরু করল রানা, চৌকো মার্বেল পাথর পরীক্ষা করল একটা একটা করে। তিন সারি পাথর পরীক্ষা করলেই হবে, তার নিচ আর ওপরেরগুলো বাদ। প্রতিটি পাথর চাপ দিল, খোঁচা দিল জয়েন্টগুলোয়। পনেরো মিনিট পর ঠিক জায়গায় চাপ পড়তেই খানিকটা পিছিয়ে একপাশে সরে গেল

পাথরটা, ভেতরে সাধারণ একটা দরজার নব।

আস্তে করে নবটা ঘোরাবার চেষ্টা করল রানা। এবার একসাথে অনেকগুলো মার্বেল সরে গেল, দেখা গেল গোটা একটা কাঠের দরজা, গায়ে আরেকটা নব। নব ঘুরিয়ে কবাট খুলল ও, দূর প্রান্তে প্লাস্টার করা দেয়াল, দেয়ালের গায়ে শেলফ, ধনুকের মত বাঁ দিকে বাঁকা হয়ে আছে।

চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা, শেলফের ভেতর আড়াল করা নবটা খুঁজে বের করল।

ক্লজিটের ভেতর জায়গা খুব কম, দরজার পিছনে কোন রকমে একজন লোক লুকিয়ে থাকতে পারে।

রানার সামনে শেলফ, শেলফের পাশে প্লাস্টার করা দেয়ালে আরেকটা দরজা। গোপন দরজাটা বন্ধ করার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ও, অন্ধকার সয়ে নেয়ার জন্যে সময় দিল চোখ দুটোকে।

নব ধরে ধীরে ধীরে ঘোরাল রানা, সেই সাথে চাপ বাড়াল সামনের দিকে। টানেলের নীল আলো আর নিস্তব্ধতার পর আওয়াজ শুনে প্রায় চমকে উঠল ও। লোকজনের গলা ভেসে আসছে–নারী-পুরুষকণ্ঠ। ক্লজিটের খোলা দরজার সামনে প্যাসেজ, আলোয় উদ্ভাসিত। প্রায় সংলগ্ন খোলা একটা জানালা জানিয়ে দিল ভোর হয়ে গেছে, উজ্জ্বল রোদ ঢুকছে ভেতরে।

হাতঘড়ি দেখল রানা। ঢাল থেকে এখানে পৌঁছুতে এতটা সময় লাগবে ভাবতে পারেনি ও। সাড়ে সাতটা বাজে। তবে লাভ হয়েছে এই যে অপেক্ষার সময়টা কমল। কিন্তু কোথায় অপেক্ষা করবে সে? কারও চোখে না পড়ে কিভাবে সে কনফারেন্সে হাজির থাকবে?

ক্লজিটের দরজাটা খোলা রাখল রানা, যদি তাড়াহুড়োর মধ্যে পালানোর দরকার হয়। প্যাসেজ ধরে এগোল কয়েক পা। খুব কাছাকাছি কোথাও থেকে আসছে শব্দগুলো, হয়তো বিশ ফুট সামনের বাঁক ঘুরলেই লোকজন দেখে ফেলবে ওকে। মনোযোগ দিয়ে শব্দগুলো শুনল ও, হাসল আপনমনে। চিনতে পারছে–প্লেট, কাপ-পিরিচের আওয়াজ। ডাইনিং রুমের কাছাকাছি কোথাও রয়েছে সে।

জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল রানা। চওড়া একটা লন, মাঝখানে ইংরেজী অক্ষর এইচ-এর আকৃতি নিয়ে সাদা পাথুরে একটা কাঠামো। দূরে উঁচু তারের বেড়া। তারপর একটা দেয়াল, ওপাশে সবুজ বনভূমি পরিষ্কার দেখা গেল। সরাসরি একটা হেলিপ্যাডের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা।

ঘুরে ক্লজিটের দিকে ফিরল ও, একজোড়া দরজা দেখতে পেল। প্রতিটি দরজার ওপরের অর্ধেকে মোটা স্বচ্ছ কাঁচের প্যানেল রয়েছে। গোটা গোটা সোনালি হরফের লেখাগুলো পড়ে জানা গেল এই পথেই কনফারেন্স সেন্টারে যাওয়া যায়। প্যানেলে চোখ রাখার জন্যে প্যাসেজ ধরে ফিরে এল রানা।

উঁকি দিয়ে সরে এল রানা একপাশে, প্যাসেজ আর দরজার আড়ালে।

দুই কি তিন সেকেন্ডের মধ্যে যা দেখার সব দেখে নিয়েছে ও। দরজার ভেতর বিশাল একটা হল, আধুনিক থিয়েটারের মত। প্রকাণ্ড অর্ধচন্দ্র আকৃতিতে

সাজানো হয়েছে গদিমোড়া আসন, মধ্যবর্তী প্যাসেজগুলোয় চোখ ধাঁধানো রোদের মত উজ্জ্বল আলো। আসনগুলোর সামনের অংশে চওড়া স্টেজ, এরইমধ্যে লম্বা টেবিল আর ডজনখানেক চেয়ার ফেলে সাজানো হয়েছে সেটা। টেবিলের সামনে মাইক্রোফোন, বুক সমান উঁচু ডেস্কটাকে যেন পাহারা দিচ্ছে। স্টেজের পিছন দিকে, পর্দার মত দেখাল ঝুলে থাকা সিনেমা স্ক্রীনটাকে।

কনফারেন্স হল খালি নয়। কম করেও ঝান সিকিউরিটির দশ-বারো জন লোক চারদিকে ঘুর ঘুর করছে, তাদের দু'জনের সাথে একটা করে কুকুর, কারও হাতে এক্সপ্লোসিভ ডিটেকশন ডিভাইস বা অ্যান্টি-বাগিং স্নিফার্স। সন্দেহ নেই ব্যবহারের আগে ছেঁকে পরিষ্কার করে নিচ্ছে হলটাকে। অটোমোটিভ এঞ্জিনিয়ারদের সামনে কাগজ পড়বে পিয়েরে ল্যাচাসি, সে-জন্যে? নাকি খোদ মলিয়ের ঝানই বক্তৃতা দেবে মীটিঙে?

এক সেকেন্ডের জন্যে আবার একবার উঁকি দিল রানা, দরজার কাছাকাছি ঝান সিকিউরিটির কয়েকজনকে দেখে তাড়াতাড়ি ক্লজিটের ভেতর ঢুকল ও, হাতে বেরিয়ে এসেছে হেকলার অ্যান্ড কচ, সেফটি ক্যাচ অফ। সিকিউরিটির লোকেরা এই পথেই যেতে পারে, ঝানের অন্যান্য সহকারীরাও ব্যবহার করতে পারে এই প্যাসেজ।

ক্লজিটে ঢুকছে রানা পাঁচ সেকেন্ডও হয়নি, এখনও পুরোপুরি বন্ধ নয় দরজা, আওয়াজ শুনে বোঝা গেল প্যাসেজে বেরিয়ে আসছে সিকিউরিটির লোকগুলো। গলার আওয়াজ পরিষ্কার শোনা গেল, মাত্র কয়েক ফুট দূরে থেকে।

'ও.কে.?' জিজ্ঞেস করল একজন।

'ওরা বলছে সব পরিষ্কার, টড,' দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর থেকে জবাব এল।

আরেকটা নতুন কণ্ঠস্বর, 'স্টেজের তলাটা, জনি? খুঁটিয়ে সব দেখা হয়েছে তো?'

'হ্যাঁ, হয়েছে–তলা-ওপর কিছুই বাদ দেয়া হয়নি। বাঁ দিকে অ্যাকসেস ফ্ল্যাপ-এর ভেতরটা পর্যন্ত দেখা হয়েছে। টর্চ নিয়ে আমি নিজে ঢুকেছিলাম। মোড়ক খোলা সাবানের মত পরিষ্কার দেখে এসেছি–ধুলো আর মাকড়সার জালগুলো যদি বাদ দাও।'

কয়েকজনের মিলিত হাসি শোনা গেল, সেই সাথে ধারণা করল রানা অনুসন্ধানের কাজ শেষ হয়েছে।

'ওঁরা আসছেন কখন?' কেউ একজন জানতে চাইল।

'মহিলা আর পুরুষ শ্রোতারা আসন গ্রহণ করবেন আটটা পঁয়তাল্লিশে, তারপর যতক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। কড়া নির্দেশ–আটটা পঁয়তাল্লিশের পর কাউকে আর ঢুকতে দেয়া হবে না।'

'তাহলে আর চিন্তা কি, হাতে প্রচুর সময়। চলো কিছু খেয়ে নিই।'

'সও মং কি আসছেন?' প্রশ্নটা করল জনি, এবং রানা অনুভব করল জোরাল প্রত্যাশায় ওর ঘাড়ের চুল দাঁড়িয়ে গেল।

'আন্দাজ করা হচ্ছে। যদিও কথা বলবেন না। কখনোই বলেন না।'

'না। আফসোস। ঠিক আছে, বন্ধুরা, কার কি কাজ মনে থাকে যেন, কোন

রকম বেয়াদপি বা গাফলতি নয়–কাকে কোথায় বসাতে হবে জানোই তো। আর যখন...'

দূরে সরে যেতে যেতে মিলিয়ে গেল ওদের গলা, এক সময় বুটের আওয়াজও আর শোনা গেল না।

পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে চিন্তা করার প্রয়োজন পড়ল না, হাতে অটোমেটিক নিয়ে ক্লজিট থেকে বেরিয়ে এল রানা। প্যাসেজটা ভাল করে দেখে নিল একবার, ফাঁকা। কয়েক সেকেন্ড পর, কনফারেন্স হলের ভেতরে রয়েছে রানা, মধ্যবর্তী একটা প্যাসেজ ধরে হন হন করে এগোচ্ছে। মনে মনে জনিকে ধন্যবাদ দিল ও, স্টেজের বাঁ দিককার অ্যাকসেস্ ফ্ল্যাপ-এর কথা সেই জানিয়েছে।

পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে জিনিসটা খুঁজে নিল রানা। সাধারণ একটা পর্দা, দু'পাশে খানিক পর পর রিঙ আটকানো আছে, রিঙের ভেতর রশি, টানলে সরে যাবে গোটা পর্দা। খানিকটা অংশ উঁচু করে হামাগুড়ি দিয়ে স্টেজের তলায় ঢুকে পড়ল রানা, ক্লজিট থেকে বেরুবার পর সময় পেরিয়েছে মাত্র ষাট সেকেন্ড।

এখন থেকে শুধু অপেক্ষার পালা। পৌনে ন'টা বা কিছু আগে ডেলিগেটরা আসবে। তার খানিক পর আসবে সও মং। সও মং ওরফে উ সেন নয়, এ লোক নতুন সও মং। নামটা এখন ফাঁস হয়ে গেছে, অচিরেই রানা তাকে চাক্ষুষ দেখে চিনে নিতে পারবে– সন্দেহভাজন দু'জনের একজন।

দু'জনের মধ্যে কে? ঝান, নাকি ল্যাচাসি?

পাঁচ

অন্ধকার স্টেজের তলায় চুপচাপ শুয়ে আদি ও অকৃত্রিম সও মং প্রসঙ্গে ভাবছে রানা। উ সেন, হার্মিসের প্রথম নেতা। আজ যার কথা শোনা যাচ্ছে, নতুন সও মং, সে কি উ সেনের কোন আত্মীয় হতে পারে? অবশ্য এ-ধরনের একটা অর্গানাইজেশনে ক্ষমতার হাত বদল আত্মীয়তার সূত্র ধরে না-ও ঘটতে পারে। কিন্তু উ সেনকে যতটুকু চিনেছিল রানা, বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলার স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষা বিপুল পরিমাণেই ছিল তার ভেতর। রাজা মারা যায়, কিন্তু সে তার একজন উত্তরাধিকারী রেখে যায়। রাজা দীর্ঘজীবী হোন মানেই হলো পরবর্তী রাজার মধ্যে তাঁকে যেন খুঁজে পাওয়া যায়। উত্তরাধিকারী একজন আত্মীয় হলেই সেটা সম্ভব।

উ সেন মারা গেলে কে হবে তার উত্তরাধিকারী, সেটা নিশ্চয়ই রানার হাতে উ সেন মারা যাবার আগেই ঠিক করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু জানা যাচ্ছে, উ সেনের উত্তরাধিকারী সাথে সাথে উদয় হয়নি, আত্মপ্রকাশ করতে প্রচুর সময় নিয়েছে। হার্মিস প্রসঙ্গেও সেই একই কথা, পুনরুজ্জীবিত হয়েছে অনেক দেরি করে। তারমানে কি? ধরে নিতে হয় ইউনিয়ন কর্সের নেতারা নতুন সও মঙের জন্যে অপেক্ষা করছিল, কবে সে আত্মপ্রকাশ করে?

কেন যেন মনে হলো রানার, তার এই দেরি করে আত্মপ্রকাশ করাটা

তাৎপর্যপূর্ণ।

উ সেন মারা যাবার সময় তার বয়স ছিল অল্প? হার্মিসের মন্ত্রে দীক্ষা নিতেই পেরিয়ে গেছে এতগুলো বছর? ইউনিয়ন কর্সের নতুন কাঠামোর সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াবার আগে অবশ্যই তাকে যোগ্যতা অর্জন করতে হয়েছে, শেষ করতে হয়েছে কঠিন-কঠিন ট্রেনিং। সেজন্যেই কি এত দেরি হলো?

কিন্তু আত্মীয় বা আপনজন হয় কি করে? উ সেন তো বিয়েই করেনি। না, রানা যতদূর জানে বিয়ে করেনি সে।

চিন্তাস্রোত অন্য খাতে বইতেই ক্লান্তি দূর হয়ে গেল রানার। বান্না বেলাডোনা এমন এক দুর্লভ প্রজাতির নারী, কাছে না পেলেও শুধু তার কথা ভাবলেই আনন্দ আর পুলকের হিল্লোল বয়ে যায় দেহ-মনে। অথচ কি দুর্ভাগ্য, গোটা জীবনটাই তার নাটকীয় বিপর্যয়ের সমষ্টি। এতিমখানায় মানুষ, মা-বাবার পরিচয় জানা হলো না কোনদিন। অজ্ঞাতপরিচয় আত্মীয়ের বিপুল ধন-সম্পত্তি যদি বা পেল, শর্ত থাকল অচেনা এক লোকের প্রস্তাবে কল্যাণধর্মী কোন সংগঠনের কর্মকাণ্ডে পুঁজি বিনিয়োগ করতে হবে তাকে। উদয় হলো মলিয়ের ঝান, বান্না বেলাডোনার জীবনে আরেক অভিশাপ। টাকা-পয়সা সব হাতছাড়া করার পর বেলাডোনা জানতে পারল হার্মিসের উদ্দেশ্য কল্যাণকর তো নয়ই, বরং ঠিক তার উল্টো। বুঝল, কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ঝান র‍্যাঞ্চে নিয়ে আসা হয়েছে তাকে, বলা যায় বন্দী করেই রাখা হয়েছে। শুধু কি তাই, হার্মিসের একাধিক নেতা তাকে বিয়ে করার জন্যে পাগল।

বেচারি!

বেলাডোনার গোটা শরীর ভেসে উঠলো চোখের সামনে, চোখে এই ছবি নিয়েই ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

আঁতকে উঠে ঘুম ভাঙল ওর। চারদিকে শব্দ, বহু লোকের মিলিত গুঞ্জন। কুকুরের মত ঝাঁকি দিয়ে ঘুম তাড়াল রানা, উপুড় হলো স্টেজের তলায়, তারপর কান পাতল। ইতিমধ্যে প্রচুর লোকজন, নারী বা পুরুষ, জড়ো হয়েছে। রোলেক্সের ওপর চোখ বুলাল ও, অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে। প্রায় ন'টা বাজে।

মিনিটখানেক পর গুঞ্জন থেমে গেল। পরিবর্তে হাততালি শুরু হলো, অবিরাম বজ্রপাতের মত পীড়াদায়ক। সেই সাথে স্টেজে, ওর ওপরে, ভারী পায়ের আওয়াজ পেল রানা।

ধীরে ধীরে হাততালির শব্দ স্তিমিত হয়ে এল। কাশির আওয়াজ হলো, কে যেন গলা পরিষ্কার করল, তারপর তার কণ্ঠস্বর ভেসে এল। রানা আশা করেছিল মলিয়ের ঝান কথা বলবে, কিন্তু গলাটা তার নয়। সরু, তীক্ষ্ণ, কর্কশ মেয়েলি কণ্ঠস্বর–ল্যাচাসির। কিন্তু আগে যেমন শুনেছে রানা ঠিক সেরকম নয়, বদলে গেছে। তার কণ্ঠস্বরে নতুন আত্মবিশ্বাস আর দাপট, হলের দেয়ালে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল।

'লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন। ফেলো মেম্বারস অভ দা এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিল অভ হার্মিস, সেকশন হেডস্ অভ আওয়ার অর্গানাইজেশন, ওয়েলকাম।' বিরতি নিল পিয়েরে ল্যাচাসি। 'অত্যন্ত আনন্দের সাথে আমি ঘোষণা করছি,

আমাদের মহামান্য লীডার, পরমশ্রদ্ধেয় সও মং, এই মুহূর্তে আমাদের সাথে উপস্থিত রয়েছেন। তিনি তাঁর পক্ষ থেকে আমাকে আপনাদের সাথে কথা বলার দুর্লভ সুযোগ দিয়েছেন, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ এবং নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করছি। আপনারা জানেন, আজ আমরা একটা অপারেশন সম্পর্কে আলোচনা করব–অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলতে চাই, প্ল্যানটা যাঁরা তৈরি করেছেন আমি তাদেরই একজন। অপারেশনের নাম দিয়েছি আমরা বুলডগ।

'প্রাথমিক আলাপ যথাসম্ভব সংক্ষেপে সারার চেষ্টা করব আমি। সময় বড়ই মূল্যবান। আমাদের জানা ছিল যে সময় যখন আসবে খুব তাড়াতাড়িই আসবে, তারপর আর কালক্ষেপণের তেমন একটা সুযোগ পাওয়া যাবে না। মোক্ষম মুহূর্তটি উপস্থিত এখন।

'আপনাদের মানসিক প্রশান্তির জন্যে প্রথমে দুটো বিষয়ে বলব আমি। দুঃসাহসিক প্লেন হাইজ্যাকিঙের মাধ্যমে অত্যন্ত মোটা অঙ্কের টাকা আয় করেছি আমরা, আমাদের উদ্দেশ্য পূরণে ওই টাকা যথেষ্ট বলে বিবেচিত হচ্ছে।

'দ্বিতীয়ত, আমরা একজন খদ্দের পেয়েছি। আমাদের বর্তমান অপারেশন সফল হলে আমরা যেটা অর্জন করব সেটা কেনার প্রস্তাব দিয়েছে সে। আপনাদের আমি কথা দিতে পারি, শুধু যে হার্মিসের ধন-ভাণ্ডার কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠবে তাই নয়, আপনারা সবাইও–অর্গানাইজেশনের প্রত্যেক সদস্য–বিনিয়োগকৃত পুঁজির কয়েক গুণ মুনাফা ঘরে তুলতে পারবেন।'

তুমুল হর্ষধ্বনির সাথে হাততালির শব্দ পেল রানা, যেমন হঠাৎ শুরু হলো তেমনি অকস্মাৎ থেমেও গেল। খস খস আওয়াজ শুনে ওর মনে হলো ল্যাচাসি কাগজ-পত্র নাড়াচাড়া করছে। গলা ঝেড়ে নিয়ে আবার শুরু করল সে।

'এই ব্রিফিং আমি টেনে লম্বা করতে চাই না, কিন্তু কিছু স্ট্র্যাটেজিক এবং ট্যাকটিক্যাল পয়েন্ট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা না করলেই নয়। কারণ গোটা ব্যাপারটার সামরিক এবং রাজনৈতিক তাৎপর্য প্রত্যেকের অনুধাবন করা দরকার।

'পৃথিবী, আমরা সবাই জানি, অশান্তি আর বিশৃঙ্খলার স্থায়ী ঠিকানায় পরিণত হয়েছে। যুদ্ধ, সন্ত্রাস, দাঙ্গা চলছে। অত্যাচার, নির্যাতন, শোষণ চলছে। দুনিয়ার মানুষ আতঙ্কিত। আজ আর কারও জানতে বাকি নেই যে সাধারণ মানুষের মনে যতগুলো আশঙ্কা আর ভীতি আছে তার প্রায় সবগুলোর জন্যে দায়ী তথাকথিত সুপারপাওয়ারগুলো।

'বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলোয় মিছিল করছে মানুষ, বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে, চেষ্টা হচ্ছে সরকারগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করার। এ-ধরনের সমস্ত তৎপরতার পিছনে কাজ করছে ভীতি–পারমাণবিক ধ্বংসযজ্ঞের ভীতি। কাজেই মানুষ যে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠবে এ তো জানা কথা। কিন্তু মানুষ, সাধারণ মানুষ, একেবারেই অজ্ঞ!

'আমরা জানি, যেমন বড় বড় মিলিটারি স্ট্র্যাটিজিস্টরা জানে, পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা আসলে লোকের চোখে ধুলো দেয়ার একটা কৌশল মাত্র। যাদের আতঙ্কিত হবার রোগ আছে, যারা বোকা, যারা চোখ থাকতেও অন্ধ, তারাই শুধু পারমাণবিক হুমকি দেখতে পায়।' তাচ্ছিল্য প্রকাশ করতে কর্কশ

একটু হাসল ল্যাচাসি। 'তারা আসলে বোঝে না যে নিউট্রন বোমা, ক্রুজ মিসাইল, ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালেস্টিক মিসাইল, এগুলো আসলে আক্রমণ আর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অস্থায়ী এবং নগণ্য হাতিয়ার, তুলনামূলক অর্থে। একই কথা বলা চলে কোস্ট-টু-কোস্ট ট্র্যাকিং সিস্টেম আর আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম সম্পর্কে–যেমন, অ্যাওয়াকস্ সেন্ট্রি এয়ারক্রাফট। এগুলো সবই প্রাথমিক অস্ত্র, সত্যিকার অস্ত্র ব্যবহার করার আগে মধ্যবর্তী সময়টায় লোককে ভয় দেখানোর জন্যে মউজুদ রাখা হয়।

'সমস্যা হলো ভীতি–বাড়ি, দেশ, জীবন হারাবার ভয়। যারা আতঙ্কিত এবং রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তারা শুধু এই গ্রহে অনুষ্ঠিতব্য যুদ্ধের কথাই ভাবতে পারে। তারা জানে না যে আর মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই আই.সি.বি.এম. আর ক্রুজ মিসাইল বাতিল হয়ে যাবে, কোন কাজেই আসবে না। তথাকথিত অস্ত্র প্রতিযোগিতা চালানোর অনুমতি দেয়া হয়েছে সাধারণ মানুষের মনে চাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে, অপরদিকে সুপারপাওয়ারগুলোর মধ্যে গোপনে চলছে সত্যিকার আর্মস রেস। সে আর্মস রেসের লক্ষ্য হলো আসল মারণাস্ত্র অর্জন করা, যেগুলোর বেশিরভাগই এই গ্রহে, আমাদের এই পৃথিবীতে ব্যবহার করা হবে না।'

পিয়েরে ল্যাচাসি আবার শুরু করার আগে দর্শক শ্রোতাদের মধ্যে উসখুস একটা ভাব দেখা গেল, নড়েচড়ে বসল সবাই।

'বিষয়টা এরইমধ্যে প্রথমসারির বিজ্ঞানী আর সামরিক বিশেষজ্ঞদের কাছে সাধারণ জ্ঞান মাত্র। অস্ত্র প্রতিযোগিতা মানে এখন আর নিউক্লিয়ার বা নিউট্রন উইপনের ট্যাকটিকাল ডেভেলপমেন্ট নয়। না!' উঁচু ডেস্কের ওপর দুম করে ঘুসি মারল ল্যাচাসি। 'না! অস্ত্র প্রতিযোগিতার, আসল অস্ত্র প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য হলো চূড়ান্ত একটা মারণাস্ত্রের উন্নতিসাধন, যা কিনা সব ধরনের নিউক্লিয়ার উইপন বাতিল করে দেবে।' সেই কর্কশ হাসি আবার হাসল সে। 'ইয়েস, লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন, এ হলো উন্মাদ বিজ্ঞানীদের স্বপ্ন, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর অতি পুরাতন সারমর্ম। কিন্তু এখন সেইসব গল্পকথা বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে।'

দম আটকে অপেক্ষা করছে রানা, জানে এরপর কি শুনতে হবে। সন্দেহ নেই আলট্রা-সিক্রেট পার্টিকল বীম উইপন সম্পর্কে বলতে চাইছে পিয়েরে ল্যাচাসি।

'পার্টিকল বীম উইপন। ইয়েস, পার্টিকল বীম উইপন। শোনা গিয়েছিল জিনিসটার উন্নতিসাধনে আমেরিকার চেয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন এগিয়ে আছে গবেষণায়। জিনিসটা কি?' নাটকীয় সুরে প্রশ্ন করে কয়েক সেকেন্ড বিরতি নিল ল্যাচাসি। 'আ চার্জড পার্টিকল ডিভাইস, প্রায় একটা লেযারের মতই, সাথে রয়েছে মাইক্রোওয়েভ প্রপ্যাগেটর। জিনিসটা নিখুঁত হওয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। কাজ করবে শীল্ড হিসেবে, অদৃশ্য একটা ব্যারিয়ার হিসেবে, সম্ভাব্য যে-কোন পারমাণবিক যুদ্ধকে ঠেকিয়ে দেবে।

'আগেই বলেছি, মনে করা হত আমেরিকার চেয়ে গবেষণায় এগিয়ে আছে সোভিয়েত রাশিয়া। এখন আমরা জানতে পেরেছি দুটো দেশই কমবেশি একই পর্যায়ে রয়েছে। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে, এটা কোন সময়ই না, ক্ষমতার দাঁড়ি-পাল্লা যে-কোন একদিকে কাত হয়ে পড়তে পারে। কারণ, আগেই বলেছি,

পার্টিকল বীম উইপনের কাজ হবে বর্তমান সমস্ত নিউক্লিয়ার ডেলিভারি সিস্টেমকে অকেজো করে দেয়া।

'সুপারপাওয়ারগুলো লাখ লাখ ক্রুজ মিসাইল আর আই.সি.বি.এম. বা রকেট-পরিচালিত নিউট্রন বোমা বানাতে পারে। কোনই লাভ নেই। সেজন্যেই এ-ধরনের অস্ত্রের মউজুদ তারা এখন আর বাড়াচ্ছে না। কারও হাতে পার্টিকল্ বীম উইপন থাকলে, তার বিরুদ্ধে কেউ কনভেনশনাল নিউক্লিয়ার আক্রমণ শুরু করতে পারবে না। পার্টিকল্ বীম মানে অ্যাবসলিউট নিউট্রালাইজেশন। চালমাত। সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়ানো সাইলোগুলোয় আসলে স্রেফ লোহালক্কড় রয়েছে, ধাতব আবর্জনা। পার্টিকল্ বীম রেসে যে জিতবে গোটা দুনিয়া চলে যাবে তার হাতের মুঠোয়।

'তাই সময় এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। পার্টিকল্ বীম রেস মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত নিউক্লিয়ার অ্যাকশন অবশ্যই ঠেকিয়ে রাখতে হবে। কাজেই, প্রথমে আমাদেরকে বুঝতে হবে নিউক্লিয়ার অ্যাকশন বলতে কি বোঝায়। আর নিউক্লিয়ার অ্যাকশন বুঝতে হলে মিসাইল আর বোমা সম্পর্কে নয়, জানতে হবে স্ট্র্যাটেজিক ডিভাইস সম্পর্কে, ওগুলোর ব্যবহার সম্ভব করে তোলে যেটা।'

স্টেজের তলায় লম্বা হয়েই থাকল রানা, তবে একটু কাত হলো একপাশে। অস্বস্তিবোধ করছে ও। জানে, নির্ভেজাল তথ্য আর যুক্তির সাহায্যে কথা বলছে ল্যাচাসি, যদিও বিজ্ঞানী না হওয়ায় ওর কানে কল্পকাহিনীর মতই শোনাচ্ছে। তবু ভাল যে এ-সম্পর্কে বি.সি.আই. এজেন্টদেরকে আগেই ব্রিফিং করা হয়েছে, অন্যান্য সার্ভিস অফিসারদের সাথে। পার্টিকল্ বীম সম্পর্কে দীর্ঘ রিপোর্ট পড়তে হয়েছে ওকে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা টেকনিকাল ডাটার ওপর চোখ বুলাতে হয়েছে। ল্যাচাসির কথা মিথ্যে নয়, গোটা ব্যাপারটা বাস্তব সত্য। আমেরিকা আর রাশিয়া পার্টিকল্ বীম রেসে সমানভাবে এগিয়ে আছে, কেউ কারও চেয়ে এক পা পিছিয়ে নেই।

ল্যাচাসি ইতিমধ্যে স্যাটেলাইট সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করেছে। হাইলি-অ্যাডভ্যান্সড স্যাটেলাইট–কোনটা মহাশূন্যের দিকে মাত্র রওনা দিয়েছে, কোনটা পৃথিবীকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে, কোনটা স্থির হয়ে আছে দূর আকাশে।

'ইতিহাসের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে আমাদেরকে মাথা ঘামাতে হবে,' বলে চলেছে ল্যাচাসি। 'একবার এক মার্কিন সিনেটর বলেছিলেন, "হি হু কন্ট্রোলস্ স্পেস, কন্ট্রোলস্ দা ওয়ার্ল্ড"। সামরিক জগতে পুরানো আরও একটা কথা প্রচলিত আছে, তোমাকে সব সময় উঁচু জায়গা দখলে রাখতে হবে। উঁচু জায়গা বলতে এখন বুঝতে হবে মহাশূন্য। পার্টিকল্ বীম রেস মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত মহাশূন্যই নিয়ন্ত্রণ করবে নিউক্লিয়ার কার্যক্ষমতা।

'কাজেই, প্রিয় হার্মিসের সদস্যবৃন্দ, আমাদের কাজ হবে আলোচ্য খদ্দেরকে সেই দুর্লভ জিনিসটা পাইয়ে দেয়া, যার সাহায্যে মহাশূন্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সে।'

বর্তমানে যে-সব স্যাটেলাইট ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিল ল্যাচাসি। তার তালিকা থেকে উল্লেখযোগ্য কোন স্যাটেলাইটই বাদ

পড়ল না। রিকনিসনস্ স্যাটেলাইট, রিকনসাট এবং ইলেকট্রনিক ফেরিট্, বিগ বাঙ ও কী হোল টু, রাডার স্যাটেলাইট—যেমন হোয়াইট ক্লাউড সিস্টেম, ব্লক ফাইভ/ডি-টু মিলিটারি ওয়েদার স্যাটেলাইট যেগুলো সোলার সেল-এর স্তর বহন করে, এরকম আরও অনেক কৃত্রিম উপগ্রহ সম্পর্কে একনাগাড়ে বলে গেল ল্যাচাসি।

রানার উদ্বেগ বাড়ছে। এ-ধরনের স্যাটেলাইট সম্পর্কে অসম্পূর্ণ ডাটা আর তথ্য সংগ্রহ করা খুব কঠিন একটা কাজ নয়। কিন্তু ল্যাচাসির ব্যাখ্যা শুনে বোঝা যায়, তার তথ্যে কোন ভুল বা অসম্পূর্ণতা নেই। ক্লাসিফায়েড ইনফরমেশন ফাঁস করে দিচ্ছে সে।

একই ব্যাপার ঘটল ল্যাচাসি যখন মিলিটারি কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট সম্পর্কে মুখ খুলল। ডি.এস.সি.এস./টু এবং ডি. এস.সি.এস/থ্রী সম্পর্কে বলার পর ন্যাভাল কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট সম্পর্কে বক্তৃতা দিল সে। এস.ডি.এস. অর্থাৎ স্যাটেলাইট ডাটা সিস্টেমেরও বিশদ বর্ণনা পাওয়া গেল। এস.ডি.এস. মহাশূন্যের প্রতিটি স্যাটেলাইটের গতিবিধির ওপর চোখ রাখে। সন্দেহ নেই, মনে মনে স্বীকার করল রানা, আলোচ্য বিষয়ে বিস্তর জানে ল্যাচাসি। আটলান্টিকের দু'পাশেই তথ্যগুলো টপ সিক্রেট।

একটানা প্রায় দেড় ঘণ্টা অধিবেশন চলার পর হালকা নাস্তার জন্যে বিরতি ঘোষণা করল ল্যাচাসি। আবার মাথার ওপর পায়ের আওয়াজ শুনল রানা, শ্রোতারাও হল ছেড়ে বেরিয়ে গেল সবাই।

প্রথমদিকে রানা ভেবেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পার্টিকল্ বীম উইপনকে নিয়ে কোন প্ল্যান করেছে হার্মিস। কিন্তু এখন ওর মনে হচ্ছে ব্যাপারটা তা নয়। এরইমধ্যে অপারেশনে রয়েছে এমন ধরনের স্যাটেলাইট সিস্টেম সম্পর্কে উৎসাহী বলে মনে হচ্ছে ওদেরকে। যে-কোন কনভেনশনাল নিউক্লিয়ার যুদ্ধে প্রাথমিক টার্গেট হতে বাধ্য কমিউনিকেশন এবং রিকনিসনস্ স্যাটেলাইট, লং-রেঞ্জ ওঅর-ফেয়ারে সামরিক শক্তির হৃৎপিণ্ড তো ওগুলোই।

প্রশ্ন হলো ঠিক কোথায় আঘাত হানতে চায় হার্মিস? কিভাবে, কখন, কোথায়? অপারেশন বুলডগের তাৎপর্য ধীরে ধীরে উপলব্ধি করল রানা। হ্যাঁ, তাই তো, বুলডগ! ডগ, ড্রাগন! ফ্লাইং ড্রাগন, ইয়েস! এই নামই তো দেয়া হয়েছে ওগুলোর, ফ্লাইং ড্রাগন। এক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ওগুলোই তাহলে হার্মিসের টার্গেট!

চিন্তার সূত্র ধরে বেশিদূর এগোনো গেল না, তার আগেই পায়ের শব্দ হলো। শ্রোতারা ফিরে আসছে হলে। খানিক পরই আবার শুরু হলো অধিবেশন, ল্যাচাসি ভাষণ দিচ্ছে।

'এতক্ষণ দীর্ঘ ভূমিকা হলো, এবার আমাদের প্রজেক্টের মূল বিষয়ে কথা বলব। মহাশূন্য নিয়ন্ত্রণ করা মানে, লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন, মহাশূন্যে শত্রুপক্ষের চোখ আর কানকে অকেজো করে দেয়া। বহুদিন ধরে মনে করা হচ্ছে মহাশূন্যকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা, সীমিত হলেও, সোভিয়েত রাশিয়ার আছে। বলা হয় চব্বিশ ঘণ্টা সময়সীমার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্যাটেলাইটগুলো নষ্ট

করে দিতে পারে তারা। আরও শোনা যায়, সে-ধরনের ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের নেই। কিন্তু গত আঠারো মাসে এ-সব তথ্য ভুল প্রমাণিত হয়েছে। যেমন কিলারস্যাট-এর কথা ধরা যেতে পারে, একান্ত প্রয়োজনীয় অস্ত্র হিসেবে উদয় হয়েছে। অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্র। এবং এই শক্তিশালী অস্ত্র শুধু যুক্তরাষ্ট্রের কাছেই রয়েছে, যার রহস্য সম্পর্কে কিছুই জানা নেই সোভিয়েত রাশিয়ার।

'হ্যাঁ, অস্বীকার করে বলা হচ্ছে বটে যে এ-ধরনের কোন স্যাটেলাইট কক্ষপথে নেই, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য উৎস থেকে নিঃসন্দেহে জানা গেছে অন্তত বিশটা কিলারস্যাট এরইমধ্যে পাঠানো হয়েছে মহাশূন্যে, ওয়েদার স্যাটেলাইটের ছদ্মাবরণে। শুধু তাই নয়, মাত্র কয়েক মিনিটের নোটিসে এ-ধরনের আরও দুশো স্যাটেলাইট মহাশূন্যে পাঠাতে পারে তারা।'

বিরতি নিল ল্যাচাসি। ঘামছে রানা, অনুভব করল ভারী কি যেন একটা আটকে আছে গলায়–উদ্বেগ। ঢাকা হেডকোয়ার্টারের ব্রিফিঙে এই তথ্যগুলোও ছিল, কাগজ-পত্র দেখেছে ও, জানে ঠিক কথাই বলছে ল্যাচাসি।

'আমাদের সমস্যা,' শুরু করল আবার ল্যাচাসি, 'কিংবা বলা ভাল আমাদের খদ্দেরের সমস্যা, এ-যাবৎ কালের সবচেয়ে সফল সিকিউরিটি স্কীম স্যাটেলাইটগুলোকে আড়াল করে রেখেছে। আমরা জানি স্যাটেলাইটগুলো লেযার-আর্মড্, জানি তাড়া করার সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী, আরও জানি ওগুলো সম্পর্কে নিরেট সমস্ত তথ্য কমপিউটর টেপ আর মাইক্রোফিলমে ধরে রাখা হয়–ওগুলোর নাম্বার, ঠিকানা, কক্ষপথ পরিভ্রমণের বর্তমান প্যাটার্ন, সাইলোর পজিশন, অর্ডার অভ ব্যাট্‌ল ইত্যাদি। এ-সব তথ্যের অস্তিত্ব আছে, এবং স্বভাবতই এসব আমাদের খদ্দেরের জানা দরকার।

'কিলারস্যাট সম্পর্কিত সমস্ত ইন্টেলিজেন্স রয়েছে পেন্টাগনে। কিন্তু তথ্যভাণ্ডারের প্রতিটি বিভাগকে এমন সতর্কতার সাথে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে আমেরিকানরা যে পেন্টাগনের ভেতর আমাদের একাধিক উৎস মাস কয়েক আগেই রিপোর্ট করেছে, চুরি করা এক কথায় অসম্ভব। স্বীকার করতে আপত্তি নেই, কারণ উদ্দেশ্য যদি মহান হয় তাহলে চৌর্যবৃত্তি অপরাধ নয়–তথ্যগুলো চুরি করার পিছনে প্রচুর মূল্যবান সময় নষ্ট করেছি আমরা, এবং আমাদের প্রতিটি চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

'যাই হোক, আরেকটা উপায় আছে। উনিশশো পঁচানব্বুই সালের দিকে এই অস্ত্রগুলো, সামরিক পরিভাষায় যেগুলোকে ফ্লাইং ড্রাগন বলা হয়, নিয়ন্ত্রণ এবং অপারেট করবে সী-সক। সী-সক হলো নর্থ আমেরিকান এয়ার ডিফেন্স কমান্ডের কনসলিডেশন স্পেস অপারেশনস সেন্টার।'

মৃদু হাসির আওয়াজ উঠল, সেই সাথে শিথিল হলো হলের পরিবেশ। আবার শুরু করল ল্যাচাসি। এরইমধ্যে সী-সকের কাজ শুরু হয়ে গেছে। ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে পিটারসন এয়ার ফোর্স বেসে। পিটারসন এয়ার ফোর্স বেস নোরাড হেডকোয়ার্টার থেকে বেশি দূরে নয়, কলোরাডোর চেইন পাহাড়শ্রেণীর গভীর প্রদেশে। নোরাড হলো, সবাই জানে, নর্থ আমেরিকান ডিফেন্স কমান্ড।

'এবং, যতদিন না সী-সক কাজ শুরু করছে,' আবার তীক্ষ্ণ এবং কর্কশ হয়ে

উঠল ল্যাচাসির কণ্ঠস্বর, 'চেইন পাহাড় থেকে নোরাড হেডকোয়ার্টারই ফ্লাইং ড্রাগনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এখানে, প্রিয় সদস্যবৃন্দ, একটা দুর্বলতার সন্ধান পাওয়া যায়।

'কারণ নোরাড যদি ফ্লাইং ড্রাগন নিয়ন্ত্রণ করে, সমস্ত তথ্য হেডকোয়ার্টারে থাকতে বাধ্য। আছেও তাই। পেন্টাগনে ব্যাপারটা কি? সেখানেও সমস্ত তথ্য আছে, কিন্তু ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায়। নোরাড হেডকোয়ার্টারে কিন্তু সেভাবে নেই–সব এক জায়গায় রাখা আছে, কমপিউটর টেপে।'

রানা সাক্ষ্য দিতে পারে, ল্যাচাসির সব কথাই সত্যি। তবে এখনও আসল প্রশ্নটার উত্তর বাকি রয়েছে। সুরক্ষিত নোরাড হেডকোয়ার্টারে বিনা অনুমতিতে ঢোকা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার, ফ্লাইং ড্রাগনের সমস্ত তথ্য সহ টেপ চুরি করা তো আরও অসম্ভব। সেই অসম্ভবকে কিভাবে সম্ভব করবে হার্মিস? সও মঙের নির্দেশে উত্তর একটা তৈরি করা আছে ল্যাচাসির, আন্দাজ করল রানা। ল্যাচাসিকে এখন আর ছোট করে দেখার কোন উপায় নেই, ঝানের চেয়ে কোন অংশে কম নয় লোকটা। বহু বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সে, তবে চূড়ান্ত প্ল্যান আসছে হার্মিসের নেতার কাছ থেকে–মলিয়ের ঝান, আইসক্রীম প্রস্তুতকারক, ঝান সাম্রাজ্যের অধিপতি।

'অপারেশন বুলডগ,' বলে চলল ল্যাচাসি। 'উদ্দেশ্য–নোরাড হেডকোয়ার্টারে অনুপ্রবেশ করে ইউ.এস. ফ্লাইং ড্রাগন সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যসমৃদ্ধ কমপিউটর টেপ নিয়ে বেরিয়ে আসা।

'পদ্ধতি? দুটো সম্ভাবনা বিবেচনা করেছি আমরা, বাদ দিয়েছি একটাকে। হার্মিসের সবগুলো শক্তিকে কাজে নামিয়ে হামলা করার কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু সে-ধরনের কিছু করতে গেলে শুরুতেই সব ভেস্তে যাবে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় পদ্ধতিটাই গ্রহণ করেছি আমরা। আমি পরম কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি, এই পদ্ধতি আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় লীডার সও মঙের অবদান।'

অপ্যারেশন বুলডগ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে শুরু করল ল্যাচাসি, সেই সাথে অনেক ছোটখাট প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেল রানা।

'এখানে, এই র‍্যাঞ্চে বসে, গুরুত্বপূর্ণ দুটো কাজ করেছি আমরা,' বলে চলল ল্যাচাসি। 'যার ফলে আমাদের হাতে চেইন পাহাড়ের চাবি চলে এসেছে। প্রথম কাজটা সম্পর্কে আপনারা জানেন, এখানে আমরা একটা আইসক্রীম প্ল্যান্ট চালু করেছি। দ্বিতীয় কাজটা ছিল–যোগাযোগ এবং চুক্তি-সম্পাদন। বহু মিলিটারি বেসে খাদ্যবস্তু সাপ্লাই দিচ্ছি আমরা। প্রতিটি বেসে একজন করে ডিসট্রিবিউটর নিয়োগ করা হয়েছে। এরকম একজন ডিসট্রিবিউটর নোরাড হেডকোয়ার্টারেও আছে আমাদের।'

বিরতি নিল ল্যাচাসি, কল্পনায় তার হাড়সর্বস্ব মুখে ভৌতিক হাসি দেখতে পেল রানা।

'লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন, এইমাত্র সেই ডিসট্রিবিউটরের কাছে চার দিন চলার মত আইসক্রীম সাপ্লাই দিয়েছি আমরা। নোরাডে ওরা প্রচুর আইসক্রীম হজম করে–পাহাড়ী পরিবেশ কিনা, তাছাড়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকতে হয়। আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে একশো জনের মধ্যে নব্বুই জনই

ওখানে নিয়মিত আইসক্রীম খায়।

'বলাই বাহুল্য, ওগুলো সাধারণ আইসক্রীম নয়। এখানে আপনাদের অনেকের জন্যে একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছে। আমরা অদ্ভুত একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি, যার নাম দেয়া যেতে পারে—আনন্দের উৎস। হালকা একটা নারকোটিক, নির্দোষ, এবং কোন রকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। খেলে কি হয়? আনন্দানুভূতি আর প্রাণ শক্তি কয়েক গুণ বেড়ে যায়, আদেশ পালনের স্বাভাবিক প্রবণতা দৃঢ় হয়; কিন্তু একই সাথে ভাল-মন্দ জ্ঞান সাময়িকভাবে লোপ পায়। কাউকে সামান্য একটু ডোজ দেয়া হলেও সে নির্দেশ পালন করবে, কোন প্রশ্ন ছাড়াই। সে এমনকি তার প্রাণপ্রিয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুকেও নির্দ্বিধায় খুন করবে, কিংবা ভালবাসবে পরম শত্রুকে।'

আপনমনে মাথা ঝাঁকাল রানা, প্যাড লাগানো সেলে নিজের চোখেই সব দেখেছে ও।

'আরও আছে,' গলার আওয়াজ শুনে মনে হলো খুশিতে ডগমগ করছে ল্যাচাসি। 'সর্বশেষ টেস্ট থেকে জানা গেছে, আমাদের আনন্দের উৎস ক্রীমের প্রতিক্রিয়া বারো ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হবে। আগামীকাল, এই দুপুরের দিকে, চেইন পাহাড়ে পৌঁছে যাবে আইসক্রীম। বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছি, কাল রাতে সরবরাহ করা হবে। তারমানে হলো আমাদের অপারেশন বুলডগ শুরু হবে পরশু দিন লাঞ্চের পর। স্রেফ হাসতে হাসতে ভেতরে ঢুকব আমরা, ফ্লাইং ড্রাগন কমপিউটর টেপ চাইব—ওরাও হাসতে হাসতে টেপগুলো তুলে দেবে আমাদের হাতে। সহজ, পানির মত সহজ।'

'সত্যিই কি এতটা সহজ?' শ্রোতাদের মধ্যে থেকে জানতে চাইল একজন।

'ঠিক অতটা হয়তো নয়,' স্বীকার করল ল্যাচাসি, গলাটা আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। 'স্বভাবতই কিছু অফিসার, টেকনিশিয়ান, তালিকাভুক্ত লোক থাকবে যারা আইসক্রীম খায় না। শতকরা দশ ভাগ, অন্তত আমাদের সর্বশেষ রিপোর্ট তাই বলে। কাজেই, সামান্য অপ্রীতিকর ঘটনার জন্যে তৈরি থাকতে হবে আমাদেরকে। আরেকটা ব্যাপার। ওষুধ কাজ করবে শুধু যদি কর্তাব্যক্তি বা বসের কাছ থেকে নির্দেশটা আসে। তাই একজন ফোর-স্টার জেনারেলকে দিয়ে নোরাড হেডকোয়ার্টার ভিজিট করাবার ব্যবস্থা করেছি আমরা। তিনি হবেন এয়ার অ্যান্ড স্পেস ডিফেন্স-এর নতুন ইন্সপেক্টর-জেনারেল। নোরাড হেডকোয়ার্টারের কমান্ডিং অফিসার ইন্সপেক্টর-জেনারেলের ভিজিট সম্পর্কে খবর পাবেন ঠিকই, তবে মাত্র এক ঘণ্টা আগে। এই ধরুন, বিশ কি ত্রিশজন এইড আর সামরিক অফিসার নিয়ে ভেতরে ঢুকবেন ইন্সপেক্টর-জেনারেল। সবাই সশস্ত্র থাকবে, অবশ্যই। তাদের কাজ হবে যারা আমাদের আইসক্রীম অর্থাৎ আনন্দের উৎস গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করেছে তাদের ব্যবস্থা করা। সত্যি কথা বলতে কি, এ-ধরনের একটা সুস্বাদু জিনিস খেতে অস্বীকার করে মৃত্যুবরণ করা ভারি দুঃখজনক ব্যাপার।'

হলের চারদিকে হাসির ছররা ছুটল, কেউ একজন জিজ্ঞেস করল কে সেই ভাগ্যবান যে ইন্সপেক্টর-জেনারেলের ভূমিকায় অভিনয় করবে?

দীর্ঘ নিস্তব্ধতার ভেতর উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠল পরিবেশ। আর সবার

মত প্রশ্নকর্তাও বোধহয় উপলব্ধি করতে পারল, মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে তার, এ-ধরনের প্রশ্ন করাটাই বোধহয় অপরাধ।

মলিয়ের ঝান, ভাবল রানা—সও মং স্বয়ং—ইন্সপেক্টর-জেনারেলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তারপর শোনা গেল ল্যাচাসির ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর, কানে যেন আইসক্রীম ফেলা হলো।

'ওই কাজের জন্যে বিশেষ এক ব্যক্তিকে বাছাই করে রেখেছি আমরা,' বলল সে। 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লোক, কিন্তু দুর্ভাগা। বেচারার জন্যে সত্যি আমার দুঃখ হচ্ছে। আশঙ্কা করি, কাজটা শেষ করার পর তাকে আমরা জীবিত দেখব না। এবার আমরা শিডিউল, সময়, অস্ত্র আর এস্কেপ রুট সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেব। ম্যাপটা পেতে পারি, প্লীজ?'

প্রায় দুপুর হয়ে গেছে। আর বারো ঘণ্টা পর, রানা ভাবল, রাস্তার ধারে টানেলে ঢোকার মুখের কাছে স্যাব নিয়ে অপেক্ষা করবে রিটা। যদি ভাগ্য তাকে সহায়তা করে। ইতিমধ্যে, এই বারো ঘণ্টা গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে রানাকে। প্ল্যান করার জন্যে যথেষ্ট সময় কিন্তু কারও চোখে ধরা না পড়ে লুকিয়ে থাকার জন্যে সময়টা খুব লম্বা।

হল খালি হয়ে গেলে প্রথম কাজ লুকিয়ে থাকার নিরাপদ একটা জায়গা খুঁজে বের করা। তারপর সময় হলে টানেলের প্রবেশমুখে যাওয়া যাবে। রিটা যদি সময় মত ওখানে পৌঁছুতে পারে, দু'জন মিলে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করবে র‍্যাঞ্চ থেকে। না, দু'জনের হয়তো বেরুনো সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে ফাঁকা গুলি করে ঝান সিকিউরিটির দৃষ্টি কাড়বে রিটা, সেই ফাঁকে পালাবে রানা। তার আগে অবশ্য তথ্যগুলো সব জানাতে হবে রিটাকে।

যেভাবেই হোক, একজনকে অন্তত বেরিয়ে যেতে হবে। পার্টিকল্ বীম উইপন প্রতিযোগিতা জেতা বা হারার আগে ফ্লাইং ড্রাগন টাইপের স্যাটেলাইট আমেরিকা বা রাশিয়া, দু'পক্ষের হাতেই থাকা দরকার, কারণ ওগুলোই দুই পরাশক্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করছে। মার্কিন ফ্লাইং ড্রাগনের সমস্ত রহস্য রাশিয়া যদি জেনে ফেলে তাহলে আর ওগুলোর কোন মূল্য থাকে না, আমেরিকাকে পায়ের নিচে ফেলে রাশিয়া একক শক্তি হিসেবে উদয় হবে পৃথিবীতে। ঠিক উল্টোটা ঘটবে আমেরিকানরা যদি ফ্লাইং ড্রাগন টাইপের রাশিয়ান স্যাটেলাইট সম্পর্কে সমস্ত রহস্য জেনে ফেলে।

নিরপেক্ষ ভূমিকায় মাসুদ রানা দুটোর কোনটাই ঘটতে দিতে পারে না। ওর কাছে রাশিয়া বা আমেরিকা দুটোই এক কথা, কাজেই পক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন ওঠে না।

কমপিউটর টেপ চুরি করে সও মং সেটা বিক্রি করবে রাশিয়ার কাছে, ধরেই নিতে হয়। যেভাবে হোক ওদের ঠেকাতে হবে।

এ-সব চিন্তা করতে করতে উত্তেজিত হয়ে পড়ল রানা, এবং হঠাৎ করে উপলব্ধি করল পৃথিবীকে ভারসাম্যহীনতার অভিশাপ থেকে রক্ষা করার মত লোক এই মুহূর্তে একজনই আছে সারা দুনিয়ায়।

ও নিজে।

ছয়

রানা ভেবেছিল টানেল থেকে বেরিয়ে দেখতে পাবে গাঢ় নীল মখমলের মত রাতের আকাশে হীরের দ্যুতি ছড়াচ্ছে তারাগুলো। কিন্তু টানেলের মুখ থেকে তাপদগ্ধ বাতাসে উঠে এল ও, আকাশ জুড়ে যুদ্ধ বেধে গেছে। একদিকে অন্ধকার আকাশ চিরে এঁকেবেঁকে ছুটে যাচ্ছে বিদ্যুৎ, দূরে কোথাও বাজ পড়ছে ঘন ঘন, আরেকদিকে গম্ভীর একটানা ডাক ছাড়ছে মেঘ। প্রকৃতি যেন ধ্বংসযজ্ঞে মেতে ওঠার মহড়া দিচ্ছে।

বড় করে শ্বাস টানল রানা, বুক ভরলেও গরম বাতাসে তৃপ্তি হলো না। রাস্তার কিনারায় কয়েক সেকেন্ড অনড় দাঁড়িয়ে থাকল ও, তারপর লিভার ধরে টান দিল, পাথরের ঢাকনিটা ফিরিয়ে আনল টানেলের মুখে।

মনে মনে একটা হিসাব করল রানা, কনফারেন্স সেন্টারে প্রায় নয় ঘণ্টার মত ছিল, স্টেজের তলায় বিশেষ নড়াচড়া করার সুযোগ হয়নি, মুখ বন্ধ রাখতে হয়েছে, নাক দিয়ে টানতে হয়েছে বহুলোকের নিঃশ্বাস, ঘাম আর গায়ের গন্ধ মেশানো ভাপসা বাতাস। অসম্ভব নোংরা লাগছে নিজেকে। গোসল করা দরকার, দরকার কাপড় পাল্টানো।

কনফারেন্স শেষ হতে প্রায় সন্ধে হয়ে যায়, তারপরও হলঘর খালি হওয়ার অপেক্ষায় কিছুক্ষণ স্টেজের তলায় পড়ে থাকতে হয়েছে ওকে। প্রথম সুযোগেই বেরিয়ে এসেছে ও, অপারেশন বুলডগের বিস্তারিত প্ল্যান মাথায় নিয়ে। লোকেশন, পরিবহন ব্যবস্থা, অস্ত্রশস্ত্র, মিলিত হওয়ার নির্দিষ্ট জায়গা, বিকল্প উপায় ইত্যাদি সবই জানে ও। দুঃসাহসিক পরিকল্পনা, কোন সন্দেহ নেই। এক পাগল ছাড়া আর কেউ ভাবতেও পারে না নোরাড হেডকোয়ার্টারে ঢুকে ক্লাসিফায়েড কমপিউটর টেপ নিয়ে বেরিয়ে আসা সম্ভব। কিন্তু না, হার্মিসের নেতা সও মং পাগল নয়। সম্ভাব্য সমস্ত বাধা-বিঘ্ন বিবেচনার মধ্যে রেখে প্ল্যান করা হয়েছে, বিফল হবার কোন আশঙ্কাই রাখা হয়নি। রানা বিশ্বাস করে, ওরা পারবে। ওদের পক্ষে সম্ভব।

শুধু একটা তথ্য জানা নেই রানার। চার তারকা বিশিষ্ট জেনারেলের ভূমিকা কে পালন করবে। সব দিক থেকে যোগ্য এবং উপযুক্ত হতে হবে তাকে, আসলে ইউ.এস.এয়ার/স্পেস ডিফেন্স-এর ইন্সপেক্টর-জেনারেলের ভূমিকায় অভিনয় করা সহজ কথা নয়।

মিশনের গুরুত্ব রানার ঘাড়ে যেন ভূতের মত সওয়ার হয়েছে। আমেরিকা, রাশিয়া তথা বিশ্বের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ফ্লাইং ড্রাগন নিঃসন্দেহে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। ফ্লাইং ড্রাগন একাই যে-কোন পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি মোকাবিলা করতে পারে। পৃথিবীর অনেক ওপরে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে ওগুলো, সবগুলো মহাদেশের ছত্রছায়া হিসেবে, যে-কোন সঙ্কটময় জরুরী অবস্থায় ওগুলো ব্যবহার সম্ভব এবং ব্যবহার হতে পারে। প্রতিটি ন্যাটো শক্তিকে বিষয়টা গোপনে জানিয়ে রাখা রয়েছে, জানিয়ে রাখা হয়েছে অন্যান্য ফ্লাইং ড্রাগনের অস্তিত্ব এবং ক্ষমতা

সম্পর্কে—যে-কোন মুহূর্তে কক্ষপথে স্থাপন করা যাবে, ওগুলোর চেইজ ট্র্যাক কন্ট্রোল এবং মনিটর করা হবে চেইন পাহাড়ের অপারেশন রুম থেকে। অপারেশনাল কন্ট্রোল সেন্টার স্থানান্তরের প্ল্যান করা হয়েছে, জানে রানা। কিন্তু যতদিন না পার্টিকল্ বীম উইপন ব্যবহার করার উপযোগী হচ্ছে ততদিন কলোরাডোর চেইন পাহাড়ের অপারেশন রুমের গুরুত্ব এতটুকু কমবে না। সাধারণ কামানের জায়গা যখন মিসাইল দখল করে নেয়, মধ্যবর্তী সময়ে সঙ্কটের মধ্যে ছিল পৃথিবী। এখন পারমাণবিক মারণাস্ত্রের জায়গা দখল করে নেবে পার্টিকল্ বীম সিস্টেম, পৃথিবীর মানুষ আবার একবার সঙ্কটময় মধ্যবর্তী সময় পেরোচ্ছে।

রাস্তার ধারে জঙ্গলের কিনারায় গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে রানা, স্যাব বা রিটার সন্ধানে, চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, একটা প্রশ্ন অস্থির করে তুলল ওকে। ল্যাচাসি বলল নারকোটিক মেশানো আইসক্রীম নোরাড হেডকোয়ার্টারে সাপ্লাই দেয়া হয়েছে, পৌঁছে যাবে কাল দুপুরের দিকে। তারমানে কি র‍্যাঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে গেছে আইসক্রীম, পথে কোথাও রয়েছে? নাকি শুধু ট্রাকে তোলা হয়েছে, এখনও রওনা হয়নি?

প্রায় মাঝরাত হতে চলল, রিটার দেখা নেই। জঙ্গলের কিনারায় বেরিয়ে এসে ছটফট করতে লাগল রানা। তারপর, বারোটা দশ মিনিটে, স্যাবের আওয়াজ পেল ও। বনভূমি ঘেরা ঢালের দিক থেকে দ্রুত এগিয়ে আসছে সাইডলাইট।

রিটার চেহারায় উদ্বেগ আর উত্তেজনা, রানার মত সে-ও গাঢ় রঙের জিনস আর একটা সোয়েটার পরে আছে। লাফ দিয়ে স্যাবে উঠে পড়ল রানা, সেই সাথে দেখল গিয়ার লিভারের পাশে রিভলভারটা রয়েছে, নাগালের মধ্যে।

'ওরা আমাদের খুঁজছে, রানা!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রিটা। 'কোথাও বাদ রাখছে না! গাড়ি আমিই চালাই?'

মাথা ঝাঁকিয়ে মনো-রেল ডিপোর দিকে যেতে বলল রানা।

'খামোকা বলছ,' দম নিয়ে বলল রিটা। 'ওদিকে যাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের জন্যে সব রাস্তাই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, রানা! রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়েছে, আর স্টেশনে গার্ড...'

অটোমেটিক পিস্তলটা হোলস্টার থেকে বের করে হাতে নিল রানা। 'সেক্ষেত্রে যুদ্ধ করে এগোব। রোড-ব্লক দেখলে[illegible]ড়ি ঘুরিয়ে নেবে, প্রতিটি রাস্তায় ব্যারিকেড খাড়া করা সম্ভব নয়। মনো-রেলে উ[illegible] হলে যদি গুলি করতে হয় করব।'

'তোমার মনে আছে, ওদিকের স্টেশনেও...?'

'হ্যাঁ, যমজরা পাহারায় আছে। ভুলিনি। দরকার হলে ওদেরকেও পাঠিয়ে দেব পরপারে। যেভাবে হোক এই র‍্যাঞ্চ থেকে বেরুতে হবে আমাদের, বুঝলে। আমার কাছে যে খবর আছে, পার্ল হারবার ওয়ার্নিঙের পর এত গরম খবর আর সৃষ্টি হয়নি। এবার ওরা গুরুত্ব দেবে, এ আমি বাজি ধরে বলতে পারি। শোনো, তোমারও সব কথা জানা দরকার, রিটা। বলা যায় না, দেখা যাবে দু'জনের মধ্যে হয়তো একজন মাত্র বেরিয়ে যেতে পেরেছি।'

রানার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ হবার পর সব আবার পুনরাবৃত্তি করতে হলো

রিটাকে, তারপর সে যোগ করল, 'তবু এসো একসাথে বেরুবার চেষ্টা করা যাক। এখানে আমাকে একা থাকতে হবে বা বাইরে বেরিয়ে সব দিক সামলাতে হবে, ভাবতেই পারছি না।'

মেইন রোডগুলো থেকে দূরে থাকল রিটা, শুধু সাইড রোডগুলো ব্যবহার করছে, মাঝে মধ্যে রাস্তা ছেড়ে নেমে পড়ছে ঘাসের ওপর, পেরিয়ে আসছে ছোট ছোট মাঠ। খানিক পরই দৃষ্টিসীমার ভেতর চলে এল টারা, বাড়িটার চারপাশে কয়েক ডজন ফ্লাডলাইট জ্বলছে। ইতিমধ্যে আরও কাছে সরে এসেছে ঝড়, মাথার ওপর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন।

শেষ পর্যন্ত এই ঝড়ই ওদেরকে সাহায্য করল। মরু এলাকার আবহাওয়া সাধারণত যেমন হয়, পরিবর্তনটা এল অকস্মাৎ। গরম বাতাস হঠাৎ শীতল হয়ে গেল, সেই সাথে শুরু হলো তুমুল বর্ষণ, চারদিকে শোঁ শোঁ গর্জন, আর এক নিমেষের মধ্যে ঝান র‍্যাঞ্চের মাথায় আকাশ হয়ে উঠল ঠিক যেন আগুনে তৈরি ছাতা।

গাছপালার পর্দার আড়ালে রয়েছে স্যাব, গাড়িটাকে সাবধানে সীমানায় দাঁড়ানো পাঁচিলের দিকে নিয়ে যাচ্ছে রিটা।

ওয়াইপার পুরোদমে কাজ করলেও উইন্ডস্ক্রীনের ভেতর দিয়ে দৃষ্টি চলে না। ঝড় আর বজ্রপাত ভাগিয়ে দিয়েছে গার্ডদের, ধারণা করল রানা। মনো-রেল আধ মাইল দূরে থাকতে রিটাকে গাড়ি থামাতে বলল ও, প্রথম দফা বৃষ্টির প্রকোপ কমার জন্যে অপেক্ষা করবে।

রিটা জানাল, যতদূর জানে সে, এদিকের স্টেশনেই আছে মনো-রেল। 'সকালের দিকে মনো-রেলে করে কিছু গাড়ি এসেছে,' বলল সে, ব্যাখ্যা করল টারায় হঠাৎ করে প্রচুর লোকজন চলে আসায় তার জন্যে পালানো খুব কঠিন হয়ে উঠেছিল।

'কিভাবে এলে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বুঝলাম সাহস করতে হবে। স্রেফ হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে এলাম। ঝান আমাকে দেখে ফেলল, জিজ্ঞেস করতে বললাম, তাজা বাতাস দরকার তাই বেরিয়েছি। সে চোখের আড়াল হতেই দৌড়াতে শুরু করি। জীবনেও বোধহয় এত জোরে ছুটিনি...না, ভুল হলো,–কলেজ টীমের গোলকীপার যেদিন প্রেম নিবেদন করল, সেদিন বোধহয় এরচেয়েও জোরে দৌড়েছিলাম।'

'ধরতে পেরেছিল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'অবশ্যই, রানা। একটু পর আমি ছোটার গতি কমিয়ে দিই। দেব না কেন! ছোকরা দেখতে ভারি সুন্দর ছিল। ভাল কথা, হিরোইনকে কেমন দেখলে?'

'হিরোইন?' আকাশ থেকে পড়ার ভান করল রানা। 'কার কথা বলছ?'

'বাননা বেলাডোনা। অস্বীকার কোরো না, আমি জানি তার সাথে দেখা হয়েছে তোমার।'

'তা দেখা হয়েছে, অস্বীকার করব কেন, কিন্তু এই অ্যাসাইনমেন্টে হিরোইন যদি কেউ থাকে তো সে তুমি, বেলাডোনা কেন হতে যাবে?'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রিটা। 'যাক, অন্তত হিরোর মৌখিক স্বীকতি পাওয়া

গেল। কাজের দ্বারা প্রমাণিত হতে কত যুগ লাগবে একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। তা, কি হলো তার সাথে?' আড়চোখে তাকাল সে। 'কি কি হলো?'

রানা গম্ভীর। 'আমার ধারণা ছিল না তুমি এ-ধরনের আপত্তিকর প্রসঙ্গ তুলতে পারো। কি আবার হবে!'

'কিছুই হয়নি?' রাগ চেপে রাখার চেষ্টা করলেও লাল হয়ে উঠল রিটার মুখ। 'মিথ্যে বলবে না, তুমি ওকে পটাবার চেষ্টা করোনি?'

হেসে ফেলল রানা। 'সম্ভবত উল্টোটা সত্যি।'

'কিন্তু আমি যদি বলি তা নয়, তুমিই ওকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছ?' ঝাঁঝের সাথে, আত্মবিশ্বাসের সাথে অভিযোগ করছে রিটা। 'যদি বলি সোজা পথে সুবিধে হচ্ছে না দেখে সম্মোহনের আশ্রয় নিয়েছ তুমি? অস্বীকার করতে পারবে?'

হো হো করে হেসে উঠল রানা। তারপর হঠাৎ থেমে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'বেলাডোনা তোমাকে সম্মোহনের কথা বলল? বলল, আমার সাথে দেখা হয়েছে তার?'

'তা কেন বলবে! সম্মোহন বিদ্যা সম্পর্কে আমি কিছু জানি কিনা জিজ্ঞেস করছিল। আমি বললাম জানি না। তখন বলল সম্মোহন সম্পর্কে ওর খুব আগ্রহ, কিছু কিছু নাকি তোমার কাছ থেকে শিখেওছে। কবে, কখন, তা কিছু বলেনি…আমি বুঝে নিয়েছি। অমন করে হাসলে কেন জানতে পারি?'

'যা জানো তাই। সম্মোহন সম্পর্কে ভারি আগ্রহ দেখলাম বেলাডোনার, মনোযোগী ছাত্রী পেয়ে শেখানোর সুযোগটা ছাড়লাম না, এই আর কি!'

'শুধু কি শেখানোর সুযোগ নিলে, নাকি অন্যান্য আরও কিছু সুযোগ…?'

'আপত্তিকর প্রশ্ন।'

'তা, সম্মোহিত হয়েছিল বেলাডোনা?' ঘুরপথে কৌতূহল মেটানোর চেষ্টা করছে রিটা।

'কি জানি, ভান করছিল কিনা পরীক্ষা করিনি।'

'তারমানে হয়েছিল। তারপর?'

'তারমানে? তারপর আবার কি?'

সরাসরি তাকাল রিটা রানার দিকে। 'সুন্দরী, যুবতী একটা মেয়েকে সম্মোহিত করলে, অথচ বলছ তারপর কিছু ঘটেনি?'

তোমার কি ধারণা, মেয়েদেরকে আমি প্রথমে অসহায় করে তুলি, তারপর সুযোগ নিই?'

সাথে সাথে কিছু বলল না রিটা। রানার মনে হলো, অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে সে। ও রাগ করেনি, অথচ হঠাৎ ক্ষমা প্রার্থনা করল রিটা, বলল, 'দুঃখিত, আমার অন্যায় হয়ে গেছে। ভুলে যাও, প্লীজ। আমি জানি, তুমি সেরকম মানুষ নও।'

'তুমি জানো?' হেসে উঠল রানা।

'হ্যাঁ।' রিটা মুখ ঘুরিয়ে নিল, হঠাৎ উদাস আর বিষণ্ন হয়ে পড়েছে। 'নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি।'

'প্রশংসার জন্যে ধন্যবাদ,' সহাস্যে বলল রানা। 'তবে একটা কথা তোমাকে জানানো দরকার। আমি সাধুপুরুষ নই, কোন কালে ছিলামও না। বেলাডোনা

কেন, সুন্দর এবং মার্জিত যে-কোন মেয়ে আমাকে চাইলে আমি প্রত্যাখ্যান করব সে আশা কম।'

এবার রিটার হেসে ওঠার পালা। 'তারমানে হতাশ হবার কোন কারণ নেই আমার!'

আলাপের এই পর্যায়ে বৃষ্টি কমে এল।

'গাড়ি ছাড়ো,' বলল রানা। 'ড্রাইভ লাইক দা ডেভিল। গোলাগুলি হলে ভয় পেয়ো না, স্যাবে যতক্ষণ বসে আছি কেউ আমাদের ছুঁতে পারবে না। সরাসরি মনো-রেল ডিপো, রিটা।'

'মনো-রেল কিভাবে চালাতে হয় জানো তুমি?' গাড়ি ছেড়ে দিয়ে জানতে চাইল রিটা।

রানা বলল সব ব্যাপারেই প্রথমবার বলে একটা কথা আছে, চেষ্টা করে দেখবে।

কারও চোখে না পড়ে মনো-রেল ডিপোর দুশো গজের মধ্যে চলে এল ওরা। অন্তত রানার তাই ধারণা ছিল। ভুলটা ভাঙল হঠাৎ করে।

ওদের পিছনে গাড়িটাকে প্রথমে রানাই দেখতে পেল। অকস্মাৎ বৃষ্টির নিশ্ছিদ্র একটা পর্দা ঝপ্ করে নেমে এল গাড়ি দুটোর মাঝখানে, পিছনের গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর আরেকটা গাড়ি উদয় হলো ডান দিক থেকে, স্যাব যখন ডিপোর সামনে দিয়ে ছুটছে।

সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে রিটা, উইন্ডস্ক্রীন প্রায় ছুঁই ছুঁই করছে নাক, চোখে দিশেহারা ভাব নিয়ে র‍্যাম্পটা খুঁজছে সে।

দু'জোড়া হেডলাইট, পিছনে আর ডান দিকে, বৃষ্টির মধ্যে বারবার দেখা দিয়েই হারিয়ে যাচ্ছে। তারপরই শব্দ পেল রানা, বুলেটটা ওর পাশের আর্মারে আঘাত করেছে। পরপর আরও দুটো বুলেট ছুটে এল। ড্রাইভারের জানালায় মোটা, অভেদ্য কাঁচ, কাঁচে লেগে ছিটকে চলে গেল বুলেট।

এভাবে শেষ রক্ষা হত না, বাঁচিয়ে দিল আবহাওয়া। আগুন যেমন নেভার আগে দপ করে শেষ একবার জ্বলে ওঠে, বৃষ্টিটাও যেন ঠিক তেমনি থামার আগে হঠাৎ বিশাল জলপ্রপাতের মত নেমে এল।

'ওই যে!' চিৎকার করল রিটা, উপলব্ধি করল র‍্যাম্পের পাশে রয়েছে ওরা, ওটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে স্যাব। উইন্ডস্ক্রীনে নাক ঠেকিয়ে, চেহারায় অসন্তোষ আর গাম্ভীর্য, গাড়ি পিছিয়ে আনল সে, ফার্স্ট গিয়ার দিল, তারপর সাবলীলভাবে র‍্যাম্পে তুলল স্যাবকে। ঘেরা র‍্যাম্প ধরে মনো-রেলে চড়ছে ওরা।

এই তুমুল বর্ষণের মধ্যে ড্রাইভার পথ চিনতে পারবে কিনা বলা কঠিন। কিংবা তারা হয়তো বুঝতেই পারেনি কোন্ দিকে গেছে স্যাব। অন্ধকার টানেলে ঢুকে হেডলাইট জ্বেলেছে রিটা, ওদের পিছনে কাউকে দেখা গেল না।

সামনে হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বড়সড় স্লাইডিং ডোর, পরমুহূর্তে ট্র্যান্সপোর্টার ভ্যানের সাথে ধাক্কা খেলো গাড়ি, রিস্ট্রেইনিং রেইলের ঠিক সামনে স্থির হয়ে গেল।

স্যাব থেকে লাফ দিয়ে নামার সময় চিৎকার করল রানা, দরজা বন্ধ করতে

বলছে রিটাকে, সেই সাথে মনে মনে প্রার্থনা করল ড্রাইভারের কেবিনে যেন তালা দেয়া না থাকে। ক্যাবে ঢোকার সময় দরজা বন্ধ করার ক্লিক শুনতে পেল। এখন শুধু কমনসেন্স ব্যবহারের পালা, আর কন্ট্রোল প্যানেল দেখে বুঝে নেয়া কোন্ লিভারের কি কাজ।

বৃষ্টি এখনও তুমুল, কেবিনের বড় বড় জানালায় ঝাপসা হয়ে আছে কাঁচ। লিভার আর ইন্সট্রুমেন্টের সমতল প্যানেলের সামনে মেঝের সাথে আটকানো ছোট একটা চেয়ার। পরম স্বস্তির সাথে রানা দেখল, প্রতিটির গায়ে নাম লেখা আছে। লাল একটা বোতামের নিচে একজোড়া সুইচ, লেখা রয়েছে–টারবাইন: অন/অফ। অন সুইচ চাপ দিয়ে বোতামটা টিপে দিল রানা, অন্যান্য ইন্সট্রুমেন্টের দিকে চোখ ফেরাল। থ্রটলটা ধাতব বাহুর আকৃতি নিয়ে রয়েছে, ছাড়া ছাড়া ভাবে বসানো টার্মিনালের মধ্যবর্তী জায়গাটায় অর্ধবৃত্ত আকারে ঘোরানো যায় সেটা। ওর পায়ের কাছে রয়েছে ব্রেকিং মেকানিজম, থ্রটলের ডান দিকে একটা সেকেন্ডারি ডিভাইস সহ। স্পীড ইন্ডিকেটর, উইন্ডস্ক্রীন ওয়াইপার, লাইট আর এক সার বোতাম দেখতে পেল ও। বোতামগুলোর মাথায় লেখা রয়েছে–ডোরস: অটোমেটিক। ক্লোজ/ওপেন।

লাল বোতামে চাপ দেয়ার পর চাপা যান্ত্রিক গুঞ্জনের সাথে ঘুরতে শুরু করেছে টারবাইন। সবগুলো অটোমেটিক ডোর বাটন ক্লোজ সার্কিটে নামিয়ে দিল রানা, অন করল ওয়াইপার আর লাইট, ব্রেক রিলিজ করল, তারপর আলতোভাবে নাড়ল থ্রটল বাহু।

এমন আকস্মিক প্রতিক্রিয়া আশা করেনি ও। ঝাঁকি খেলো ট্রেন, সমস্ত ভার নিয়ে ডিপো থেকে রওনা হয়ে গেল হুট করে, যেন তেলের ওপর পিছলে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে রানার কনুইয়ের পাশে পৌঁছে গেছে রিটা, সামনের বড় জানালার দিকে ঝুঁকে চোখ কুঁচকে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করছে সে। হেডলাইটের আলোয় বৃষ্টি আর ট্র্যাক বেশ পরিষ্কারই দেখা গেল।

একটু একটু করে পাওয়ার বাড়াল রানা, স্পীড গজ উঠে যেতে দেখল ঘণ্টায় সত্তর মাইলে। আশিতে ওঠার পর দেখা গেল ঝড় কেটে যাচ্ছে। যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল, থামার সময়ও তেমনি হঠাৎ নিস্তেজ হয়ে পড়ল বাতাসের গতিবেগ। বৃষ্টি এখন সামান্য ঝির ঝিরে, আলোর লম্বা বাহুর মধ্যে দীর্ঘ সিঙ্গল ট্র্যাক তীরচিহ্নের মত বেরিয়ে গেছে ট্রেনের নাক থেকে।

ট্রেনের দু'দিকে ইলেকট্রিফায়েড নিরাপত্তা বেষ্টনী, কাঁটাতারের বেড়া, স্বভাবতই রিটার মনে প্রশ্ন তুলল। 'শেষ মাথায় পৌঁছে কি করব আমরা?'

'আমাদের জন্যে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করবে ওরা। শটগান, ইলেকট্রিফায়েড বেড়া···চিন্তার কথা, তবে আগে পৌঁছে নিই, তারপর ভাবব।'

আবার স্পীড বাড়াল রানা, সন্দেহ প্রকাশ করল শেষ মাথার স্টেশনের ভেতর দিয়ে যাবার সময় সম্ভাব্য বাধাগুলো ট্রেন সামলাতে পারবে কিনা। 'বোধহয় স্যানের ভেতর থাকলে ভাল হয়, খানিকটা প্রোটেকশন পাওয়া যেত।'

'কিসের প্রোটেকশন, গোটা ট্রেনই যদি উল্টে যায়? বামপার ধরনের কিছু একটা যে থাকবে শেষ মাথায়, জানা কথা।'

'আর পাশেই ওরা দাঁড়িয়ে থাকবে,' মন্তব্য করল রানা। 'হাতে অস্ত্র নিয়ে।'

তীরবেগে ছুটে চলেছে মনো-রেল অথচ কোন ঝাঁকি, দোলা বা কাঁপন নেই। বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় সামনে বহুদূর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। কমবেশি দশ মিনিট ছুটছে ওরা। নরম হাতে থ্রটলটা পিছিয়ে আনল ও, তারপর স্যাব থেকে রিভলভার আর নাইটফাইন্ডার নিয়ে আসার নির্দেশ দিল রিটাকে।

রিটা চলে যাবার পর ট্রেনের স্পীড আরও কমাল রানা, ক্ষীণ কাঁপুনির সাথে মন্থর হয়ে এল গতি।

'একটু পরেই মেইন লাইটগুলো নিভিয়ে দেব,' রিটা ফেরার পর বলল রানা। 'বিপদ থেকে বাঁচার একটাই উপায় আছে। স্টেশন খানিকটা দূরে থাকতে ট্রেন থামাব, দেখব নাইটফাইন্ডার কি বলে। তারপর...দুর্গ তোমার দায়িত্বে থাকবে, আমি ট্র্যাক ধরে এগিয়ে দেখব ভেতরে ঢোকা যায় কিনা।'

বাইরে ঘন কালো অন্ধকার, হেডলাইটের প্রান্তসীমার সামনে। আরও দূরে দিগন্তরেখার কাছাকাছি মাঝে মধ্যেই ফণা বিস্তার করছে বিদ্যুৎ।

নাইটফাইন্ডারের স্ট্র্যাপ গলায় পরল রানা, ভি-পি-সেভেনটি নিয়ে ইন্সট্রুমেন্ট শেলফে রাখল, প্রতিমুহূর্তে পিছিয়ে আনছে থ্রটল। একটু পরেই আলো নিভিয়ে দিল ও।

সম্পূর্ণ অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ট্রেন। নাইটফাইন্ডারে চোখ রেখে দূরে তাকিয়ে আছে রানা, ওর একটা বাহু ধরে পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে রিটা। ট্র্যাক সামান্য একটু বেঁকে গেছে, আর দেরি না করে এখুনি হিসাব পাওয়া দরকার মরু স্টেশন থেকে কতটা দূরে রয়েছে ওরা। প্রায় এক মাইল, থ্রটল আরও একটু পিছিয়ে এনে ভাবল ও। এক মুহূর্ত পর শেষ সীমায় টেনে আনল ওটা, ধীরে ধীরে ব্রেক চাপল।

কেবিনের নিজস্ব স্লাইডিং দরজা রয়েছে, অটোমেটিক/ওপেন-এ সুইচ দেয়া থাকলে বাকিগুলোর সাথে সেটারও তালা খুলে যায়। ক্যাব থেকে নামার জন্যে নিশ্চয়ই লোহার ধাপ বা আঙটা আছে, নিচের দিকে অন্তত খানিকটা নামতে সাহায্য করবে ওকে। তারপর সম্ভবত লাফ দিয়ে দীর্ঘ পতনের ঝুঁকি নিতে হবে।

কি করতে চায় অল্প কথায় রিটাকে বোঝাল রানা। 'অন্ধকারে এটাই আমার চোখ,' নাইটফাইন্ডারে আঙুল বুলাল ও। 'দরজার তালা খোলার পর টারবাইনের সুইচ অফ করতে হবে, তোমাকে একা রেখে নেমে যাব আমি।'

'রানা, বেড়াগুলো বিপজ্জনক, খুব সাবধানে থেকো,' শান্ত থাকার চেষ্টা করলেও রিটার গলা একটু কেঁপে গেল। 'মনে রেখো, একা আমি ওদের সাথে পারব না।'

'বাজে কথা বোলো না তো! নিজেকে তুমি অবশ্যই রক্ষা করতে পারবে, সে ট্রেনিং তুমি পেয়েছ। আর আমার কথা ভেবো না, আমি ভুলিনি শালার বেড়াগুলোই আমার আসল শত্রু।'

চোখে নাইটফাইন্ডার তুলে ট্রেনের সামনে তাকাল রানা, অন্ধকারে কোথাও কিছু নড়ে কিনা দেখছে।

'ধরে নিচ্ছি, ওরা অপেক্ষা করছে,' শুরু করল রিটা।

'যমজ ভাইরা ভাবছে, কি ব্যাপার, স্টেশনে পৌঁছুনোর আগেই ট্রেন থামছে কেন, আলো নিভিয়ে দেয়ারই বা কারণ কি। বলো তো, কি আশা করছি আমি?'

উত্তর দিতে এক সেকেন্ড দেরি করল রিটা, 'তুমি আশা করছ ব্যাপারটা কি জানার জন্যে ট্র্যাক ধরে এগিয়ে আসবে ওরা?'

'ওরা, কিংবা অন্তত ওদের একজন। আর ঠিক তাই আমার দরকার। শোনো। ওদেরকে সামলানোর পর কারেন্টের সুইচ অফ করব আমি, গেট খুলব, তারপর ফিরে আসব তোমার কাছে। তোমার কাজ হবে খুন করা...'

'কি!'

'খুন অর্থ খুনই বোঝাচ্ছি,' বলল রানা। 'আমি চলে যাবার সাথে সাথে তুমি ধরে নেবে অন্ধকার থেকে এগিয়ে আসবে একজন, লুকিয়ে ক্যাবে ওঠার চেষ্টা করবে। কোন রকম ঝুঁকি নেবে না তুমি। গুলি করবে সরাসরি খুন করার জন্যে। একমাত্র আমাকেই শুধু ট্রেনে ফিরতে দেবে। ঠিক আছে?'

রাজি হলো রিটা, 'হ্যাঁ।'

অটোমেটিক ডোর বাটনে চাপ দিল রানা, টারবাইন অফ করল। যেমন আশা করেছিল, কেবিনের দরজা সহজেই খুলে গেল। উঁকি দিয়ে তাকাল ও, লোহার খুদে ধাপগুলো নিচের দিকে নেমে গেছে।

রিটার দিকে ঘুরল ও, জানত না ওর পিছনে দু'হাত বাড়িয়ে রেখেছিল রিটা, সরাসরি তার আলিঙ্গনের মধ্যে আটকা পড়ল। বাধা দেয়ার কথা ভাববার সুযোগও হলো না, পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো রিটা, চুমু খেলো রানার ঠোঁটে।

'বিদায়চুম্বন না হলেই হয়,' নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল রানা।

'এত হালকাভাবে নিলে?' আহত হয়েছে রিটা। 'ছেলে যখন যুদ্ধে যায়, মা তাকে চুমো খায় না? সব চুমোর মধ্যেই কি সেক্স থাকে, রানা?'

'দুঃখিত,' বলে রিটার মাথার চুল একটু এলোমেলো করে দিল রানা। 'গেলাম তাহলে। যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসব।'

নাইটফাইন্ডার অ্যাডজাস্ট করল ও, সবটুকু উজ্জ্বলতা আর রেঞ্জ দরকার এখন। রিটার দিকে মুখ করে দরজার কিনারা থেকে স্যাঁৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেল নিচের দিকে। দ্রুত নামছে।

শেষ ধাপে অর্থাৎ ট্রেনের তলায় পৌঁছে গলাটা ক্রেনের মত বাঁকা করল রানা, ট্র্যাকের দূরত্ব আন্দাজ পাবার চেষ্টা করছে। অন্তত পনেরো ফুট নিচে ওটা। বিশাল আকারের কংক্রিট পিলার যেগুলোর ওপর ভর করে রয়েছে ট্র্যাক, আর ইলেকট্রিফায়েড বেড়ার মাঝখানে দূরত্ব যথেষ্টই বলা চলে—বারো ফুট।

শেষ ধাপটা শক্ত করে ধরে নিচের দিকে শরীরটা ছেড়ে দিল রানা। শূন্যে ঝুলছে, দুলছে সামান্য। অন্ধকার নিচেটা ঝাপসা মত, তবু নির্দিষ্ট একটা পয়েন্টকে টার্গেট ধরে নিয়ে ঝুলন্ত শরীরটাকে পজিশনে নিয়ে এল, লাফ দিল চোখ খোলা রেখে। নিচের মাটি সমতল এবং শক্ত। পতনটা রানার নিখুঁত হলো, শুধু হাঁটু জোড়া ভাঁজ হলো, হোঁচট খেলো না বা শরীরটাকে গড়িয়ে দিতে হলো না। মাটিতে পা স্পর্শ করা মাত্র হাতে চলে এসেছে অটোমেটিক, পরমুহূর্তে মূর্তি হয়ে

গেল ও, স্থির এবং চুপচাপ, 'গলসের ভেতর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, কান খাড়া।

কালো রাত অস্বাভাবিক শান্ত আর নিস্তব্ধ। বৃষ্টির পর মরু বিশেষ একটা গন্ধ ছড়ায়, মিষ্টি মিষ্টি সোঁদা আর নির্মল, তার সাথে ঠাণ্ডা বাতাস–জুড়িয়ে গেল প্রাণ। সামনে কোন নড়াচড়া নেই। পিস্তলটা উরুর সাথে ঠেকিয়ে এগোতে শুরু করল রানা, ট্র্যাকের উঁচু কংক্রিট অবলম্বনগুলোর কাছাকাছি থাকল, খানিকটা স্বস্তির সাথে লক্ষ করল পিলারগুলোর গায়ে পা ফেলার খুদে ধাপ রয়েছে, প্রতি তিনটে পিলারের একটায়, সম্ভবত মেইন্টেন্যান্স-এর জন্যে।

মাঝে মধ্যে থামল রানা, শব্দ হয় কিনা শোনার আর একটানা কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকানোর জন্যে। হাঁটল বিড়ালের মত নিঃশব্দে, দশ মিনিটের মধ্যে সামনে পরিষ্কার দেখা গেল মরু ডিপো।

স্টেশনের আলো নিভিয়ে রেখেছে ওরা, উদ্দেশ্য ট্রেনের ড্রাইভারকে অসুবিধের মধ্যে ফেলা। এখন রানা সামনে নড়াচড়ার আভাস পাচ্ছে। দীর্ঘ একটা মূর্তি ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে ওর দিকে, যতটা সম্ভব পিলারের কাছাকাছি রয়েছে। লোকটার কাছে একটা শটগান রয়েছে, তৈরি অবস্থায়, পেশাদার ভঙ্গিতে শরীর থেকে দূরে, কাঁধের মাত্র কয়েক ইঞ্চি সামনে বাঁট, ব্যারেল নিচের দিকে নামানো।

পাশে সরে এল রানা, একটা পিলারের গায়ে সেঁটে গেল। একটু পরই প্রতিপক্ষের আওয়াজ শুনল ও, কোন সন্দেহ নেই লোকটা এক্সপার্ট, কারণ শব্দ আসছে শুধু নিয়ন্ত্রিত নিঃশ্বাস পতনের।

রানাকে দেখেনি, সম্ভবত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করে দিল তাকে। রানার পিলারের কাছ থেকে এক ফুট দূরে থাকতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, কান পাতল, পিছন ফিরছে। শটগানের ব্যারেলটা দেখতে পেল রানা।

নড়ে ওঠার আগে লোকটাকে পিলারের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে দিল ও। যখন নড়ল, ভঙ্গি আর গতিটাকে শুধু কেউটের ছোবলের সাথেই তুলনা করা চলে, এ-ধরনের আঘাত আর মৃত্যু সমার্থক। ভারী অটোমেটিকটা শক্তভাবে ধরা ছিল রানার ডান হাতে। হাতটা পিছিয়ে আনল, তারপর সবটুকু শক্তিতে আঘাত করল এম.আর. নাইন। অন্ধকারের ভেতর থেকে আঘাতটা আসছে, কিভাবে যেন টের পেয়ে গেল প্রতিপক্ষ। টের পেল, কিন্তু সরে যাবার সুযোগ হলো না, তার আগেই কানের নিচে আঘাত করল ভি-পি-সেভেনটির ব্যারেল।

হিস্‌স্‌ শব্দে ফুসফুস থেকে বেরিয়ে গেল বাতাস, পতন শুরুর সাথে সাথে গোঙানির আওয়াজও শোনা গেল। মাটিতে পড়ার আগেই লোকটার জ্যাকেট ধরে ফেলল রানা, কিন্তু ধরে রাখতে পারল না। কাঁটাতারের ঘন বুনন থেকে চোখ ধাঁধানো নীল আলো বিচ্ছুরিত হলো, লোকটার অজ্ঞান শরীরকে ঘিরে। ইলেকট্রিফায়েড তার শরীরটাকে নিয়ে খেলল কিছুক্ষণ, বলা যায় প্রায় নাচিয়ে ছাড়ল।

মাংস-পোড়া গন্ধে বমি পেল রানার। কয়েক মুহূর্ত পর স্থির হয়ে গেল দেহটা, বেড়া থেকে খসে গিয়ে পড়ে থাকল মাটিতে। শটগানটা, একটা উইনচেস্টার পাম্প, রানার দু'পায়ের প্রায় মাঝখানে পড়ে আছে।

দৃশ্যটা দেখার সময় চোখে নাইটফাইন্ডার থাকলেও, বেড়ার বৈদ্যুতিক আগুন তার খানিকটা রেশ রেখে গেল রানার চোখে। বিস্ময়ের ধাক্কাটা কখন কাটিয়ে উঠেছে নিজেও বলতে পারবে না ও। ঘন ঘন চোখ পিট পিট করে দৃষ্টি পরিষ্কার করে নিল। তারপর এক হাঁটু ভাঁজ করে তুলল উইনচেস্টারটা, হোলস্টারে চালান করে দিল ভি-পি-সেভেনটি।

পাম্প অ্যাকশন উইনচেস্টার লোড করা রয়েছে। ওটা হাতে নিয়ে সিধে হচ্ছে রানা, পঞ্চাশ ফুট সামনের ট্র্যাক থেকে চিৎকার করল এক লোক।

'ভাই? কি হলো, ভাই? ব্যাটা কাবু হয়েছে?'

অপর গার্ড, নিহত লোকটার যমজ ভাই, পিলার আর বেড়ার মধ্যবর্তী সরু পথটা ধরে এগিয়ে আসছে, থপ থপ আওয়াজ হচ্ছে পায়ের। আগুনের ঝলক আর আওয়াজ শুনে বেরিয়ে এসেছে সে। উইনচেস্টারটা তুলল রানা, মাজল্ তাক করল এগিয়ে আসা লোকটার বুক বরাবর, বলল, 'ওখানেই দাঁড়াও। অস্ত্রটা ফেলো। তোমার ভাই গেছে। থামো, তা না হলে তুমিও যাবে।'

থামল লোকটা, তবে রানার আওয়াজ আন্দাজ করে উইনচেস্টার তোলার জন্যে। প্রথম গুলিটা আসার আগেই একটা পিলারের আড়ালে সরে এল রানা, পিলারের আরেক কোণ থেকে উঁকি দিল, আবার শটগান তুলল লোকটার দিকে।

লোকটা যেন খেপে উঠেছে। এলোপাতাড়ি গুলি করল সে, সেই সাথে ছোট ছোট লাফ দিয়ে এগিয়ে এল, বোধহয় আশা করছে ভাগ্যগুণে লক্ষ্যভেদ করবে। একটাই গুলি করল রানা, নিচের দিকে। মনে হলো হ্যাঁচকা টানে লোকটার পা টেনে নেয়া হলো পিছন দিকে, মুখ থুবড়ে পড়ল সে। বেশ কয়েক সেকেন্ড ফোঁপাল, তারপর আর কোন শব্দ নেই।

নিহত লোকটাকে সার্চ করল রানা। চাবি না পেয়ে সাবধানে সামনে এগোল ও, জানা নেই মরু ডিপোর নিরাপত্তা বিধানে ব্যাকআপ টীম হিসেবে ঝানের আরও লোক আশপাশে আছে কিনা।

দ্বিতীয় লোকটার জ্ঞান নেই, তবে বাঁচবে। একটা গুলিতে তার দুটো পা-ই জখম হয়েছে, রক্তও বেরুচ্ছে প্রচুর, তবে হাড় গুঁড়ো হয়নি বা কোন শিরা থেকে রক্ত ছিটকে বেরুচ্ছে না।

তাকেও খুঁটিয়ে সার্চ করল রানা। চাবি নেই। হতে পারে ট্রেন আসছে শুনে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছিল ওরা, ব্লকহাউসে চাবি রেখেই বেরিয়ে এসেছে। রানার মনে আছে, ছোট্ট ওই ব্লকহাউস থেকে ইলেকট্রিফায়েড বেড়া নিয়ন্ত্রণ করা হয়। নাকি চাবি আর কারও কাছে আছে, রানা আর রিটাকে ফাঁদে ফেলার জন্যে অপেক্ষা করছে তারা?

লাইনের শেষ মাথায় পৌছুতে প্রচুর সময় নিল রানা। চলার পথে রিলোড করল উইনচেস্টার। নিচু বিল্ডিংটা সারাক্ষণ ধরে রাখল চোখে।

চারদিক নিস্তব্ধ। প্ল্যাটফর্মে পৌছুল রানা। কোথাও কিছু নড়ছে না। মোটর র‍্যাম্পটা প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত বিস্তৃত, মনো-রেলের সাথে সংযোগ পাবার জন্যে তৈরি।

বিল্ডিঙের গা ঘেঁষে থাকল রানা, অন্ধকারের ভেতর, চারদিকে লক্ষ রাখছে।

কোথাও কিছু নেই।

অবশেষে আড়াল থেকে বেরুল রানা, হন হন করে ব্লকহাউসের দিকে এগোল। আলো জ্বলছে ওদিকে। গোটা তল্লাট জনমানব শূন্য, বেড়ার ভেতর বা বাইরের মরুভূমিতে প্রাণের কোন চিহ্ন নেই।

বড় ফিউজ বক্স আর মেইন সুইচবোর্ডের কাছে, টেবিলের ওপর রয়েছে চাবির গোছাটা। মাস্টার সুইচ অফ করল রানা, আগেই হাতে চলে এসেছে চাবি, ব্লকহাউস থেকে বেরিয়ে এসে বিদ্যুৎ আছে কিনা নিশ্চিত হবার জন্যে কাঁটাতারের গায়ে উইনচেস্টার ঠেকাল, তালা খুলল মেইন গেটের, কবাট জোড়া যতটা পারা যায় খুলল, যাতে সরাসরি ট্রেন থেকে নেমেই বেরিয়ে যেতে পারে স্যাব।

ভাগ্য সহায় হলে, অ্যামারিলোয় পৌঁছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে টেলিফোন করতে এক ঘণ্টার বেশি লাগবে না ওদের।

ফিরতি পথটুকু একছুটে পেরিয়ে এল রানা। আহত গার্ড এখনও বেহুঁশ, তবে সামান্য গোঙাতে শুরু করেছে। তার ভাই নিঃসাড় পড়ে আছে, মাংস আর কাপড় পোড়া গন্ধ ছড়াচ্ছে বাতাসে।

সামনে, ওর ওপর দিকে, অবশেষে ট্রেনটা দেখতে পেল রানা। লম্বা ট্রেনের একটা দিক প্ল্যাটফর্মের কিনারা থেকে যেন ঝুলছে। ট্র্যাক আর ট্র্যাকের পাশে কার্নিস অর্থাৎ প্ল্যাটফর্ম দাড়িয়ে রয়েছে পিলারের ওপর, পিলারের কিনারা আর রেলের মাঝখানে কার্নিসটা তিন কি চার ফুট চওড়া, নিরেট ইস্পাতের ওপর কংক্রিটের মোটা স্তর দিয়ে তৈরি। না থেমে, সবচেয়ে কাছের লোহার ধাপে পা রাখল রানা, তর তর করে উঠে পড়ল প্ল্যাটফর্মে।

ছুটল রানা কার্নিস ধরে, এক সময় সামনে উঁচু টাওয়ার হয়ে উঠল ট্রেনের সামনেটা। ট্র্যাক আর কার্নিস ঢেকে ফেলেছে ট্রেন, হাঁটু গেড়ে বসে নিচের দিকে উঁকি দিল ও, মনো-রেলের পাশটা দেখল। ক্যাবের দরজা এখনও খোলা, দরজার নিচ থেকে লোহার ধাপগুলো নেমে গেছে মাটির দিকে। ওই ধাপ বেয়েই নেমেছিল রানা।

কিন্তু ট্রেনের সামনে থেকে ধাপগুলোর নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। ট্রেনের নাকের বাঁ কিনারা ঘেঁষে বসল রানা, লম্বা করে দিল একটা হাত। না, সম্ভব নয়, নাগালের বাইরেই থেকে যাচ্ছে ধাপগুলো।

মাটি থেকে ট্রেনে ওঠা সম্ভব নয়, কারণ প্রথম ধাপটা পনেরো ফুট ওপরে। ট্রেনের সামনে থেকে ধাপ লক্ষ্য করে লাফ দিতে পারে রানা, কিন্তু যদি মুঠোর ভেতর একটাকে ধরে রাখতে না পারে তো তিনতলা থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করার মত ব্যাপার হবে সেটা।

রিটাও ওকে এই সমস্যায় কোন সাহায্য করতে পারবে না।

অগত্যা ভাল করে দেখেশুনে লাফই দিল রানা। প্রতিটি লোহার ধাপ ইংরেজী ডি অক্ষরের আকৃতি নিয়ে রয়েছে, একটা ধাপ ডান হাতের মুঠোয় চলে এল, আরেক হাতের তালু ঠেকল ধাপের গায়ে। দুটো হাত ধাক্কা খেলো পরস্পরের সাথে, ডান হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে গেল লোহার ধাপ।

পড়ে যাচ্ছে রানা, ডান হাত মাথার পিছনে বাতাসে খাবলা মারছে। বুকের সাথে ঘষা খেলো ধাপটা, বাঁ হাতের মুঠোর ভেতর শক্ত করে ধরল রানা সেটা।

ঝুলে পড়ল শরীর, ঝাঁকি খেলো প্রচণ্ড, মনে হলো কাঁধ থেকে ছিঁড়ে যাবে বাম হাত। এক কি দু'সেকেন্ড দোলা খেলো ও, ইতিমধ্যে ডান হাত দিয়েও ধরে ফেলেছে ধাপটাকে। আরও এক সেকেন্ড সময় নিল দম ফিরে পেতে। তারপর উঠতে শুরু করল ক্যাবের দিকে।

দরজার খোলা মুখের কাছে মুখ তুলে ডাকল রানা, 'সাবধান, গুলি কোরো না, আমি রানা। কোন বাধা নেই, চলো বেরিয়ে যাই।' ক্যাবে উঠে পড়ল ও, একটু হাঁপাচ্ছে।

কেবিনে রিটা নেই। আবার তাকে ডাকতেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

লাফ দিয়ে কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে চলে এল রানা, লাইটের সুইচ অন করল। গোটা ট্রেন উজ্জ্বল আলোয় হেসে উঠল, এবং ঠিক তখুনি কেবিনের দরজা অপ্রত্যাশিতভাবে বন্ধ হয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে ম্যানুয়্যাল হাতলটা ঘোরাল রানা, কোন লাভ হলো না।

ঘুরে দাঁড়াল রানা, আবার একবার রিটার নাম ধরে ডাকল। ভেহিকল কমপার্টমেন্টের দিকে রওনা হবার আগে পিস্তলটা হাতে নিল ও। যেমন রাখা ছিল তেমনি রয়েছে স্যাব। অথচ রিটার কোন ছায়া পর্যন্ত নেই কোথাও। বোকার মত এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল রানা, আর ঠিক তখুনি কেবিনের অপর দরজাটা ভোজবাজির মত বন্ধ হয়ে গেল দড়াম করে।

'রিটা?' চিৎকার করল রানা। 'কোথায় তুমি? ওরা কি তোমাকে···?'

'ইয়েস, মি. রানা,' দেহহীন একটা অদৃশ্য কণ্ঠস্বর জবাব দিল। 'ঠিক ধরেছেন, মি. মাসুদ রানা। আপনি যেমন, তেমনি মিসেস লুগানিসও আর পালাতে পারছেন না। ও-সব বাজে চিন্তা বাদ দিয়ে বরং সুস্থির হবার চেষ্টা করুন। বেশ বুঝতে পারছি এই মুহূর্তে আপনার বিশ্রাম দরকার, মি. রানা।'

গলাটা চিনতে পারল রানা, পিয়েরে ল্যাচাসির, সরু আর কর্কশ, বেরিয়ে এল লাউডস্পীকার সিস্টেম থাকে। আরেকটা বিস্ময় আবিষ্কার করতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল ওর।

বাতাসে কিসের যেন একটা গন্ধ। মিষ্টি, কিন্তু নাকে ঝাঁঝাল লাগল। তারপরই হালকা মেঘ দেখতে পেল রানা। মেঝের খুদে গ্রিল থেকে একটু একটু করে বেরুচ্ছে–গ্যাস। বুঝতে কিছুই বাকি থাকল না আর।

মনে হলো যেন পাশে দাঁড়িয়ে নিজের আচরণ লক্ষ করছে রানা। অদ্ভুত একটা নির্লিপ্ত ভাব বাসা বাঁধল মনে। নড়াচড়া করতে পারছে, কিন্তু গতি খুবই মন্থর। সিদ্ধান্ত নিতে প্রচুর সময় বেরিয়ে গেল। অক্সিজেন! হ্যাঁ, তাই তো, অক্সিজেন! অক্সিজেন আছে ওর কাছে।

গাড়িতে আছে। প্যাসেঞ্জার সীটের তলায়, একটা সিলিন্ডারে।

এগোবার চেষ্টা করল রানা, মনে হলো ওর চারপাশে সব কিছু দুলছে। বিড়বিড় করে চলেছে ও, 'অক্সিজেন, অক্সিজেন···,' বারবার।

স্যাবের দরজার দিকে হাত বাড়াল রানা, হাতল ঘুরিয়ে খুলে ফেলল। শরীরটা টলছে। দরজার ভেতর মাথা গলাবার জন্যে ঝুঁকল সামনের দিকে, পড়ে গেল।

পতনটা যেন অন্তহীন, অনন্তকাল ধরে নেমে যাচ্ছে ও। ওর চারপাশে

অন্ধকার হয়ে আসছে দুনিয়া। চেতনা হারাবার আগে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখল না।

সাত

সময়ের ক্ষুদ্রতম একটি মুহূর্তে, জ্ঞান ফেরার পর, মাসুদ রানা উপলব্ধি করল কে সে-মেজর মাসুদ রানা, বি.সি.আই-এর একজন ফিল্ড এজেন্ট, যার রয়েছে মানুষ খুন করার বিশেষ লাইসেন্স।

জ্ঞানটুকু অল্পক্ষণ স্থায়ী হলো, সাথে আরামদায়ক, উষ্ণ পানিতে ভেসে থাকার একটা অনুভূতি, যেন ঝুলে আছে। একটা কণ্ঠস্বরও কানে ঢুকল, হ্যালোপেরিডল সম্পর্কে কি যেন বলছে। নামটা চিনতে পারল ও-একটা ড্রাগ, ট্র্যাংকুইলাইজার, হিপনোটিক প্রতিক্রিয়া হয়। তারপরই খোঁচাটা অনুভব করল ও, সুঁই বিঁধল বাহুতে। আবার চেতনা হারাল, বোধ হয় নিজেকেও।

গড, না জানি ক'টা বাজে! স্বপ্ন দেখছিল সে। পরিষ্কার স্বপ্ন, দুঃস্বপ্নই বলা চলে, তার প্রশিক্ষণ পর্ব সম্পর্কে। স্বপ্নের মধ্যে গলার আওয়াজ শুনল সে। মা-বাবার, বন্ধু-বান্ধবের, ছবি দেখল-ট্রেনিং, কমিশন পাবার পর তার প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্ট, আরও কত কিছুর।

জেনারেল বিল এইচ. পিলার নাইট টেবিল হাতড়াল, ডিজিটাল ওয়াচটা খুঁজছে। ভোর তিনটে। আসলে ওই শেষ গ্লাসের হুইস্কিটুকু খাওয়া উচিত হয়নি। নাহ্, মদ্যপান অবশ্যই তার ছাড়া দরকার। নতুন প্রমোশন পাওয়ার পর থেকে এরকম বিচ্ছিরি ঘটনা বেশ ক'বারই ঘটল।

বালিশের ওপর ধপাস করে মাথা দিল সে, ঘামছে। ঘুমিয়ে পড়ল একটু পরই।

ইনফ্রা-রেড গ্লাসের ভেতর দিয়ে দেখছিল পিয়েরে ল্যাচাসি, মলিয়ের ঝানের দিকে ফিরল। 'ভালই কাজ করছে,' মেয়েলি গলায় ফিসফিস করে বলল সে। 'হাতে এখনও প্রচুর সময়। এবার আমি ওকে যুদ্ধ সম্পর্কে কিছু বিশেষ অভিজ্ঞতা দান করব।' মাইক্রোফোনটা নিজের দিকে টেনে নিল সে, কথা বলতে শুরু করল ধীরে ধীরে, নরম সুরে।

ওদের নিচে একটা বেডরূম, সামরিক আদলে সাজানো-তেমন কোন ফার্নিচার নেই, নগ্ন দেয়ালে ব্যক্তিগত কয়েকটা মাত্র ছবি।

গভীর সম্মোহনী ঘুমের ভেতর, জেনারেল বিল এইচ. পিলার মোটেও বালিশ থেকে বেরিয়ে আসা যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর সম্পর্কে সচেতন নয়।

'এখন, জেনারেল,' কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল, 'আপনি জানেন আপনি কে। আপনি জানেন, এবং স্মরণ করতে পারেন আপনার ছেলেবেলা, কৈশোর, আপনার ট্রেনিং, এবং সার্ভিসে ধাপে ধাপে উন্নতির ঘটনাগুলো। উন্নতিগুলো সম্পর্কে আরও কিছু জানাব আমি। আপনার অ্যাকটিভ সার্ভিস সম্পর্কে নতুন তথ্য দেব। নতুন

তথ্য দেব আপনার বর্তমান কাজ সম্পর্কে।' এরপর শুরু হলো বিশদ বর্ণনা। ভিয়েতনামে কি ধরনের বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল জেনারেল। ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা চোখের সামনে মারা গেল, তাদের বাঁচানোর জন্যে নিজ প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়েছিল সে। কয়েকটা উভয়সঙ্কটের ঘটনা বর্ণনা করা হলো। কিছু কিছু ঘটনা নতুন করে ঘটানো হলো, অভিনয়ের মাধ্যমে, সমস্ত আনুষঙ্গিক শব্দ সহ।

ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে উঠল জেনারেল পিলার, পাশ ফিরল, আবার তার ঘুম ভেঙে গেল। গড, অসম্ভব ভারী হয়ে আছে শরীরটা। অথচ সকালে জরুরী একটা কাজ সারতে হবে তাকে। ঘুমালেই স্বপ্ন দেখছে সে, আবার দেখেছে। এবার ভিয়েতনাম চলে এসেছিল।

মরিয়া একটা ইচ্ছে হলো স্ত্রীকে টেলিফোনে ডাকে। কিন্তু বালিশে মাথা ঠেকার সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়ে তার স্ত্রী রোলা, পাক্কা আট ঘণ্টা পর চোখ মেলে। মাঝখানে কেউ যদি কোন কারণে তার ঘুম ভাঙায়, পুরো এক হপ্তা স্নায়ু-পীড়নের ঝুঁকি থাকে।

স্ত্রীর সহানুভূতি আর সেবা পাবার আশা ছেড়ে দিয়ে নিজেকে অভয় দিল জেনারেল পিলার, সকালে সব ঠিক হয়ে যাবে। তা না হলে ভূতে পাওয়া মানুষের মত টলতে টলতে ইন্সপেকশনে বেরুতে হবে তাকে। ঘুম! হ্যাঁ, আরও খানিকটা ঘুম দরকার তার। আরেকবার সময় জানতে পারলে হত। ঘড়িটা যেন কোথায়? ও, হ্যাঁ, টেবিলে। আরে, মাত্র এক ঘণ্টা পর আবার তার ঘুম ভেঙেছে! কি মুশকিল! মাত্র চারটে বাজে! না, এখন বিছানা ছাড়লে শরীরটা কথা শুনবে না। ঘুম যদি নাও আসে, চোখ বুজে বিছানায় পড়ে থাকা ভাল। বিশ্রাম দরকার।

ধীরে ধীরে আবার স্বপ্নের রাজ্যে ফিরে গেল জেনারেল পিলার। এবং সেই সাথে, বেডরূমের ওপরদিকের জানালা থেকে পিয়েরে ল্যাচাসিও আবার ফিসফিস করে কথা বলতে শুরু করল।

ঠিক এ-ধরনের কাজ আর মাত্র একবার করেছে ল্যাচাসি, তখন অবশ্য হাতে আরও বেশি সময় পাওয়া গিয়েছিল। মাইক্রোফোনে হাতচাপা দিয়ে ঝানের দিকে ফিরল সে। 'মন্দ নয়, বুঝলে। ও এখন সত্যি সত্যি বিশ্বাস করছে, অন্তরের অন্তস্তলে, যে ও আসলেই একজন ফোর-স্টার জেনারেল। ব্যাটা সেনাবাহিনীর অফিসার ছিল বলে আমাদের কাজ অবশ্য অনেক সহজ হয়েছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এরচেয়ে ভাল রেজাল্ট আশা করা যায় না। যাতে কোন ফাঁক না থাকে, জ্ঞানগুলো আবার সব নতুন করে দান করব ওকে।' ল্যাচাসি যখন ঝানের সাথে কথা বলছে, নিচের বেডরূমে তখন আরেক দৃশ্য অভিনীত হলো। বেডরূমের দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল হেনরি ডুপ্রে। গা ঢাকা দিয়ে থাকার অদৃশ্য জায়গাটার দিকে মুখ তুলে তাকাল সে, হাসল একবার। তারপর পা টিপে টিপে এগোল সে, যেমন তাকে নির্দেশ দেয়া আছে। বিছানার কাছাকাছি এসে থামল, সময় বদলে দিল ঘড়ির। ঘড়িটা আবার টেবিলে রেখে বেডরূম থেকে বেরিয়ে গেল সে।

আবার বলতে শুরু করল ল্যাচাসি। সে-ও ক্লান্তি বোধ করছে। সাধারণত, তার জানা আছে, টেকনিকটা পুরোপুরি ব্যবহার করার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা খুব কম

সময়, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে অল্প কিছুক্ষণের জন্যে সাবজেক্টের শুধু পারসোনালিটি বদলাতে হবে, তাই প্রথম থেকেই সাফল্য সম্পর্কে তার মনে কোন সন্দেহ ছিল না।

র‍্যাঞ্চে রানাকে ফিরিয়ে আনার সাথে সাথে কাজটা শুরু করেছে ওরা। শুধু হ্যালোপেরিডল ইঞ্জেকশন ব্যবহার করা হয়েছে তা নয়, হিপনোটিক টেকনিকও প্রয়োগ করা হয়েছে। অডিও-হিপনোটিক ইমপ্ল্যান্টের সাহায্যে সংক্ষিপ্ত সেশন-এর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথমে সাবজেক্টের নিজস্ব সমস্ত স্মৃতি মুছে দেয়া হয় মন থেকে, তারপর শূন্যস্থান পূরণ করা হয় নতুন পরিচয় আর স্মৃতি দিয়ে।

নতুন স্মৃতিগুলো অল্প অল্প করে সাবজেক্টের ভেতরে ঢোকানো হয়েছে। কৃত্রিম আইডিয়া, ধ্যান-ধারণা, অভিজ্ঞতা, তথ্য, স্মৃতি ইত্যাদি, ওরা জানে, চব্বিশ ঘণ্টা পর, নারকোটিকের প্রভাব কেটে গেলে, প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করবে সাবজেক্ট। আবার সে আগের পরিচয় ও স্মৃতি ফিরে পাবে। তবে চব্বিশ ঘণ্টা প্রচুর সময়।

প্রথম থেকেই একটা কাঁটাবিশেষ ছিল মাসুদ রানা। প্ল্যান করা হয়, প্রথমে ওকে সমাজ-সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের মুঠোয় আনতে হবে, তারপর ধ্বংস করতে হবে। তবে দেখে যেন মনে হয় স্বাভাবিক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে তার অস্তিত্ব বিলীন হয়েছে। দুর্ঘটনাটা বিশ্বাসযোগ্য হওয়া চাই। অন্তত সও মং প্রথমে এ-ধরনেরই একটা নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু সও মঙের সিদ্ধান্ত বদলাতে পারে, বদলেছেও। পরিবর্তে দ্বিতীয় যে নির্দেশটা দেয় সে, তার বুঝি কোন তুলনা হয় না।

জেনারেলের ভূমিকায় অভিনয় করানোর জন্যে অন্য এক লোককে বেছে রেখেছিল ওরা। ল্যাচাসি এমনকি সেই লোকের ওপর এই টেকনিকটা ব্যবহারও করেছে। ফলাফল, বেচারা এফ.বি.আই. এজেন্ট অকালে মারা গেল।

এরপর সও মং রানাকে টোপ গেলাল, হার্মিসের পুরানো শত্রুকে বড়শিতে গেঁথে নিয়ে এল টেক্সাসে, নার্ভাস করে দিয়ে লক্ষ রাখল তার প্রতিটি নড়াচড়ার ওপর।

সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে। কম করেও তিন ঘণ্টা নিবিড় ঘুম দরকার নতুন জেনারেলের।

গোটা পরিকল্পনাটার কথা ভেবে আপনমনে হাসল ল্যাচাসি। সও মঙের প্রতি শ্রদ্ধায় নত হয়ে এল তার মাথা। মাসুদ রানা, জেনারেল বিল এইচ. পিলার হিসেবে চেইন পাহাড়ে খতম হয়ে যাবে। আর তার ফলে কত লোক যে বিপদে পড়বে আর বিব্রত হবে, কারও সাধ্য নেই হিসেব করে।

আরও পনেরো মিনিট কথা বলে মাইক্রোফোনের সুইচ অফ করে দিল ল্যাচাসি। 'ডোজ আর বাড়াতে সাহস হয় না। সামান্য অস্বস্তিবোধ করবে ও, তবে দায়ী করা হবে মদ্যপানকে। সে-চিন্তাটা খুব ভালভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছি ওর মাথায়। কোন সন্দেহ নেই, তোমার হাতে এই মুহূর্তে একজন ফোর-স্টার জেনারেল রয়েছে। আমার পরামর্শ, সও মং, হেনরি ডুপ্রেকে তুমি নিজে ব্রিফ করো। বেডরুমের ওই লোক অবশ্যই যেন চেইন পাহাড়ে মারা যায়। সবচেয়ে ভাল হয় জেনারেল বিল এইচ. পিলার থাকা অবস্থায় মারা গেলে।'

সও মং হাসল। 'আমার একটা সাধ পূরণ হতে যাচ্ছে। অবশ্যই ডুপ্রের সাথে কথা বলব আমি। সরে এসো এবার, ঘুমুতে দাও ওকে।'

অবশেষে খানিকটা বিশ্রাম পেল জেনারেল পিলার। স্বপ্নগুলো মিলিয়ে গেল, ঘুম হলো স্বাভাবিক। তবে ঘুম ভাঙার পর, জেগে থাকা অবস্থায়, আরেক ধরনের স্বপ্ন দেখেছে সে—রীতিমত উত্তেজক, একটা মেয়েকে নিয়ে, যার চুলের গন্ধ পরিচিত এবং খুব পছন্দ করে ও। মনে হয়েছিল, মেয়েটা ওর দিকে ঝুঁকে রয়েছে। এক পর্যায়ে তার কণ্ঠস্বরও প্রায় পরিষ্কার শুনতে পেয়েছে জেনারেল পিলার। 'রানা,' বলল মেয়েটা। 'মাই ডিয়ার, রানা! এই পিলগুলো খেয়ে নাও, প্লীজ। এগুলো দরকার তোমার। এই নাও...' নরম একটা হাতের স্পর্শ পেল সে মাথার পিছনে, বালিশ থেকে তুলল মাথাটা। তারপর মুখের ভেতর কি যেন ভরে দিল, ঠোঁটে ঠেকল পানির ঠাণ্ডা গ্লাস। ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিল তার, ঢক ঢক করে খেয়ে ফেলল পিলসহ পানিটুকু, বাধা দেয়ার কথা একবার ভাবলও না। 'পিল কাজ শুরু করতে খানিকটা সময় নেবে,' আবার কথা বলল মেয়েটা। 'কিন্তু তারপর নিজের পরিচয় ফিরে পাবে তুমি, চিনতে পারবে নিজেকে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, রানা। আমার দায়িত্ব আমি পালন করলাম!'

পুরোপুরি ঘুম ভাঙার পর এই একটাই স্বপ্ন স্মরণ করতে পারল জেনারেল পিলার। ওর ঘুম ভাঙাল একজন সার্জেন্ট, হাতে কালো কফির কাপ নিয়ে। জেনারেল বুঝতে পারল, রাতে তার ভাল ঘুম হয়নি, কিন্তু কারণটাও তার মনে পড়ল—শালার পার্টিতে বেশি মদ খাওয়া হয়ে গিয়েছিল।

মুখের ভেতরটা শুকনো লাগছে, পেটের ভেতর অস্বস্তিকর আলোড়ন, তবে কাজ করার জন্যে যথেষ্ট সুস্থ সে।

দাড়ি কামাল জেনারেল, শাওয়ার সারল, তারপর কাপড় পরতে শুরু করল। আপন মনে হাসল সে, ফোর-স্টার জেনারেল হতে তেমন কোন বেগ পেতে হয়নি তাকে। যেন সামরিক অফিসার হবার জন্যেই জন্ম হয়েছিল তার। কমব্যাট অভিজ্ঞতা প্রায় অনায়াসে আয়ত্ত করেছে সে। এই পেশা তার ভারি পছন্দ, কারণ রোমাঞ্চের ভক্ত সে। মার্কিন এয়ার স্পেস ডিফেন্সের ইন্সপেক্টর জেনারেল হতে পারা চাট্টিখানি কথা নয়, রীতিমত গর্ববোধ করা উচিত তার।

দরজায় নক হলো। ভেতরে ঢুকল পুরানো লোক, তার অ্যাডজুট্যান্ট, মেজর হেনরি ডুপ্রে। বরাবরের মত কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে জেনারেলকে স্যালুট করল সে।

'গুড মর্নিং, জেনারেল। দিনটা আজ কেমন, স্যার?' সবিনয়ে জানতে চাইল মেজর ডুপ্রে।

'ভয়ঙ্কর, হেনরি, ভয়ঙ্কর! এমন লাগছে যেন নর্দমায় চুবানো হয়েছে আমাকে, পচা পানি আটকে আছে গলায়, কিংবা যেন ল্যাট্রিনের নোংরা পদার্থ গেলানো হয়েছে।'

হেসে ফেলল ডুপ্রে। 'শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, জেনারেল, কাউকে যদি দায়ী করতে হয় তো সে আপনাকেই। কালকের পার্টিতে আপনি কোন সীমা মানেননি।'

মাথা ঝাঁকাল জেনারেল। 'জানি, জানি, আর বলতে হবে না—অ্যান্ড ফর গডস

সেক, আমার ওয়াইফকে কিছু জানিও না। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, বুঝলে, এখন থেকে মাপমত খাব। অনেক কমিয়ে ফেলব, দেখো।'

'আপনার ব্রেকফাস্ট দেব, স্যার? ইচ্ছে করলে আমরা...'

'বাদ দাও, হেনরি, বাদ দাও। আরেক কাপ গরম কফি হলেই চলবে।'

'এখুনি দিচ্ছি, স্যার। এখানে?'

'নয় কেন। তারপর আমরা রওনা হয়ে যাব, কি বলো? তার আগে অবশ্য আজকের অ্যারেঞ্জমেন্ট সম্পর্কে আলাপটা সেরে নেব। আমার যা অবস্থা, সব আবার তোমার কাছ থেকে নতুন করে জেনে নিতে হবে।'

'কি যে বলেন, স্যার!' সশ্রদ্ধ হাসি দেখা গেল মেজর ডুপ্রের মুখে। 'যত মদই খান আপনি, কিছুই আপনি ভোলেন না। সার্ভিসে আপনার মত আর কেউ আছে নাকি!'

'ওই আবার শুরু হলো! এই অভ্যেসটা ছাড়ো এবার, বুঝলে। আমার প্রশংসা না করলেও আমি জানব তুমি আমার ভক্ত এবং লোক হিসেবেও কারও চেয়ে খারাপ নও।'

'অনেক আগে আরও কয়েকজন জেনারেলের অ্যাডজুট্যান্ট ছিলাম আমি, স্যার,' একটু গম্ভীর হয়ে বলল হেনরি ডুপ্রে। 'কেউ বলতে পারবে না তাঁদের আমি প্রশংসা করেছি। তবে সবাই জানে আপনার প্রশংসায় আমি পঞ্চমুখ। যার প্রাপ্য তার প্রশংসা করতে না পারাটা এক ধরনের নীচতা...'

'এবার কিন্তু তুমি আমাকে লজ্জায় ফেলে দিচ্ছ, হেনরি!'

'বেয়াদপি হয়ে থাকলে মাপ করে দেবেন, স্যার,' বলে, হাসতে হাসতে কামরা থেকে বেরিয়ে এল হেনরি ডুপ্রে।

কামরার বাইরে তার জন্যে অপেক্ষা করছে পিয়েরে ল্যাচাসি। 'কেমন দেখলে?' ব্যাকুল স্বরে জানতে চাইল সে।

'তুলনাহীন, অবিশ্বাস্য!' ঘন ঘন মাথা নাড়ল হেনরি ডুপ্রে। 'এমন সাফল্য আশা করা যায় না! কিন্তু স্থায়ী হবে তো?'

'হবে, মেজর ডুপ্রে, হবে– প্রয়োজনের চেয়ে বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে। ভাল কথা, সও মঙের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছ তুমি?'

'কাজটা আমি নিজে করব, আনন্দের সাথে। আপনি চিন্তা করবেন না।' ফিক্ করে হাসল সে। 'জেনারেল আরেক কাপ কফি চাইছে...'

প্রায় ঘণ্টা দুই আগের ঘটনা। একজন ক্যাপটেন, বয়সে তরুণ, পেন্টাগনের স্পেস ইন্টেলিজেন্সে কাজ করে–নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই ডিউটিতে এল। রাতে যারা কাজ করেছে তাদের কেউ কেউ এখনও রয়েছে চারপাশে, তবে ক্যাপটেনকে তারা কেউ বিশেষভাবে লক্ষ করল না। কাজ পাগল বলে খ্যাতি আছে তার।

সকালের এই সময়টায় মেইন কমিউনিকেশন্স টেলিটাইপ মেশিনটা ব্যবহার করা হচ্ছে না। ওটা তার বসের, তিনি একজন জেনারেল, এয়ার অ্যান্ড স্পেস ডিফেন্সের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর দায়িত্বে আছেন। দুই গোছা অতিরিক্ত চাবি রয়েছে ক্যাপটেনের সাথে, জেনারেলের অফিস আর টেলিটাইপ মেশিনের।

ভেতরে ঢুকে ক্যাপটেন দেখল ছোট অফিস স্যুইটটা খালি। আস্তে করে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল সে, টেলিটাইপের তালা খুলে ট্রান্সমিট শুরু করল।

প্রথম মেসেজটা গেল অফিসার কমান্ডিং মুভমেন্টস, ইউ.এস. এয়ার ফোর্স বেস, পিটারসন ফিল্ড, কলোরাডোয়। মেসেজটা হলো:

> Be prepared one small armed contingent consisting approx two officers four sergeants and thirty enlisted men at Air Space Admin staff arrive by road this morning Stop The General Bill H Pillar Inspector Air Space Defence arrive by helicopter flight clearance four-one-two to iv with this group and proceed NORRAD Hq Stop Request you afford all courtesies and assistance Stop Acknowledge and destroy Stop

মেসেজটার নিচে সই থাকল ক্যাপটেনের বসের, নাম এবং পদ সহ। প্রাপ্তিস্বীকার করে পাল্টা একটা মেসেজ এল দশ মিনিটের মধ্যেই। দ্বিতীয় মেসেজটা পাঠানো হলো নোরাড হেডকোয়ার্টারের কমান্ডিং অফিসারের কাছে, ঠিকানা–চেইন মাউন্টেইন, কলোরাডো। মেসেজটা এরকম:

> As favor I advise you my Inspector-General–General Bill H Pillar–will visit you today for non-scheduled inspection Stop Please give him every courtesy Stop Do not Repeat not inform him of this previous warning Stop Acknowledge and destroy stop

এটাতেও সই থাকল ক্যাপটেনের বসের, নাম এবং পদ সহ। খানিক পর জবাবও এসে পৌঁছুল:

> Regret Officer Commanding on leave for one day this day Stop I shall personally see all is in order Stop

মেসেজটার নিচে সই করেছে একজন কর্নেল, অ্যাকটিং কমান্ডিং অফিসার হিসেবে। আপনমনে মুচকি হাসল ক্যাপটেন, সমস্ত কপি ছিঁড়ে ফেলল সে, তারপর ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল টেক্সাসের একটা নম্বরে। অপরপ্রান্ত থেকে সাড়া পাবার পর জানাল এদিক থেকে ক্যাপটেন জিম কথা বলছে।

অপরপ্রান্ত থেকে বলা হলো, 'আমি দুঃখিত, স্যার–আমার বিশ্বাস আপনি রং নাম্বারে ডায়াল করেছেন।' একটু মেয়েলি কণ্ঠস্বর, কিন্তু কর্কশ।

'দুঃখিত আমিও, স্যার, তবে আশা করি কোন ক্ষতি হয়নি, স্যার–ডায়াল করতে ভুল করে ফেলেছি। আশা করি আপনাকে বিরক্ত করলাম না।'

'না-না, মোটেও না,' জবাব দিল পিয়েরে ল্যাচাসি। 'গুডবাই, স্যার।'

জেনারেল পিলার এবং তার অ্যাডজুট্যান্ট মেজর হেনরি ডুপ্রে অফিসার্স মেস থেকে

বেরিয়ে এল. পাহারায় দাঁড়ানো দু'জন প্রাইভেট সোলজার চৌকশভঙ্গিতে স্যালুট করল তাদের। মেস থেকে বেরুবার সময় বেশ কয়েকজন অফিসার জেনারেলকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে জড়ো হয়েছিল। তাদের মধ্যে থেকে অন্তত দু'জন কথাচ্ছলে জেনারেলকে বলেছে, 'জেনারেল, কাল রাতের পার্টিটা কিন্তু দারুণ জমেছিল।'

'এবং চারদিকে আমার সুনাম ছড়িয়ে পড়ছে,' চেহারায় গাম্ভীর্য নিয়ে মন্তব্য করল জেনারেল। 'আজ রাতে এক ফোঁটাও গিলছি না, হেনরি–সেদিকে লক্ষ রাখবে তুমি।'

'আপনি যা বলেন, স্যার।'

অফিসার্স মেসের সামনের প্যাডে কিওয়া (KIOWA) হেলিকপ্টার অপেক্ষা করছিল ওদের জন্যে, দেখে প্রায় গুঙিয়ে উঠল জেনারেল। 'ওহ্ নো! ওটায় চড়ে রওনা হব আমরা! সেরেছে! হেনরি?'

'জ্বী, স্যার, হেলিকপ্টার ছাড়া তো...'

'বেশ, বুঝলাম। এখন আবহাওয়া ভাল হলেই বাঁচি। বুঝতেই তো পারছ খুব বেশি ঝাঁকি আজ আমার সইবে না।'

'ওয়েদার রিপোর্ট চমৎকার, স্যার।'

হেলিপ্যাডের দিকে হাঁটছে ওরা, আজকের কর্মসূচী সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দিচ্ছে অ্যাডজুট্যান্ট মেজর হেনরি ডুপ্রে। 'হেলিকপ্টারে করে এখান থেকে সরাসরি পিটারসন এয়ার বেসে পৌঁছুব আমরা, স্যার। ওখানে একটা ট্রাক থাকবে, ট্রাকে থাকবে ত্রিশজন এনলিস্টেড সৈনিক, কিছু নন্-কমিশনড্ অফিসার, দু'জন অফিসার–তাদের মধ্যে একজন ক্যাপটেন পিয়েরে ল্যাচাসি। ওরা আসলে শো হিসেবে থাকবে, স্যার–আপনি যদি মনে করেন যে নোরাড কমব্যাট অপারেশনস সেন্টারের সিকিউরিটি পরীক্ষা করা দরকার শুধু তাহলেই ওদের কাজে লাগানো হবে। আপনার গাড়ি এবং ড্রাইভারও অপেক্ষা করছে ওখানে, স্যার।'

'গুড। তারপর আমরা সরাসরি চেইন পাহাড়ে চলে যাব?'

'নাম্বার টু এন্ট্রান্সে পৌঁছুব আমরা, স্যার। সেটাই সবচেয়ে ভাল হবে, ওখান থেকে সরাসরি মেইন কমান্ড পোস্ট লেভেলে চলে যাওয়া যায়। আপনি আপনার মেমোতে বলেছেন কমান্ড পোস্ট স্ট্রাকচারের সতর্কাবস্থা পরীক্ষা করাই আসল উদ্দেশ্য–প্রায়োরিটি নাম্বার ওয়ান।'

'হ্যাঁ, একটু একটু মনে পড়ছে যেন...'

হাসল মেজর ডুপ্রে। 'আপনার মনে পড়বে না তো কার মনে পড়বে, স্যার। আমি তো জানি, কিছুই আপনি বেশিক্ষণ ভুলে থাকেন না। প্রমাণও করা যায়। দেখুন, আমি শুধু আভাস দেব, অমনি বাকিটুকু আপনার মনে পড়ে যাবে। ফ্লাইং...'

ভুরু কুঁচকে কি যেন চিন্তা করল জেনারেল। 'না হে, হেনরি, স্মরণ শক্তির বারোটা বেজে গেছে। ব্যাপারটা কি এরকম–ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখার জন্যে কর্মপিউটর টেপগুলো সরাসরি চাইব আমি, তাই কি?'

হেসে উঠল ডুপ্রে। 'ঠিক তাই, স্যার। ফ্লাইং ড্রাগন টেপ সম্পর্কে কিছু বিধি-

নিষেধ আছে। "মোস্ট সিক্রেট" তালিকার একটা আইটেম। কড়া পাহারায় রাখা হয়। ওখানে যারা আছে তাদের কোন ক্ষমতা বা অধিকার নেই হস্তান্তর করার। এমনকি দেখতে দেয়ার ক্ষমতাও নেই। আমাদের উদ্দেশ্য হলো, অত্যন্ত সিনিয়র একজন অফিসারের প্রতিক্রিয়া টেস্ট করা।'

'ঠিক আছে, দেখা যাক কাজ হয় কিনা।' কথা বলতে বলতে হেলিকপ্টারে উঠে বসল জেনারেল। পাইলটের কুশল জানতে চেয়ে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকাল নিজেকে। জেনারেলের পিছু পিছু ডুপ্রেও উঠল, বসল পাশের সীটে।

একটু পরই আকাশে উঠে গেল হেলিকপ্টার। উত্তর-পশ্চিম দিকে রওনা হলো। ওদিকেই কলোরাডোর চেইন পাহাড়।

আট

যাত্রার প্রথম দিকে চোখ বুজে কিছুক্ষণ ঝিমাল জেনারেল। তারপর যখন চোখ মেলল, তাকে বেশ প্রফুল্ল এবং সতেজ লাগল। এক সময় নিজের সীটে ঘুরে বসল পাইলট, ইঙ্গিতে নিচের দিকটা দেখাল। কলোরাডোর উঁচু, নির্মল আকাশে রয়েছে ওরা। দূরে পাহাড়শ্রেণীর চূড়া দেখা গেল, এবড়োখেবড়ো পাথুরে কিনারা।

কয়েক মিনিট পর পিটারসন ফিল্ড আর জেনারেলের জন্যে অপেক্ষারত কনভয়ের দিকে নামতে শুরু করল হেলিকপ্টার। ডুপ্রের চেহারায় নির্লিপ্ত ভাব, জেনারেল গম্ভীর। তাকে হেলিকপ্টার থেকে নামতে সাহায্য করল অ্যাডজুট্যান্ট, জানতে চাইল যান-বাহনের সামনে লাইনে দাঁড়ানো লোকগুলোকে তিনি খুঁটিয়ে দেখতে চান কিনা। কয়েক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে থেকে লোকগুলোকে দেখল জেনারেল, মাথা ঝাঁকাল, তারপর হাড়সর্বস্ব ক্যাপটেনের দিকে এগোল।

ক্যাপটেন স্যালুট করল জেনারেলকে। 'ক্যাপটেন ল্যাচাসি, স্যার।' ল্যাচাসিই পথ দেখিয়ে লাইনের দিকে নিয়ে চলল জেনারেলকে।

'তোমার সাথে আগে কখনও দেখা হয়েছে আমার, ক্যাপটেন?' কঠিন দৃষ্টিতে ক্যাপটেনের দিকে তাকাল জেনারেল।

'না, স্যার।'

স্টাফ কারের দিকে এগোবার সময়, ল্যাচাসি তখন একটু পিছিয়ে পড়েছে, ফিসফিস করে ডুপ্রেকে বলল জেনারেল, 'ক্যাপটেন লোকটা। আমার বিশ্বাস আগেও আমি ওকে দেখেছি, হেনরি।'

'আপনি ওর ফটো দেখেছেন, জেনারেল,' মেজরও নিচু গলায় জবাব দিল। 'এমন কোন কাগজ নেই যাতে ওর ছবি ছাপা হয়নি। দুনিয়ার সেরা একজন প্লাস্টিক সার্জেন সাধ্যমত চেষ্টা করে চেহারার ওইটুকুই বাঁচাতে পেরেছে। ভিয়েতনামীরা বেচারার মুখ পুড়িয়ে দিয়েছিল।'

'বেজন্মা!' ঘৃণার সাথে বিড়বিড় করল জেনারেল।

কনভয়ের আয়োজন দেখার মত। প্রথমে দু'জন মটরসাইকেল আউটরাইডার, তারপর একটা এম/ওয়াম-ওয়ান-থ্রী আর্মারড্ পারসোনেল ক্যারিয়ার। ক্যারিয়ারে

রয়েছে ভারী টুয়েলভ পয়েন্ট সেভেন এম. এম., সাথে দু'জন ক্রু সহ কমব্যাট ট্রুপসের একটা সেকশন। ব্রাউনিঙের বাঁকা সুইভেল মাউন্টিং-এ দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্রুরা।

ক্যারিয়ারের পিছনে রয়েছে জেনারেল পিলারের স্টাফ কার, স্টাফ কারের পর আরেকটা এ.পি.সি.।

স্টাফ কারের ড্রাইভারকে আগে কখনও দেখেনি জেনারেল, দ-এর মত তেড়া-বাঁকা দেহ-কাঠামো। সার্জেন্টের ইউনিফর্ম তার গায়ে জোর করে ঢোকানো হয়েছে। তবে ভালই গাড়ি চালায় লোকটা, যখন যেমন প্রয়োজন ভদ্রতাসূচক আচরণ করতেও জানে। নিজের নিয়মিত ড্রাইভার থাকলে খুশি হত জেনারেল, যদিও এই মুহূর্তে তার নাম ঠিক মনে করতে পারল না সে।

পিছনের সীটে জেনারেলের সাথেই বসেছে মেজর ডুপ্রে, কঙ্কালের মুখ নিয়ে সামনে বসেছে ক্যাপটেন ল্যাচাসি, ড্রাইভারের পাশে। হেলিপ্যাড থেকে ধীরগতিতে রওনা হলো ছোট কনভয়টা পিটারসন ফিল্ডের মেইন গেটের দিকে। স্টাফ কারের একদিকে জেনারেলের সরু উজ্জ্বল পতাকা পত পত করে উড়ছে। জেনারেলের ইউনিফর্মেও তারকা আর ফিতের ছড়াছড়ি।

কোন প্রশ্ন না করে ব্যারিয়ার তোলা হলো। অস্ত্র বাগিয়ে ধরে সম্মান প্রদর্শনে ব্যস্ত হয়ে উঠল গার্ড, স্যাঁৎ করে তাকে পাশ কাটাল স্টাফ কার। অন্যান্য অফিসার আর সৈনিকরাও অ্যাটেনশন ভঙ্গিতে অটল হলো, তারপর একজন ফোর-স্টার জেনারেল যাচ্ছেন বুঝতে পেরে স্যালুট করল তারা সবাই।

প্রায় এক ঘণ্টা পর দেখা গেল পাহাড়ের পাদদেশ ধরে এগিয়ে যাওয়া মিলিটারি রোড ধরে ছুটছে কনভয়। রাস্তা ও আশপাশের এলাকায় কড়া পাহারায় রয়েছে এয়ার ফোর্স আর আর্মি, কিন্তু কেউ ওদেরকে থামাবার চেষ্টা করল না বা কাগজ-পত্র দেখতে চাইল না। ছোট ছোট মিলিটারি পুলিস ডিটাচমেন্টগুলো শুধু অ্যাটেনশন হলো, নির্বাধায় এগিয়ে যেতে দিল কনভয়টাকে।

কনভয়ের আয়োজন সম্পর্কে আরেকবার চিন্তা করল জেনারেল পিলার। দু'জন মটরসাইকেল আরোহী, দুটো ক্যারিয়ারে দু'জন করে চারজন ক্রু, প্রতিটি ক্যারিয়ারে আরও রয়েছে বারো কি তেরো জন করে কমব্যাট ট্রুপসের সদস্য, অফিসার রয়েছে একজন করে। বত্রিশ জন লোক, বেশিও হতে পারে। তার ড্রাইভার, হেনরি আর ক্যাপটেন ল্যাচাসিকে ধরলে পঁয়ত্রিশ জন। বাহ্ চমৎকার! সবার সাথে একটা করে এম সিক্সটিন আর হ্যান্ডগান রয়েছে। মেজর হেনরি ডুপ্রে, ক্যাপটেন পিয়েরে ল্যাচাসি আর ড্রাইভারের কাছেও সাইড আর্মস রয়েছে। এরচেয়ে ভাল প্রোটেকশন আর কি আশা করতে পারে জেনারেল?

'গোটা ব্যাপারটা নিখুঁত হয়েছে, হেনরি–চমৎকার আয়োজন,' বলল জেনারেল, উজ্জ্বল হাসি তার মুখে। 'ওয়েল অর্গানাইজড। ওয়েল ডান।'

'আমি শুধু টেলিফোনের রিসিভার তুলেছি, জেনারেল। সবই তো জানেন আপনি, স্যার।'

দু'মিনিট হলো পাহাড়ে চড়তে শুরু করেছে ওরা, পাশ কাটিয়ে এল একটা সাইড রোডকে, একধারে ছোট একটা সাইনবোর্ডে তীরচিহ্ন সহ লেখা রয়েছে,

নোরাড হেডকোয়ার্টার।

'ওটা, স্যার,' জেনারেলকে জানাল মেজর ডুপ্রে, 'মেইন এন্ট্রান্সের দিকে চলে গেছে। এই রাস্তা ধরে মাইল পাঁচেক উঠব আমরা, তারপর বাঁক নিয়ে পৌঁছুব সাইড এন্ট্রান্সে। আমার বিশ্বাস, পিটারসনের কেউ ইতিমধ্যে খবরটা ওদের কাছে নিশ্চয়ই ফাঁস করে দিয়েছে। কোন সন্দেহ নেই, মেইন এন্ট্রান্স বিল্ডিঙের সামনে জড়ো হয়েছে সবাই।'

'এই রাস্তার শেষ মাথাতেও থাকবে ওরা,' বলল জেনারেল। 'ওদেরকে বোকা মনে করার কোন কারণ নেই। সবাই ওরা জানবে। যেখানেই আমরা পৌঁছুই না কেন, দেখা যাবে সেখানেই আমাদেরকে আশা করছে ওরা।'

প্রায় মিনিট দশেক পর আবার দুই রাস্তার মাথায় পৌঁছুল কনভয়, দ্বিতীয় রাস্তার ধারে একটা সাইন বোর্ড, তাতে তীরচিহ্নসহ লেখা রয়েছে, নোরাড টু।

'আমরা এবার সরাসরি যাব, স্যার। আপনি, স্যার, সুস্থ বোধ করছেন তো?' রাজহাঁসের মত গলাটা বাঁকা করল ডুপ্রে, জেনারেলকে ভাল করে দেখতে চাইছে।

নিজের সীটে ঘুরে বসল কঙ্কালসার ক্যাপটেন ল্যাচাসি। 'জেনারেলের শরীর কি ভাল নয়?'

'ক্যাপটেন,' মেঘের মত গুরুগুরু ডাক ছাড়ল জেনারেল। 'কয়েকটা কথা মনে রাখলে জেনারেলের অবস্থা তোমার মত হাঁদার কাছেও পরিষ্কার হয়ে যাবে। নতুন একটা পদ দেয়া হয়েছে তাকে, পদটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্যাদাসম্পন্ন। স্ত্রীকে একা রেখে বেসে থাকতে হয় তাকে, অফিসারদের পাল্লায় পড়ে রাতে প্রচুর পরিমাণে মদ গিলতে হয়। এরকম অবস্থায় তার সুস্থ থাকার কোন কারণ নেই। অথচ আমি অসুস্থ নই, শুধু একটু অস্বস্তি বোধ করছি।'

ক্যাপটেন ল্যাচাসি একটা শব্দ করল, যার অর্থ হতে পারে কৌতুকটার রসাস্বাদন করতে পেরেছে সে।

'নিজেকে আমার বোকা বোকা লাগছে,' বলে চলেছে জেনারেল। 'যেন আমি একটা পুতুল।' ডুপ্রের দিকে ফিরল সে। 'তুমি আমাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে, ঠিক হ্যায়? যদি আমাকে গাইড করো তাহলে আর কোন সমস্যা হবে না।'

'চিন্তা করবেন না, স্যার—এ-সব আমরা আগেও করেছি।'

'অবশ্যই করেছি,' হাসল জেনারেল। 'এটাই তো আমাদের কাজ, বিশেষ করে তেমন বড় ধরনের কোন যুদ্ধ যখন আমেরিকা করছে না।'

মাথার ওপর থেকে হেলিকপ্টারের একঘেয়ে আওয়াজ ভেসে এল। পাহাড়ের আড়ালে রয়েছে বলে দেখা গেল না, তবে কোন সন্দেহ নেই কনভয়টাকে অনুসরণ করেই আসছে ওটা।

ওরা এখন একটা ফাঁকের মধ্যে রয়েছে—দু'পাশে নিরেট পাথর, আকাশ ছোঁয়া দু'সারি পাহাড়ের মাঝখানে। বাম দিকে ঘুরল কনভয়, বেরিয়ে এল ফাঁকটা থেকে, সেই সাথে ধূসর রঙের রাস্তা চওড়া হয়ে গেল, সাদা ধুলো উঠল পিছনে, সামনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পাথুরে বিস্তৃতি। সামনে আবার আকাশ ছুঁয়েছে পাহাড়শ্রেণী, প্রায় এক মাইল দূরে নিরেট দর্শন একজোড়া গেট, গেটের দু'পাশে কাঁটাতারের উঁচু বেড়া। বেড়ার গায়ে খানিক পর পর একটা করে স্টীল গার্ডার, প্রতিটির

মাথায় বিরতিহীন ঘুরছে একটা করে ক্যামেরা। বেড়ার ওপারে অনেকগুলো বিল্ডিং, আরও অনেক সামনে চেইন পাহাড়ের গম্ভীরদর্শন প্রাচীর।

গেটের সামনে দু'জন জি.আই. দাঁড়িয়ে আছে। কনভয়টাকে ভাল করে দেখার পর তাদের একজন ব্লকহাউসের দিকে ঘুরে গিয়ে চিৎকার করল, ব্লকহাউসটা গেটের ডান দিকে। ব্যারিয়ারের কাছ থেকে কনভয়টা যখন একশো গজ দূরে, ব্লকহাউসের ছোট একটা দরজা দিয়ে একজন অফিসার বেরিয়ে এল। দূর থেকে দেখে মনে হলো হাসছে সে।

কনভয়ের গতি মন্থর হলো, অর্ধবৃত্ত রচনা করে স্টাফ কারের ডান আর বাঁ দিকে চলে এল মটরসাইকেল এসকর্ট। প্রথম এ.পি.সি.ও ঘুরল, ডান দিকে বাঁক নিয়ে লাটিমের মত, থামল গেটের দিকে মুখ করে। নিখুঁত এবং সামরিকসুলভ। আবারও অত্যন্ত মুগ্ধ হলো জেনারেল। লোকগুলো নিজেদের কাজ খুব ভাল বোঝে।

মেজর ডুপ্রের দিকে ফিরে বলল সে, 'পরিচয় ইত্যাদি সব তোমার দায়িত্ব, হেনরি, কেমন? বরাবরের মত আর কি। কোন ঝামেলা চাই না। আমাকে তোমরা কিছুটা নির্লিপ্ত দেখতে পাবে।'

'জ্বী, স্যার!' মেজরকে ভারি তৃপ্ত দেখাল। স্টাফ কারের ইলেকট্রিক জানালা নেমে যাবার সাথে সাথে স্টাফ কারের দিকে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এল একজন নোরাড ক্যাপটেন। বয়সে তরুণ, সত্যি সত্যি মৃদু হাসি লেগে রয়েছে তার ঠোঁটে।

হ্যাঁ, ভাবল জেনারেল, এখানেও ওরা তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিল। কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে তাকিয়ে দেখল এরইমধ্যে একটা অনার গার্ড বেরিয়ে এসেছে, গেটের একেবারে সামনের সমতল জায়গাটায় ঝাঁক বাঁধছে তারা।

যুবক অফিসার চৌকশ ভঙ্গিতে স্যালুট করল।

নীরস, কড়া সুরে কথা বলল মেজর ডুপ্রে, 'জেনারেল পিলার—ইন্সপেক্টর-জেনারেল ইউনাইটেড স্টেটস এয়ার/ডিফেন্স—অফিশিয়ালি তোমার বেস ইন্সপেকশন করতে এসেছেন, ক্যাপটেন।' মসৃণ এবং কড়কড়ে একটা ডকুমেন্ট হস্তান্তর করল সে, ক্যাপটেন সেটার দিকে ভাল করে একবার তাকালও না। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে কি ধরনের ব্যবহার করতে হয় তার জানা আছে।

'ভেরি গুড, স্যার।' মৃদু হেসে ঘাড় ফেরাল ক্যাপটেন, গেট খোলার আদেশ জানাল। 'আপনাকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে আমরা যার পর নাই আনন্দিত, জেনারেল, স্যার। বেস আপনার জন্যে খোলা। আপনার আনন্দের জন্যে যদি কিছু করার থাকে আমাদের...'

'আমরা এখানে আনন্দ-ফুর্তি করতে আসিনি, ক্যাপটেন,' ধমকে উঠল জেনারেল। 'এসেছি তোমাদের অপারেশনস্ রূম দেখতে আর কিছু প্রশ্ন করতে। মাথায় ঢুকেছে, ক্যাপটেন?'

তারপরও যুবক ক্যাপটেনের ঠোঁটে হাসির রেশটুকু অম্লান থাকল। 'জ্বী, স্যার। আপনি যা বলেন, স্যার। আমরা আপনার যেকোন আদেশের জন্যে একপায়ে খাড়া। দয়া করে ভেতরে চলুন, স্যার।'

'জেনারেল চান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাহাড়ের ভেতর ঢুকবেন,' মাঝখান

থেকে কথা বলল মেজর ডুপ্রে।

'রাইট, স্যার। আমাদের অ্যাকটিং কমান্ডিং অফিসার আপনাদের জন্যে অপারেশনস্ রুমে অপেক্ষা করছেন। ওখানে আপনাদের পৌঁছুতে খুব বেশি সময় লাগবে না।'

গেট খুলে গেল, একটা এ.পি.সি-র পিছু পিছু ভেতরে ঢুকল ওরা। বাকি সবাই পেরিমিটারের বাইরে থেকে গেল, গাড়ি থেকে নেমে গেটের বাইরে ও ভেতরে বিভিন্ন পয়েন্টে পজিশন নিল তারা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই জেনারেলের টীম নোরাড হেডকোয়ার্টারের দু'নম্বর প্রবেশপথ সম্পূর্ণ সীল করে দিল।

স্টাফ কার গেটের ভেতর ঢুকে থামতেই অ্যাটেনশন হলো অনার গার্ড, তারপর প্রেজেন্ট আর্ম পজিশনে স্থির হলো।

'হেনরি,' মেজরের মনোযোগ আকৃষ্ট করল জেনারেল পিলার। 'যুবক অফিসারের হাবভাব লক্ষ করেছ? কেমন যেন হালকা ভাবে নিল আমাদেরকে।' স্টাফ কার থেকে নামছে সে।

'হ্যাঁ। কার সাধ্যি আপনার চোখকে ফাঁকি দেয়। সম্ভবত এর আগে ইন্সপেক্টর-জেনারেলদের সংস্পর্শে খুব বেশি আসেনি ছোকরা, স্যার; ভেবেছে হাসিখুশি ভাব দেখালে সুবিধে হবে। ওর নামটা আমি জেনে নেব, স্যার।'

'হ্যাঁ, যেন ভুল না হয়।' ডুপ্রের মনে হলো ছোকরা ক্যাপটেনের ওপর খুব চটেছেন জেনারেল।

'আপনি বোধহয় অনার গার্ড ইন্সপেকশন করতে চান না, তাই না, স্যার?' জিজ্ঞেস করল ডুপ্রে। কিন্তু জেনারেল মাথা নাড়ল, অস্বস্তিবোধ করা সত্ত্বেও নিয়ম ধরে সব কাজ সারতে চায় সে। লাইনের সামনে দিয়ে ধীর পায়ে এগোল, দু'জন অন্তর একজনের সামনে থেমে প্রশ্ন করল দু'একটা।

শেষ লাইনের মাথায় পৌঁছে গার্ড কমান্ডারকে বিদায় দিল জেনারেল, তার তীক্ষ্ণ স্যালুটের জবাব দিল, তারপর ফিরল যুবক ক্যাপটেনের দিকে। 'রাইট,' ধমকের সুরে বলল সে, 'আমি চাই, ক্যাপটেন, আমাকে, আমার অ্যাডজুট্যান্ট আর সঙ্গী ক্যাপটেন সহ, ভেতরে নিয়ে যাবে তুমি।' ঝট্ করে ডুপ্রের দিকে ফিরল সে। 'সঙ্গী ক্যাপটেনের কি যেন নাম বলেছিলে···'

'ল্যাচাসি,' কঙ্কালসার ক্যাপটেন নিজেই জবাব দিল। 'ক্যাপটেন ল্যাচাসি।'

'হ্যাঁ।' ল্যাচাসির দিকে রাগের সাথে তাকাল জেনারেল, যেন লোকটাকে তার পছন্দ হয়নি। 'হ্যাঁ। তুমি, মেজর হেনরি ডুপ্রে, আর ক্যাপটেন ল্যাচাসি। আর কেউ নয়, শুধু এই আমরা চারজন ভেতরে ঢুকব।' যুবক ক্যাপটেনের দিকে আবার তাকাল সে। 'এবং আমি তোমার কমান্ডিং অফিসারের সাথে দেখা করতে চাই।'

জেনারেলের কনুইয়ের কাছ থেকে দ্রুত কথা বলল ডুপ্রে। 'স্যার, আপনার কি মনে হয় না অন্তত জনাছয়েক লোক সাথে থাকলে ভাল হয়···?'

'না, মেজর।' নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকল জেনারেল। 'আমরা যা দেখব সবার তা দেখা উচিত হবে না। ক্লাসিফায়েড, টপ সিক্রেট, এ-সব শব্দের অর্থ বদলে দেয়া একদম পছন্দ করি না আমি। এই আকারের একটা এসকর্ট কেন

আমরা সাথে রাখলাম তা-ও আমার জানা নেই। উঁহুঁ, আমরা ছাড়া আর কেউ ভেতরে ঢুকবে না। এসো, রওনা হওয়া যাক। সারাটা দিন এখানে ঘুর ঘুর করতে আসিনি।...শুধু চারজন...।' কথা শেষ হয়নি, তার আগেই পা বাড়াল জেনারেল, পাঁচিলের মত শক্ত আর সোজা হয়ে আছে পিঠ।

ডুপ্রে আর ল্যাচাসিকে পিছনে ফেলে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে জেনারেল, নোরাড ক্যাপটেন তার পিছু নিয়ে প্রায় দৌড়াচ্ছে। 'আমাদের কমান্ডিং অফিসার, স্যার...'

'ইয়েস?'

'মানে, স্যার...আপনাকে তো আগেই বলেছি, ডিউটিতে রয়েছেন একজন ফুল কর্নেল, অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে। আমাদের কমান্ডিং অফিসার আজ ছুটিতে আছেন, স্যার। ভাবলাম আপনাকে ব্যাপারটা জানানো দরকার...'

মাথা ঝাঁকাল জেনারেল। 'তাতে কিছু আসে যায় না। কেউ একজন থাকলেই হলো।'

পাথুরে প্রাচীরে ঠেকে রয়েছে বিল্ডিংগুলো, আসলে প্রবেশপথটাকে আড়াল করার জন্যে ডিফেন্সিভ ক্যামোফ্লেজ হিসেবে কাজ করছে ওগুলো। কংক্রিট আর ইস্পাতের সাহায্যে যতটা সম্ভব মজবুত করে তৈরি করা হয়েছে, ভেতরে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসের কাজ চলে, পাহাড়ের অভ্যন্তরে ঢোকার টানেলটা সম্পূর্ণ ঢেকে রেখেছে।

নোরাড ক্যাপটেন বক বক করে চলেছে, 'মেইন এন্ট্রান্সে, অর্থাৎ অপরদিকে, স্যার, একটা আন্ডারগ্রাউন্ড পার্ক আছে–গাড়ি রাখা ছাড়াও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হয়। এটাকে খিড়কি দরজা বলতে পারেন...'

একজোড়া স্টীল ডোর পেরিয়ে এল ওরা। নোরাড ক্যাপটেন ছোট একটা পর্দার ভেতর হাত গলাতেই কবাট খুলে গেল। দরজার ওপারে বদলে গেল পরিবেশ, আরেক জগতে চলে এল ওরা। প্যাসেজটা সরু হয়ে গিয়ে চৌকো ধাতব টানেলে পরিণত হয়েছে, প্রতিবার শুধু একজন মানুষ যেতে বা আসতে পারবে। টানেলটা শেষ হয়েছে ছোট একটা কমান্ড পোস্টে, চারজন গম্ভীর মেরিনের দখলে রয়েছে সেটা, স্লাইডিং স্টীল প্যানেলসহ পরবর্তী প্রবেশপথটা পাহারা দিচ্ছে তারা।

গম্ভীর এবং সতর্ক হলেও, ইউনিফর্ম পরা মেরিনরা ওদের সাথে সহযোগিতা করল, কোন প্রশ্ন না তুলেই। নোরাড ক্যাপটেনের কথা শেষ হতে তাদের একজন ইন্টারকমে আলাপ করল, তারপর চারজনেই সরে দাঁড়াল একপাশে–নিঃশব্দে খুলে গেল বিস্ফোরণ-প্রতিরোধক প্যানেল।

পাহাড়ের ভেতর কি আছে জেনারেল বা তার সঙ্গীদের সে-সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। জেনারেলের ব্যক্তিগত বিশ্বাস, এ-ধরনের অন্যান্য সামরিক স্থাপনায় যা সে দেখেছে এখানেও সেরকম কিছু দেখতে পাবে, যদিও সেগুলো তার চোখে অনেকটা যেন মুভি সেট-এর মত লাগে। বড় বড় এলিভেটর থাকে, স্টাফদের আন্ডারগ্রাউন্ডে নিয়ে যাবার কাজে ব্যবহার হয়। কিংবা থাকে খোলা রেলকার, যেমনটা আধুনিক কয়লা খনিতে দেখা যায় আজকাল।

কিন্তু দরজা পেরিয়ে এসে সে-সব কিছুই ওরা দেখল না। ওদের সামনে বিশাল একটা গোলাকার চেম্বার রয়েছে, রিসেপশন এরিয়া বলা যেতে পারে, দেয়ালগুলো নগ্ন পাথর। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত, ফলে ভেতরে গা-জুড়ানো ঠাণ্ডা একটা ভাব। মেঝেতে কার্পেটও আছে, যদিও এটাকে পরিচ্ছন্ন একটা গুহা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

চারটে বড় আকারের ডেস্কে চারজন লোক, চেহারা দেখে মনে হয় দুনিয়ার কোন ব্যাপারেই তাদের যেন কোন আগ্রহ নেই। আড়িপাতা যন্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র এবং বিস্ফোরক অনুসন্ধানী ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলোর দায়িত্বে রয়েছে ওরা। দীর্ঘদেহী, তাম্রবর্ণ কর্নেলের দিকে ভাল করে না তাকিয়ে জেনারেল জানাল, আগে সে ডেস্কগুলো চেক করতে চায়। কর্নেলের বুকে অনেকগুলো রক্তবর্ণ মেডেল আর রিবন, তার পিছনে চারজনের ছোট একটা টীম। টীমের একজন ক্যাপটেন, বাকি তিনজন মেজর। সবার বয়সই ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে।

স্যালুট করল কর্নেল, নিজের এবং অফিসারদের পরিচয় জানাল, কমান্ডিং অফিসারের অনুপস্থিতির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করল সবিনয়ে, সবশেষে সম্ভাব্য সমস্ত বিষয়ে সহযোগিতা এবং সুবিধে প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিল সে।

মাথা ঝাঁকাল জেনারেল পিলার, লক্ষ করল কর্নেল আর তার অফিসাররা প্রত্যেকে সাইড আর্মস্ বহন করছে। কর্নেলকে নিজের স্টাফ মেম্বারদের পরিচয় জানাল সে। অপরদিকে কর্নেলও লক্ষ করল, জেনারেল পিলার ড্রেস ইউনিফর্ম পরে থাকলেও তার স্টাফ অফিসাররা পরে আছে কমব্যাট ড্রেস, এবং দু'জনেই সাইড আর্মস বহন করছে। ব্যাপারটা তার কাছে অশুভ ধরনের কিছু মনে না হলেও, অস্বাভাবিক লাগল। কন্ট্রোল রূম থেকে এখানে আসার আগে কর্নেল একটা অস্বাভাবিক ঘটনার রিপোর্টও পেয়েছে মেইন গেট থেকে—জেনারেল পিলারের ডিটাচমেন্ট ট্রুপস দু'নম্বর মাউন্টেইন এন্ট্রান্স সীল করে দিয়েছে, গেটের বাইরে ও ভেতরে পজিশন নিয়েছে তারা।

কর্নেল আরও লক্ষ করল, জেনারেল তেমন কোন প্রশ্ন করছে না। ব্যাপারটা বেশ একটু উদ্ভট। কাজেই সাথের চারজন অফিসারের উপস্থিতি সম্পর্কে নিজেই একটা ব্যাখ্যা দিল সে—ডিউটিতে থেকে যাবার সিদ্ধান্ত স্বেচ্ছায় নিয়েছে ওরা।

'নিয়ম অনুসারে আর একটু পরই শেষ হয়ে যাবে ওদের শিফট,' বলল কর্নেল, সারা মুখে সগর্ব হাসি। 'কিন্তু ওরা থেকে যাবার প্রস্তাব দিয়েছে ইন্সপেকশনের সময় আপনাকে সাহায্য করবে বলে, জেনারেল।' সে আরও ব্যাখ্যা করল, ডিউটির সময় এই অফিসাররা বিভিন্ন কমান্ড পোস্ট, মেইন কন্ট্রোল রূম আর মনিটরগুলো সুপারভাইজ করে। 'এখানে ডিউটি দেয়া মানে ছয় ঘণ্টার প্রতিটি সেকেন্ড গভীর মনোযোগের সাথে কাজ করা।' কাজ প্রসঙ্গে কথা বলার সময় অস্বাভাবিক সিরিয়াস দেখা গেল তাকে। 'এই মুহূর্তে যারা ডিউটিতে রয়েছে, নিজেদের কাজ নিয়ে তারা এতই ব্যস্ত, আপনার কোন প্রশ্নেরই উত্তর তারা ঠিকমত দিতে পারবে বলে মনে হয় না, স্যার।'

অফিসাররা থেকে যাওয়ায় কর্নেলকে ধন্যবাদ জানাল জেনারেল, জিজ্ঞেস করল প্রথমে কোন্ জিনিসটা তার দেখা দরকার।

'যেটা আপনার খুশি, জেনারেল। আমরা এখানে আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আছি। যে-কোন দিকে যান, যেটা খুশি পরীক্ষা করুন। কেউ কিছু মনে করবে না। আমরা সবাই এখানে সিরিয়াস লোক, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছি, তবু আপনার সন্তুষ্টির জন্যে সবকিছুই দেখতে দেব আপনাকে, প্রয়োজনীয় যে-কোন তথ্য চাইলেই আপনি পাবেন।'

সিরিয়াস লোক? মনে মনে চিন্তা করল জেনারেল। সিরিয়াস লোকের বোধবুদ্ধি এত কম হয় কি করে? তবে, যারা দায়িত্বে থাকে তাদের কাছ থেকে এ-ধরনের সহযোগিতা প্রায়ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়।

এবার মেজর ডুপ্রে ওদের আলোচনার মধ্যে ঢুকে পড়ল। 'আমার ধারণা, জেনারেল বিশেষভাবে জানতে চাইবেন কিভাবে আপনারা ফ্লাইং ড্রাগন কন্ট্রোল করেন, স্যার।'

ট্রাফিক পুলিসের মত একটা হাত তুলল জেনারেল। 'তাড়াহুড়ো করে একটা কিছু গিলিয়ো না তো, হেনরি। এই আউটফিট কিভাবে কাজ করে কর্নেল জানেন। আফটার অল, গোটা দেশের মধ্যে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘাঁটি...'

'ওয়েল,' কর্নেলের কণ্ঠস্বর মার্জিত ও শ্রুতিমধুর। 'কোথাও যদি কোন গোলযোগ দেখা দেয়, আমরাই প্রথম সেটা জানব, স্যার। আমার মনে হয়, এ-প্রসঙ্গেই জানতে চাইছেন আপনি। আমি আপনাকে অনুরোধ করব, প্রথমে আপনি আমাদের মেইন অপারেশনস্ কন্ট্রোল দেখুন...'

'আপনি যা বলেন,' রাজি হলো জেনারেল।

আরও এক জোড়া বিস্ফোরক-প্রতিরোধক দরজার দিকে ইঙ্গিত করল কর্নেল, সিকিউরিটি ডেস্কগুলোর পিছনে অর্ধবৃত্ত আকৃতির দেয়ালের ঠিক মাঝখানে। 'আসুন, স্যার।'

কর্নেলকে অনুসরণ করল জেনারেল, তাদের সাথে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ডুপ্রে আর ল্যাচাসি সহ অন্যান্য অফিসাররা। দরজার পর চওড়া একটা প্যাসেজ, শেষ হয়েছে টি-জাংশন করিডরে। ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে খানিক পরপর দু'পাশে সুইং ডোর দেখতে পেল জেনারেল। নাক বরাবর সামনেও আরেকটা দরজা, বড় বড় সাদা হরফে লেখা রয়েছে, মেইন অপারেশনস্।

একপাশে সরে দাঁড়িয়ে জেনারেলকে ভেতরে ঢোকার পথ করে দিল কর্নেল, বাকি সবাই ওদেরকে সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে অনুসরণ করল।

প্রশস্ত একটা প্ল্যাটফর্মে পৌঁচেছে ওরা, অনেকগুলো চেয়ার আর উঁচু মোটা কাঁচের পর্দা রয়েছে। এই গ্যালারি থেকে সামনের দৃশ্য যে-কোন মানুষকে মুগ্ধ ও অভিভূত করবে।

ওদের নিচে বিশাল এক অ্যামফিথিয়েটার, প্রায় একশো নারী-পুরুষ প্রত্যেকে সামনে থরে থরে সাজানো কমপিউটর ও ইলেকট্রনিক ইন্সট্রুমেন্ট নিয়ে বসে আছে। কীবোর্ড, স্ক্যানার ইত্যাদি নিয়ে সবাই এত ব্যস্ত, যে-যার কাজে তারা এতই মগ্ন, ভুলেও কেউ কারও দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছে না।

ওদের ওপরদিকে, দূরবর্তী বাঁকা দেয়ালে, প্রকাণ্ড আকারের তিনটে ইলেকট্রনিক মারকেটর প্রোজেকশন, প্রতিটিতে পৃথিবীর মানচিত্র। তিনটে

প্রোজেকশনের মাথায় শোভা পাচ্ছে সার সার ডিজিটাল ক্লক, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন সময় দেখা যাচ্ছে ওগুলোতে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, প্রতিটি প্রোজেকশনে অসংখ্য মন্থরগতি রঙিন রেখা রয়েছে–নীল আর সবুজ, চোখ ধাঁধানো সাদা, ঘন কালো, কমলা, আবার কিছু কিছু রেখা বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত, টেকনিকালার।

আটকে রাখা দম ধীরে ধীরে ছাড়লেও, জেনারেলের নাক দিয়ে বাঁশির মত আওয়াজ বেরিয়ে এল। তার মনে পড়ল এই জিনিসেরই ছোট সংস্করণ আগেও দেখেছে সে, তবে এটার সাথে সেগুলোর তুলনা চলে না। 'কর্নেল,' মৃদু কণ্ঠে বলল সে, 'খুব খুশি হতাম আপনি যদি আমার পাশে এসে দাঁড়াতেন। এই অদ্ভুত প্রদর্শনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই আমরা।'

আনন্দের সাথে মেইন কন্ট্রোলের ব্যবহার ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করল কর্নেল। ইতিমধ্যে কক্ষপথে স্থাপিত স্যাটেলাইট ও অন্যান্য স্পেস হার্ডওয়্যারের সঠিক সংখ্যা জানিয়ে দিচ্ছে প্রোজেকশনগুলো, বাঁ দিকের প্রোজেকশন শুধু বিদেশী স্যাটেলাইটের হিসেব দেবে, ডান দিকেরটা দেবে আমেরিকান স্যাটেলাইটের, আর মাঝেরটা মনিটর করবে যে-কোন নতুন স্পেস-ক্রাফটের উপস্থিতি।

মাঝের প্রোজেকশনের আরেকটা গুণ আছে। মুহূর্তের মধ্যে প্রোগ্রাম করা যায়, ফলে মার্কিন অ-মার্কিন যে-কোন স্যাটেলাইটের পারস্পরিক দূরত্ব, অবস্থান, ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ জানা সম্ভব।

'এটাকে আর্লি ওয়ার্নিং প্রোজেকশনও বলা হয়,' ওদেরকে জানাল কর্নেল। 'বিদেশী শক্তি আকাশে নতুন কিছু পাঠালেই এই সেন্ট্রাল স্ক্রীনে ধরা পড়ে যাবে।'

বিশাল ইলেকট্রনিক ম্যাপগুলো অপারেট ও মনিটর করছে অ্যামফিথিয়েটারে বসা টেকনিশিয়ানরা, বিভিন্ন উৎস থেকে ইনফরমেশন সংগ্রহ করে নিয়মিত যোগান দিচ্ছে তারা। 'নতুন যে-কোন তৎপরতার খবর আমাদের ট্র্যাকিং স্টেশনগুলোর একটা থেকে আসবে, সেটা হয় গ্রাউন্ড-বেস নয়তো স্যাটেলাইট স্টেশন হবে। আমাদের নিজেদের স্যাটেলাইট ইনফরমেশন যোগান দেবে যার যার কমান্ড পোস্টকে, কমান্ড পোস্টগুলো এই কমপ্লেক্সের ভেতরেই আছে,' এমনভাবে ব্যাখ্যা করছে কর্নেল, সব যেন পানির মত সহজ। কিন্তু যার বোঝার ক্ষমতা আছে তার পক্ষে বিস্ময়ে স্তম্ভিত না হয়ে উপায় নেই।

কর্নেল বলে চলেছে, 'একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। বিগ বার্ড আর কীহোল টু রিকনিসনস্ স্যাটেলাইটের কথা ধরুন, ডান দিকের প্রোজেকশনে। এই গ্যালারির বাইরের প্যাসেজে রয়েছে ওগুলোর কমান্ড পোস্ট, ওগুলোর কাজ মনিটর করা হবে ওই পোস্ট থেকে। তবে, বলাই বাহুল্য, স্যাটেলাইট থেকে যে তথ্য আসে তার সবই অন্যান্য স্টেশনেও পাঠানো হয়।

'এখন, যদি আমরা কিছু পাই, ধরুন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে, ট্রেস সাথে সাথে পিক করবে সেটা। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আমাদের এস.ডি.এস.–স্যাটেলাইট ডাটা সিস্টেম–ডিটেলস রিলে করতে শুরু করবে। নতুন জিনিসটা কি তা জানার আগেই অ্যাকশন নেব আমরা। তবে এ-ধরনের ঘটনা বিদ্যুৎবেগেই ঘটে, এবং প্রায়ই।'

বলে চলেছে কর্নেল। 'প্রতিটি স্যাটেলাইট সিস্টেমের নিজস্ব হেডকোয়ার্টার রয়েছে, কাজ করছে স্বাধীনভাবে। ওয়েদার স্যাটেলাইটগুলো তথ্য সরবরাহ করছে সরাসরি আবহাওয়া কেন্দ্রগুলোয়, রিকনিসনস্ স্যাটেলাইটগুলো সম্পর্কেও সেই একই কথা।

'এক অর্থে আমরা যেন অনেকটা পুলিস প্যাট্রল,' সরাসরি জেনারেলের সাথে কথা বলছে কর্নেল। 'ওপরে কি রয়েছে দেখতে পাচ্ছি, চেক করছি ব্যাপারটা, প্রাপ্ত তথ্য জায়গামত পাঠাচ্ছি, এবং অ্যাকশন নিচ্ছি।'

'ফ্লাইং ড্রাগন সম্পর্কে কিছু বলছেন না কেন, কর্নেল, স্যার?' জেনারেলের ডান দিক থেকে সবিনয়ে প্রশ্ন করল ডুপ্রে।

গম্ভীর হলো কর্নেল, ওপর-নিচে মাথা দোলাল বারকয়েক। 'দ্যাট'স আ ভেরি স্পেশাল প্রজেক্ট,' বলল সে। 'জেনারেল কি ওগুলোর কমান্ড পোস্ট দেখতে ইচ্ছে করেন? এখানে সম্ভবত সবচেয়ে বড়টাই রয়েছে।'

জেনারেল পিলারের হয়ে মেজর ডুপ্রে আর ক্যাপটেন ল্যাচাসি জবাব দিল। হ্যাঁ, ফ্লাইং ড্রাগনের কমান্ড পোস্ট দেখার জন্যে আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছেন জেনারেল।

'আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, স্যার।' পথ দেখিয়ে ওদেরকে মেইন অপারেশনস্ গ্যালারি থেকে বের করে আনল কর্নেল। বাঁ দিকের প্যাসেজ ধরে খানিকদূর এগোবার পর একজোড়া সুইংডোরের সামনে দাঁড়াল সে, কবাটে লেখা রয়েছে, কে.এস. কন্ট্রোল। 'কিলারস্যাট, স্যার,' ব্যাখ্যা করল কর্নেল, পথ দেখিয়ে নিয়ে এল বড় একটা চেম্বারে।

ভেতরে আধো অন্ধকার। উল্টোদিকের দেয়ালে আলোয় ঝলমল করছে ইলেকট্রনিক মারকেটর প্রোজেকশনের ছোট একটা সংস্করণ—রক্তবর্ণ রেখাগুলো দুনিয়ার ওপরটা অনবরত ঝাড়ু দিচ্ছে। কমপিউটর আর ইলেকট্রনিক সেট নিয়ন্ত্রণ করছে তিনজন টেকনিশিয়ান, একজন অফিসার, দু'জন মাস্টার-সার্জেন্ট।

'ওই দেখুন,' হাত তুলল কর্নেল, এরপর কথা বলল গলা চড়িয়ে, যাতে ফ্লাইং ড্রাগন কমান্ড পোস্ট নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত লোক তিনজন তার কথা শুনতে পায়, 'জেন্টলমেন, জেনারেল পিলার, দা ইন্সপেক্টর-জেনারেল এয়ার স্পেস ডিফেন্স। স্রেফ একটু দেখতে এসেছেন।'

সরে এসে জেনারেলের একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়াল মেজর ডুপ্রে। 'ঠিক বোধহয় তা নয়,' বেশ উঁচু গলায় বলল সে। 'আমার ধারণা, শুধু দেখতেই আসেননি জেনারেল, আরও কিছু ব্যাপার আছে।'

ডুপ্রের দিকে ফিরল জেনারেল, ঠোঁট জোড়া একটা প্রশ্নের আকৃতি পেতে যাচ্ছে।

'আপনার মনে আছে, স্যার,' উৎসাহ দিল ডুপ্রে, জেনারেলের যাতে মনে পড়ে। 'আপনিই তো এখন এখানকার সবচেয়ে সিনিয়র অফিসার।'

ভুরু কুঁচকে উঠল জেনারেলের, চারপাশে তাকাল সে। তার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে কর্নেল, বাকি স্টাফরা ভিড় করে রয়েছে দোরগোড়ার কাছে। ক্যাপটেন ল্যাচাসি রয়েছে স্টাফদের পিছনে, বাইরের করিডরে।

'স্যার, কমপিউটর টেপ আর প্রিন্টআউট,' বলল ডুপ্রে, জেনারেলের ডান কনুইয়ের কাছ থেকে।

'ও, হ্যাঁ, অবশ্যই। দুঃখিত, হেনরি।' হাসল জেনারেল, তারপর গলা চড়াল, 'আপনাদেরকে বিরক্ত করার কোন ইচ্ছে আমার নেই, জেন্টলমেন, তবু আমাকে জানতে হবে এই কমান্ড পোস্টের চার্জে কে রয়েছেন।'

মাঝখানের কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে বসা অফিসার একটা হাত তুলল। 'স্যার।'

'হুক থেকে কমপিউটর টেপগুলো নামাবেন, প্লীজ? প্রিন্টআউটগুলো একটা বাক্সে ভরবেন, প্লীজ? পরীক্ষা করার জন্যে ওগুলো আমি সাথে করে নিয়ে যেতে চাই,' শান্তকণ্ঠে বলল জেনারেল।

ধীরে ধীরে সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অফিসার। 'ভেরি ওয়েল, স্যার,' বিড়বিড় করে বলল সে, বড়সড় কনসোল-এর পিছনে চলে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে টেপগুলো কয়েকটা বাক্সে ভরল সে। কমপিউটর প্রিন্টআউটগুলো ভরা হলো চ্যাপ্টা আকৃতির কয়েকটা মেটাল বক্সে। 'জেনারেল আরও কিছু চান?' জিজ্ঞেস করল সে।

'না, ওগুলো হলেই চলবে,' জেনারেলের হয়ে জবাব দিল ডুপ্রে। 'এদিকে নিয়ে আসুন।'

ফ্লাইং ড্রাগন কমান্ড পোস্ট অফিসার আধো অন্ধকারে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

তারপর হঠাৎ, ক্ষিপ্রবেগে, অপ্রত্যাশিতভাবে, সবাইকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দিল জেনারেল পিলার। গোড়ালিতে ভর দিয়ে চরকির মত আধপাক ঘুরল সে, ফিরল কর্নেলের দিকে, একটা হাত লম্বা করে দ্রুত উঠিয়ে নিল হোলস্টার থেকে কর্নেলের পিস্তলটা।

ঘোরা শেষ হয়নি তখনও, জেনারেলের গলা থেকে চিৎকার বেরিয়ে এল, 'স্টপ! বাক্সগুলো দেবেন না! আমার সাথে ওই লোক দু'জন, ধরুন ওদেরকে। ওরা ভুয়া, নকল, ছদ্মবেশী। জলদি! ধরুন! ধরুন!'

নয়

ব্যাপারটা ঘটেছে সেদিন সকালেই, হেলিকপ্টারে চড়ে পিটারসন ফিল্ডে আসার সময়।

আগের রাতে পার্টিতে বেশি মদ্যপান করায় অস্বস্তিবোধ করছিল জেনারেল, চোখ বুজে ছিল সে, ইচ্ছে ছিল একটু ঝিমিয়ে বা ঘুমিয়ে তাজা করে নেবে শরীরটা। কিন্তু পেশীতে ঢিল পড়তেই জেনারেলের মাথার ভেতরটা কেমন যেন হালকা হয়ে গেল, তারপরই শুরু হলো মানসিক কিছু পরিবর্তন।

প্রথমে তার মনে হলো ব্যাপারটা সিরিয়াস কিছু হবে, সম্ভবত হার্ট অ্যাটাক। মনে হলো ঘোরের মধ্যে রয়েছে সে, অতীতের কিছু ছবি চলে এল মানসপটে।

ছবিগুলো যেন পিছন দিকে ছুটল, বিপুলবেগে, মাঝে মধ্যে শ্লো-মোশনে বিস্তারিত উন্মোচিত হলো, কিন্তু সেগুলোর অর্থ ঠিকমত ধরতে পারল না সে। কিছু কিছু স্মৃতি অক্ষতই থাকল, যেমন সাম্প্রতিক প্রমোশনের ঘটনা, ভিয়েতনাম যুদ্ধের আংশিক অভিজ্ঞতা, তার আগের কিছু দৃশ্য–ছবির রীলটা যেন তাকে শিশুকালে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

মধ্যবর্তী দৃশ্যগুলো ভারী উদ্ভট। একটা মেয়ে, সুন্দরী মেয়ে, তার চুলের গন্ধ ওর খুব চেনা, কাছে এল কয়েকটা পিল নিয়ে। অন্তত তার মনে হলো মেয়েটাকে চেনে সে, চিনল চুলের গন্ধ থেকে। বান্না। টারা। রিটা। রানা। মাসুদ রানা। এম.আর.নাইন।

তারপর জেনারেল চোখ মেলে উপলব্ধি করল সে মোটেও জেনারেল পিলার নয়। তখনও তার মাথার ভেতরটা হালকা লাগছে, আসল সত্য ও বাস্তবতা ধীরে ধীরে আসন গাড়তে শুরু করল তার মধ্যে, যেন খোলা দরজা দিয়ে পরম স্বস্তি দায়ক সুবাতাস বয়ে গেল মনের আঙিনায়।

ঠিক এই উদ্দেশ্যেই ওর কাছে এসে পিলগুলো দিয়ে গেছে সে। নিজেকে ফিরে পাবার সময় কিভাবে তাকে ড্রাগ দেয়া হয়েছে, কিভাবে সম্মোহিত করা হয়েছে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায়নি রানা নতুন একটা ব্যক্তিত্ব দান করা হয়েছিল তাকে, সেটা প্রত্যাখ্যান করে নিজের পরিচয় ফিরে পেয়েছে সে, শুধু সতর্ক থাকল কিভাবে দান করা ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য সুবর্ণ সুযোগ না আসা পর্যন্ত ধরে রাখা যায়।

এটাই তো সুবর্ণ সুযোগ!

ক্ষিপ্রবেগে ঘুরে গিয়ে রানা যখন কর্নেলের পিস্তল ধরছে, দেখল ডুপ্রেও হাত বাড়িয়ে দিয়েছে নিজের অস্ত্রের দিকে, চিৎকার করে বলছে, 'জেনারেলের কথা শুনবেন না! পাগল হয়ে গেছে! ওর কথা শুনবেন না!'

হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল ডুপ্রে, ইতিমধ্যে কর্নেলের বড়সড় কোল্ট পয়েন্ট ফরটি-ফাইভ সহ হাতটা লম্বা করে দিয়েছে রানা, চেম্বারের ভেতর পরপর দুটো বিস্ফোরণ চারদিক থেকে প্রতিধ্বনি তুলল।

মেঝে থেকে ওপরে উঠে গেল ডুপ্রের পা। এক সেকেন্ডের জন্যে শূন্যে ঝুলে থাকল তার শরীর, বুক থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল লাল রক্ত, দড়াম করে ধাক্কা খেলো দেয়ালের সাথে। পরমুহূর্তে ঘুরল রানা, ল্যাচাসিকে খুঁজছে।

কঙ্কালটাকে কোথাও দেখা গেল না।

ভাবে ও ভঙ্গিতে যতটা পারা যায় কর্তৃত্ব ফুটিয়ে রানা নির্দেশ দিল কমপিউটর টেপ আর প্রিন্টআউটগুলো এই মুহূর্তে নির্দিষ্ট জায়গায় ফিরিয়ে দেয়া হোক। 'কর্নেল, আপনার লোকদের অ্যাকশনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলুন। জলদি! জলদি! আমার সাথে যে ট্রুপস এসেছে তারা সহজে হার মানার লোক নয়। প্রতিরক্ষার জন্যে তৈরি হোন।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করল কর্নেল। কমান্ড পোস্টে মৃত্যু আর বারুদের গন্ধ। কর্নেলের দু'জন অফিসার হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করেছে বটে, কিন্তু কি করবে সে-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। এখানে পা রাখার সাথে সাথে

মলিয়ের ঝানের বিপজ্জনক আইসক্রীমের ক্রিয়া টের পেয়ে গেছে রানা। ঝানের লোকেরা আর একটু হলে ঠিকই টেপগুলো হাতিয়ে নিচ্ছিল। এখন শুধু দেখতে হবে দ্বিতীয় চেষ্টায় তারা যেন ওগুলো জোর করে নিয়ে যেতে না পারে।

আবার কর্তৃত্বের সুরে নির্দেশ দিল রানা, এবার জানতে চাইল ল্যাচাসি সম্পর্কে।

'সে চলে…আপনাকে গুলি করতে দেখে…ছুটে পালাল…,' নোরাডের একজন অফিসার তোতলাতে শুরু করল।

'কর্নেল, আপনার প্রতিরক্ষা। সবচেয়ে কাছের বেসকে জানান। আপনার সাহায্য দরকার হবে,' চাবুকের বাড়ির মত তীক্ষ্ণ শব্দ করল রানার কণ্ঠস্বর।

যেন ওর কথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার জন্যেই, ভোঁতা বিস্ফোরণের আওয়াজের সাথে কেঁপে উঠল গোটা চেম্বার। আওয়াজটা এল মেইন এন্ট্রান্সের দিক থেকে।

দোর-গোড়ায় একজন মেরিন এসে দাঁড়াল। 'এন্ট্রান্স ব্লকে অ্যান্টি-ট্যাংক রকেট ছোঁড়া হয়েছে, স্যার,' চিৎকার করে কর্নেলকে জানাল সে, এরইমধ্যে লাফ দিয়ে টেলিফোনের সামনে পৌঁচেছে কর্নেল।

আবার বিস্ফোরণ। পাহাড়ের ভেতর গোটা কমপ্লেক্স কেঁপে উঠল এবার।

দৃষ্টি প্রসারিত করে মেরিনের দিকে তাকাল রানা। 'আমার সাথে যে অফিসার এসেছিল, কোথায় সে?'

'স্যার?'

'হাড্ডিসার লোকটা, কঙ্কালের মত দেখতে…'

'এখানে গুলির আওয়াজ হলো, লোকটা আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে ছুটল, স্যার। বলল সাহায্য আনার জন্যে যাচ্ছে…'

আরেকটা রকেট বিস্ফোরণের সাথে আবার কেঁপে উঠল চেম্বার।

'বুঝতেই পারছ কি ধরনের সাহায্য পাঠাচ্ছে সে,' বলল রানা। 'যেখানে যত লোক পাও সবাইকে জড়ো করো। কর্নেল বাইরে থেকে সাহায্য পাবার চেষ্টা করছেন। তোমাদের এই বেস আক্রান্ত হয়েছে। এটা কোন মহড়া নয়। ইট'স দা রিয়েল থিং। দিস বেস ইজ আন্ডার অ্যাটাক।'

একটু দেরিতে হলেও, এতক্ষণে বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পারল সবাই। কর্নেলের দিকে ফিরল রানা। 'ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে ওরা,' বলল ও। 'অ্যান্টি-ট্যাংক রকেটের সাহায্যে ভেঙেচুরে পথ করে নেবে…'

'শব্দ শুনে মনে হচ্ছে এম/সেভেনটি-টু।' ফ্যাকাসে হয়ে গেছে কর্নেলের চেহারা। 'বুঝলাম না কি ঘটল। আমরা তো প্রায় আরেকটু হলে দিয়েই ফেলেছিলাম…'

'চিন্তা করবেন না, কর্নেল, ওতে আপনার কোন দোষ হয়নি। এখনকার সমস্যা হলো যে-কোন উপায়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করবে ওরা, দরকার হলে নখ দিয়ে খুঁড়ে। কঙ্কালটা সত্যি যদি বাইরে বেরিয়ে গিয়ে থাকে, আরও বেপরোয়া হয়ে উঠবে দলটা। ডিফেন্সের কি ব্যবস্থা নেয়া যায় আমাকে জানাবেন?'

অফিসারদের দ্রুত কয়েকটা নির্দেশ দিল কর্নেল। কিন্তু রানার কাছ থেকে

অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত ইতস্তত করল তারা। ঝানের ড্রাগস সমস্যা সৃষ্টি করছে বুঝতে পেরে কর্নেলের নির্দেশ রানাকে পুনরাবৃত্তি করতে হলো।

'বাইরে আমাদের যে গার্ড ছিল তারা ওদের সাথে লড়ছে,' বলল কর্নেল, ঢোক গিলল। 'বেশ ভালই করছে ওরা, আমার ধারণা। রিইনফোর্সমেন্টও আসছে, কিন্তু আমরা সমস্যায় পড়েছি এখানে–পাহাড়ের ভেতর। প্রথম দরজাগুলো উড়িয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে ওরা, সম্ভবত রিসেপশন এরিয়ায় চলে আসছে। আমার ধারণা দরজার কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা···'

'দরজাগুলো পড়ে গেলে, সরু এন্ট্রান্স ধরে ছুটে আসবে। ঠেকাবার উপায় কি?'

'কিছু গ্রেনেড, সাইড আর্মস আর একজোড়া এ-আর এইটীন।'

'আনান ওগুলো, জলদি!' এ-আর এইটীন, যতটুকু জানা আছে রানার, কমার্শিয়াল আর্মালিট উইপন-এর সর্বশেষ সংস্করণ। পুরোপুরি অটোমেটিক, প্রতি মিনিটে ফায়ার রেট আটশো রাউন্ড, প্রতিটি ম্যাগাজিনে থাকে বিশটা করে। কর্নেলের পিছু নিয়ে আর্মস লকারের সামনে চলে এল ও, মেইন অপারেশনস্ গ্যালারির দরজা থেকে কাছাকাছি দেয়ালে।

অস্ত্রটা হাতে চলে আসতে স্বস্তি বোধ করল রানা, কর্নেলের হাত থেকে ম্যাগাজিনগুলো প্রায় ছিনিয়ে নিল ও। একটা বাদে সবগুলো চালান করে দিল ইউনিফর্ম জ্যাকেটের পকেটে, তারপর লোড করল অস্ত্র।

লকারের দিকে পিছন ফিরল ওরা, আগের চেয়েও জোরাল শব্দে বিস্ফোরণ ঘটল রিসেপশন এরিয়ায়, হোঁচট খেতে খেতে প্রবেশ পথ থেকে মেইন কমপ্লেক্সে পিছিয়ে এল কয়েকজন সৈনিক। তাদের মধ্যে রানা যার সাথে কথা বলেছিল সেই মেরিন লোকটাও রয়েছে।

'দরজা ভেঙে রিসেপশনে ঢুকে পড়েছে ওরা।' লোকটা হাঁপাচ্ছে, রানা দেখল কাঁধ খামচে ধরা আঙুলগুলোর ফাঁক গলে তাজা রক্ত গড়াচ্ছে।

দোরগোড়ায় পৌঁছে স্তম্ভিত হয়ে গেল রানা। বৃত্তাকার রিসেপশন এরিয়ায় একবার চোখ বুলিয়েই বমি পেল ওর। সুসজ্জিত প্রতিটি ডেস্ক চুরমার হয়ে গেছে, আর কোথায় না পড়ে আছে লাশ। কেউ কেউ এখনও মারা যায়নি, তীব্র যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে তারা। ওর নাক বরাবর সামনে মেইন এন্ট্রান্স, সেখান থেকে রিসেপশনের ভেতর ধোঁয়া ঢুকছে।

শত্রুরা সশরীরে এখনও রিসেপশনে এসে পৌঁছায়নি, ভাবল রানা। তবে আসবে, সরু প্যাসেজ ধরে একজন একজন করে আসতে হবে তাদের। দেয়ালের গায়ে কাঁধ ঠেকিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াল ও, অস্ত্রটা ধরে আছে কোমরের কাছে। চোখের কোণ দিয়ে দেখল, কর্নেলও ওর ভঙ্গিটা অনুকরণ করছে। একজন অফিসার, ওদের সাথে ফ্লাইং ড্রাগন কমান্ড পোস্টে ছিল সে, এই মুহূর্তে ওদের পায়ের কাছ থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে, গলা আর মুখের অর্ধেকটাই নেই।

ঝান! দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করল রানা।

হঠাৎ ধোঁয়ার ভেতর সচল মূর্তি দেখা গেল। হার্মিসের লোকেরা ঢুকছে

রিসেপশন এরিয়ায়।

রানা আর কর্নেল, দু'জন একসাথে ফায়ার ওপেন করল, ধোঁয়ার ভেতর অস্পষ্ট গর্তের দিকে ছুটে গেল বুলেটের তৈরি একজোড়া রেখা। গর্তটা হাঁ করে আছে, খানিক আগে ওটাই ছিল একজোড়া স্লাইডিং স্টীল ডোর।

'এ যেন পাতিলের ভেতর মাছ মারছি, জেনারেল!' উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল কর্নেল। অনেকটা সেরকমই, ভাবল রানা। হার্মিসের শয়তানগুলো ডাকাতের মত হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে সরু প্যাসেজ ধরে ছুটে এল, গর্তের মুখ থেকে রিসেপশনে ঢুকতে না ঢুকতে ধরাশায়ী হলো অঝোর ধারায় বুলেট বর্ষণে। ধোঁয়ার জন্যে সামনে কি আছে দেখতে পাচ্ছে না ওরা, ভেতরে ঢুকছে প্রতিবারে একজন। ঝাঁক ঝাঁক বুলেটের ধাক্কায় কেউ সবেগে পিছিয়ে যাচ্ছে, কেউ দ্বিখণ্ডিত হচ্ছে। তারপর হঠাৎ করে নেমে এল আধিভৌতিক নিস্তব্ধতা।

অবশেষে ধোঁয়ার মেঘ হালকা হতে শুরু করল, এবং সেই সাথে সামনে কি ভয়াবহ রক্তগঙ্গা বয়ে গেছে উপলব্ধি করে ভুরু কুঁচকে উঠল রানার।

অস্ত্রটা রিলোড করল ও, আবার দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। বাইরে থেকে আবার একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে এল। তারপর একটা ব্যাকুল চিৎকার।

'কর্নেল? কর্নেল? স্যার? এখানে নোরাডের কোন অফিসার আছেন, ফর গডস সেক?'

'হ্যাঁ,' পাল্টা চিৎকার করল কর্নেল। 'নাম আর র‍্যাঙ্ক বলো। কি ব্যাপার?'

'বাইরে ওরা খতম হয়ে গেছে, স্যার। মেইন এন্ট্রান্সে আমাদের ফোর্স দ্বিতীয় এ.পি.সি.টাকে অচল করে দিয়েছে। রাস্তার ধারে আমি কথা বলছি সার্জেন্ট কাটলার, স্যার।'

রানার দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল কর্নেল। 'ঠিক আছে, জেনারেল। কাটলারকে আমি চিনি।'

রানা সিদ্ধান্ত নিল আপাতত ওর ফোর-স্টার জেনারেল থাকাই সব দিক থেকে ভাল। তাতে অন্তত বেয়াড়া প্রশ্নের হাত থেকে বাঁচা যাবে। ওর প্রধান উদ্বেগ, এখন যেহেতু অপারেশন বুলডগ ব্যর্থ হয়েছে, রিটা হ্যামিলটনকে নিয়ে। তার অবস্থা কি জানার পর মলিয়ের ঝানকে খুঁজে বের করবে ও।

বাইরের অবস্থা ভেতরের চেয়ে কোন অংশে ভাল নয়। নিহতদের সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মেডিকেল টীমের লোকজন, আহতদের চিকিৎসা চলছে। প্রথম এ.পি.সি.-র আগুন এখনও নেভেনি। কাঁটাতারের বেড়ার এক জায়গায় বিরাট একটা ফাঁক দেখা গেল।

নিচের রাস্তা থেকে, দৃষ্টিসীমার বাইরে, মাঝে মধ্যে অটোমেটিক রাইফেলের আওয়াজ ভেসে আসছে।

'ওদিকের খবর কি?' গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল কর্নেল, তাকিয়ে আছে তিনজনের একটা দলের দিকে, ফিল্ড কমিউনিকেশন রেডিওর ওপর হুমড়ি খেয়ে রয়েছে তারা।

জবাব দিল একজন সার্জেন্ট। গার্ডদের সাহায্য করার জন্যে আরও লোক রওনা হয়ে গেছে। দ্বিতীয় এ.পি.সি.টাকে উল্টে দেয়া হয়েছে রাস্তার ধারে,

শত্রুদের দু'একজন যারা বেঁচে আছে তাদের পালানোর পথ বন্ধ।

'এখনও আমাদের মাথায় ঢুকছে না কেন আমরা টেপগুলো ওদের হাতে তুলে দিচ্ছিলাম,' নিজের মনেই বিড়বিড় করছে কর্নেল। 'এমন হবার তো কথা নয়। গোটা ব্যাপারটা কেমন যেন লাগছে আমার কাছে...'

'সব পরিষ্কার হয়ে যাবে–একটু সময় দিন। আপনার কোন দোষ হয়নি, কর্নেল। ওরা এমনকি আমাকেও ফাঁদে ফেলেছিল...'

রেডিও থেকে মুখ তুলে কর্নেলকে ডাকল সার্জেন্ট, জানাল এক মাইল দূরে একটা প্রাইভেট হেলিকপ্টার রয়েছে। 'এক ভদ্রমহিলা, স্যার। ল্যান্ড করার অনুমতি চাইছেন। জিজ্ঞেস করছেন আমাদের সাথে মি. রানা নামে কেউ আছেন কিনা।'

'নামতে দাও ওকে,' নির্দেশ দিল রানা, এখনও জেনারেলের ভূমিকায়। 'গোটা ব্যাপারটা কি নিয়ে আমি জানি। এখানে নিয়ে এসো ওকে।'

বলা যায় না, হেলিকপ্টারে করে হয়তো স্বয়ং মলিয়ের ঝানই আসছে, পিস্তল ধরে রেখেছে রিটা বা বেলাডোনার মাথায়। তবু কপ্টারটাকে নামতে দেয়াই ভাল। যদি ঝান এসে থাকে, তাকে আর খুঁজে বের করতে হবে না। ঝুঁকি থাকলেও, ঝানের সাথে এই মুহূর্তে দেখা করার ঝোঁক দমন করতে পারল না রানা। মনে পড়ল, আসার পথে কনভয়টাকে অনুসরণ করছিল একটা হেলিকপ্টার।

'তাই করব, স্যার?' রেডিও অপারেটর জিজ্ঞেস করল কর্নেলকে।

'জেনারেল যদি বলেন তো করো। হ্যাঁ।'

ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে সার্জেন্টের সামনে দাঁড়াল রানা। 'তুমি আইসক্রীম পছন্দ করো না, ঠিক, সার্জেন্ট?' জিজ্ঞেস না করে পারল না ও, কারণ এইমাত্র অচেনা ফোর-স্টার জেনারেলের নির্দেশ বৈধ কিনা জানার জন্যে ইমিডিয়েট বস্, পরিচিত কর্নেলের শরণাপন্ন হতে দেখেছে একজন সার্জেন্টকে।

হ্যান্ড মাইকের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে মাথা নাড়ল কমিউনিকেশন কর্মী। 'ঘৃণা করি, স্যার, বমি পায়। জিনিসটা এমনকি দেখতেও ইচ্ছে করে না।' হেলিকপ্টারের সাথে যোগাযোগ করার সময় অবাক চোখে জেনারেলকে একবার দেখল সে।

তাড়াতাড়ি ব্যাখ্যা করে কর্নেলকে বোঝাল রানা, এখুনি তাকে বিদায় নিতে হবে। 'কোন সমস্যা হলে হোয়াইট হাউসের সাথে যোগাযোগ করবেন। বলবেন মাসুদ রানা নামে একজনের সাথে দেখা হয়েছিল আপনার। ওরা একটা ব্যাখ্যা দেবে, আশা করি।'

অনেকটা যেন ঘোরের মধ্যে তাকিয়ে থেকে সাদা ধাতব ফড়িংটাকে কমপাউন্ডে নামতে দেখল কর্নেল। ল্যান্ড করার আগের মুহূর্তে নিখুঁতভাবে একপাশে সরে গেল, জ্বলন্ত এ.পি.সি-কে এড়াবার জন্যে। চেইন মাউন্টেইনের সিকিউরিটি ভেদ করে ভেতরে ঢোকার যে ব্যর্থ চেষ্টা মলিয়ের ঝান করেছিল ওটা তার শেষ স্মৃতি।

হেলিকপ্টারটা পুরানো বেল ফরটি-সেভেনের আধুনিক সংস্করণ, টুইন-সিটার। বেলুন আকৃতির ককপিটে মাত্র একজনকেই বসে থাকতে দেখল রানা।

সে যে ঝান নয় তা পরিষ্কার বোঝা গেল। একহারা গড়ন পাইলটের, গায়ে সাদা ওভারঅল আর মাথায় হেলমেট, ছেলে নাকি মেয়ে বোঝার উপায় নেই।

কপ্টারের দরজা খুলে ফেলেছে, ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে, এই সময় পৌঁছুল রানা।

'ওহ্ রানা। থ্যাঙ্ক গড। ওহ্ থ্যাঙ্ক গড, ইউ আর সেফ!'

রানার গলা জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়ল বান্‌না বেলাডোনা, ঘন ঘন গাল ঘষল ওর বুকে, যেন সাত রাজার ধন ফিরে পেয়েছে। লাল চোখ জোড়া ভিজে উঠল, ফোঁপাচ্ছে।

রানা ক্লান্ত, রিটার নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন, ল্যাচাসি পালিয়েছে কিনা জানার জন্যে ব্যাকুল, আরেক চিন্তা: না জানি কোথায় লুকিয়েছে মলিয়ের ঝান, কিন্তু এত সব সত্ত্বেও ওর মনে হলো বান্‌না বেলাডোনাকে আর কখনও কাছছাড়া করা চলবে না।

দশ

নিচে দেখা যাচ্ছে লুসিয়ানা-র জলাভূমি, ইতিমধ্যে সন্ধে হয়ে এসেছে। গলা বাড়িয়ে কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে ঝুঁকল বেলাডোনা, তারপর উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে নিচে তাকাল—ল্যান্ডমার্কটা খুঁজছে, জানে কাছেপিঠেই আছে কোথাও।

মাত্র অল্প কয়েক মিনিট ছিল ওরা নোরাড বেস কমপাউন্ডে, একের পর এক বেলাডোনাকে শুধু প্রশ্নই করে গেছে রানা। কি ঘটেছে? কিভাবে পৌঁছুল সে? রিটার কোন খবর তার জানা আছে কিনা।

শুধু যে উত্তেজিত ছিল বেলাডোনা তাই নয়, আড়ষ্টবোধ করছিল সে, লালচে হয়ে উঠেছিল চেহারা। তবে রানা যত দ্রুতই প্রশ্ন করে থাকুক, সাথে সাথে উত্তর দিয়ে গেছে সে। সাথে একজন লোক থাকলে, হেলিকপ্টার নিয়ে আকাশে উঠতে তাকে কখনও বাধা দেয়নি মলিয়ের ঝান। বেশিরভাগ সময় সে নিজেই থাকত বেলাডোনার পাশে। তার কাছ থেকে, এবং তার পেশাদার পাইলটের কাছ থেকে হেলিকপ্টার চালাতে শিখেছে সে। লাইসেন্স পেয়েছে মাস কয়েক আগে। মনে মনে একটা আশা ছিল তার, হয়তো এই হেলিকপ্টার নিয়েই একদিন পালাতে পারবে সে, যদি পালানোর ইচ্ছে এবং উপায় হয়।

রাতে ঘুম ভেঙে যায় তার। প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা আগের ঘটনা। কার যেন গলা শুনতে পেল সে। মনে হলো ঝানের গলা। ওপরতলায় কোথাও ঝানকে দেখতে না পেয়ে পা টিপে টিপে নিচে নেমে আসে সে। কয়েকজন লোকের সাথে পিয়েরে ল্যাচাসিকে দেখতে পায়। ওদের সাথে রিটাও ছিল।

তারপর হাজির হলো ঝান, চিন্তা-ভাবনা করে নির্দেশ দিল সে। কি যে ঘটতে চলেছে কিছুই বুঝল না বেলাডোনা, তবে শুনল অপর হেলিকপ্টারে করে রানাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আরও শুনল, ঝান বলছে, সব কাজ শেষ হলে কোথায় তারা আবার সবাই মিলিত হবে। 'এখনও আমি জানি না সব কাজ বলতে

কি বোঝাতে চেয়েছে সে। চেইন পাহাড়ের নাম বলতে শুনেছি ওদেরকে, ব্যস ওইটুকু। লর্ড, ইউনিফর্মে তোমাকে যা লাগছে না রানা! এবার তুমি বলো। আসলে ঘটনাটা কি?'

সব কথা পরে বলবে রানা। তার আগে জরুরী তথ্যগুলো পেতে হবে ওকে। ঝান কোথায়? রিটার ভাগ্যে কি ঘটেছে?

'ঝান রিটাকে লুসিয়ানায় নিয়ে যাচ্ছে। ঠিক কোথায় আমি জানি—ল্যাচাসিও ওখানে পৌঁছুবে, দেখো।' আনন্দে উদ্ভাসিত চেহারা হঠাৎ কালো হয়ে গেল বেলাডোনার। 'সে যে কি ভয়ঙ্কর, তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না, রানা! আমি জানি রিটাকে নিয়ে কি করবে ওরা। ঝান একবার ওখানে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। মাই গড!' শিউরে উঠে দু'হাতে মুখ ঢাকল সে।

বেলাডোনার কাঁধে হাত রেখে মৃদু ঝাঁকি দিল রানা। 'এখন ভয় পাবার বা মুষড়ে পড়ার সময় নয়। যা জানো সব বলো আমাকে। জলদি!' তাগাদা দিল রানা, কিন্তু চেহারা ওর সম্পূর্ণ শান্ত। 'তুমি ঠিক জানো রিটাকে ওরা লুসিয়ানায় নিয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ, নিজের কানে শুনেছি। স্বপ্নেও ভাবিনি ওখানে আবার যাবার কথা ভাবতে হবে আমাকে। কিন্তু রিটাকে বাঁচাতে হলে…আমাদের দেরি করা উচিত হচ্ছে না, রানা! ওখানকার লোকেরা চেনে আমাকে। আমরা যদি তাড়াতাড়ি করি, রিটাকে নিয়ে ঝান পৌঁছুনোর আগেই আমরা হয়তো…।' মুখ থেকে হাত সরাল বেলাডোনা।

'কেন? কিভাবে?' দ্রুত জিজ্ঞেস করল রানা। 'কিসে যাচ্ছে ওরা?'

'গাড়িতে করে, রানা। প্রথম থেকেই ওরা রিটার লাশ দেখতে চেয়েছে। আমি জানতাম। ঝান শুধু তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু রিটাকে নয়। এখন শুধু বাকি আছে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা—যেন সময়মত পৌঁছুতে পারি আমরা। তুমি জানো না, রানা—কিন্তু আমি জানি রিটাকে নিয়ে কি করবে ওরা…'

ক'মিনিট পর হেলিকপ্টার নিয়ে আকাশে উঠে আসে ওরা। আর এখন, দীর্ঘ যাত্রার শেষ দিকে, পৌঁছে গেছে লুসিয়ানার জলাভূমির ওপর। চারদিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে সন্ধ্যার কালিমা।

পাইলট হিসেবে বেলাডোনার দক্ষতা লক্ষ করে একাধারে খুশি এবং বিস্মিত হলো রানা। হেলিকপ্টারটাকে খেলনার মত অনায়াসে সামলাচ্ছে সে, যেন প্রতিদিনই এটাকে নিয়ে আকাশে ওঠে।

হেসে উঠে বলল সে, 'অল্প সময়ের জন্যে হলেও এটার সাহায্যেই ঝানের কাছ থেকে খানিকটা দূরে সরে আসার সুযোগ হাতে আসে আমার। মজার ব্যাপার কি জানো, চালাতে শেখার সময় থেকেই আমি জানতাম, এটাই আমাকে পালাতে সাহায্য করবে। করছেও ঠিক তাই!'

মেইন ল্যান্ডিং লাইটের সুইচ অন করল সে। গতি কমিয়ে এনে শূন্যে প্রায় দাঁড় করিয়ে ফেলল হেলিকপ্টারকে। উঁকি দিয়ে নিচে তাকাল। 'ওই!' হঠাৎ বলে উঠল বেলাডোনা। 'ওটাই! চিনতে পেরেছি আমি। উঁচু জমিটা—একজোড়া জলাভূমির মাঝখানে।'

বাড়িটার অবস্থা খুব কাহিল, অল্প আলোয় আরও বিধ্বস্ত লাগল দেখতে। সি.আই.এ. চীফ কলিন ফর্বসের কথা মনে পড়ল রানার। ঝান র‍্যাঞ্চে তদন্ত কাজে যাকেই পাঠানো হয়েছে তারই লাশ পাওয়া গেছে লুসিয়ানার জলাভূমিতে।

'চোখকে বিশ্বাস কোরো না, রানা!' আবার হেসে উঠল বান্‌না বেলাডোনা, যেন রানার মনের কথা ধরে ফেলেছে সে। 'বাড়িটার দেখাশোনা করার জন্যে ঝানের দু'জন লোক আছে ওখানে। বাইরেটা স্রেফ খোলস, বুঝলে! ভেতরটা দেখলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে! রাজপ্রাসাদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।'

ছোট্ট বেলটাকে কাত করল বেলাডোনা প্রতি মুহূর্তে নিচে নামছে ওরা। বক বক করে চলেছে সে। জলাভূমির দূর প্রান্তে সমতল জায়গা থাকার কথা, সেখানে ল্যান্ড করবে সে। 'চারদিকে অনেকগুলো মারশ্ হপার রাখা আছে ঝানের। তবে ভুলেও মারশ্ হপার নিয়ে রাস্তার কাছাকাছি যাওয়া ঠিক হবে না। আমরা এখানে পৌঁচেছি সেটা তাকে জানতে দেয়া চলবে না।'

বেলাডোনার কথায় যুক্তি দেখল রানা। ঝান ওরফে নতুন সও মঙের সাথে জিততে হলে নির্ভেজাল, পরিপূর্ণ বিস্ময় একটা অস্ত্র হিসেবে কাজ করতে পারে। ফ্লাইং ড্রাগন নিয়ন্ত্রণ করার চাবি সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হবার পর হার্মিসের কি অবস্থা দাঁড়াবে আন্দাজ করার চেষ্টা করল ও। ওদের এই অপারেশনের পিছনে বহু টাকা ব্যয় হয়েছে। নতুন কাজে হাত দেয়ার জন্যে নতুন ফান্ড দরকার হবে। নিজেদের মধ্যে কোন্দল শুরু হওয়াও খুব স্বাভাবিক। লোকবলও অনেক কমে গেছে। সদস্যদের আস্থা হারাবে নেতারা। 'এখনও তোমাকে ধন্যবাদ জানানো হয়নি।' ঘাড় ফিরিয়ে বান্‌না বেলাডোনার দিকে তাকাল রানা, নিচের জলাভূমির কিনারায় স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে।

'চেইন পাহাড় থেকে তোমাকে ছিনিয়ে আনার জন্যে?' সমতল জমির দিকে নেমে যাচ্ছে ওরা। নিচে ধুলো উড়তে শুরু করল। ধীরে ধীরে মাটি স্পর্শ করল হেলিকপ্টার। আলো নিভিয়ে দিল বেলাডোনা। স্তব্ধ হয়ে গেল এঞ্জিন। মাথার ওপর রোটর ঘুরছে, নিজেদের সীটে বসে থাকল ওরা।

'না, বান্‌না। তোমার ধন্যবাদ পাওনা হয়েছে অন্য কারণে। ওরা আমার ওপর ড্রাগ ব্যবহার করল, আমাকে সম্মোহিত করল, তারপরও আমি ওদের ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিতে পারলাম–কেন? সবটাই তোমার কৃতিত্ব, বান্‌না। আমার ঘুমের মধ্যে তুমি যা করেছ সেজন্যে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। আচ্ছা, আমার যে প্রতিষেধক লাগবে তুমি জানলে কিভাবে?'

বিরতি নিল বেলাডোনা। 'ও, ওই ব্যাপারটা? ভেবে দেখো, ডিয়ার, তোমার জন্যে কিছু করতে পারছি না বুঝতে পেরে অস্থির হয়ে ছিলাম আমি। আসলে যা করেছি সবই বোকার মত। তোমাকে দেখে ধরে নিই, ওরা তোমাকে ড্রাগস দিয়েছে। প্রতিষেধক খুঁজে বের করি ঠিকই, কিন্তু ওখানে অনেক রকম ওষুধ ছিল। তোমাকে যেটা দিয়েছি সেটায় কাজ হয়েছে ভাগ্যগুণে। তুমি মারাও যেতে পারতে, রানা।'

'যাক, তুমি বোকামিটা করায় এ-যাত্রায় বেঁচে গেছি আমি–ধন্যবাদ, বান্‌না। ঝান আর ল্যাচাসির প্ল্যান তোমার দ্বারাই ব্যর্থ হয়ে গেল।'

নিরেট দেয়ালের মত রাত নামল ওদের চারপাশে। বোতাম টিপে আবার আলো জ্বালতে হলো বেলাডোনাকে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল ওরা, তারপর বেলাডোনা বলল, 'তুমি আমাকে সব কথা বলবে না, রানা? সব আমি জানতে চাই। কিছু কিছু জানি বটে, তাতে আরও বেশি জটিল লাগছে…জটিল আর ভীতিকর। কি করতে যাচ্ছিল ওরা–কেন? এ থেকে কি প্রচুর টাকা কামাত?'

'কয়েকশো কোটি বা কয়েক হাজার কোটি ডলার,' সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে প্রসঙ্গটা বাতিল করে দিল রানা। 'চলো, মারশ্ হপারটা খুঁজে বের করা যাক। নোংরা লাগছে নিজেকে, শাওয়ারের নিচে দাঁড়াতে চাই। বিষধর ঝানের সামনে দাঁড়াবার আগে খানিকটা বিশ্রামও দরকার আমার।'

'হ্যাঁ,' স্ট্র্যাপ খুলতে খুলতে বলল বেলাডোনা। 'হ্যাঁ, সে যে বিষধর তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

ঠিক যেখানটায় থাকার কথা বলেছিল বেলাডোনা সেখানেই পাওয়া গেল মারশ্ হপার, সামনে ছোট একটা স্পটলাইট ফিট করা রয়েছে। এঞ্জিন চালু করার পর আলো জ্বালল সে।

প্রাচীন বাড়িটাকে ঘিরে থাকা বিলের কাছাকাছি চলে এল মারশ্ হপার, এই সময় একটা আলো জ্বলে উঠল, সম্ভবত বারান্দা থেকে। অস্ত্রের জন্যে হাত বাড়াল রানা, কিন্তু বেলাডোনা ওর কব্জি চেপে ধরল।

'ব্যস্ত হয়ো না, রানা। বাড়িটায় ঝান পুরুষ বলতে শুধু এক বোবা কালাকে রেখেছে। তার নাম ডেলাভাইল।'

'শুনে খুশি হলাম,' বিড়বিড় করল রানা।

'ডেলাভাইল আর একটা মেয়েলোক, সিলভিয়া–রান্নাবান্নায় সাংঘাতিক ভাল হাত।' হেসে উঠল বেলাডোনা। 'অন্তত খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে আমাদের কোন সমস্যা হবে না, রানা। ওই যে, ওকে দেখতে পাচ্ছি আমি। ডেলাভাইল, আলো ফেলে পথ দেখাচ্ছে আমাদের।'

ছোট একটা জেটির পাশে থামল মারশ্ হপার। নরম ভঙ্গুর ধাপ বেয়ে প্রধান দরজার সামনে চলে এল ওরা। রানা পিছনে থাকল, ভেতরে ঢুকল বেলাডোনার পিছু পিছু।

বেলাডোনার কথা মিথ্যে নয়। ভেতরটা সত্যি প্রাসাদতুল্যই বটে।

ডেলাভাইলের সাথে কথা বলল বেলাডোনা, সরাসরি তার দিকে মুখ করে থাকল সে, অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে প্রকাশ করল মনের ভাব। ওদেরকে একবার দেখে নিয়ে নিজের চারদিকে চোখ ফেরাল রানা। প্রতিটি দেয়ালে ভারী সিল্কের পর্দা ঝুলছে। চারদিকে অ্যান্টিকস ফার্নিচারের ছড়াছড়ি, ফুলদানিতে তাজা ফুল।

'মি. ঝান এসেছেন এখানে?' জিজ্ঞেস করল বেলাডোনা।

মাথা নাড়ল ডেলাভাইল।

'কি বলছি ভাল করে বোঝার চেষ্টা করো, ডেলাভাইল,' বলল বেলাডোনা। 'মারশ্ হপারটা নিয়ে এমন কোথাও রেখে এসো যেন কেউ দেখতে না পায়। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল ডেলাভাইল।

'তারপর সিলভিয়াকে বোলো, খাবার আর পানীয় দরকার আমাদের। মেইন বেডরূমে। কেমন?'

ওপর-নিচে ঘন ঘন মাথা-দোলাল ডেলাভাইল, ঠোঁটের কোণ দু'কান পর্যন্ত বিস্তৃত করে খিক্‌খিক্ শব্দে হাসল সে।

'এবার, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বলি তোমাকে। বুঝতে পারছ তো? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মি. ঝান এখানে আসছেন। পাহারায় থাকবে, যাতে সে দূরে থাকতেই তুমি তাকে দেখতে পাও। সে মারশ্ হপার নিয়ে আসবে, তাই না? তাকে আসতে দেখলে কি করবে তুমি? ছুটে এসে আমাদের ঘুম ভাঙাবে। তাকে দেখামাত্র সাথে সাথে, কেমন? তারমানে তোমাকে হয়তো সারারাত জেগে পাহারা দিতে হবে। বিনিময়ে কি পাবে তুমি, ডেলাভাইল? কি তোমার শখ?'

আনন্দে ও শ্রদ্ধায় চোখ বুজে হাসতে লাগল বোবা লোকটা, মাথা নাড়ছে।

'ঠিক আছে, উপহারটা কি হবে আমি নিজেই ঠিক করব। কিন্তু কাজটা তুমি পারবে তো, ডেলাভাইল?'

আবার মাথা ঝাঁকাল ডেলাভাইল, এত জোরে যে মনে হলো ঘাড় থেকে মাথাটা ছিঁড়ে পড়ে যাবে।

'ডেলাভাইল খুব ভাল লোক, যা বলা হয় তাই করে।' রানার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল বেলাডোনা। 'আমরা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ, রানা। নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম নিতে পারি। ঝান আসছে দেখলেই ডেলাভাইল আমাদেরকে জাগিয়ে দেবে। খবর পেলে আর চিন্তা কি, তার জন্যে তৈরি থাকব আমরা।'

'ঠিক জানো···?'

'ঠিক জানি।' রানার হাত চেপে ধরল বেলাডোনা, মৃদু টান দিল, সিঁড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

মাস্টার বেডরূমটা বিশাল, কার্পেটটা এত পুরু যে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে যায়। এমনকি বিছানাতেও ঝান বৈশিষ্ট্যের ছাপ রয়েছে–এত বড় যে গোটা একটা পরিবার ঘুমাতে পারবে। চারকোণের স্ট্যান্ড চারটে রূপোর তৈরি, খাটের মাথা থেকে বিছানার দিকে নেমে এসেছে সোনালি পাতাবাহার, খাটের গায়ে সূক্ষ্ম কারুকাজ, বহুরঙে রাঙানো।

বাথরূমটাও বিশাল, বাথটাব সহ অন্যান্য আধুনিক ফিটিংস দিয়ে সাজানো। বাথটাবে নিজেদের নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিল ওরা, সিলভিয়ার প্রথম এবং দ্বিতীয় ডাক ওদের কানেই ঢুকল না। মেয়েটা জানিয়ে গেল, বেডরূমে ওদের খাবার দেয়া হয়েছে।

তারপর কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে বিছানায় বসল ওরা খাবার সামনে নিয়ে। প্রচণ্ড খিদে লেগেছে, সেটাই কারণ, নাকি সুন্দরী নারীর সান্নিধ্য পেয়ে ব্যাপারটা ঘটল ঠিক বলতে পারবে না রানা, তবে রাক্ষসের মত খেলো ও।

শুধু যে খেলো তাই নয়, প্রেমও করল ওরা। প্রথমবার অস্থিরতার সাথে, ব্যাকুলভাবে। পরের বার আস্তে-ধীরে, পরস্পরের ভাল লাগার প্রতি লক্ষ রেখে, তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করল একে অপরকে। তারপর আলো নেভাল

বেলাডোনা, রানাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ল নিশ্চিন্তে।

প্রথমে রানার মনে হলো স্বপ্ন দেখছে। গুলির শব্দ। ধ্যেৎ, অতীতের কোন দুঃস্বপ্ন হবে। তারপরই ঝট্ করে খুলে গেল চোখের পাতা। এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল ও, অন্ধকারে কান পাতল।

বুঝতে পারল, স্বপ্ন নয়। আরও দু'বার জোরাল শব্দ হলো গুলির। বেলাডোনার দিকে হাত বাড়াল রানা। কিন্তু বিছানায় নেই সে।

আলো জ্বালল ও, মেঝেতে পা পড়ার আগেই তোয়ালে আর পয়েন্ট ফরটি-ফাইভের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

তোয়ালেটা আছে, কিন্তু অটোমেটিকটা নেই। বিছানার পাশে নাইট টেবিলে রেখেছিল ওটা।

কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে আবার আলো নেভাল রানা, অন্ধকারে হাতড়ে দরজার দিকে এগোল। গুলির আওয়াজ এখনও যেন বাড়ির ভেতর প্রতিধ্বনি তুলছে। নিচতলায়, ভাবল ও। সচল হাঁটু ভাঁজ হলো, খালি পা কার্পেটের ওপর কোন শব্দ করছে না।

থামল রানা, আবার কান পাতল, ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে সিঁড়ির মাথায়। সিঁড়ির নিচে, একপাশে, একটা দরজা। মনে হলো দরজার পিছন থেকে শব্দ আসছে। আলো যে আসছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বান্না, ভাবল রানা। ধড়াস ধড়াস করছে বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড। ঝান পৌঁচেছে, কিন্তু বোবা লোকটা ওদেরকে সাবধান করে দেয়নি। ঠিক তাই ঘটেছে, আর নয়তো বেলাডোনা একাই দাঁড়িয়েছে ঝানের সামনে।

নামতে শুরু করল রানা, সাবধানে। দরজার ঠিক বাইরে থামল ও। ভোঁতা শব্দ বেরিয়ে আসছে ভেতর থেকে। ধীরে ধীরে শব্দগুলো চেনা গেল, ফোঁপানোর আওয়াজ, দুর্বোধ্য শব্দ করে কে যেন করুণা ভিক্ষা চাইছে। আর দেরি না করে আস্তে ঠেলা দিল রানা। খুলে গেল কবাট।

দেখল ঝান নাটকের শেষ দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে।

কামরাটা লম্বা। বেশিরভাগ জায়গা দখল করে রেখেছে পালিশ করা ওক কাঠের একটা টেবিল, সেটার চারদিকে অনেকগুলো চেয়ার সাজানো রয়েছে। দূরের দেয়ালটা মনে হলো কাঁচের তৈরি। এই বিশাল জানালার কাছে এমন একটা দৃশ্য দেখল রানা, স্থির পাথর হয়ে গেল ও, যেন দোর-গোড়ায় পৌঁছে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছে।

দৃশ্যটা ভীতিকর। দেয়াল ঘেঁষে পড়ে রয়েছে মলিয়ের ঝানের বিশাল শরীর, একটা কাঁধ আর দুটো পা ঢাকা পড়ে আছে তাজা রক্তে। একটা বুলেট কাঁধের হাড় গুঁড়ো করে দিয়েছে, বাকি দুটো চুরমার করেছে দু'পায়ের হাঁটু। ঝানের শিশুর মত সরল, লালচে মুখ আমূল বদলে গেছে, এখন সেটা ব্যথা আর আতঙ্কে বিকৃত একটা মুখোশ।

তার সামনে উঁচু টাওয়ারের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে, সম্পূর্ণ নগ্ন, বান্না বেলাডোনা।

এগারো

বান্না বেলাডোনার হাতে রানার অটোমেটিক, সরাসরি ঝানের মাথার দিকে তাক করে ধরে আছে সে। দুর্বোধ্য আওয়াজ করছে ঝান, কাতর অনুনয়ের সাথে থামতে বলছে বেলাডোনাকে। অবশেষে কাবু হয়ে পড়েছে ভাল্লুক, অসহায়।

মনে হলো রানার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন নয় বেলাডোনা। আর রানাও সামনের দৃশ্য দেখে পাথর হয়ে গেছে।

'প্রথম থেকেই আমি জানতাম, ঝান–এ-সবে তোমার মন নেই,' ভঙ্গুর হাসি এইমুহূর্তে অবশ্যই মধুকণ্ঠ থেকে বেরুচ্ছে না, চাপা থাকছে না ফরাসী উচ্চারণ।

'না, ঝান। বুঝতে না পারলে তোমাকে হয়তো মারতাম না। কিন্তু পেছনে ভুল করে এসেছ, ছাপগুলো মুছে আসোনি। বাংলাদেশী যুবক, রানা, সব ফাঁস করে দিয়েছে। আমরা তাকে ড্রাগ দিলাম, তার ভেতর ঢুকিয়ে দিলাম নতুন ব্যক্তিত্ব, সব ঠিকভাবেই শুরু হলো। কিন্তু সব তুমি ভেস্তে দিলে। আমার বিছানায় ছিলে তুমি, তাই না? আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। চুপিসারে নেমে যাও তুমি। হ্যাঁ, সরাসরি আমার বিছানা থেকে রানার কাছে যাও তুমি। তা না হলে আমার চুলের গন্ধ রানা পাবে কিভাবে?

'রানার কাছে গিয়ে তার মুখে পিল ভরে দাও তুমি–প্রতিষেধক। কি চেয়েছিলে, ঝান? ভেবেছিলে তোমার নোংরা ভালবাসার শিকার বানাবে রানাকে? ল্যাচাসির সাথে তোমার যে সম্পর্ক, ভেবেছিলে রানার সাথেও তুমি…নাকি দলবদলের ষড়যন্ত্র, ঝান? কিংবা, এটাই হয়তো আসল কারণ, আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলে তুমি। আচ্ছা, আমি যে তোমাকে বিয়ে করব না, টের পেয়ে গিয়েছিলে, তাই না?' খিল খিল করে হেসে উঠল বান্না বেলাডোনা, আবার হঠাৎ হাসি থামল। 'বিয়ে আমি কাউকেই করতে পারি না, ঝান। তোমাকে নয়, ল্যাচাসিকে নয়, কাউকে নয়। অথচ তোমরা আমাকে নিয়ে টানাটানি শুরু করেছ। এর একটা বিহিত আমাকে করতেই হত। অপরাধ করে সিদ্ধান্ত নিতে তুমি আমাকে সাহায্য করেছ, তা ঠিক।'

বেলাডোনা ট্রিগারে টান দিতেই লাফ দিল রানা, কিন্তু ঝানের মাথাটা রক্তভরা বেলুনের মত বিস্ফোরিত হলো। হলুদ মগজ ছড়িয়ে পড়ল বেলাডোনার নগ্ন শরীরে।

'মাইগড! ইউ বীচ!' মুহূর্তের জন্যে রানার মনে হলো, কথাগুলো উচ্চারণ করেনি ও। তবে ঝট্ করে ঘুরে গেছে বেলাডোনা, তার হাতের কোল্ট রানার বুকের দিকে তাক করা।

এই বেলাডোনাকে রানা চেনে না। উজ্জ্বল আলোয় তার চেহারায় বয়সের ছাপ দেখতে পেল ও। মাথার চুল এলোমেলো, কালো আগুনের মত চোখ জোড়া থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে ঘৃণা। তার এই চোখ দুটোই এক লহমায় সমস্ত রহস্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করল রানাকে। গাঢ় সবুজ রঙের চশমা পরে থাকত আদি

সও মঙ অর্থাৎ উ সেন, কারণ প্লেন অ্যাক্সিডেন্টে তার দুটো চোখই নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই তার চোখ দেখার সুযোগ রানার হয়নি। কিন্তু চোখ নষ্ট হবার আগের ফটো দেখেছে ও। এ সেই চোখ। দু'টুকরো কালো আগুন।

হাসল বান্‌না বেলাডোনা। বাঁকা হলো শুধু একদিকের ঠোঁটের কোণ। অত্যন্ত পরিচিত ভঙ্গি। চোখ বুজলে পরম শত্রু উ সেনের ঠোঁটে এখনও এই হাসি দেখতে পাবে রানা। একই হাসি।

'হ্যালো, মাসুদ রানা। অবশেষে। এই জঘন্য দৃশ্যটা তোমাকে দেখতে হলো বলে আমি দুঃখিত। বিশ্বাস করো, ওকে ক্ষমা করার কথা সিরিয়াস্‌লি ভাবছিলাম আমি, কিন্তু তুমি প্রতিষেধক পিলের কথা বলার পর আমার চোখ খুলে গেল। বুঝলাম, বেঈমানকে বাঁচিয়ে রাখা চলে না।' রানা কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলে থামিয়ে দিল সে। 'সত্যি দুঃখজনক। ওর নিজের ক্ষেত্রে দারুণ প্রতিভা ছিল, মানতেই হবে। অন্তত ওর মত গড-গিফটেড কেমিস্ট আমার অর্গানাইজেশনে অবশ্যই ঠাঁই করে নিতে পারে। কিন্তু ঝানের বেলায় সমস্যা ছিল, ওর অ্যামবিশন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। আসল কাজে মন ছিল না ওর। আমাকে বিয়ে করবে, ভাবো একবার!'

রানার দিকে এক পা এগোল বেলাডোনা, তারপর কি মনে করে আবার পিছিয়ে গেল।

'যা ঘটেছে সব মনে রেখে, এবং স্বীকার করি তোমার দুঃসাহস আর বীর্য মুগ্ধ করার মত, তবু বলতে হয় আমাদের পরিচয় হয়নি। আমার নাম বান্‌না উ সেন।' অপার আনন্দে হেসে উঠল সে। 'বলতে পারি, তোমার নাম মাসুদ রানা। এবং এখন আমি আমার পুরস্কার দাবি করতে পারি।'

'তার মেয়ে?' রানার গলা কোন রকমে শোনা গেল।

'আমার পুরস্কার,' বলে চলেছে বান্‌না সও মং। 'তোমার মাথার জন্যে আমি একটা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলাম। কেউ পারল না, আমি নিজে পারলাম। অবাক হচ্ছ? অবাক হচ্ছ এ-কথা ভেবে যে তোমাকে আর আমেরিকানদের কিভাবে আমি বোকা বানালাম? আমি জানতাম, রানা—জানতাম সি.আই.এ তোমার সাহায্য চাইবে। জানতাম তাদের ডাকে তুমি সাড়াও দেবে। মেজর মাসুদ রানা, এম.আর.নাইন, বি.সি.আই. এজেন্ট, হার্মিসের ব্যাপারে একজন এক্সপার্ট। হ্যাঁ, রানা, দূর থেকে নাকে দড়ি দিয়ে তোমাকে আমি ঘুরিয়েছি। ফাঁদ পাতলাম, তুমি ধরা দিলে।

'সেই ঘোষিত পুরস্কার এখন দাবি করি আমি। তুমি আমার বাবাকে মেরেছ। এমনকি তখনও আমি ছোট্টটি, বাবা আমাকে তোমার ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছিল।'

'আর তোমার মা?' সময় পাবার চাল দিল রানা।

বান্‌না সও মঙের গলার পিছন থেকে তীক্ষ্ণ একটা শব্দ বেরিয়ে এল, আহত পশুর মত, যেন বমি করতে যাচ্ছে। 'আমি অবৈধ সন্তান, যদিও জানি কে সে। ফরাসী দেহপসারিণী, বাবার সাথে তার তিন কি চারবার মাত্র দেখা হয়েছিল। আমার সাথে তার দেখা হয়েছে, তবে জ্ঞাতসারে নয়। ভাল আমি আমার বাপকে

বাসতাম, মি. মাসুদ রানা। আজ আমি যা জানি, সব আমার বাবার কাছ থেকে শেখা। উইল করে বাবা তার হার্মিসের সম্পদ আর দায়িত্বও আমাকে দিয়ে গেছেন। ব্যস, এইটুকুই তোমাকে জানাবার ছিল আমার। ঝান বিদায় নিয়েছে। এবার তোমার পালা।'

'ভুল তোমারও হয়, সও মং, তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'মারাত্মক একটা ভুলের কথা এখুনি তোমাকে আমি জানাতে পারি।'

'ভুল আমার?' সকৌতুকে রানাকে লক্ষ করছে নতুন সও মং। 'কি ভুল? নাকি অযথা সময় নষ্ট করাতে চাইছ?'

'ঝান নয়, বান্‌না, তুমি। প্রতিষেধক পিল তুমিই আমাকে দিয়েছ। কৃতিত্বটা অবশ্যই আমার।'

'আমি?' হেসে উঠল বান্‌না উ সেন। 'তোমার কৃতিত্ব?'

'মনে আছে, সম্মোহন সম্পর্কে আগ্রহ দেখিয়েছিলে তুমি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'বিদ্যাটা আমি জানি বলাতে তুমি জেদ ধরলে তোমাকেও শেখাতে হবে?'

'হ্যাঁ, তো কি?'

'তোমাকে আমি শেখালাম, মনে পড়ে? মাত্র পনেরো মিনিটের চেষ্টাতেই সম্মোহিত হয়ে পড়লে তুমি। তারপর কি হলো শুনবে? তুমি যে সও মং হতে পারো, এ-সন্দেহ প্রথম থেকেই ছিল আমার মনে। সাবধানের মার নেই, তাই তোমাকে কিছু সাজেশন দিয়ে রাখি আমি—আমাকে ড্রাগ দেয়া হলে তুমি আমাকে প্রতিষেধক দেবে। আর প্রয়োজনের সময় ঠিক তাই দিয়েছ, নিজের অজান্তে। আমাকে ড্রাগ দেয়া হয়েছে, এই খবর পাবার পর আবার তুমি সম্মোহিত হয়ে পড়ো, বুঝলে?'

কয়েক মুহূর্ত নড়ল না বান্‌না উ সেন। ম্লান দেখাল তাকে। তারপর নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ফুটল ঠোঁটের কোণে। 'বেশ, মানলাম, তুমিও আমাকে খেলাতে পেরেছ। কিন্তু এখন? এখন, মাসুদ রানা? কে কাকে খেলাবে? এই যে, তোমাকে আমি গুলি করছি। পারবে ঠেকাতে? পারবে তুমি আমার হাত থেকে বাঁচতে?

'তিনটে গুলি করব, রানা। শেষ গুলিটা তোমার মাথার খুলি ফাটিয়ে দেবে, বের করে নিয়ে যাবে খানিকটা মগজ। ওটাই আসল, বাকি দুটোর কথা বাদ দাও, ওগুলো শুধু হাড় গুঁড়ো করবে।'

হাতের কোল্টটা রানার দিকে তুলল বান্‌না। আগেই লাফ দিয়েছে রানা, ঠিক যখন মাজ্‌ল্ থেকে বেরুতে যাচ্ছে বুলেটটা। প্ল্যান করা ছিল, টেবিলের কোণ লক্ষ্য করে লাফ দিয়েছে ও। একটা আড়াল পেতে যাচ্ছে টেবিলের তলায়, এই সময় ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকল পিয়েরে ল্যাচাসির ধুলো-মাখা ভঙ্গুর কাঠামো, গলার শিরা ফুলিয়ে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে সে।

'আমাদের ঘিরে ফেলা হয়েছে, সও মং! পালাবার পথ নেই, চারদিকে পুলিস—চারদিকে!'

গুলি করল বান্‌না, রানা দেখল ওর মাথার এক ফুট ওপরে টেবিলের কোণ উড়ে গেল। শরীরটা মোচড় দিয়ে খপ্ করে একটা চেয়ারের পায়া ধরে ফেলল ও। ওকে লক্ষ্য করে এরইমধ্যে লাফ দিয়েছে ল্যাচাসি, চেয়ারটা টেবিলের নিচ থেকে

হ্যাঁচকা টানে বের করে আনল রানা। বান্নার পরবর্তী গুলি আর রানার মাঝখানে পৌঁছুল ল্যাচাসি।

বুলেটটা গর্ত করল ল্যাচাসির বাম বুকে, লাটিমের মত কয়েক পাক ঘুরিয়ে দেয়ালে নিয়ে ফেলল তাকে। মনে হলো পেরেক দিয়ে গেঁথে রাখা হয়েছে শরীরটা, তারপরই খসে পড়ল মেঝেতে, দেয়ালে রেখে এল লাল লাল ছোপ।

হাঁপানোর আওয়াজ পেল রানা, বিড়বিড় করে অভিশাপ দিচ্ছে সও মং। ঠিক সেই মুহূর্তে, সে যখন ভারসাম্য ফিরে পেতে চেষ্টা করছে, গায়ের সবটুকু শক্তি এক করে চেয়ারটা ছুঁড়ে মারল রানা।

সময় যেন স্থির হয়ে গেল, শূন্যে ঝুলে থাকল চেয়ার, আত্মরক্ষার তাগিদে সেটাকে এড়িয়ে যাবার ভঙ্গিতে বান্না সও মংও যেন স্থির হয়ে আছে। বাঁচার তাগিদ, সও মং পরিবারের প্রতি তীব্র ঘৃণা, আর রানার নিজের ভেতর লুকিয়ে থাকা আসুরিক পেশী, এই তিনটে শক্তির প্রতিনিধিত্ব করছে চেয়ারটা।

চেয়ারের নিরেট তলাটা সরাসরি বুকে আঘাত করল। চারটে পায়া নিখুঁতভাবে তার দুই হাতে দেবে গেল, সংঘর্ষের জোরাল ধাক্কা ছিটকে নিয়ে ফেলল তাকে জানালার গায়ে।

কাঁচ ভাঙার শব্দে রী রী করে উঠল গা। তারপরই শোনা গেল তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। জানালা ভেঙে শক্ত মাটিতে গিয়ে পড়েছে বান্না সও মং, ঠিক যেখান থেকে জায়গাটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে ঝোপ-ঝাড় আর জলাভূমির দিকে।

বান্না থামছে না, দীর্ঘ হচ্ছে আর্তনাদ, বিরতিহীন। আর দাঁড়িয়ে আছে রানা, যেন একটা পাথুরে মূর্তি, ভয়াবহ না জানি কি দেখতে হয় ভেবে হতবিহ্বল।

যে-ই মাটিতে পড়েছে বান্না অমনি একটা ধাতব খাঁচা ঝপ্ করে নেমে এসেছে অন্ধকার ওপর থেকে। তার দিয়ে ঘন করে বোনা হয়েছে খাঁচার পাশগুলো। প্রায় সাথে সাথেই, আশপাশের এলাকা জ্যান্ত হয়ে উঠল। খাঁচাটার একটা ছাদ দেখল রানা, তিন দিকে তারের জাল। বাকি একটা দিক ঝোপ-ঝাড় অর্থাৎ জলাভূমির দিকে খোলা।

খাঁচাটা নেমে এল, সেই সাথে কামরার ভেতর ম্লান হয়ে এল আলো। কিন্তু তবু বুকে হেঁটে এগিয়ে আসা সরীসৃপগুলোকে দেখতে পাবার মত যথেষ্ট আলো রয়েছে। একটা, তারপর আরেকটা, দুটোকে দেখতে পেল রানা। কিন্তু জোরাল আভাস পেল, আরও আছে। দুটোই বিশাল, মোটা, ভয়ঙ্কর পাইথন; লম্বায় একেকটা ত্রিশ-চল্লিশ ফুটের কম নয়।

সাপ দুটো দেহ বেয়ে উঠতে শুরু করল, পরিষ্কার শুনতে পেল রানা পাটখড়ির মত মট মট শব্দ করে চেয়ারটা ভাঙছে। পা ছুঁড়ছে বান্না, চিৎকার করছে। কিন্তু ওগুলো সাপ, শুনবে কেন! একটু পরই তার চিৎকার থেমে গেল। এক সেকেন্ড আগেই টের পেয়েছে রানা, কামরার ভেতর লোকজন ঢুকছে। অন্তত একজনকে পরিষ্কার চিনতে পেরেছে ও। নুমা-র ডিরেক্টর, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন।

হন হন করে এগিয়ে জানালার সামনে পৌঁছুলেন অ্যাডমিরাল। একটা হাত তুলে লক্ষ্যস্থির করলেন। তৃতীয় বিস্ফোরণের পর ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে

তাকালেন। 'হ্যালো, মাইবয়!'

দুটো গুলি করে পাইথন জোড়াকে মেরেছেন জর্জ হ্যামিলটন। শেষ গুলিটা করেছেন বান্নাকে, তখনও যদি বেঁচে থাকে, এই ভেবে।

'এসো, রানা।' রিটার গলা, রানার পাশ থেকে। সে-ই ওর হাত ধরে কামরা থেকে বের করে নিয়ে এল। এক মিনিটের ছুটি নিয়ে রানা চলে গেল পোশাক পরে আসতে।

কয়েক মিনিট পর, বাড়িটার হলঘরে, রানার পাশে বসে শান্তভাবে গল্পটা শোনাল রিটা হ্যামিলটন। ঠিক কি ঘটেছিল মনো-রেলে।

'সাথে পিস্তল ছিল সত্যি, তুমি বলেও গিয়েছিলে ট্রেনে কেউ উঠতে চেষ্টা করলে গুলি করে মারব আমি, কিন্তু বারো-তেরোজন লোককে মারা কি সম্ভব? সম্ভবত আমরা র‍্যাঞ্চ ছাড়ার আগে থেকেই ট্রেনে অপেক্ষা করছিল ওরা। দেখলাম এত লোকের সাথে লড়তে যাওয়া স্রেফ পাগলামি, তাই লেজ তুলে পালালাম।' হেসে ফেলল রিটা। 'কি, আমাকে তুমি ভীতু বলবে?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল রানা। 'ঠিক কাজটি করেছ।'

'দুঃখিত, রানা–তোমাকে কোন সঙ্কেত দিতে পারিনি। একবার ভেবেছিলাম তোমার কাছে যাই, কিন্তু চারদিকে ওদেরকে দেখে সাহস পেলাম না। শুনে ফেলার ভয়ে চিৎকারও দিতে পারলাম না। অন্ধকার, কিছু দেখতেও পাচ্ছিলাম না। সম্ভবত ফেরার সময় কয়েক ইঞ্চি দূর দিয়ে আমাকে তুমি পাশ কাটিয়েছ। শেষ পর্যন্ত তোমার সাথে নয়, ধাক্কা খেলাম একটা লাশের সাথে।'

'কিভাবে···?' শুরু করল রানা।

'হেঁটে। গেট পেরিয়ে মরুভূমিতে বেরিয়ে এলাম। তবে অ্যামারিলোতে পৌঁছুতে অনেক দেরি করে ফেলি, লুকিয়ে থাকা ছাড়া তখন আর করার কিছু ছিল না। সারাটা রাত গরু-খোঁজা করে খুঁজল ওরা আমাকে। অনেক কষ্টে, অতি সাবধানে পৌঁছলাম শহরে, ফোনের কাছে।

'তারপর খবর আসতে লাগল চেইন পাহাড় থেকে। ইতিমধ্যে বাবা পৌঁছে গেছেন, সাথে আরও লোকজন। অনেক খোঁজ-খবর নেয়ার পর বান্না বেলাডোনার হেলিকপ্টার সম্পর্কে জানা গেল, কোন্ দিকে গেছে ওটা। এভাবেই তোমার খোঁজ বের করা হলো। তোমাকে তো আমি আগেই বলেছিলাম, ও মেয়ে ভাল নয়।'

চুপ করে থাকল রানা। নিজেও আন্দাজ করেছিল, বান্না ভাল মেয়ে নয়। কিন্তু তবু সব রহস্য উন্মোচিত হবার পরও, গোটা ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য লাগছে ওর কাছে।

হলঘরে এলেন জর্জ হ্যামিলটন। 'অনেক দিন পর আবার দেখা হলো, মাই বয়,' বলে মেয়ের দিকে তাকালেন তিনি, নিঃশব্দে একটু হাসলেন। 'তুমি জানো না, একটা মিরাকল ঘটে গেছে।'

'মিরাকল?' অবাক হলো রানা।

'তুমি আমার স্নেহের পাত্র, স্বভাবতই আমি আশা করব আমার পরিবারের

সবাই তোমাকে বন্ধু হিসেবে নেবে,' বলে চলেছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে একদিন আবিষ্কার করলাম, আমার পরিবারে তোমার এক শত্রু আছে।'

'ড্যাডি, তুমি বাড়িয়ে বলছ...,' তীব্র প্রতিবাদ জানাল রিটা। 'ব্যাপারটা ঠিক সেরকম ছিল না। মাসুদ রানা বলতে তুমি-অজ্ঞান, এমন ভাব দেখাতে যেন ওর কোন খুঁত নেই, যেন সব দিক থেকে সেরা...আর আমি শুধু শান্তভাবে বলতে চেষ্টা করতাম, এ-ধরনের নিখুঁত চরিত্র শুধু উপন্যাসের পাতায় পাওয়া যায় বাস্তবে দেখা মেলা ভার...'

'কিন্তু মিরাকলের কথা কি যেন বলছিলেন?' বিব্রত বোধ করছে রানা।

'তোমার ব্যাপারে ওকে সাংঘাতিক উদ্বিগ্ন হতে দেখেছি, কোন শত্রুর জন্য সাধারণত কাউকে এরকম হতে দেখা যায় না, তখনই বুঝলাম, ব্যাপারটা উল্টে গেছে। শত্রু বন্ধু হয়ে গেল, মিরাকল নয়?'

রানার পাশ থেকে উঠে এসে বাবার কাঁধে থুতনি রেখে দাঁড়াল রিটা হ্যামিলটন, বলল, 'কিছুই উল্টে যায়নি। আমার বাবার আদরের ভাগ শুধু আমি পাব, আর কাউকে দেব না।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' মেয়ের আবদারের কাছে হার মানলেন অ্যাডমিরাল। 'তাই হবে, কাউকে দেব না। কিন্তু সম্ভব হলে তুই নিজের কাছ থেকে সামান্য এক-আধটু দিস, কেমন?' হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি, নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'এখন যা, দেখ্, দু'কাপ কফি খাওয়ানো যায় কিনা। এই ফাঁকে রানার সাথে জরুরী কয়েকটা কথা সেরে নিই।'

রিটা হলঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই অ্যাডমিরাল বললেন, 'সও মং আর হার্মিস সম্পর্কে খবর নিতে গিয়ে অদ্ভুত একটা ব্যাপার জানতে পেরেছি, রানা।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল রানা।

'হার্মিসের ভিত খুব শক্ত,' বলে চলেছেন অ্যাডমিরাল। 'আমেরিকার সবখানে ওদের সংগঠন ছড়িয়ে আছে। গোপনে অনেক আমলা, পুলিস অফিসার, এমনকি সামরিক অফিসারও হার্মিসের সদস্য। আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে আভাস পেয়েছি, কিছু কিছু মহল থেকে বলা হচ্ছে সও মঙের কোন ক্ষতি হলে চরম প্রতিশোধ নেবে তারা। কাজেই তোমার সাবধান হওয়া দরকার বলে মনে করছি, রানা।'

'ধন্যবাদ, অ্যাডমিরাল,' বলল রানা। 'সাবধানেই থাকব আমি।'

হার্মিস সম্পর্কে জানা আছে ওর। প্রথম সারির নেতা বলতে শুধু ল্যাচাসি আর ঝানই ছিল না, আরও অনেক থাকার কথা। সও মঙের অকালমৃত্যুর প্রতিশোধ তাদের পক্ষে নিতে চাওয়াটাই স্বাভাবিক। হ্যাঁ, সাবধানেই থাকতে হবে তাকে। খুব সাবধান!

***